প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য

বাংলা
অশিষ্ট শব্দের
অভিধান

সম্পাদনা

মানসকুমার রায়চৌধুরী

BANGLA ASSISTHA SABDER ABHIDHAN : A Dictionary of Bengali Slang : Edited by Manas Kumar RoyChowdhury. Tapan Pustakalaya, Kolkata 2012. Rs. 100

প্রকাশক ঃ তপন পুস্তকালয়
স্টল নং - ২৫,
ভবানী দত্ত লেন
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩
দূরভাষ ঃ ৯৮৩৬৯১৮৯২১// ৯৪৩৩৫৪৭৭২০

E-mail : tapanpustakalaya@gmail.com

প্রথম প্রকাশ ঃ ২০০১
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ২০১২

প্রচ্ছদ ঃ সুবল সরকার

বর্ণ সংস্থাপন ঃ অলোক মুখার্জি

মুদ্রক : পদ্মনাভ ইম্প্রেশান্
১৭, ভীম ঘোষ লেন,
কলকাতা : ৭০০ ০০৬

মূল্য ঃ ১০০ টাকা

এপার বাংলা ওপার বাংলার
যে ভাষাবিজ্ঞানীরা
অশিষ্ট শব্দাবলিকে
যথাসাধ্য মান্যতা দিয়েছেন,
পশ্চিমবঙ্গের যে আধুনিক লেখিকারা
অশিষ্টশব্দের অকুণ্ঠ প্রয়োগে
রক্ষণশীল শিষ্ট সাহিত্যে খোলা হাওয়া
বইয়ে দিয়েছেন,
তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও অভিনন্দনসহ
নিবেদিত


DESERTER
SCANNED BY
THE FALLEN
ANGEL
OF
BOOKS

"বাঙ্গালা ভাষার সমুদ্র আলোড়ন কর। ডুবুরির মত সাগরবক্ষে ঝাঁপ দাও। সমুদ্রগর্ভে শামুক ঝিনুক কঙ্কাল কঙ্কর মুক্তা প্রবাল যেখানে যাহা আছে, তুলিয়া আন। কাহাকেও বর্জ্জন করিও না; কাহাকেও অবজ্ঞা করিও না; কাহাকেও অগ্রাহ্য করিও না। অবহেলায় তোমার অধিকার নাই। অকিঞ্চিৎকর বলিবার অধিকার তোমার নাই ; গ্রাম্য ভাষা বলিয়া অবজ্ঞায় অধিকার তোমার নাই।"

— রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

" ইউরোপের লোকেরা তাঁদের ভাষায় কিছুই গুপ্ত অজ্ঞাত থাকতে দেননি। ইংরেজি, ফরাসি, জর্মান প্রভৃতিতে যা কাজ হয়েছে, তার শতাংশের এক অংশও আমাদের দেশভাষাগুলিতে হয়নি।"

— সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

" ... যুগে-যুগে নতুন হয় বলেই ভাষা বেঁচে থাকে, সে-শক্তি হারিয়ে ফেললেই মরে যায়! আর অভিধান যদি সেই বিবর্তনের ছবি দিতে না পারে, তাহলে অভিধানের অর্থ কী ?"

— বুদ্ধদেব বসু

" শব্দ নিয়ে ... অনুসন্ধানের নেশা আমার বহুদিনের। মার্কসীয় অর্থনীতির '**Value Price and Profit**' বইটির বাংলা করেছিলাম 'ভূতের বেগার'। তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি এই নাম বাতিল করে দিয়েছিল। ...

'**Labour Power**' কথাটির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার হয়েছিল। বাংলায় এ কথাকে আমি শ্রমশক্তি লিখতে পারলাম না। আমি 'গতর' কথাটি ব্যবহার করেছিলাম। পার্টির মধ্যে যারা অর্থনীতি বোঝেন তারা অবশ্য এক্ষেত্রে আমাকে সমর্থন করেছিলেন।"

— সুভাষ মুখোপাধ্যায়

" পথে ঘাটে মাঠে এবং ঘরে বাইরে রকে আড্ডায় প্রতিদিন এই ধরনের নতুন কথা, স্ল্যাং ওয়ার্ডস বা সাংকেতিক বাক্য গজিয়ে ওঠে, আর তার কিছু যায় মরে, কিছু ওঠে গড়ে। পরে সেগুলি ভর্তি হয়ে যায় আমার অভিধানে।"

— কুমারেশ ঘোষ ('আড্ডার অভিধান')

"অপরাধ জগতের ভাষাকে আমরা এক শ্রেণীর **jargon, argot** বা **antilanguage** বলবো। কামার, কুমোর, মুচি, নাপিত, দর্জিদের নিজ নিজ পেশাগত ভাষা রয়েছে ; যেমন রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার নানা পরিভাষা। ভাষাবিজ্ঞানীর কাছে সন্ধি স্বর প্রভৃতি যেমন ভাষাতাত্ত্বিক **jargon,** লঘু বা হালকা শব্দও **(slang)** এই জাতীয়।"

— ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক

"... সব থেকে অসুবিধে বোধ করেছি অশ্লীল শব্দগুলোকে নিয়ে। ইংরেজি **four-letter word**-গুলোর দু-অক্ষরের বাংলাগুলো আমরা সবাই জানি, কিন্তু লিখি না। অভিধানে ঠিকমতো ব্যঞ্জনাসহকারে প্রতিশব্দ দিতে গেলে ওগুলো লেখা উচিত। **Bugger**-এর বাংলা 'গেঁড়ে' লিখতে আমাদের কলম কাঁপেনি। **Shit, piss** বা **ass**-ও আমাদের থামাতে পারেনি। কিন্তু **fuck** বা ওই জাতীয় শব্দে আমরা ঠেকে গেছি।" — আশীষ লাহিড়ী

('ইংরেজি-বাংলা অভিধান : একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা')

"Should a lexicographer, if he includes any vulgarism (in any sense of the term), omit the others? I have given them all. My rule, in the matter of unpleasant terms, has been to deal with them as briefly, as astringently, as aseptically as was consistent with clarity and adequacy; in a few instances, I had to force myself to overcome an instinctive repugnance; for these I ask the indulgence of my readers."

— Eric Partridge

"... no glossary of slang ... can be totally accurate inspite of the care taken by author, for the very nature of the subject prohibits it." **— Julian Franklyn**

উত্তরবঙ্গ গ্রন্থমেলা
২০১২

ভূমিকা

বাংলা অশিষ্ট শব্দের অভিধান সংশিষ্ট ক্ষেত্রে এমন একটি দ্বিতীয়রহিত গ্রন্থ, যার মধ্যে যাবতীয় বাংলা স্ল্যাং (Slang) সংকলিত হয়েছে।

কী আছে এই অভিধানে : Standard Language বা শিষ্ট ভাষা-বহির্ভূত শব্দাবলি—যার কিছু গ্রাম্য, কিছু আঞ্চলিক, কিছু বা অশালীন বা অশ্লীলও, সামগ্রিকভাবে ভাষা-পণ্ডিতেরা যাকে অপ্রথাগত শব্দ বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, এসবই যথাসাধ্য এই অভিধানে গৃহীত হয়েছে। এমনকী সবাই জানে বোঝে কিন্তু সচরাচর মুখে বলে না, আখরে লেখে না পুরুষ-ও স্ত্রী-যৌন-অঙ্গের এমন প্রতিশব্দ, গালিগালাজ, খিস্তিখেউড়ও বাদ যায়নি। রবীন্দ্রোত্তর বাংলাভাষার দুর্মর রক্ষণশীলতার ফলে উপন্যাসের পরিস্থিতিতে অনিবার্য ও বর্ণিত চরিত্রের মুখে সঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মত অপরাপর ক্ষেত্রে সাহসী লেখকও 'বোকাচো—' তে এসে থেমে গেছেন। প্রাপ্তবয়স্ক বাঙালি পাঠকমাত্রেই জানেন অংশত কর্তিত চার অক্ষরের শব্দটি কী। অজস্র অবাঙালি পাঠক বাংলা পড়েন, পড়েন অনেক প্রবাসী বাঙালিও, যাঁদের মাতৃভাষাচর্চা নানা কারণে ক্রমক্ষয়িষ্ণু। স্বতঃই তাঁরা বিভ্রান্ত হতে পারেন। বাংলা শব্দার্থ অভিধানও এ ব্যাপারে তাঁদের সাহায্য করতে পারবে না। আমরা তাই অখণ্ড 'বোকাচোদা' শব্দটি অভিধানে তুলে এনেছি। প্রতিতুলনায় বাংলাদেশি কথাসাহিত্যের বিশিষ্ট গল্পকার আখতারুজ্জামান ইলিয়াস স্ল্যাং ব্যবহারে মুক্তমনের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর লেখা থেকে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতি এইরকম :

> এই চুতমারানিরা গেছে, খানকির বাচ্চাগুলি অহন নাম দিবো। (মিলির হাতে স্টেনগান)

> মুক্তিবাহিনী করে তোরা করলিটা কী? মিলিটারি এসে গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে দিচ্ছে, মরা ছাড়া তোরা আর কী বালটা ছিঁড়তে পারিস? (অপঘাত)
>
> তারাবিবি রমজান আলিকে জাগাবার চেষ্টা করছে, 'অ গোলজারের বাপ! এক্কেরে লাশটা হইয়া রইছো, না? আরে বুইড়া মরদ, খাটিয়ার লাশটাডি লড়েচড়ে, তোমার লড়ন নাই? বিছানা জুইড়া ভ্যাটকাইয়া রইছো, অ গোলজারের বাপ'। এরপর রমজান আলি হয় চুপ করে থাকবে, নইলে উঠে তার বালিশের কাছ থেকে হাতপাখাটা নিয়ে বউকে পেটাতে শুরু করবে, 'খানকি মাগী, তর মরদানি দ্যাখনের খাউজানি উঠছে, না? র। তরে মরদ দ্যাখাই। তর হাউস মিটাইয়া দেই, আয়'। (তারাবিবির মরদ পোলা)

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অনুরাগী পাঠকেরাও, ভৌগোলিক বিভাজন সত্ত্বেও, বাঙালি; সুতরাং কেউ কেউ মৃদু আপত্তি তুলেছিলেন সাহিত্যে এই ঢাকাইয়া স্ল্যাং ব্যবহারের বাড়াবাড়িতে। আত্মপক্ষ সমর্থনে লেখক নিজেই সওয়াল করেছেন :

> ...(যারা) কথাবার্তায় অবিরাম এইসব স্ল্যাং ব্যবহার করেন, এগুলো তাদের কাছে প্রকাশের অপরিহার্য মাধ্যম। এসব কিন্তু শুধু গালাগালি নয়, রাগ, বিরক্তি, ক্ষোভ, গ্লানি, এমনকী ভালোবাসা ও স্নেহ প্রকাশের উপায়। ভদ্দরলোকদের কী করে বোঝাব যে ঢাকার আদিবাসীদের স্পর্শকাতরতা কয়েক প্রজন্মের নগরবাসের ফলে সরাসরি প্রকাশে বাধা পায়। নিজের কথা সরাসরি প্রকাশ এদের কাছে স্যাঁতসেঁতে আদিখ্যেতা বলে বিবেচিত হয়। নিজের তীক্ষ্ণ অনুভূতিটিও জানাতে হলে দুটো স্ল্যাং বলে আবেগের তরলতাটি ঘুচিয়ে নেন এরা। এটা কেন হয়েছে, এর কারণ কী—এ নিয়ে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা হতে পারে। কিন্তু এঁদের প্রকাশের এই অনবদ্য ও খাঁটি ভঙ্গিটি ছাড়া সাহিত্যে এদের নিয়ে কথা বলা আমার সাধ্যের বাইরে। (আমার প্রথম বই)

বাংলা অভিধানে স্ল্যাং : কিছুকাল যাবৎ বাংলাভাষায় অভিধানচর্চা জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। একটি বৃহৎ বাণিজ্যিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠানও তাতে যোগ দিয়েছে। বাংলাভাষায় থিসেরাস হয়েছে, বাগার্থ অভিধান হয়েছে, এমনকী

বিষয়ভিত্তিক অভিধানের ক্ষেত্রে প্রবল অজন্মা সত্ত্বেও প্রকাশিত হয়েছে 'সংসদ বাংলা নাট্য অভিধান'; কিন্তু উদ্যমের বেশিটাই ব্যয় হয়েছে শব্দার্থ-অভিধান ও বানান অভিধান রচনায়। আবার, শব্দার্থ বলতে বাংলা অভিধানে এখনও যা পাই তার বেশির ভাগই প্রতিশব্দ, কদাচিৎ শব্দার্থের সংজ্ঞা। বানান অভিধানের প্রভাবে আধুনিক বাংলা বানানের নৈরাজ্য কিছুটা কমেছে, সর্বক্ষেত্রে ঐকমত্য না হলেও। বস্তুত বানান অভিধানকারেরা বাংলা বানানের আধুনিক নিয়মনীতি নিয়ে নানা ধরনের বিতর্ক উসকে দিয়েছেন। আশা করা যায় এর ফলে এমন দিন নিশ্চয়ই আসবে যখন গ্রহণ-বর্জন করতে করতে কিছু অনিবার্য ব্যতিক্রমসহ সব লিখিত বাংলা শব্দের এক ও অবিকল্প বানান আমরা পেয়ে যাব।

যাঁরা নতুন কালের এই সব নতুন শব্দার্থ ও বানান অভিধান নিয়ে নাড়াচাড়া করেন তাঁরা অবশ্যই তাতে একটা অভাব লক্ষ করেছেন। সেটা বাংলা স্ল্যাং বা অশিষ্ট শব্দের অভাব। ইংরেজিতে মান্য ভাষার অভিধানে অনেক স্ল্যাং স্থান পেয়েছে। বিখ্যাত Oxford English Dictionary (OED)-তে অজস্র স্ল্যাং-এর বিবরণ আছে। ওই অভিধান মন্থন করে ইংরেজিতে স্বতন্ত্র স্ল্যাং-এর অভিধান সংকলিত হয়েছে। বাংলা অভিধানকারদের রক্ষণশীলতার ফলে বাংলা প্রধান প্রধান অভিধানগুলিতে অশিষ্ট ও তথাকথিত অশ্লীল শব্দ বর্জিত হয়েছে। এ বাবদে পূর্বাচার্য জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর উদারতা বিস্ময়কর। সুধীরচন্দ্র সরকারও তাঁর 'বিবিধার্থ অভিধান'-এ অল্প কিছু সংখ্যক স্ল্যাং অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন :

> ...এই গোষ্ঠীর ভাষা খুবই ভাবব্যঞ্জক বা অভিব্যক্তিজনক বলিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিগণও নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ করিবার সময় এই ধরনের অপশব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইংরেজিতে ও অন্যান্য ভাষায় অপশব্দের স্বতন্ত্র অভিধান (Slang Dictionary) প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমস্ত Slang শব্দ ক্রমে ক্রমে ভদ্রপদবাচ্য হইয়া ভদ্রগোষ্ঠীতে স্থানলাভ করিতেছে। শালীন সাহিত্যে এই শব্দগুলি পঙ্‌ক্তিভুক্ত না হইলেও, এই সব শব্দ ও ইডিয়াম মূলত ভাষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এইগুলি পরিত্যক্ত হইলে

> ভাষা আংশিকভাবে অবশ্যই অঙ্গহীন হইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। সহজ ও সাবলীল মনোভাব প্রকাশের বাহন হিসাবে এই শব্দগুলির বৈশিষ্ট্য অবশ্যস্বীকৃত। সম-অর্থবোধক অপটু দুর্বল শব্দ কোনক্রমেই ইহাদের স্থানচ্যুত করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া মনে হয় না।
>
> প্রশ্ন হইতে পারে, সাম্প্রতিককালে মানুষেরা পারতপক্ষে এই ভাববৈশিষ্ট্যময় (জোরদার) অপশব্দগুলি ব্যবহার করেন না কেন? ইহার অন্যতম কারণ যে আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, একালের মানুষের শারীরিক শক্তি বহুল পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। শরীরে যাহার শক্তি নাই, সবল সরল ভাষা তাহার নিকট সহজপাচ্য নয়। কিন্তু মানুষ যতই শালীনতার ছত্রচ্ছায়াতলে আসিয়া ভদ্রতা প্রকাশ করুক না কেন, কলহকালে এই ভাষার সাহায্যে তাহার প্রকৃত মনোভাব যেভাবে ব্যক্ত হয়, অন্য শব্দ দ্বারা সেভাবে ব্যক্ত হয় না।

বস্তুত, সুধীরচন্দ্র সরকার ব্যবহারিক ভাষা ও শব্দের ব্যাপারে শালীনতার প্রশ্নটি খারিজ করে দিয়েছেন। শিষ্ট ভাষায় মানুষ ক্ষেত্রবিশেষে আপন মনোভাব গোপন করতে শেখে; স্ল্যাং ধুতি কামিজের ভিতরকার মানুষটাকে প্রকাশ করে দেয়। তবু সাধারণ ছোট বড় মাঝারি প্রায় সব বাংলা শব্দার্থ অভিধানে স্ল্যাং অবাধ প্রবেশাধিকার পেল না। অথচ অপ্রচলিত বা কদাচিৎ ব্যবহৃত অজস্র শব্দে একাধিক বাংলা অভিধান আয়তনে বিপুল হয়েছে। পবিত্র সরকার একটি অমোঘ দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন : 'চলন্তিকা'-তে আছে 'অনুপদীনা' শব্দটি, মোজা যার অর্থ। তা সম্ভবত 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে একবার ব্যবহৃত হয়েছে, অন্তত আমাদের চোখে আর পড়েনি।

ইংরেজি ভাষায় স্ল্যাং চর্চা : অভিধানচর্চায় সাহেবদের উৎসাহ অপরিসীম। ইংরেজি ভাষায় স্ল্যাং-এর অভিধান সংকলনের প্রাথমিক এবং সেই কারণেই ভাসা-ভাসা কাজ শুরু হয়েছে ষোড়শ শতাব্দীতে। পরের শতাব্দীতে B.E. Gent প্রণয়ন করলেন প্রধানত Cant বা অপরাধ জগতের ভাষার অভিধান, যার নাম A New Dictionary of the Terms ancient and modern of the Canting Crew, in its several Tribes of Gypsies, Beggers, Thieves, Cheats etc। পরবর্তী কালের অনুরূপ গ্রন্থের তুলনায়

অনেক অসম্পূর্ণতা নজরে এলেও এটি পথিকৃতের মর্যাদা পেয়েছে। অষ্টাদশ শতকে বেরুল Classical Dictionary of Vulgar Tongue, সংকলক Francis Grose। প্রথমদর্শনে এই অভিধানের বিরুদ্ধে অশালীনতা, অশ্লীলতা ও সাধারণ ব্যবহারের পক্ষে অনুপযোগিতার অভিযোগ উঠলেও গ্রন্থটির গুরুত্ব ক্রমশ বেড়েছে, যখন দেখা গেল অশ্লীলতা একটি নিয়ত পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র, অষ্টাদশ শতকের অশ্লীলতা বিংশ শতাব্দীতে শোধন হয়ে যায়। উনিশ শতকে স্ল্যাং অভিধানচর্চা গভীর ও ব্যাপক হয়ে উঠল। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অভিধান হল John Camden Hotten-এর The Slang Dictionary, Albert Barner ও Charles Leland সংকলিত A Dictionary of Slang, Jargon and Cant, John S. Farmer ও W.F. Henley সংকলিত Slang and its Analogues। সাত খণ্ডে সমাপ্ত শেষোক্ত অভিধানটি প্রকাশিত হয়েছে ১৮৯০-১৯০৪ খ্রি. সময়কালের মধ্যে। এই ঘটনাক্রমও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে Farmer ও Henley স্ল্যাং-অভিধানচর্চার দুটি শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে অনেক প্রাচীন বিতর্কের অবসান ঘটান এবং ভাষাবিজ্ঞানী মহলে এক নতুন নির্ভুল সঙ্কেত পৌঁছে দেন যে, স্ল্যাং একটি অ্যাকাডেমিক চর্চার বিষয়।

বিংশ শতাব্দীতে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে স্ল্যাং-এর চর্চা যেমন বেড়েছে, স্ল্যাং নিয়ে ভিক্টোরীয় শুচিবাই কমেছে, তেমনই অনেক অভিধানও বেরিয়েছে। এই পর্বের শ্রেষ্ঠ সংকলক ও স্ল্যাং-বিশেষজ্ঞ হলেন Eric Partridge। এই মানুষটি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত জনৈক বিদেশি ছাত্রের সিদ্ধান্তকে তারিফ করে লিখেছিলেন :

> (He) could rightly say : 'It is impossible to acquire a thorough knowledge of English (or of any other language, for that matter) without being familiar with slang and vulgarism.'

Partridge-এর দুটি বই—A Dictionary of Slang and Unconventional English এবং A Dictionary of the Underworld

যুদ্ধোত্তর কালের শ্রেষ্ঠ স্ল্যাং অভিধান। এখানেই ইংরেজি স্ল্যাং-এর অভিধানচর্চা থেমে থাকেনি, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও তা অব্যাহত থেকেছে। আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে Julian Franklyn-এর The Dictionary of Rhyming Slang (১৯৬০), Jonathon Green-এর A Dictionary of Jargon (১৯৮৭) ও The MacMillan Dictionary of Contemporary Slang (১৯৮৮), Tony Thorne-এর Bloomsbury Dictionary of Contemporary Slang (১৯৯০), John Ayto ও John Simpson-এর Oxford Dictionary of Modern Slang (১৯৯২) ইত্যাদি।

বস্তুত শব্দ সাগরের তীরে ইংরেজ ভাষাবিজ্ঞানীরা কান খাড়া করেই থাকেন। তাঁরা কত ভারতীয় শব্দ ইংরেজি অভিধানে গ্রহণ করেছেন তার একটা হিসেব পাওয়া যাবে জি সুব্বা রাওয়ের বই থেকে। বইটি ইংরেজি অভিধানে ঠাঁই পেয়েছে এমন ভারতীয় শব্দের একটি তালিকা। তালিকার সব শব্দই শিষ্ট ইংরেজি ভাষায় ব্যবহারযোগ্য এমন নাও হতে পারে। আবার, অজস্র ইংরেজি শব্দ অবিকৃতভাবে বা ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে বাংলাভাষায় এমনভাবে ঢুকে পড়েছে এবং শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সবাই স্বচ্ছন্দে তা ব্যবহার করছে যে সেগুলিকে আর ইংরেজি বলে চেনার জো নেই। এ জাতীয় শব্দের সম্পূর্ণ তালিকা বাংলায় তৈরি হয়নি। অথচ আমরা জানি এও স্ল্যাং-এর একটি উৎস। একটা অর্থে 'পিস', দারুণ অর্থে 'হেভি' ইংরেজি থেকে পাওয়া জনপ্রিয় স্ল্যাং। বাংলা শব্দার্থ অভিধানে এরা নেই।

বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য চালাবার জন্য বিস্তর ভারতীয় শব্দ ইংরেজের প্রয়োজনে আসে। ফলে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে প্রকাশিত হয় ভারতীয় শব্দের দুটি অভিধান — উইটওয়ার্থের আর উইলসনের। পরের বছর প্রকাশিত হয় আর্থার বার্নেল ও কর্নেল ইয়ুল-এর বিখ্যাত মহাকোষ 'হবসন জবসন'। আসলে মহরমের সময় শোনা সমবেত কণ্ঠের 'হায় হাসান, হায় হোসেন' শোরগোল ইংরেজের শ্রবণে 'হবসন জবসন' হয়ে পৌঁছেছিল। এই গ্রন্থে নিহিত সব শব্দ আছে, ভারতে বসবাসকারী ইংরেজ যেমন বলত বা শুনত।

যেমন, 'লুটিওয়ালা', 'নচগার্ল', 'দস্তুরি', 'আরে বাপরে' ইত্যাদি। ইংরেজের শিষ্ট ভাষায় এও তো স্ল্যাং। কার্যত ইংরেজের ভারতশাসনকালের একটি উপভোগ্য দিক অধুনা অপ্রচলিত এই শব্দাবলির মধ্যে ধরা আছে।

কাকে বলে স্ল্যাং : ইংরেজি ভাষায় কয়েক শতাব্দী যাবৎ ব্যাপক চর্চা ও গবেষণা সত্ত্বেও স্ল্যাং-এর সংজ্ঞা নিয়ে কোনও ঐকমত্য গড়ে ওঠেনি। প্রথমে ইংরেজি অভিধানের দিকে তাকানো যাক। Webster Comprehensive Dictionary : Encyclopedic edition লিখছে :

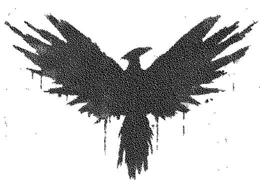
> Slang is difficult to define, because the term itself has changed in meaning over the centuries.

আবার, The Concise Oxford Dictionary (6th edition) অনুযায়ী Slang হচ্ছে—

> Words and phrases, or particular meanings of these, that are in common informal use, but generally considered not to form part of standard English, and often used deliberately for picturesqueness or novelty or unconventionality; words etc. either entirely peculiar to or used in special senses by some class or profession, cant...

এইখানে পাঠক ধন্দে পড়বেন, cant আবার কী! cant হল চোর, পকেটমার, ভবঘুরে, এমনি সব অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত মানুষের নিজেদের মধ্যে কথা চালাচালির সাংকেতিক ভাষা। এরকম স্বতন্ত্র ভাষারূপ আরও আছে। যেমন, jargon, argot, flash। স্ল্যাং-এর মধ্যে সবই মিলেমিশে আছে। এবং এও একটা কারণ যার জন্য স্ল্যাং-এর সর্বজনগ্রাহ্য সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন বলে অনুভব করেছেন ইংরেজি স্ল্যাং অভিধানকারেরাও। Eric Partridge-এর মত বিশেষজ্ঞও বলছেন :

> Slang is easy enough to use, but very hard to write about with facile convincingness that a subject apparently so simple would, at first sight, seem to demand.



Oxford Dictionary of Modern Slang-এর ভূমিকায় সম্পাদকদ্বয় লিখছেন :

> Slang is a colourful alternative vocabulary. It bristles with humour, vituperation, prejudice, informality : the slang of English is English with its sleeves rolled up, its shirt-tails dangling, and its shoes covered in mud.

আস্তিন গোটানো, জামার ঝুল লতরপতর করছে, জুতো কাদায় মাখামাখি—স্ল্যাং-এর এই রাগী মারকুটে চেহারা প্রায় সবাই স্বীকার করেছেন। তবু সংজ্ঞা স্থির হয়নি। একটা কৌতুকপ্রদ বিষয় এখানে উল্লেখ করলেই প্রসঙ্গটি এখনকার মত শেষ করা যায়। স্ল্যাং নিয়ে একটি বিতর্কসভার আয়োজন হয়েছিল ফ্রান্সে, ১৯৮৯-এ। বেশ কয়েকদিন আলোচনা হল, তর্ক বিতর্ক হল এবং স্ল্যাং কাকে বলে, কী হবে তার সংজ্ঞা এই নিয়ে সভায় তীব্র মতবিরোধ দেখা দিল। কোনও সংজ্ঞাই সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন না পাওয়ায় সভা ভণ্ডুল হয়ে গেল।

সাবেক বাংলার স্ল্যাং : Standard Language— বাংলায় যাকে বলতে পারি মান্য বা শিষ্ট ভাষা—মানুষের শিষ্ট আলাপের মাধ্যম। শিষ্টাচারসম্মত পরিস্থানের বাইরে, নির্বাধ অন্তরঙ্গ আলাপে কিংবা ক্রোধান্ধ উত্তেজক পরিস্থিতিতেও মানুষ কথা বলে; কিন্তু শিষ্ট ভাষায় সে-কথা বলা যায় না। এই কারণেই সব কালে, সব দেশে, সব ভাষায় শিষ্ট ভাষার পাশাপাশি অন্য রকম আর একটা ভাষা মুখে মুখে তৈরি হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিকেরা একে বলেছেন অপাংক্তেয় শব্দ বা ভাষা।

বৈচিত্র্যপূর্ণ বাংলাদেশেও যাবতীয় আঞ্চলিক ভাষাকে উপেক্ষা করে শুধু কলকাতার মুখের ভাষার আদলে কথ্য বাংলা আবর্তিত হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগ সত্ত্বেও আঞ্চলিক ভাষার গভীর অর্থ ও ব্যঞ্জনাপূর্ণ শব্দাবলি কলকাতাকেন্দ্রিক মান্য ভাষার দুয়ারে ব্রাত্য হয়ে থেকেছে। বহুকাল যাবৎ কলকাতার বাংলাই সাহিত্যের ভাষা। রবীন্দ্রনাথের আগে পর্যন্ত কলকাতার লেখ্য ভাষাতেও ভুরি ভুরি স্ল্যাং ছিল। আধুনিক পদ্ধতিতে

সংকলিত প্রথম বাংলা অভিধান শ্রীরামপুরের উইলিয়াম কেরির 'A Dictionary of the Bengalee Language' গ্রন্থে বহু আঞ্চলিক শব্দ স্থান পেয়েছে। কেরি সাহেবের 'কথোপকথন' শীর্ষক সংলাপ-সংকলনে যে কী পরিমাণ স্ল্যাং ছিল তা নীচের নমুনা থেকে পাঠক বুঝতে পারবেন :

> হ্যাঁলো ঝি জামাইখাগি কি বলছিস। তোরা শুনছিস গো এ আঁটকুড়ি রাঁড়ির কথা। তুই আমার কি অহঙ্কার দেখিলি তিন কুলখাগি আমি কি দেখে তোর ছেলের মাথার উপর দিয়া কলসি নিয়া গিয়াছিলাম যে তুই ভাতার পুত কেটে গালাগালি দিচ্ছিস। তোর ভালডার মাথা বাই হালো ভালডা খাগি তোর বুকে কি বাঁশ দিয়াছিলাম হাড়ে।

মেয়েলি কোন্দলে শিষ্ট ভাষা এমন করে গায়ের ঝাল প্রকাশ করতে পারত না।

এই অশিষ্ট ভাষার কদর বুঝেছিলেন বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী বিদ্যাসাগর। 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশিত (১৯০১) তাঁর সংগৃহীত শব্দতালিকায় যেসব অশিষ্ট শব্দ আছে তা শুনলে আজকের অনেক বাঙালি অবাক বিস্ময়ে ভাববেন ইনি কি সেই বিদ্যাসাগর যিনি লিখেছিলেন, 'এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি'? বিদ্যাসাগর-সংকলিত বিস্তৃত শব্দতালিকায় আছে : অক্কা, অগা, আখাম্বা, আগুনখাকি, আদামাদা, আলুদোষ, উজবুক, এঁড়, কস্তাকস্তি, কোঁত, খাঁদা, খানকি, খেউড়, খেঁচাখেঁচি, খেঙরান, খেমটা, খোট্টা, গচ্ছা, গাদন, গাবান, গেঁড়া, গোদা, ঘেচা, চাটান, চুঁচি, চুকলিখোর, চোপা, ছুঁড়ি, জগঝম্প, জেঠামি, ঝিউড়ি, টক্কর, ঠারেঠোরে, ডামাডোল, ঢলাঢলি, ঢলানি, ঢিট, ঢেমনা, ঢেমনিবাজ, তকরার, তাঙরান, তেরিমেরি, থকা, দামড়া, ধুমসা, ধেড়ান, নাটা, নেকামি, নোলা, পটকানি, পাড়াবেড়ানি, পিঠটান, পেটভাঙা, ফক্কুড়ি, ফুসলান, ফৈজত, বজ্জাতি, বাগড়া, বিচিকিচ্ছি, ভসকা, ভাতার, ভোম্বল, মরদানি, মারকামারা, মেদামারা, রগড়ানি, রাঁড়, লটঘটি, লুচ্চামি, সদ্দারি, সসেমিরা, সোঁতা, সোঁদা, সোহাগিনি, হক, হড়হড়ানি। এই সংগ্রহ যে বিদ্যাসাগরের শৌখিন মজদুরি মাত্র নয়, জড় বাংলাভাষায় গতিসঞ্চারেরও একটা প্রাথমিক প্রক্রিয়া, সে কথা আমরা বুঝতে

পারি যখন দেখি ব্যঙ্গাত্মক বিতর্কমূলক রচনায় কী অবলীলায় তিনি অনুরূপ অশিষ্ট শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন—আক্কেলসেলামি, আড়াআড়ি, কলকে পাওয়া, গায়ের ঝাল, গুঁতগুঁতি, চটাচটি, চাঁই, ছ্‌রকট, ছোকরা, ঝকমারি, ডেঁফো, ঢলিও, থোঁতা, দফারফা, দেদার, পালের গোদা, ফচকিয়ামি, ফরফর, ফাজিলচালাক, ফেঁসেড়া, বক্কেশ্বর, বেঢপ, বেয়াড়া, বেহুদা, বোকা পাঁঠা, ভূঁইফোড়, লেজ গোটানো, লেজ নাড়া, হদ্দমুদ্দ, হাঁটকানো ইত্যাদি।

বস্তুত একালের তুলনায় সেকালের বাঙালির ভাষাবিষয়ক শুচিবাই অনেক কম ছিল, আর তাতেই মুখের ভাষা ও সাহিত্যের ভাষা দুই-ই ছিল জীবন্ত। টেকচাঁদ ঠাকুর কি হুতোমপ্যাঁচা বাংলাসাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন যথাক্রমে তাঁদের আলালি ও হুতোমি ভাষাশৈলীর জন্য, যাতে স্ল্যাং-এর মিশেল আছে বলেই আজও বই দুটির পাঠযোগ্যতা আছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থেকে মধু-দীনবন্ধু-বঙ্কিম পর্যন্ত অশিষ্ট শব্দ বা বাগ্‌ধারাকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন।

রবীন্দ্রপ্রভাবে স্ল্যাং-এর হতাদর : প্রায় শতবর্ষ আগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে বাংলা শব্দ সংগ্রহ ও বাংলা ব্যাকরণ লেখার প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর সংগৃহীত শব্দগুলি সংস্কৃতের সঙ্গে সম্পর্করহিত নিছক দেশজ এবং নিম্নসমাজে কথ্য হলেও এমন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল যে, সভাপতির ভাষণে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলতে হয়েছিল, এগুলিকে স্ল্যাং বলে অশ্রদ্ধেয় ও বর্জ্য বিবেচনা করলে বাংলাভাষার একটা খণ্ড বাদ দিতে হয়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের সেসব শব্দ নিয়ে লেখা প্রবন্ধ আমরা দেখেছি। শব্দের ও ধ্বনির জহুরি তিনি, বাংলাভাষার ভাণ্ডারে কথ্যভাষার মণিমুক্তো সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন। কিন্তু সঠিক অর্থে স্ল্যাং-কে তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন বলে আমাদের মনে হয় না। প্রাক্-রবীন্দ্র বাংলাসাহিত্যের ভাষাগত খুল্লামখুল্লা ভাবটা বঙ্কিমচন্দ্রে এসে সতর্ক ও রবীন্দ্রনাথে এসে অন্তর্হিত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির পরিবেশে আশৈশব যে রুচিগত শুচিতা অভ্যাস করেছেন, সাহিত্যেও তার ছায়া না-পড়ে পারেনি। গ্রাম্য বুলিকে তিনি শিষ্ট ভাষায়

শোধন করে নিয়েছেন। একটি উদাহরণ 'দেনা পাওনা' গল্পের। বাকি পণের টাকার মাত্র তিন হাজার টাকা দিতে এসেছেন নিরুপমার বাবা রামসুন্দর। রায়বাহাদুর

> বলিলেন, 'থাক্ বেহাই, ওতে আমার কাজ নেই।' একটা প্রচলিত বাংলা প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, সামান্য কারণে হাতে দুর্গন্ধ করিতে তিনি চান না।

প্রবাদটি হচ্ছে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ। 'ছুঁচো'র মত আটপৌরে শব্দও রবীন্দ্রনাথের রুচিসম্মত ছিল না।

আবার 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' গল্পের একটি অংশ :

> কোথা হইতে এক চক্ষুখাদিকা, ভর্তার পরমায়ুহন্ত্রী, অষ্টকুষ্ঠির পুত্রী উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিবে, ইহা কোন্ সৎকুলপ্রদীপ কনকচন্দ্র সন্তান সহ্য করিতে পারে?

অধোরেখ শব্দগুলির মানে হল যথাক্রমে চোখখাকি, ভাতারখাকি, আঁটকুড়ির বিটি ও সোনার চাঁদ। অশিষ্ট শব্দগুলিকে রবীন্দ্রনাথ শিষ্ট শব্দের মোড়কে পাঠকের সামনে হাজির করেছেন। স্ল্যাং সম্পর্কে এই রাবীন্দ্রিক স্পর্শকাতরতা পরবর্তী রবীন্দ্র-অনুসারীদের হাত ধরে আধুনিক কাল পর্যন্ত পৌঁছেছে।

আর একটি উৎস : শিষ্ট শব্দের অভিধান মানুষের সব প্রয়োজন মেটায় না। মানুষের মুখে মুখে একই ভাষাভাষী গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে যে কথ্য উপভাষার জন্ম হয় তার পরিমাণ বিপুল। সেইজন্যই স্ল্যাং চর্চার ক্ষেত্রে উপভাষার অভিধান বিশেষ জরুরি। বাংলাদেশে আঞ্চলিক শব্দের অভিধান প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে অনুরূপ কোনও কাজ এখনও হয়নি। এই ধরনের অভিধানের প্রধান উপকরণ অলিখিত বা অমুদ্রিত উৎস। কিন্তু আদর্শ কথ্যভাষার তাগিদে অনেকে তাদের নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষাকে পরিত্যাগ করেছেন, প্রচারমাধ্যমে কলকাতাকেন্দ্রিক ভাষার আধিপত্যের ফলে সুদূর পুরুলিয়া কি জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক ভাষা ক্রমশ বিকৃত হয়ে কলকাতামুখী হয়েছে।

গত শতকের জাত-মারা কুখ্যাত তিন সেনের ছড়ার অনুকরণে সুবীর রায়চৌধুরী একটি ছড়া লিখেছেন : ভাষা মারলে তিন সেনে/ পার্টিশেনে ক্যালকেশেনে ডায়োসেশনে। ভাষা বলতে এখানে তিনি উপভাষার কথাই বলেছেন। দেশ বিভাগের ফলে পূর্ববাংলা থেকে বিরাট জনসংখ্যার অধিকাংশই তাদের নিজস্ব উপভাষা ত্যাগ করেছে কলকাতার নাগরিক হবার আকর্ষণে। একদিন যেগুলি রিফিউজি কলোনি ছিল সেখানেও অবিকৃত আঞ্চলিক ভাষার নমুনা দুষ্প্রাপ্য। রাজধানীতে আদর্শ মার্জিত ভাষার কথা বলতে পারা কৌলীন্যের প্রতীক। মেদিনীপুর থেকে শুরু করে ওপার বাংলার ময়মনসিংহ পর্যন্ত সব অঞ্চলের অধিবাসীরাই এই কৌলীন্যের লোভে উপভাষাকে ক্রমশ বিসর্জন দিচ্ছেন। আশার কথা সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগ ও তৎপরতার ফলে এই প্রায়-বিলুপ্ত উপভাষার একটি সামান্য অংশ লিখিত আকারে সংরক্ষিত হয়েছে। কামিনী কুমার রায়ের ‘লৌকিক শব্দকোষ’ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মৌখিক ভাষার অভিধান। শব্দকোষের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন :

> যে সকল শব্দ এখনও বাংলার সর্বসাধারণের হইয়া উঠে নাই, উচ্চতর সাহিত্যে এবং সমাজে এখনও পর্যন্ত অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া আছে, অথচ এক-এক অঞ্চলে বংশ পরম্পরায় লোকের মুখে মুখে প্রচলিত থাকিয়া হেঁশেলে-দরবারে, মাঠে-ঘাটে, থানে-গানে, সর্বত্র সকল বিষয়ে আপনার জীবনীশক্তির পরিচয় দিতেছে, লৌকিক শব্দকোষে সাধারণ গৃহস্থ, চাষাভুষা, দোকানি, পশারি, দিনমজুর, কামার, কুমার প্রভৃতির মুখের ভাষার ওই সকল অখ্যাত অবজ্ঞাত শব্দকেই বেশি মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে।

পূর্বোক্ত ছড়া অনুযায়ী সমাজ জীবনের তৃণমূল স্তর থেকে উঠে আসা এই সব শব্দ যে ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তার আরও একটি কারণ ডায়োসেশন অর্থাৎ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলি। এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজি ও মার্কিন স্ল্যাং সম্পর্কে অবহিত কিন্তু বাংলা অশিষ্ট শব্দের বিশেষ সংবাদ রাখে না।

অপরপক্ষে যাকে বলি আদি ও অকৃত্রিম কলকাতার ভাষা তাও কিঞ্চিৎ

বিপন্ন হয়েছে পূর্ববঙ্গীয় ভাষার আগ্রাসনে। নবনীতা দেবসেন একটি গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন :

> ১৯৪৭-এর পরে কলকাতার ঘটি-ভাষায় আর পূর্ব পাকিস্তানের বাঙাল ভাষায় মিলেমিশে একটা জগাখিচুড়ি ভাষা তৈরি হয়েছে, আমরা সকলেই যেটা ব্যবহার করি। এখন কলকাতাতে ঢাকার লোকও বলে ফেলেন 'বেশ খেলুম'—আর শ্যামবাজারের মানুষ বলেন 'ফিরে আসলাম'। কারুরই কানে লাগে না।

এই মিলিজুলির ফলে অদৃশ্য হয়েছে কলকাতার নিজস্ব স্ল্যাং, সেই সঙ্গে কিছু এমন ঘরোয়া শব্দও একদা যা বাঙালি বুঝত, বইয়েও ছাপা হত। ঠাকুরবাড়ির মেয়ে, আসামের লক্ষ্মীকান্ত বেজবড়ুয়ার স্ত্রী প্রজ্ঞাসুন্দরী রন্ধনপটু ছিলেন। তাঁর লেখা তিন খণ্ডের 'রন্ধনকোষ' একটি সুবিখ্যাত গ্রন্থ। এঁর পরেই এ বাবদে যাঁর নাম করতে হয় তিনি কিরণলেখা দেবী। প্রজ্ঞাসুন্দরী আর কিরণলেখা দেবীর পাক-পরিভাষার কয়েকটি নমুনা তুলে দিয়েছেন কল্যাণী দত্ত তাঁর 'রান্নার বই প্রসঙ্গে' রচনায় :

> আগুন মারা, আঁখনির জল, এঁকে যাওয়া, একগিরা, কাঠখোলা, খামির, খাসা ময়দা, চিরকাটা, চমকানো, ছাঁচনা (শেষ কথাটির অর্থ বাটনার শিল ধোয়া জল যা রূপকথার গল্পে বেচারি ছোট রানি খেয়েছিল), তেল-ঘি পাকানো, ক্ষারণি জল—কলাগাছের গুঁড়ি কেটে টুকরো টুকরো করে পুড়িয়ে ক্ষার বা ছাই করে ছ্যাঁদা মেটে হাঁড়িয়ে রেখে একটু একটু জল দিয়ে কী কষ্ট করে যে এটা তৈরি হয়!

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্রী, হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরী সংকলন করেছিলেন 'বঙ্গ অন্তঃপুরের রাঁধুনির পরিভাষার কোষ'। সংকলিত পরিভাষাগুলির কয়েকটি এখানে অর্থসহ উল্লেখ করা হল : ছুটকি—চিমটি; খোলা—ভাজবার পাত্র; চতলা—কাঁসি বা থালার মত চ্যাপটা পাত্র; চেয়ারি—বাঁশের পাতলা কাঠি; তিজেল হাঁড়ি—ডাল রাঁধবার চওড়ামুখ হাঁড়ি; তই— মালপোয়া প্রভৃতি ভাজার জন্য মাটির পাত্র; তোলো হাঁড়ি—ভাত রাঁধবার বড় হাঁড়ি; এঁশো—ডাঁটার গায়ে সুতোর মত পাতলা আঁশ;

এঁতো—কুমড়ো বা লাউ কাটলে তার পেটের ভেতরে দানা সমেত ছিবড়ের মত যে বস্তুটি পাওয়া যায়; ওলা—ওলের ডাঁটি; কড়ুই আম—কচি আম; কড়াইলেবু—খুব কচি লেবু; খাঁড়ি মসুর—আস্ত বা গোটা মসুর। আজকের আধুনিক রাঁধুনিদের কজন এসব শব্দের সঙ্গে পরিচিত?

বর্তমান অভিধানে উভয় বাংলার বিভিন্ন উপভাষার সংগ্রহ থেকে নমুনা চয়ন করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে সেগুলিকে অনেকেরই স্ল্যাং বলে মনে নাও হতে পারে। কিন্তু শিষ্ট ভাষায় যেহেতু সেগুলি অগৃহীত, আমাদের ধারণা স্ল্যাং-এর কোনও না কোনও উপাদান তার মধ্যে বর্তমান ছিল বা আছে। বর্তমানে অপ্রচলিত অথচ একসময় লিখিত ভাষাতেও স্থান পেয়েছে এমন অনেক শব্দ কোনও সময়ে স্ল্যাং ছিল কিনা তা নিরূপণ করার আভিধানিক উপকরণ আমাদের হাতে নেই।

বাগ্‌ধারা ও বিশিষ্টার্থক শব্দ : ইংরেজি ইডিয়োমেটিক ফ্রেজের একটি সরস বাংলা প্রতিশব্দ করেছেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — তুরুপি বুলি। তিনি বোল্ট ফ্রম দ্য ব্লু-র অনুবাদ করেছেন বিনা মেঘে নীলাম্বরের হুড়ো। ব্যাপারটা বাঙালি বাগ্‌ধারার সঙ্গে মানানসই। ইংরেজি idiom ও phrase-এর অহেতুক এবং অনেকক্ষেত্রেই ভুল অনুবাদে শিক্ষিত বাঙালির আগ্রহ সমধিক। খবরের কাগজগুলিতে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যাবে। 'সংসদ বাগ্‌ধারা অভিধান' আমাদের কিঞ্চিৎ ঘরমুখী করেছে। ইংরেজি idiom-এর মত বাংলার এক বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গির নাম দেওয়া হয়েছে বাগ্‌ধারা। যেমন, অকাল কুষ্মাণ্ড, গভীর জলের মাছ, গোবরগণেশ, ষাঁড়ের গোবর ইত্যাদি। বাংলাতে আমরা phrase-কে বলব বিশিষ্টার্থক শব্দ। বাংলাভাষায় আজ পর্যন্ত কোনও phrase-এর অভিধান লেখা হয়নি। 'সংসদ বাগ্‌ধারা অভিধান'-এ বিশিষ্টার্থক শব্দ ও শব্দগুচ্ছকেও স্থান দেওয়া হয়েছে। যেমন, কাঠি দেওয়া, গ্যাঁট হয়ে বসা, ছলে বলে কৌশলে, জিগির তোলা, ঝড়তি-পড়তি, হাওয়া হওয়া, হাঁ হাঁ করা প্রভৃতি।

বহু বাগ্‌ধারা গ্রামীণ না হলেও আঞ্চলিকতা-চিহ্নিত। শিষ্ট ভাষায় সেগুলির বিশেষ ব্যবহার নেই। 'কুমড়ো-কাটা বট্‌ঠাকুর' সাবেক একান্নবর্তী পরিবারের

সঙ্গে কবেই অন্তর্হিত। 'ফুঁকো দেওয়া' জিনিসটা কী, গুঁড়ো দুধের যুগে সেটো অনেকেই জানেন না। নতুন কালের নবীন লেখকেরা কথাটাকে সময়োপযোগী স্ল্যাং-এ বদলে নিতে পারেন। আবার বহু বাগ্‌ধারার প্রয়োগ শুধু কথ্যভাষাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে নেই, গল্পে কবিতাতেও সমানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

উক্ত অভিধানের 'বাগ্‌ধারা ও বিশিষ্টার্থক শব্দ প্রসঙ্গে' শীর্ষক মুখবন্ধে বলা হয়েছে :

> এমন বাগ্‌ধারা আছে যেগুলির ব্যবহার কেবল কথোপকথনেই সীমাবদ্ধ, যেগুলি সাধারণত শিষ্ট বা মান্য লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। ... এগুলিকে informal বা অনাচারিকও বলতে পারি। মনে রাখতে হবে, এগুলি কথ্য হলেও অশোভন বা অশিষ্ট নয়। হ্যাটা করা, জাপানো (Sic), জক দেওয়া, খচে বোম হওয়া, চুকলি কাটা, চুক্কি দেওয়া প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। আবার এমন বহু বাগ্‌ধারা আছে যেগুলি অশোভন পর্যায়ভুক্ত। ঢপ মারা, হালুয়া টাইট করা, গ্যারেজে পাঠানো প্রভৃতি শুধু কথ্য নয়, অশোভনও।

কেন অশোভন, কোন মাপকাঠিতে একটি নিরীহ 'কথ্য' অপরটি 'অশোভন' অভিধানকার তার ব্যাখ্যা করেননি। তিনি দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেগুলিকে অশোভন বলেছেন, সেগুলি আকছার আধুনিক গল্প উপন্যাসে ব্যবহৃত হচ্ছে। অশোভন বললেও এ অভিধানের কোনওখানেই স্ল্যাং শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। অভিধানকার অশোভন বলতে স্ল্যাং-ই বোঝাতে চেয়েছেন কিনা তাও স্পষ্ট নয়। আমাদের বিশ্বাস, বাংলা বাগ্‌ধারা ও বিশিষ্টার্থক শব্দান্তর্গত অনেক স্ল্যাং-এর স্বীকৃতি দিয়েছেন তিনি, স্ল্যাং-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'অশোভন' হোক আর না-ই হোক।

স্ল্যাং-এর বাংলা কী : খুব শিথিলভাবে ইংরেজি Slang শব্দটি আমরা ব্যবহার করি। সাধারণত নোংরা কথা, অনুচ্চার্য ভাষা শুনলেই আমরা বলি স্ল্যাং। তাই গালিগালাজ, খিস্তিখেউড় এর মধ্যে পড়ে। ধোপদুরস্ত কথার মধ্যেও নোংরা ইঙ্গিত থাকতে পারে। এক মহিলা হেঁটে যাচ্ছেন, লুব্ধ দৃষ্টিতে

দেখছে যৌনবুভুক্ষু যুবকেরা; একজন আর একজনকে বলল, 'কী ছাপাখানা!' এটাও স্ল্যাং, কেন না বলা হচ্ছে, 'কী পাছাখানা!' বলা বাহুল্য, এই যুবকেরা ইতর শ্রেণীর। এই থেকে একটি প্রতিশব্দ তৈরি করলেন সুকুমার সেন তাঁর 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে :

> যে শব্দ বা পদ ভদ্রলোকের কথ্যভাষায় ও লেখ্যভাষায় প্রয়োগ হয় না এবং যার ব্যবহার সমাজের শিক্ষিত ভদ্রজনের মধ্যে নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হয়, একে ইতর শব্দ (Slang) বলে।

সাধারণ মানুষ তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানেন যে, ভদ্র শিক্ষিত শিষ্ট লোকেরাও অবস্থাবিশেষে Slang ব্যবহার করেন, এবং কামজ মোহাবিষ্ট নরনারীর, অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের মনোভাব অনেক সময়ই অশিষ্ট শব্দে বা ভাষায় উৎসারিত হয়।

'ভদ্রলোকের কথ্যভাষায় ও লেখ্যভাষায় প্রয়োগ হয় না' — এ মন্তব্যও বিচারসহ নয়। কথ্যভাষার কথা আগেই বলেছি, এবার সাহিত্যের লেখ্যভাষার দিকে ফিরলে আমরা এমন অজস্র প্রমাণ পাব যেখানে সাহিত্যবর্ণিত পরিস্থিতির বাস্তবতার দাবিতে চরিত্রের মুখে জ্যান্ত মানুষের ভাষা প্রয়োগ করা অনিবার্য হয়ে উঠছে। সাহিত্য যতই জীবনমুখী হচ্ছে ততই ভাষার ক্ষেত্রে ইতর-ভদ্রের ভেদাভেদ ঘুচে যাচ্ছে। পবিত্র সরকার তাঁর 'বাংলা গালাগালের ভাষাতত্ত্ব' প্রবন্ধে লিখেছেন :

> যাকে অপভাষা বা Slang বলা হয়, তা সাধারণত শিক্ষা ও রুচির দিক থেকে একটু মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষের মুখেই বেশি শুনতে পাওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যে যে নিরন্তর মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষদেরই তুলে আনা হচ্ছে এ-কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ সাহিত্যে যদি শুধুমাত্র ভদ্র বা শিষ্ট ভাষার একাধিপত্যই বজায় থাকে তা হলে একধরনের স্ব-বিরোধ অনতিক্রম্য হয়ে থাকবে। সুতরাং যেমন বিষয় তেমন ভাষা, এমনটা হলেই সঙ্গত ও শোভন হয়। ভাষার ক্ষেত্রে সুকুমার সেন কথিত

'ইতর শব্দ' কথাটির যথেষ্ট ভিত্তি নেই। আঞ্চলিক উপভাষাগুলিতেও এমন অনেক শব্দ আছে যা মান্য ভাষার দৃষ্টিকোণ থেকে ইতর বলে চিহ্নিত হতে পারে। সুতরাং উপভাষা ও স্ল্যাং-এর মধ্যে কোনও ফারাকই থাকবে না যদি Slang শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'ইতর শব্দ' বা 'ইতর ভাষা'-কে গ্রহণ করি। এ বাবদে গবেষক ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক তাঁর 'অপরাধ জগতের ভাষা ও শব্দকোষ' গ্রন্থের সূচনা অংশে লিখেছেন :

> এদের ইতর ভাষা বলে ব্যক্ত করা সঙ্গত হবে না। ইতর ভাষা হচ্ছে Vulgar tongue, ঝগড়ার ভাষা; হালকা বা অপ্রচলিত বা অজানাবুলিকে ইতর ভাষা বলা বিজ্ঞানসম্মত নয়; Slang কি ইতর প্রয়োগ? আমাদের দেশের কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী স্ল্যাংকে বলেছেন ইতর ভাষা। স্ল্যাং এবং Vulgar tongue কে তাঁরা এক করে বুঝেছেন। Shakespearean slang নিশ্চয়ই ইতর প্রয়োগ নয়। এঁরা একবার অন্তত আলস্য ত্যাগ করে Encyclopaedia Britannica দেখে কলম ধরলে ভাল করতেন। ...

সত্রাজিৎ গোস্বামী স্ল্যাং-এর বাংলা প্রতিশব্দ করেছেন অকথ্যভাষা, অথচ একথাও জোর দিয়ে বলেছেন যে অজস্র লোক এই ভাষায় কথা বলে। আমাদের প্রশ্ন, যে-ভাষায় লোকে কথা বলে সেটা অকথ্য হয় কোন বিচারে? পবিত্র সরকার পরিভাষা হিসাবে ভেবেছেন বদবুলি বা বদকথা। কিন্তু এই নামকরণেও যেন স্ল্যাংকে জাতে ঠেলার একটা ষড়যন্ত্র আছে। কুমারেশ ঘোষ কয়েকটি নামের প্রস্তাব দিয়েছেন — জনবুলি, দলবুলি। কিন্তু কোনওটাই স্ল্যাং-এর বহুমুখিতা ও ব্যাপকতা প্রকাশ করে না। বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে আমরা চলন্তিকায় ব্যবহৃত অশিষ্ট শব্দটি বেছে নিয়েছি। শিষ্ট সাহিত্যের বা শিষ্ট কথোপকথনের অন্তর্গত নয় বলেই স্ল্যাং-এর প্রতিশব্দ হিসাবে শব্দটি আমাদের সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : যে সমস্ত প্রধান প্রধান গ্রন্থ থেকে আমরা সংকলনকার্যে প্রভূত সাহায্য পেয়েছি এবং যে সব লেখকদের রচনা থেকে উদাহরণের উদ্ধৃতি দিয়েছি, দুইয়েরই বিবরণ স্বতন্ত্র তালিকায় প্রকাশ করা হল। সংশ্লিষ্ট

সকল লেখক ও সম্পাদকের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে ঋণী। এই সংকলন কার্যে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন শঙ্কর মিত্র, সুমনা ভট্টাচার্য ও সন্দীপ করণ। 'আজকের সংবাদ দর্পণ' পত্রিকার অক্ষরবিন্যাস বিভাগের প্রধান অলোক মুখার্জি ও তার সহযোগী দেবব্রত দাস, সুব্রত দত্ত, রূপা যাদব, শুধু যে অক্ষরবিন্যাস করেছেন তাই নয়, ক্ষেত্রসমীক্ষাতেও অংশ নিয়ে নতুন নতুন শব্দ তুলে এনেছেন। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় নানা সময়োপযোগী পরামর্শ দিয়ে অভিধানটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

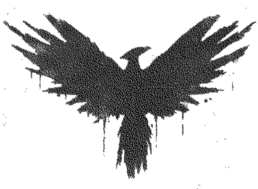
অভিধান ব্যবহারকারীদের প্রতি : আমরা সম্যক অবহিত যে বাংলা অশিষ্ট শব্দের বিনিঃশেষ তালিকা করা অসম্ভব। অভিধান ব্যবহারকারীরা সহযোগিতা করবেন এই আশায় অভিধানের শেষে তাঁদের জন্য যে ফর্ম রাখা হয়েছে তা পূর্ণ করে পাঠালে পরবর্তী সংস্করণে তাঁদের দেওয়া নমুনাগুলি গ্রন্থবদ্ধ করা হবে। এইভাবেই ক্রমশ সম্পূর্ণতার দিকে এগোতে পারবে বাংলা অশিষ্ট শব্দের অভিধান।

অনবধানবশত ত্রুটিবিচ্যুতি, ভ্রমপ্রমাদ কিছু না কিছু থেকে যেতেই পারে। সংশোধন, সাম্প্রতিকায়ন ও পরিমার্জনের উদ্দেশ্যে পাঠকদের মতামত, পরামর্শ ও সহযোগ পেলে যথাস্থানে ও যথাসময়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব।

কলকাতা বইমেলা
জানুয়ারি ২০০১

সহায়ক অভিধান, উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা

অন্নদামঙ্গল	ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
অপরাধ জগতের ভাষা ও শব্দকোষ	ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক
আঞ্চলিক ও কথ্যভাষার অভিধান	ডঃ দীপক দে
আড্ডার অভিধান	কুমারেশ ঘোষ
আধুনিকী	ঋষি দাস
আনন্দবাজার পত্রিকা	
আলালের ঘরের দুলাল	প্যারীচাঁদ মিত্র
কবলুতি	কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (দাদামশাই)
	: অভিজাত প্রকাশনী
কোরক সাহিত্য পত্রিকা শারদ ১৪০৬	সম্পাদক তাপস ভৌমিক
অভিধান সংখ্যা	
চলন্তিকা	রাজশেখর বসু
দেশ (পাক্ষিক)	
পিঞ্জরে বসিয়া	কল্যাণী দত্ত
বঙ্কিম রচনাবলী	
বঙ্গীয় শব্দকোষ	হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা অকথ্যভাষা ও শব্দকোষ	সত্রাজিৎ গোস্বামী
বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান	মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
বাংলা প্রবাদ	সুশীলকুমার দে
বাঙ্গালা ভাষার অভিধান	জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
বাঙ্গালা শব্দকোষ	যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ	প্রধান সম্পাদক গোপাল হালদার
বিবিধার্থ অভিধান	সুধীরচন্দ্র সরকার



ব্যবহারিক শব্দকোষ	কাজী আবদুল ওদুদ
ভাষার ইতিবৃত্ত	সুকুমার সেন
রবীন্দ্র রচনাবলী	
রামেন্দ্রসুন্দর গ্রন্থাবলী	
লৌকিক শব্দকোষ	কামিনীকুমার রায়
সংসদ বাগ্‌ধারা অভিধান	সুভাষ ভট্টাচার্য
সমার্থ শব্দকোষ	অশোক মুখোপাধ্যায়
সাপ্তাহিক বর্তমান	
স্ল্যাংগুয়েজ	সন্দীপ দত্ত
হিসেব-নিকেশ	কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (দাদামশাই) : অভিজাত প্রকাশনী
হুতোম পেঁচার নকশা	কালীপ্রসন্ন সিংহ
A Dictionary of Jargon	Jonathan Green
A Dictionary of Slang and Unconventional English	Eric Partridge
A Dictionary of the Underworld	Eric Partridge
Bloomsbury Dictionary of Contemporary Slang	Tony Throne
Oxford Dictionary of Modern Slang	John Ayto and John Simpson
Slang : Today and Yesterday	Eric Partridge
The Dictionary of Rhyming Slang	Julian Franklyn
The MacMillan Dictionary of Contemporary Slang	Jonathan Green

যাঁদের লেখা থেকে প্রয়োগ-উদাহরণের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে

অন্নদা	অন্নদাশঙ্কর রায়
অশোক	অশোক মিত্র
আখতার	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
ঈশ্বর	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
উৎপল	উৎপল দত্ত
উপেন্দ্র	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
উপেন্দ্রনাথ	উপেন্দ্রনাথ দাস
কেদার	কেদারনাথ দত্ত (ভাঁড়)
গিরিশ	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
গে. লি.	গেরাসিম লিয়েবেদেফ
গৌর	গৌরকিশোর ঘোষ
ঘনরাম	ঘনরাম চক্রবর্তী
জয়া	জয়া মিত্র
জ্যোতিরিন্দ্র	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
টেকচাঁদ	প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর)
তপো	তপোবিজয় ঘোষ
ত্রৈলোক্য	ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
দাদা	কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (দাদামশাই)
দাশরথি	দাশরথি রায়
দীনবন্ধু	দীনবন্ধু মিত্র
দ্বিজেন্দ্র	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
নজরুল	কাজী নজরুল ইসলাম
নারায়ণ	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
পরশুরাম	রাজশেখর বসু

প্রফুল্ল	প্রফুল্ল রায়
প্রেমেন্দ্র	প্রেমেন্দ্র মিত্র
বঙ্কিম	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বাণী	বাণী বসু
বিদ্যা	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ভবানীচরণ	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারত	ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
ভোলা	ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়
মধু	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
মনোজ	মনোজ মিত্র
মহাশ্বেতা	মহাশ্বেতা দেবী
মুজতবা	সৈয়দ মুজতবা আলী
রজনী	রজনীকান্ত সেন
রবীন্দ্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাজনারায়ণ	রাজনারায়ণ বসু
রাধা	রাধারমণ ঘোষ
রাম	রামেশ্বর ভট্টাচার্য (শিবায়ন)
রূপচাঁদ	রূপচাঁদ পক্ষী
শরদিন্দু	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
শিবরাম	শিবরাম চক্রবর্তী
শ্রীরামকৃষ্ণ	রামকৃষ্ণ পরমহংস
সতীনাথ	সতীনাথ ভাদুড়ী
সত্যজিৎ	সত্যজিৎ রায়
সন্তোষ	সন্তোষকুমার ঘোষ
স. ম.	সমরেশ মজুমদার
সমরেশ	সমরেশ বসু
সুকুমার	সুকুমার রায়
সুচিত্রা	সুচিত্রা ভট্টাচার্য
সুনীল	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
সুভাষ	সুভাষ মুখোপাধ্যায়
স্বামী	স্বামী বিবেকানন্দ
হুতোম	কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম পেঁচা)

সংকেত-সূচি

অ.	অব্যয়
আ.	আরবি
ইং.	ইংরেজি
ক্রি.	ক্রিয়া
ক্রি.-বিণ.	ক্রিয়া বিশেষণ
তু.	তুলনীয়
দ্র.	দ্রষ্টব্য
পো.	পোর্তুগিজ
প্র.-ক্রি.	প্রযোজক ক্রিয়া
প্রব.	প্রবাদ প্রবচন
ফা.	ফারসি
বাং.	বাংলা
বি.	বিশেষ্য
বিণ.	বিশেষণ
বিপ.	বিপরীত
সং.	সংস্কৃত
সচ.	সচরাচর
সর্থ.	সমার্থক
সর্ব.	সর্বনাম
হি.	হিন্দি
=	সমার্থ
+	যুক্ত
/	অথবা
<	শব্দের মূল

অওয়াতি বি. সঙ্গমে ইচ্ছুক, কামুক (অওয়াতির চোখ দেখলে বোঝা যায়)।

অংবং বি. আজেবাজে কথা, অর্থহীন, দুর্বোধ্য, সাধারণের কাছে সংস্কৃত উচ্চারণের সাদৃশ্যে (কী যে অংবং বকে গেল)।

অঁটা বি. হাত (অঁটা ধরে ওঠা ছেলেটাকে)। তু. নড়া।

অকা বি. বিণ. বোকা, নিরেস। দ্র. অগা।

অকানটা বিণ. কাণ্ডজ্ঞানহীন, দুষ্ট।

অকাম বি. খারাপ কাজ, অন্যায় কাজ।

অকামা বিণ. অকেজো, অকর্মণ্য।

অকালকুষ্মাণ্ড বি. অকেজো বা অকর্মণ্য লোক ('বাবা, তুমি বোকারাম অকালকুষ্মাণ্ড...' : দীনবন্ধু)।

অকুপায়েড ক্রি. [ইং. Occupied] অক্কা পাওয়া, মরে যাওয়া, ইংরেজি শব্দটির সঙ্গে ধ্বনিসাদৃশ্য সূত্রে (ছেনো হাসপাতালে ধুঁকছিল, কাল শেষ রাত্রে অকুপায়েড)।

অক্কাপটাং বিণ. উলটে পড়া, চিত হয়ে পড়া (চেয়ারে বসতে গিয়ে সাহেব অক্কাপটাং)।

অক্কা পাওয়া ক্রি. মৃত্যু ; ঈশ্বরপ্রাপ্তি অর্থে ('কাজ হতে না হতেই গুপে ব্যাটা অক্কা পেল, এইটেই ভারী আক্ষেপ' : উপেন্দ্রনাথ)।

অখণ্ডমণ্ডলাকার বি. ১. রুটি, আলু ইত্যাদি গোলাকার খাদ্যবস্তু (দু-পিস অখণ্ডমণ্ডলাকার হবে?); ২. স্থূলবপু ব্যক্তি বা ভণ্ড সাধু (অখণ্ডমণ্ডলাকার চলেছেন)।

অখদ্যে-অবদ্যে বিণ. জঘন্য, যাচ্ছেতাই, বাজে (পয়সা খরচ করে এমন অখদ্যে-অবদ্যে জিনিস কেউ কেনে?)।

অগড়-বগড় বি. অর্থহীন উক্তি, প্রলাপ (তখন থেকে কী অগড়-বগড় বকে যাচ্ছিস!)।

অগড়ম-বগড়ম দ্র. অগড়-বগড়।

অগলবগল করা ক্রি. চুরি, ছিনতাই বা দুষ্কৃতির আগে চারদিকে তাকানো।

অগা, - কান্ত, - চণ্ডী, - মারা, - মার্কা, - রাম বি. বিণ. ১. অজ্ঞ, নির্বোধ, নিরেট, বোকা লোক (ওর মত অগাকে দিয়ে এ কাজ হবে না) ; ২. নিম্নমানের বস্তু (একেবারে অগামার্কা মাল)। দ্র. অকা।

অগাবগা বি. আজেবাজে ফালতু ব্যক্তি, অখ্যাত অপরিচিত ব্যক্তি (তুচ্ছার্থে)।

অগা মেরে যাওয়া ক্রি. বোকা হয়ে যাওয়া, অকর্মণ্য হয়ে যাওয়া (দিনদিন তুই একেবারে অগা মেরে যাচ্ছিস)।

অগার একশেষ বিণ. নিতান্তই বোকা।

অগ্নিকন্যা বি. তেজি মহিলা।

অগ্নিকোণ বি. ট্রেনের জানলা সংলগ্ন যেদিকের আসনে রোদ্দুর পড়ে; রেলের নিত্যযাত্রীদের নিজস্ব শব্দ (অগ্নিকোণ ছেড়ে বোসো)। তু. বায়ুকোণ।

অগ্নিজল বি. মদ (অগ্নিজল পেটে পড়লে আর কথা নেই)।

অগ্নিবিষ্টি বি. [<অগ্নিবৃষ্টি] জ্বালাময়ী বক্তৃতা, পুলিশ বা মস্তান সমাজবিরোধীদের গুলিচালনা।

অঘা দ্র. অগা।

অঘোরপন্থী বি. মদ-মাংস-নারীতে আসক্ত

অনাচারী ব্যক্তি (অঘোরপন্থী মানেই লোচ্চা)।

অঙ্ক বি. জীবনের প্রতিষ্ঠা ও বৈষয়িক ব্যাপারে হিসাব নিকাশ (মহিমবাবু অঙ্ক কষেছে, মিলিয়েছে, তবে না এতটা উঠেছে)।

অঙ্গবিভূতি বি. রগড়ে তোলা গায়ের ময়লা (কী গুরু, সাবান-টাবান মাখো না? অঙ্গবিভূতি বিলোবে নাকি!)।

অঙ্গার বি. কালো গাত্রবর্ণ, কয়লার বর্ণসাদৃশ্যে।

অচক্কা ক্রি. -বিণ. আচমকা, অকস্মাৎ, হঠাৎ, সহসা (অচক্কা গাড়িটা গলির ওপর এসে পড়ল)।

অজচ্ছল বিণ. অপরিমিত, দেদার।

অটিপটি বি. লজ্জা, শরম (পুরুষমানুষের আবার এত অটিপটি কিসের)।

অড়বড় সড়বড় বি. অর্থহীন ও দ্রুত উচ্চারিত কথা (অড়বড় সড়বড় করে কী যে বলল তার কিছুই বোঝা গেল না)।

অতিবিষ্টি বি. [<অতিবৃষ্টি] ১. ক্রন্দনের আধিক্য; ২. বহুমূত্রব্যাধি; ৩. বারংবার হস্তমৈথুন বা রমণ।

অতিসাইরা বি. (গ্রাম্য গালিবিশেষ) অতিসার রোগগ্রস্ত।

অদমভূত বি. অদ্ভুত রকমের বুদ্ধিহীন ব্যক্তি।

অদলবদল বি. চোরাই মাল পাচার (চোরাকারবারি)।

অধঃপেতে বি. অধঃপতিত ব্যক্তি।

অন্দার বি. নারীর বক্ষ-যুগল।

অনটাইম বি. অসময় (এ অনটাইমে তো যেতে পারব না)।

অনটি বি. ১. কোমর (যৌনকর্মী); ২. কোমরে লুকনো পকেট (চোরাকারবারি)।

অনডা, -ডো বি. ১. অণ্ডকোষ (ছাত্র) ; ২. হাতঘড়ি (পকেটমার)।

অনধেরা বি. [<অন্ধকার] ১. অমবস্যার রাত; অনধেরা কাম—রাতের চুরি; ২. অন্ধ।

অনধেরা কাম বি. চুরি বা ওই জাতীয় অন্ধকারে করণীয় কাজ।

অনাথ বি. বিধবা, পুরুষসঙ্গীহীন নারী বা পতিতা।

অনামুখ, -মুখা, -মুখো বিণ. তিরস্কার, গ্রাম্য গালিবিশেষ, যার মুখ দেখলে অমঙ্গল হয় এমন (এমন অনামুখো লোকের সঙ্গে গেলে বিপদ তো হবেই)।

অনার বি. নারীর স্তন। তু. অন্দার।

অনাহারী বিণ. [ইং. Honorary] শব্দের প্রায় সমোচ্চারিত বাংলা শব্দ ; অবৈতনিক, লাভের আশা নেই এমন কাজ, বৃথা পরিশ্রম (তাহলে ওটা তোমার অনাহারী চাকরি)।

অনু বি. বিখ্যাত ব্যক্তির সম্মতিতে তাঁর বিবৃতির অনুলিখন (ওসব লোকের লেখার সময় কোথায়, সব অনু)।

অন্তরটিপুনি বি. ১. গোপনে বা অন্যের অজ্ঞাতে কারও মনে আঘাত দেওয়া ; ২. গোপন ইশারা (মেয়েদের অন্তরটিপুনি সাংঘাতিক)।

অন্দর বি. ক্রি. কয়েদখানা; কোনও কাজ বা পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়া, গোপন স্থান।

অন্দরখানা বি. ১. অপরাধ জগৎ বা গোপন জগৎ, তু. Underworld ; ২. কয়েদখানা।

অন্দর-বার বি. এক ধরনের তাসের জুয়া; তাসকে দুভাগ করে দুজনের মধ্যে যে শেষ তাস ফেলে তার জয় হয়।

অপকম্ম বি. [<অপকর্ম] কুকর্ম্ম, কুকীর্তি।

অপাংগা বিণ. অদ্ভুত।

অপানটি বিণ. কাণ্ডজ্ঞানহীন, দুষ্ট।

অপোগণ্ড বি. বিণ. ১. নাবালক ; ২. অপদার্থ অকর্মণ্য (এমন অপোগণ্ড লোকের ওপর নির্ভর করা যায় না)।

অপ্সরী বি. সুন্দরী (ব্যঙ্গার্থে)।

অবতার বি. বিশিষ্ট ব্যক্তি (অবতার ঠিক মিনিস্টারের পাশের চেয়ারটি দখল করেছে)।

অবতারিহুজু বি. বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে হইচই বা হুজুগ।

অবরে সবরে ক্রি. -বিণ. কখনও সখনও, কালেভদ্রে (সে অবরে সবরে গ্রামের বাড়িতে যায়)।

অবলংকা বি. গোলমেলে অবস্থা, উদ্ভট ব্যাপারস্যাপার।

অবলংগা বি. বোকা, বেয়াদপ, অশিষ্ট।

অবস্থান সরণি বি. সিধু-কানু-ডহর বা বি-বা-দী বাগ সংলগ্ন পথ ও এলাকা, যেখানে মিটিং মিছিল অবস্থান ইত্যাদি হয়ে থাকে।

অভি দ্র. অভিসার।

অভিসার বি. বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ স্থানে যাত্রা (প্রায়ই অভিসার করছ দেখছি)।

অমাবস্যা বি. কালো গাত্রবর্ণবিশিষ্ট ব্যক্তি।

অমায়িক বিণ. যার কথা শুনতে মাইক লাগে না, অর্থাৎ উচ্চকণ্ঠ (আমাদের হেড স্যার সত্যি অমায়িক, যা বাজখাঁই গলা!)

অমৃত বি. মদ (সকলে মিলে একটু অমৃত পান করা যাক)।

অম্মাচাঁদ বি. কালো গাত্রবিশিষ্ট ব্যক্তি।

অয়েলিং করা ক্রি. [ইং. Oiling] তোষামোদ করা (অয়েলিং করে জবজবে করে দে, যদি কিছু ছাড়ে)।

অরিয়া বি. মালগাড়ির চোরাই মাল (অপরাধ জগৎ)।

অলটার ক্রি. [ইং. Alter] পুরনো জামা প্যান্ট দর্জির কাছে ছোট বা বড় করানো (দাদার প্যান্টটা অলটার করিয়ে নিলাম)।

অলপ্পেয়ে বিণ. (গ্রাম্য গালিবিশেষ) অল্পায়ু, বেশিদিন বাঁচে না এমন ('আশমানি মনে মনে বলিল, আলোপ্‌পেয়ে! তুমি হাত ধোবে?' : বঙ্কিম)।

অলবড্ডে, -ড্যে বিণ. অগোছালো স্বভাববিশিষ্ট, আনাড়ি ('সংসারে উঠতে বসতে কবিতা কেবল মুখনাড়া খায়। ও কোনও কর্মের নয়। অলপ্পেয়ে অলবড্ডে' : সুভাষ)।

অলম্বুস বিণ. বোকা, গেঁয়ো, জংলি।

অলরাউন্ডার বি. যে ব্যক্তি সমকামী ও বিষমকামী দুই-ই।

অলিগলি বি. উলটোপালটা সংকীর্ণ পথ।

অলোহারা বিণ. উদাসীন, Indifferent।

অল্যা বিণ. অলস।

অশোকফুল বি. রজস্বলা নারী (অপরাধ জগৎ)।

অশোকস্তম্ভ হওয়া ক্রি. ট্রেনের কামরায় নিত্যযাত্রীদের একটি আসনে কোনওক্রমে তিনজন বসা (দেখি দাদা, একটু মেরে মেরে বসুন, অশোকস্তম্ভ হই)।

অশ্বডিম্ব বি. নিষ্ফল, ঘোড়ার ডিম (লেখাপড়া করবে না তো কি অশ্বডিম্ব করবে?)।

অষ্টকপালে দ্র. আটকপালে।

অষ্টবক্র বিণ. বেঁকাচোরা।

অষ্টমীর পাঁঠা বি. প্রতারিত বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি; Victim, দেবীপূজার অষ্টমী তিথিতে বলির জন্য প্রস্তুত ছাগের মত অসহায়-অভাগা।

অষ্টরম্ভা বি. কাঁচকলা, কিছু-না (সবাই কিছু কিছু পেল, কিন্তু আমি পেলাম অষ্টরম্ভা/নেতারা লম্বা লম্বা বক্তৃতা করেন, কিন্তু কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা)। তু. অশ্বডিম্ব, কচুপোড়া, ঘোড়ার ডিম।

অস্‌মান কবুতর বি. [<অসমান,<কবু] বুক, নারীবক্ষ।

অসা বিণ. [<অসাধারণ] দারুণ, প্রশংসনীয় (কী অসা ছবি মাইরি!)।

অসাজন্ত বিণ. বেমানান ('একটি মেয়েকে আমি কি প্রাণে ধরে অসাজন্ত করে দিতে পারি?' : দীনবন্ধু)।

অস্ট্রেলিয়ার ম্যাপ বি. বাঁ হাতের টিপ ছাপ (দেখি আঙুলটা বাড়াও, এখানে একটা অস্ট্রেলিয়ার ম্যাপ চাই)।

অস্তব্যস্ত বিণ. অস্থির, অতি ব্যস্ত, ব্যতিব্যস্ত (তার অস্তব্যস্ত ভাব দেখেই বুঝেছি সে ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন রয়েছে)।

অস্থানে কুস্থানে বি. ১. আজেবাজে জায়গায় (অস্থানে কুস্থানে যাওয়ার অভ্যাস ছাড়তে হবে) ; ২. শরীরের সাংঘাতিক অংশে (অস্থানে কুস্থানে লেগে যাবে)।

অ্যা বি. ক্রি. শিশুর মল বা মলত্যাগ করা (অ্যা করেছে/অ্যা করব)।

অ্যাংচাইরা/অ্যাংচারু বিণ. খিটখিটে, হিংসুটে।

অ্যাংচ্যাং বি. ছোটছোট ছেলেমেয়ে (অ্যাংচ্যাং নিয়ে নাটক দেখতে যেও না)। তু. এঁড়িগেঁড়ি, গেঁড়িগুগলি, কাচ্চা-বাচ্চা।

অ্যাংব্যাং বিণ. আজেবাজে (গ্রাম্য)।

অ্যাংলা বিণ. ১. হ্যাংলা ; ২. কৃশকায়।

অ্যাংলা প্যাংলা বিণ. রোগাপাতলা (গ্রাম্য)।

অ্যাঁড়,-বিচি বি. অণ্ডকোষ ('অ্যাঁড়বিচি বলে রোদ পোহাবে' : প্রব.)।

অ্যাঁড়কাটা বিণ. পুরুষত্বহীন (তোর মত অ্যাঁড়কাটা লোককে আমি পরোয়া করি না)।

অ্যাঁড় দেখানো ক্রি. আক্রোশে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, ফাঁকি দেওয়া, বঞ্চনা করা (পাওনা তো দিলই না, উলটে অ্যাঁড় দেখিয়ে চলে গেল)। তু. কলা দেখানো।

অ্যাঁড়ে তেল দেওয়া ক্রি. চাটুবাক্যে তোষামোদ করা (ও যা কঞ্জুস, অ্যাঁড়ে তেল দিয়ে লাভ হবে না কিছু)।

অ্যাঁড়ে বাঘ মারা ক্রি. মিথ্যা বলে কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টা।

অ্যাকটো ক্রি. [ইং. To act] সাজসজ্জা করা, প্রেম নিবেদন করা (আজকাল খুব অ্যাকটো করছিস)।

অ্যাড়েং তেড়েং, অ্যাড়েং বেড়েং বিণ. এলোমেলো (জিনিসটা অ্যাড়েং তেড়েং করে ফেললে কেন?)।

অ্যানাসিন বি. যে ব্যক্তির চারটি প্রেমিকা,

অ্যানাসিন-ট্যাবলেটের বিজ্ঞাপনের চারটি আঙুল প্রদর্শন থেকে প্রচলিত। স্ত্রী. অ্যানাসিনা।

অ্যান্টিখোর, -বাজ বি. চোলাই মদবিক্রেতা, নেশাখোর ; খোর এবং বাজ-এর ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে সমার্থক।

অ্যাপো বি. [ইং. Appointment] আগেই নির্দিষ্ট কর্মসূচি (কফি হাউসে আমার অ্যাপো আছে)।

অ্যারাম্যারা বি. বিণ. অযোগ্য, অকর্মণ্য (অ্যারাম্যারা দিয়ে শাসন চলে না)।

অ্যালারাম বি. [ইং. Alarm] জেলখানার অ্যালার্ম ঘণ্টা, বিপদ সংকেত (অ্যালারাম বাজছে, কিছু একটা হয়েছে)।



আইঝাল, - লা বিণ. খুব সহজে রেগে যায় এমন, কোপন স্বভাব, ঝগড়াটে (অমন আইঝাল লোকের সঙ্গ এড়িয়ে চলাই ভাল)।

আইটা বাইটা বিণ. অজ্ঞাতকুলশীল (আইটা বাইটা লোককে বিশ্বাস নাই)।

আইটি বি. কৃপণ।

আইটেম বি. [ইং. Item] হিংসা, যৌনতা, ঘনিষ্ঠ প্রেমের দৃশ্য, উত্তেজক নাচ-গান, চলচ্চিত্রের এইসব উপাদানের প্রতি ইঙ্গিত (ছবিটা দেখে আয়, যা সব আইটেম আছে না!)।

আইডিয়া অ. কোনও কিছু মনে পড়েছে, সমস্যার সমাধান পাওয়া গেছে, এই অবস্থাসূচক স্বগতোক্তি (আইডিয়া! একবার প্রিন্সিপ্যালের ঘরে চল তো!)।

আউট বিণ. [ইং. Out] মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে জ্ঞানগম্যি লোপ পাওয়া (দু আউন্স পেটে পড়লেই শালা আউট হবে)।

আউপাতালি, - লে বিণ. সামান্য কারণে যে কেঁদেকেটে আকুল হয়, ছিঁচকাদুনে; অসুখ-অসুখ বাতিকগ্রস্ত।

আওতানো বিণ. ম্রিয়মাণ (এখন তো আওতানো বাসি ফুল দেখলেন)।

আওয়াজ দেওয়া ক্রি. ১. উপহাস করা (সবে বলতে উঠেছে, পেছন থেকে শ্রোতারা আওয়াজ দিয়ে দিলে লোকটাকে বসিয়ে); ২. তেজ দেখানো (ছোকরা আজকাল খুব আওয়াজ দিচ্ছে)। তু. প্যাঁক দেওয়া।

আংটা বি. ১. বাধা বা ঠেকায় পড়া (অপরাধ জগৎ); ২. পেটকোঁচড় (পকেটমার)।

আংড়া বি. বিণ. কালো গাত্রবর্ণ।

আংলি বি. ১. উসকানি (ওকে আংলি দিয়ে আমার বিরুদ্ধে খ্যাপাচ্ছে); ২. আঙুলের কৌশল (পকেটমার); ৩. আঙুলের দ্বারা হস্তমৈথুন (যৌনকর্মী)।

আংলিদার বি. যে-লোক মেয়েচুরির খবর সংগ্রহ করে দলের সকলকে জানায়।

আঁকড়া-আঁকড়ি বি. টানাটানি (আঁকড়া-আঁকড়িতে জামাটা ছিঁড়ে গেল)।

আঁকুপাঁকু, আঁকুবাঁকু বি. অতিরিক্ত ব্যাকুলতা বা ব্যস্ততার ভাব (সবে এলে, এরই মধ্যে যাবার জন্যে আঁকুপাঁকু করছ কেন?)।

আঁচ ক্রি. অনুমান করা, আন্দাজ করা; আভাস পাওয়া (এত বড় একটা ব্যাপার হয়ে গেল, তুমি আগে থেকে একটু আঁচ করতে পারলে না?)।

আঁচ দেওয়া ক্রি. সিগারেট ধরানো (দেখি দেশলাইটা, আঁচ দিয়ে নিই)।

আঁজল-পাঁজল করা ক্রি. গা ঝাড়া দেওয়া, ঝাঁকুনি দেওয়া (একটু সুড়সুড়ি লাগলেই গা আঁজল-পাঁজল করে)।

আঁজলা বি. দুই হাতের তেলো একত্রিত করা অবস্থা (এক আঁজলা জলের ঝাপটা দে)।

আঁটকাবাজ বি. রেলইয়ার্ডের কয়লাচোর।

আঁটকুড়ো বি. বিণ. নিঃসন্তান, সচরাচর গালাগালিতে (আঁটকুড়ো বুড়ো ছেলেপুলেদের একদম সহ্য করতে পারে না)। স্ত্রী. আঁটকুড়ি ('আঁটকুড়ির বেটারা

আমারে দেখলে যেন কাকের পিছনে ফিঙ্গে লাগে' : দীনবন্ধু)।

আঁটি বি. অণ্ডকোষ।

আঁটি চোষা ক্রি. সারবস্তু কিছুই না পাওয়া (তোমরাই আখের গোছালে, আমি শুধু আঁটি চুষছি)।

আঁটির মা প্যাঁকাটি (উক্তি) অত্যন্ত রোগা।

আঁটিসাঁটি বি. নিজের প্রাপ্য বুঝে নিতে দড়; দরাদরি বা মনোযোগ (নিজের বেলা আঁটিসাঁটি, পরের বেলায় দাঁতকপাটি)।

আঁটুনি-কষুনি বি. নিষ্কর্মার আড়ম্বর, আসল কাজের চেয়ে আয়োজন আর বিধিনিষেধই বেশি (তোমার তো আঁটুনি-কষুনি সার — আসল কাজের দেখা নেই)।

আঁটুবাঁটু বি. ১. জড়োসড়ো; ২. ঢিলে-ঢালা চলার ধরন (হাঁটাচলায় তুমি এমন আঁটুবাঁটু কেন হে!)।

আঁটে থাকা ক্রি. অপেক্ষায় থাকা, সতর্ক থাকা (আঁটে থেকো, কখন যে উনি এসে পড়বেন বলা যায় না)।

আঁত বি. পেট, মন (ওর আঁতের কথা টেনে বার করব / অমনি আঁতে ঘা লাগল)।

আঁতলেমি বি. আঁতেলের মত আচরণ। দ্র. আঁতেল।

আঁতুপুঁতু করা ক্রি. আদরের পাত্রকে নিয়ে যত্নের বাড়াবাড়ি করা বা অতিরিক্ত সাবধানতা দেখানো (ছেলেকে নিয়ে অমন আঁতুপুঁতু করলে ছেলের শরীর সারবে না)।

আঁতেল বি. [ইং. Intellectual] যে নিজেকে খুব জ্ঞানীগুণী বা বুদ্ধিজীবী মনে করে।

আঁদরু-পেঁদরু বি. সাহেবিয়ানার নকল করা দেশীয় খ্রিস্টান (আঁদরু-পেঁদরুর দল হঠাৎ বাংলা-ভক্ত হয়ে উঠল)।

আকখুটে বিণ. উড়নচণ্ডী, অপব্যয়ী।

আকচাআকচি, আকজাআকজি, আখচাআখচি বি. ঝগড়াঝাঁটি, শত্রুতার ভাব, মারামারি, হিংসাহিংসি (পাড়ায় দু'দলের মধ্যে আকচাআকচি লেগেই আছে)।

আকচার, আখচার ক্রি. -বিণ. বারবার, সদাসর্বদা।

আকবাজি বি. জুয়াখেলা (অপরাধ জগৎ)।

আকাঁড়া বি. পুরুষ সংসর্গ হয়নি এমন নারী (অপরাধ জগৎ)।

আকামশাকাম বি. দুষ্টামি (স্বরাজ খালি আকামশাকাম করে); ২. অযৌক্তিক কর্ম, ছোটখাটো ক্ষতিকর আচরণ।

আকাল-কেঁড়ে বি. হীন ভিক্ষুক, অতি তুচ্ছ জিনিস ভিক্ষা করতেও যার লজ্জা নেই।

আকাল-কেঁড়ের খাঁই বি. লজ্জাশরমহীন ভাবে চাওয়া; যে খাঁই সহজে মেটে না (কে মেটাবে অমন, আকাল-কেঁড়ের খাঁই?)।

আকাশবাণী বি. গুজব, যে-খবরের উৎস অজ্ঞাত।

আকাশবাণী কলতলা বি. আকাশবাণী কলকাতা।

আকুণ্ডকুণ্ড বি. তুমুল ঝগড়া, খুনোখুনি কাণ্ড (তখন যে কী আকুণ্ডকুণ্ড শুরু হয়ে গেল তা তোমাকে বোঝাতে পারব না)।

আক্কেলগুড়ুম হওয়া বি. হতবুদ্ধি (শুনে তো আমার আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেল)।

আখা বি. আগুন, উনুন।

আখাম্বা বি. খারাপ খাম, খাম্বা, থাম বা স্তম্ভ; অর্থাৎ যা মসৃণ নয়, বেঢপ, বেখাপ্পা, বদখত (অমন আখাম্বা মরদের মুয়ে আগুন)।

আখের গুছানো ক্রি. ভবিষ্যতের সংস্থান করা (আজকাল রাজনীতি করলে আখের গুছানো সহজ)।

আগড়-বাগড় বি. নানারকম বাজে বস্তু বা বিষয় (আগড়-বাগড় খাওয়া; আগড়-বাগড় বকা)।

আগড়ম-বাগড়ম; আগরম-বাগরম বি. অর্থহীন কথা (আগড়ম-বাগড়ম বকা)।

আগড়াদম্বা বিণ. জড়ভরত।

আগড়া ভাঙা বিণ. নিষ্ফল কর্ম বা প্রচেষ্টা (অপরাধ জগৎ)।

আগবারানি বি. যে-মেয়ে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে এগিয়ে যায় (আগবারানিটাকে দেখতে পারি না)।

আগমার্কা বিণ. বিশুদ্ধ, ভেজালহীন কিন্তু সচরাচর বিপরীত অর্থে প্রয়োগ করা হয়; অসৎ, দুর্নীতিপরায়ণ (আগমার্কা পোলিটিশিয়ান)।

আগর্-বাগর্ বি. যা-তা, বাজে কথা (কি আগর্-বাগর্ কও?)। তু. অগড়ম-বগড়ম।

আগর্ মগর্ বি. গড়িমসি, কিন্তু-কিন্তু ভাব, সন্দিগ্ধতা (আগর্ মগর্ সাইরা সাফ কতা কও, ট্যাহা দিবা কিনা)।

আগর-বিচ্‌চি বি. তলপেট (উত্তর ভারতের চোরগুণ্ডা)।

আগলটাপা বি. যে আগ বাড়িয়ে কথা বলে।

আগল পাগল বিণ. ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, এলোমেলো।

আগলা বি. মুখ-আলগা (অপরাধ জগৎ)।

আগলি বাগলি বি. ক্রি. ১. গোলমাল; ২. এধার-ওধার ঘুরে বেড়ানো।

আগাছা বি. অবাঞ্ছিত, ফালতু লোক (ওসব আগাছাকে আমল দিই না আমি)।

আগুন বি. ১. দেশলাই, লাইটার; ২. দারুণ সুন্দরী মেয়ে।

আগুনখাকি বি. বিণ. অলুক্ষণে মেয়ে যার সংস্পর্শে অনেককে আগুনে দাহ হতে বা মরতে হয়েছে, গ্রাম্য গালিবিশেষ।

আগুরমেন্ট বি. [ইং. Argument] সওয়াল।

আগে দাঁড়ানো ক্রি. উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সামনে বাধা সৃষ্টি করা (পকেটমার)।

আচকা ক্রি.-বিণ. আচমকা, হঠাৎ (আচকা এক সাধু এসে উপস্থিত)।

আচমকা সুন্দরী বিণ. মোটেই সুন্দরী নয়, আচমকা দেখলে সুন্দরী মনে হয় (মেয়েটা বেশ আচমকা সুন্দরী)।

আচমন বি. ক্রি. মদ্যপান (সানডাউন হলেই একটু আচমন বসি)।

আচম্বা দ্র. আচকা।

আচাইল-কুচাইল বি. বিণ. নিন্দাবাক্য, নোংরা কথাবার্তা (আচাইল-কুচাইল শুনতে পারি না)।

আচাভুয়া,-য়ো বি. বিণ. ১. অবাক করা কিছু ('নাহি দেখে আরতি কেবল আচাভুয়া' : ভারত); ২. অদ্ভুত অজ্ঞাত লোক, অসভ্য, বর্বর ('মোর বিভার দায় নাই আচাভুয়া বরে' : রাম.)।

আচাভুয়ার বোম্বাচাক বি. অসম্ভব জিনিস (ওর মত হাড় কিপটে দান করল, এ তো আচাভুয়ার বোম্বাচাক)।

আচ্ছাসে ক্রি.-বিণ. খুব করে (তাকে আচ্ছাসে কড়কে দিয়ো)।

আছড়ানো ক্রি. ১. প্রচণ্ড তিরস্কার (আজ বস্ আমাকে আছড়েছে); ২. প্রহার করা (শালাকে আচ্ছা করে আছড়া)।

আছাড়িপিছাড়ি ক্রি. ছটফট করা।

আছোলা বাঁশ বি. দারুণ অসুবিধে, হাঙ্গামা বা উৎপাত, অস্বস্তিকর ও যন্ত্রণাদায়ক ঝামেলা বা সমস্যা (যাকে ভাল মনে করে আশ্রয় দিলাম সেই এখন আছোলা বাঁশ হয়ে দাঁড়িয়েছে)।

আজড়ানো ক্রি. ১. খুলে ফেলা (কোমর থেকে শাড়ি আজড়ে ফেলল); ২. ব্যক্ত করা, প্রকাশ করা (মনের কথা আজড়ে ফেল, মন হালকা হবে)।

আজবোজ দ্র. আড়বুঝো।

আজল, আজলা, আজলে মারা বিণ. বোকা, বুদ্ধিহীন, হাবাগোবা।

আজলানো ক্রি. জেনেও না-জানার ভান করা (আজলাস না, ঠিক করে বল)।

আটকপালে বি. বিণ. হতভাগ্য, অভাগা (আমার মত আটকপালের ভাগ্যে কি ওই চাকরি জুটবে?)। স্ত্রী. আটকপালী।

আটা, -ঠা বি. কোনও বিষয়ে মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ (ওদের বাড়িতে যাওয়ার এত আটা কিসের তোমার?)।

আটাপেষা করা ক্রি. প্রচণ্ড প্রহার করা (ছেলেটাকে পিটিয়ে, আটাপেষা করে ফেলেছে)।

আটিকাঠি, আটুবাটু বিণ. ছটফট, অস্থির (জলের মধ্যে চুবিয়ে ধরলে প্রাণ আটুবাটু করে)।

আটেকাটে, -ঠে বিণ. সব দিকে, সব বিষয়ে ('আটেকাঠে দড় তো ঘোড়ার উপর চড়' : প্রব.)।

আটোপ বি. অহঙ্কার, দম্ভ, গর্ব (এবার ওর আটোপ বৃথা হল)।

আড়ংঘাটা বি. কয়েদখানা।

আড়ং ধোলাই বি. প্রচণ্ড প্রহার (চোরটাকে বেশ করে আড়ং ধোলাই দেওয়া হল)।

আড়ংবাড়ং বিণ. বাঁকাচোরা (যা সব আড়ংবাড়ং গলি)।

আড়কালা বিণ. এককানে কালা (আড়কালা দিনে দিনে হাড়কালা হয়)।

আড়তেলা ক্রি. ভুল বা উলটোপালটা বোঝানো (আর আড়তেলা দিস না আমাকে)।

আড়পাপড়া, আড়ফাবড়া বি. ক্ষুদ্র ও মোটা পাব বিশিষ্ট লাঠি, খেঁটে।

আড়বুঝো বিণ. অবুঝ, গোঁয়ার (এমন আড়বুঝো ছেলে বাপের জন্মে দেখিনি)।

আড়মাতলা, আড়মাদলা বিণ. ১. অর্ধেক মাতাল (এই সব আড়মাতলা লোক নিয়ে হয় ঝামেলা); ২. মাথা আড় করে ঘাড় বাঁকা অবস্থা (গলির মধ্যে লোকটা আড়মাদ্‌লা হয়ে পড়ে আছে)।

আড়াই প্যাঁচ বি. বিড়ি (অপরাধ জগৎ)।

আড়িয়া বি. কোনও মেয়েকে লক্ষ করে বাঁকা চাহনি, ইশারা (এখানে দাঁড়িয়ে আড়িয়া দিচ্ছ, গুরু)।

আড়িয়া হাফিজ ক্রি. আত্মসাৎ করে

লোপাট বা পাচার করে দেওয়া (আমার দামি কলমটা আড়িয়া হাফিজ করে দিল)।

আড়ে-হাতে নেওয়া,-লাগা ক্রি. ১. শোধ তোলা (এ অপমান হজম করব না, একদিন আড়ে-হাতে নেবই); ২. প্রাণপণে চেষ্টা করা, উঠে পড়ে লাগা (সামনে পরীক্ষা, এবার আড়ে-হাতে লেগে পড়)।

আণ্ডীল (আণ্ডীর) বি. প্রচুর টাকাপয়সার মালিক (লোকটা টাকার আণ্ডীল)। তু. টাকার কুমির।

আতপ বি. বিধবা।

আতা বি. ১. বোকা; ২. হাতবোমা (মস্তান)।

আতাই বি. যে-শিক্ষার্থী বিনা বেতনে গানবাজনা শেখে এবং যে-শিক্ষক বিনাবেতনে শেখান, একালে তাদের কেউই মর্যাদা পান না (ও আতাই, ও আবার ফাংশনে গাইবে কী!)।

আতাক্যালানে বি. অতিবোকা (ও আতাক্যালানের কথা ছাড়)।

আত্তি বি. আত্মীয়তা, বশীভূত, মমতা।

আদল বি. সাদৃশ্য।

আদা বি. সাদা (অপরাধ জগৎ)।

আদাড়ের হাঁড়ি বি. তুচ্ছ অনাদৃত লোক (ওর কথা ছাড়, ওটা একটা আদাড়ের হাঁড়ি)।

আদামাদা বিণ. অর্ধেক, মাঝারি গোছের (এ এমন আদামাদা মানুষের কাম না)।

আদিখ্যেতা বি. বাড়াবাড়ি, অত্যধিক আদর বা মমতা প্রকাশ (কোনও কিছু নিয়ে আদিখ্যেতা পছন্দ করি না আমি)।

আদুড় বিণ. খোলা (আদুড় গা)।

আদেখলেপনা বি. বিণ. এমন লোভী কিছু দেখলে এমন ভাব করে যেন আগে কখনও দেখেনি।

আধা আতপ বি. অর্ধ বিধবা অর্থাৎ যার স্বামী থেকেও নেই বা যার স্বামী অন্যগামী।

আধাখেঁচড়া বিণ. অর্ধসম্পন্ন, অর্ধবিশিষ্ট।

আনকা, -কো বিণ. নতুন, অব্যবহিত, উটকো।

আনটি সানটি বিণ. আজেবাজে।

আনডা দ্র. অনডা।

আনডারগ্রাউন্ড বি. [ইং. Underground] ১. গুপ্তস্থান; ২. যৌনস্থান (অপরাধ জগৎ)।

আনডারটাইম বি. [ইং. Undertime] অল্প কাজ করা, ওভারটাইমের বিপরীত (বসে আছি বলো না, আমার এখন আনডারটাইম চলছে)।

আনতাবড়ি বিণ. এলোমেলো, পরিকল্পনাহীন বা দক্ষতাহীন (না জেনে আনতাবড়ি কথা বলছ কেন?)।

আনন্দবাজার বি. ১. সবজান্তা; ২. মিথ্যা সংবাদ সরবরাহকারী; ৩. বেশ্যা-পল্লী; ৪. রসের খবর।

আনন্দরস বি. মদ।

আনসান দ্র. আনটি সানটি।

আনাই-ধানাই বি. অসম্বদ্ধ অনর্থক কথা (এসব আনাই-ধানাই শুনতে আমার বয়ে গেছে)। তু. আগড়ম বাগড়ম।

আনাংলা বি. বাজে কথা (গ্রাম্য)।

আনামাক্কা বি. যে কানার মত চলে, উজবুগ।

আনারকলি বি. ১. কয়েদি; ২. প্রিয়তমা (অপরাধ জগৎ)।

আন্দাজিক্যালি ক্রি.-বিণ. অনুমানের উপর নির্ভর করে ('আমি হলে তোর এ... করাচি বর্ণনাটা কিরকম কবিত্বপূর্ণ ভাষায় করতাম, অবধান কর, যদিও বর্ণনাটা আন্দাজিক্যালি হত' : নজরুল)।

আপ্‌টি মারা ক্রি. আড্ডামারা (কলেজে আপ্‌টি মারা হচ্ছে)।

আপ্‌তা আপ্‌তি বি. গা মাখামাখি (খুব যে দেখি আপ্‌তা আপ্‌তি, শেষপর্যন্ত সইলে হয়)।

আপ্ দেওয়া, আপানো, আপে তোলা ক্রি. ছদ্ম প্রশংসা করে অহংকৃত করা (তোদের এম. এল. এ.-কে খুব আপ্ দিয়ে এলাম। উনি খুব সেয়ানা, চট করে আপানো যায় না)। দ্র. তোল্লা।

আপ্‌-পেট বি. [ইং. up=উচ্চ] ১. গর্ভবতী নারী; ২. ভুঁড়িওয়ালা লোক (ছাত্রবুলি)।

আপার কাট্ বি. [ইং. Upper cut] প্রেমজনিত আঘাত (আপার কাট্-এ কিছুদিন শয্যাশায়ী থাকবে, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে)।

আপুছি বি. যে স্ত্রীলোককে কেহ পুছে না, অনাদৃতা।

আপুসে দেওয়া ক্রি. প্রচণ্ড মারধোর করা, মেরে শেষ করে দেওয়া (বেশি মস্তানি মের না, পাড়ার লোক মিলে আপুসে দেবে)।

আপেল বি. ১. সুন্দরী; ২. স্তন (নাগরিক যুব)।

আফলাতুন বিণ. দুর্দান্ত, জাঁহাবাজ ('বাপ বলতে হালার পো, মা আদর করে বলত আফলাতুন' : নজরুল)।

আফোয়া-হিজ বি. বখাটে; যে পাত্রাপাত্র নির্বিশেষ ইয়ারকি ঠাট্টা করে।

আবড় তাবড় বি. অসংলগ্ন বা অর্থহীন বাক্যাবলি, আবোলতাবোল।

আবাগি বিণ. অভাগী, হতভাগিনী। পুং. আবাগে।

আবাগির পুত, আবাগির পো, আবাগির ব্যাটা বি. গ্রাম্য গালিবিশেষ, হতভাগিনীর ছেলে (আবাগির ব্যাটা বলে কিনা আমি চোর)।

আবাগের ব্যাটা বি. অভাগার ছেলে ('আরে আবাগের ব্যাটা কুটুম্ব ভদ্র কি অভদ্র, তা আগে দেখ' : টেকচাঁদ)।

আবিজাবি, হাবিজাবি বি. বাজে জিনিস, প্রতারণাপূর্ণ (আবিজাবি কথা)।

আবু হোসেন বি. অবিশিষ্ট ব্যক্তি, কোথাকার কে; গিরিশচন্দ্রের কৌতুকনাট্য আবু হোসেন চরিত্রের সূত্রে (তুমি কোন আবু হোসেন এলে হে!)।

আবে, আব্বে অ. [<হি. অবে] ওরে, ওহে (আব্বে ন্যাড়া, এ দিকে আয়)।

আভাতারী বি. যাহার স্বামী নাই (গালিবিশেষ)।

আমড়া করা ক্রি. বিশেষ কিছু ক্ষতি করতে না পারা (ও আমার আমড়া করবে)।

আমড়া কাঠের ঢেঁকি বি. অকেজো লোক, অচল পদার্থ।

আমড়াগাছি করা ক্রি. তোষামোদ করা, চাটুবাক্যে মাথায় তোলা (ওসব ফাঁপা লোককে আমড়াগাছি করে কী হবে?)।

আমদানি বি. রোজগার, অর্থাগম ('...আর তেমন আমদানি এখানেতে নাই লো' : দাশরথি)।

আমবা বি. [< হাম্বা] স্পর্ধা, আস্ফালন (গ্রাম্য), বড়াই (তোমার মুরোদ জানা আছে অত আমবা কর না)।

আমরক্ত বার করা ক্রি. হাগানো, যন্ত্রণাদায়ক কষ্ট দেওয়া, খুব বিব্রত করা (আমার টাকা না দিলে আমি ওরে আমরক্ত বার করব)।

আমসি বি. ১. রোগা লিকলিকে মেয়ে; ২. ভয়ে বা হতাশায় মুখ শুকিয়ে যাওয়া (মুখ তো আমসি হয়ে গেছে)।

আমাশা বি. বিপত্তি, ঝামেলা (উঃ, টাকা আদায় করতে আমার আমাশা ধরে গেল। লোকটা আমার পেছনে আমাশার মত লেগে আছে)।

আমোদগেঁড়ে বিণ. আমোদ করতে উৎসাহী ('রাস্তার দুপাশে অনেক আমোদগেঁড়ে মহাশয়রা দাঁড়িয়েছেন' : হুতোম)

আরিজ্জা, আরিন্না, আরেব্বাস, আরিল্লে অ. বিস্ময়সূচক শব্দ (যুব)।

আরেসসাটা অ. [<আরে শাবাশ / আরে শালা] দ্র. আরিজ্জা।

আলকাছ, -য বিণ. বেকুব, নির্বোধ।

আলকোটান বি. যে জেনেও না জানার ভান করে। স্ত্রী. আলকোটানী (স্ত্রীলোকদের গালিবিশেষ)।

আলগ বি. [< আলগা] নানা জায়গা থেকে আসা অপরাধী ; অপরাধীদের পাঁচমিশেলি জমায়েত।

আলগা বি. অপরিচিত নবাগত, বহিরাগত, বিদেশি (আলগা লোককে নজরে রাখবি)।

আলগোছে বিণ. আস্তে, লঘু স্পর্শে (আলগোছে মাল তুলে নিল)।

আলঝাল বিণ. আজেবাজে। তু. আলফাল।

আলটপকা ক্রি.-বিণ. আকস্মিকভাবে, আচমকা, হঠাৎ (অন্ধকারে আলটপকা রাস্তায় বেরিয়ো না)।

আলতা বি. রক্ত, বর্ণসাদৃশ্যে (মস্তান)।

আলতাফুটানি বি. অপরিচিতা মেয়ে ; বিদেশিনী।

আলতামুখী বি. লিপিস্টিক দিয়ে ঠোঁট রাঙানো মেয়ে।

আলফাল বিণ. আজেবাজে (আলফাল কথা / আলফাল লোক)।

আল মাটি চাল বিণ. বিপর্যস্ত।

আলাঝালা বি. আদর।

আলাপ ক্রি. যৌনক্রিয়া (শুখা আশনাই না বে, কাল একটু আলাপ করে এলাম)।

আলালি বিণ. পচা, বাসি (গ্রাম্য)।

আলু বি. ১. অণ্ডকোষ (যুব); ২. হাতবোমা (সমাজবিরোধী)।

আলুকুড়া বিণ. নিষ্কর্মা (এমন আলুকুড়া মিনসে দিয়ে সংসারের কাজ হয়?)।

আলু টপকানো ক্রি. বোমা বা পেটো ছোঁড়া (পুলিশ আসছে আর আলু টপকাচ্ছি)।

আলুদোষ, আলুর দোষ বি. কামুকতা, মেয়েদের প্রতি অত্যধিক দুর্বলতা; চরিত্রের দোষ (আলুর দোষের জন্য লোকটা যে কোনওদিন মারধোর খাবে)।

আলুবাজ বিণ. বি. মেয়েদের সঙ্গে মাখামাখি করা যার স্বভাব, কামুক প্রকৃতির লোক।

আলুবাজি করা ক্রি. কামুকতা প্রদর্শন, মেয়েদের সঙ্গে মাখামাখি করা (যেখানে-সেখানে আলুবাজি করতে যেও না, মারধোর খাবে)।

আশনাই বি. অবৈধ বা গুপ্ত প্রণয় (মেয়েটার কতজনের সঙ্গে যে আশনাই আছে কে জানে)।



আলু টপকাচ্ছি

ইউ-এস-এ বি. [< উত্তম সুচিত্রা অ্যাসোসিয়েশন] প্রেমিক-প্রেমিকা।

ইউ-কে-ছাঁট বি. [< উত্তমকুমার ছাঁট] একসময় বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় নায়ক উত্তমকুমারের অনুকরণে পিছন দিকে চুল না কামিয়ে গোল করে ছাঁটার ফ্যাশন প্রচলিত হয়েছিল।

ইউনিয়ন বি. [ইং. Union] আড্ডার স্থান। তু. ঠেক।

ইউরেকা অ. চিন্তা করে কিছু সিদ্ধান্তে আসার আনন্দসূচক ধ্বনি।

ই-এম-ইউ (উক্তি) [ইং. EMU = Electric Multiple Unit] ধ্বনিসাদৃশ্যে এ-মু-উ (একটু মুতে উঠুন); ইলেকট্রিক ট্রেনে টয়লেট থাকে না, সেই কারণে নিত্যযাত্রীদের মধ্যে এই ইংরেজি শব্দের অশিষ্ট অর্থ প্রযুক্ত হয়েছে।

ইঁচড়ে পাকা বিণ. অল্প বয়সে পূর্ণ বয়স্কের আচরণ, অকালপক্ব । দ্র. এঁচড়ে পাকা।

ইঁচর বিণ. দুষ্টপ্রকৃতির, নাছোড়বান্দা।

ইঁদুরকল বি. ১. ফাঁদ, খদ্দের ধরার কৌশল; ২. বহু পুরুষকে মোহগ্রস্ত করতে পারে এমন নারী। ইঁদুর এখানে পুরুষের রূপক এবং কলটি নারীর আকর্ষণের।

ইকড়িমিকড়ি বি. আজেবাজে দুর্বোধ্য কথা; শিশুদের খেলার ছড়ায় ব্যবহৃত শব্দের সূত্রে। দ্র. ইকিড়ি মিকিড়ি।

ইকমিক কুকার বি. ১. পাতালপুরীর সন্ধ্যাভাষা ; ২. চুরির মোটা টাকা।

ইকিড়ি মিকিড়ি বি. আজেবাজে কথা (সেই থেকে ইকিড়ি মিকিড়ি কথাবার্তা বলে যাচ্ছিস)।

ইজাহার নেওয়া বি. পুলিশ হাজতে বন্দির শারীরিক নিপীড়ন, বিশেষত স্ত্রীলোকের ওপর যৌন লাঞ্ছনা, এমনকী বলাৎকার পর্যন্ত (একটু হাত-পা বেঁধে ইজাহার নেবেন, তাতে মজা উঠবে)।

ইজেরের বুকপকেট বি. অসম্ভব ব্যাপার। তু. গোরুর গাড়ির হেডলাইট।

ইঞ্জিন বি. শরীর, পেট, মাথা।

ইঞ্জিন গরম বি. ১. রাগ, মাথা খারাপ ; ২. কামোত্তেজনা; এক্ষেত্রে 'ইঞ্জিন' শব্দ অশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত।

ইঞ্জিন ভরা ক্রি. পাকস্থলীতে খাদ্যবস্তু প্রেরণ (এখন আর কাজ নয়, আগে ইঞ্জিন ভরে আসি)।

ইট পুজো বি. ফালতু কাজ নিয়ে হুজুক (ওখানে কী হচ্ছে? — পার্টির দাদাদের ইট পুজো)।

ইট হোয়াট বি. [ইং. Eat What] খানকি।

ইটা সর্ব. পুরুষাঙ্গের প্রতি ইঙ্গিত (আরে যাঃ, তুই আমার ইটা করবি)।

ইটালিয়ান সেলুন বি. যেখানে ইটের ওপর বসে চুল কাটতে হয়; সাধারণ অর্থে সস্তার সেলুন।

ইটিসিটি সর্ব. এটাসেটা, সবরকম ('লয়ে পুঁথি দু-চারিটি নেড়েচেড়ে ইটিসিটি এইমত কাটে দিনরাত' : রবীন্দ্র)।

ইডেন গার্ডেন বি. ১. দিলদরিয়া, বিস্তৃত উদার হৃদয় ; ২. বিস্তৃত টাক।

ইড়কি বি. গুঁতো, ঠোকর (ইড়কি দিয়ে ইশারা করল আমাকে)।

ইতুনিদকুঁড়ে বিণ. অলস, নিড়বিড়ে, দীর্ঘসূত্রী (ছেলেটা কথায় খুব চটপটে

কিন্তু কাজের বেলায় একেবারেই ইতুনিদকুঁড়ে)।

ইত্তিপিত্তি বি. সমস্ত দেহ, আগাপাশতলা (কথা শুনে ইত্তিপিত্তি জ্বলে যায়)।

ইধর-উধর, -ফোট্ বিণ. বি. ১. চলন্ত ; ২. গলি (গলিতে ঢোক)।

ইনকাম ট্যাক্স বি. কোনও লেনদেনের জন্য দেয় কমিশন, ঘুষ, অবৈধ ভাগ, তোলা (আমরা রয়েছি তাই করে খেতে পাচ্ছ বাবা, সামান্য ইনকাম ট্যাক্স দেবে না?)।

ইনকুমারী বি. [ইং. Inquiry] তদন্ত।

ইনচি বি. [ইং. Inch] গাঁজা; গাঁজার ইঞ্চি পরিমাণ টুকরোর সাদৃশ্যে।

ইনচি মাপা বিণ. ১. সাবধানি পদক্ষেপ, বুঝেসুঝে চলা, পরিমিত ব্যবহার ; ২. স্বল্পবাক, খুব সর্তক হয়ে মেপে কথা বলা।

ইনজেকশন বি. [ইং. Injunction] আদালতের নিষেধাজ্ঞা ; আইন ব্যবসায়ী মহলে প্রচলিত।

ইনটার পুটার বি. [ইং. Interpreter] ব্যঙ্গার্থে জ্ঞানদাতা, যে ব্যক্তি বিশদ ব্যাখ্যা করে কিছু বোঝায়।

ইনটিরিয়ার ডেকরেশন বি. [ইং. Interior Decoration] দাম্পত্য কামক্রিয়া অর্থে, উচ্চশিক্ষিত মহলে প্রচলিত (এখন তার বাড়ি যাওয়া চলবে না, ইনটিরিয়ার ডেকরেশন চলছে)।

ইনন বিনন বি. কলাকৌশল, কপট চাতুরি (ওর কথায় কত যে ইনন বিনন)।

ইনিয়েবিনিয়ে ক্রি.-বিণ. কলাকৌশল করে সাজিয়ে গুছিয়ে টেনে-টেনে কথা বলা (অত ইনিয়েবিনিয়ে বলিস কেন রে?)।

ইন্টুপিন্টু, -মিন্টু, -সিন্টু বি. প্রেম, অবৈধ মিলন (আজকাল খুব ইন্টুপিন্টু চলছে তোদের)।

ইন্ডিয়া গেট বি. ১. উদার হৃদয় দ্র. ইডেন গার্ডেন; ২. বহুবল্লভা নারী, স্বৈরিণী (মেয়েটা মাইরি ইন্ডিয়া গেট)।

ইন্ডোর গেম বি. রতিক্রিয়া (ও বাড়িতে সন্ধের পরে আর যাস না, রেগুলার ইন্ডোর গেম চলে)।

ইন্দি বি. সামর্থ্য, সম্বল, শক্তি, যোগ্যতা ('পোঁদে নেই ইন্দি, ভজ রে গোবিন্দি' : প্রব.)।

ইন্দিরা বানানো ক্রি. হত্যা করা; ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার বীভৎস নৃশংসতা সূত্রে (অপরাধ জগৎ)।

ইন্দ্রের শচী বি. যখন যার কাছে তখন তারই বশংবদ; উভয়লিঙ্গেই প্রযুক্ত।

ইপ্লেউপ্লে বি. উপর-নিচ, এধার ওধার।

ইয়া বিণ. বেশ বড় (পালোয়ানের ইয়া গোঁফ)।

ইয়াব্বা দ্র. আরেব্বাস।

ইয়ার, - বকসি বি. সাগরেদ বা নিকট বন্ধুজন (ইয়ার বকসি নিয়ে ফুর্তি করার সে দিন আর নেই)।

ইয়ারের টেক্কা বি. দলের পাণ্ডা ('ছোটবাবু ইয়ারের টেক্কা' : হুতোম)।

ইয়ে অ. অর্থহীন কথার মাত্রা, আবার কখনও অজ্ঞাত বা বিস্মৃত পদের বিকল্প (আমার ধারণা একটা কিছু ইয়ে না থাকলে বড় হওয়া যায় না)।

ইয়েস-নো-ভেরি-গুড (উক্তি) ইংরেজি

ভাষার ন্যূনতম জ্ঞান; ইংরেজ শাসনের আদিপর্বে সাহেবদের দেশি কর্মচারীরা যে সামান্য ইংরেজি জেনে কাজ চালিয়ে গেছে সেই সূত্রে এটি রচিত।

ইরম্মদ বি. অতি কড়া মদ।

ইল্‌চি অ. ব্যঙ্গসূচক শব্দ।

ইল্‌ছে বিণ. ধৃষ্ট (ইল্‌ছে ছোঁড়া)।

ইল্‌লি অ. তুচ্ছ ভাবপ্রকাশ (ইল্‌লি, আমাদের সঙ্গে লাগা অত সোজা!)।

ইলিগিলিগিলি বি. বিণ. হযবরল।

ইলিবিলি বিণ. এলোমেলো।

ইলিমিলি বি. অস্পষ্ট ও অর্থহীন শব্দ (ওটা মন্তর পড়া না ইলিমিলি?)।

ইলেকট্রিক শক বি. [ইং. Electric Shock] ১. উত্তেজনাকর শিহরন; ২. যে সুন্দরী নারী যৌন উত্তেজনার কারণ।

ইল্লত বি. নোংরামি (স্বভাব যায় না মলে ইল্লত যায় না ধুলে : প্রব.)।

ইল্লুতে বিণ. নোংরা।

ইল্লুতে কাণ্ড, - ব্যাপার বি. নোংরা কাণ্ড, নোংরা ব্যাপার (একটা ইল্লুতে ব্যাপার আমাদের চোখের সামনে ঘটে গেল)।

ইশপিস করা ক্রি. অস্থিরতা, কিছু করবার জন্য ছটফট করা (চুপচাপ বোস, ইশপিস করিস না)।

ইসকুরুপ ঢিলে বিণ. খ্যাপাটে, আধপাগলা (ওর কথা ছাড়, ইসকুরুপ ঢিলে আছে); স্ক্রু আলগা হয়ে গেলে যন্ত্র ঠিকঠাক চলে না, সেই অর্থে।

ইসকুরুপের প্যাঁচ বি. কুটিল বুদ্ধি, মনের কুটিলতা ও বক্রতা (লোকটার মনটা যেন ইসকুরুপের প্যাঁচ, ওর কথায় বিশ্বাস কী)। তু. জিলিপির প্যাঁচ।

ইসতক অ. ১. যাবৎ (একমাস ইসতক এখানে আছি); ২. থেকে, নাগাদ (কবে ইসতক যাবি?)।

ইসতিরি বি. [<স্ত্রী] বউ, পত্নী।

ইসপিচ বি. [ইং. Speech] জ্ঞান, বক্তৃতা (আর ইসপিচ দিস না তো)।

ইসু বি. [ইং. Issue] সন্তান (আপনার কটি ইসু?)।

উইকেট পড়া ক্রি. নিত্যযাত্রীদের নিজস্ব অপভাষা; বাসে বা ট্রেনে যাত্রী নামার ফলে বসবার আসন খালি হওয়া (লাইনে এগিয়ে দাঁড়ান, চন্দননগর আসছে, উইকেট পড়বে)। তু. ক্যাচ ওঠা ।

উইদাউট ক্রি. মোটর ভেহিকেলের বিভাগীয় অপভাষা — ব্যক্তি বা গাড়ির উপস্থিতি ছাড়াই লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট প্রদান (এ ব্লু বুকটা উইদাউটে হবে বড়বাবু)।

উকুন বি. নিকৃষ্ট ধরনের দুর্বল ব্যক্তি, টিপে মারার যোগ্য।

উকুসপুকুস করা ক্রি. অস্বস্তি বোধ করা (বেশ ভাল ছিল, হঠাৎ ছেলেটা উকুসপুকুস করতে শুরু করল)।

উখো ঘসা ক্রি. ১. বুদ্ধিতে ধার দেওয়া; ২. সমঝে দেওয়া, উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া ইত্যাদি।

উগরানো ক্রি. বলে ফেলা, স্বীকার করা (পুলিশের গুঁতোর চোটে উগরে ফেলল)।

উচংখোর বি. অমিতব্যয়ী, উড়নচণ্ডে ।

উচকপালী, উটকপালী বিণ. অলক্ষুণে; যে মেয়ের কপাল উঁচু সে অলক্ষুণে হয়, এমন ধারণা থেকে।

উচকা বিণ. উঠতি (উচকা বয়সের মেয়েদের শাসনে রাখতে হয়)।

উচক্কা বিণ. বি. ১. চরিত্রহীন ('মেয়ে দুটি বড় ভাল, তবে একটু উচক্কা-উচক্কা গোছ' : উপেন্দ্রনাথ); ২. বদমাশ, চোর, গাঁটকাটা।

উচক্কা ছুঁড়ি বি. যুবতী (উচক্কা ছুঁড়িদের আজকাল দাপট খুব)।

উচক্কা বয়স বিণ. উঠতি বয়স, হঠকারী, অবাধ্য।

উচনিয়া, উচন্যা, উচানি বিণ. যে জিনিসপত্র বেশি নষ্ট করে।

উচ্চিংড়ে বি. বিণ. চঞ্চল, ছটফটে।

উজালা চাকুম বি. [< উজ্জ্বল চাকচিক্য] সুন্দরী মেয়ে; চাকুম শব্দে চুম্বনের ধ্বনির ইঙ্গিতটি লক্ষণীয়।

উট বি. লম্বা গলা লোক।

উটকন-পাটকন ক্রি. যাবতীয় জিনিসপত্র তোলপাড় করে খোঁজাখুঁজি (পড়ার ঘর উটকন-পাটকন করেও কলমটা খুঁজে পেলাম না)।

উটকা, উটকো বি. অপরিচিত আগন্তুক।

উটকা মেয়ে বি. সকলের গম্যা নারী।

উটনা বি. ধারে ক্রয় (গ্রাম্য ভাষা)।

উটপটাং বিণ. বেয়াড়া, অসম্বদ্ধ, আজগুবি।

উট-পা বি. বিণ. উটের মত লম্বা পা যার।

উটুসপুটুস করা ক্রি. ১. চঞ্চল ভাব, অস্থিরতা, দ্বিধা (অমন উটুসপুটুস করছ কেন?); ২. গোপন কথাবার্তা (দুজনে বসে উটুসপুটুস করছে)।

উঠইকার, - রি বি. অতীত গৌরবহীন হঠাৎ বড়লোক, বা বড়লোকি।

উঠতাই ক্রি. ট্রামে-বাসে উঠে পড়া (চাকায় উঠতাই হয়ে যা); পকেটমারদের ভাষা, যার মানে ট্রামে-বাসে উঠে পড়।

উঠতি, - বাজ বি. বিণ. ১. নতুন মস্তান ; ২. অকালপক্ক।

উঠাওবাজ বি. রেলগাড়ি জাহাজ লরি ঠেলা

থেকে বা পথেঘাটে যারা মাল তুলে চম্পট দেয়।

উঠানো মাল বি. চুরি করে তুলে আনা বস্তু। তু. টানা মাল।

উড়কুড় ওঠা ক্রি. নিশ্চিহ্ন হওয়া ('মুঙ্গেরে প্লেগ দেখা দিল। মানুষ মরে উড়কুড় উঠে যেতে লাগল' : শরদিন্দু)।

উড়নচড়ুই, উড়নচড়ে, উড়নচণ্ডে বিণ. বি. অপব্যয়ী, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করে যে ব্যক্তি বিষয়-আশয় উড়িয়ে দেয় (আমার ভাইটা তো উড়নচড়ুই, নইলে এমন হাল হয়?)।

উড়নপেকে বি. ১. অমিতব্যয়ী (উড়নপেকের মত দুহাতে টাকা খরচ কোর না, দুদিনেই ফতুর হয়ে যাবে); ২. পাখির মত উড়ুউড়ু স্বভাব।

উড়া ক্রি. ১. বয়সের মত্ততায় বা ধনগর্বে কোনও যুবক যুবতীর বেচাল হওয়া (আজকাল দেখছি ও খুব উড়ছে); ২. পালানো (পাখি উড়ে গেছে)।

উড়ুউড়ু বিণ. অন্যমনস্ক, বহির্গামী অস্থির মন।

উতর গেআ ক্রি. হেরে যাওয়া।

উতরে দেওয়া ক্রি. ঠকানো।

উতরে নেওয়া ক্রি. ছিনতাই করা।

উদগাণ্ডু বিণ. অতিমূর্খ (এমন উদগাণ্ডু লোক আমি জীবনে দেখিনি); উদো এবং গাণ্ডু শব্দের সমাহারে গঠিত।

উদদ্যামদদ্যা বি. বাজে লোক (পোশাক-আশাকে অগোছালো, তাই বলে ওকে উদদ্যামদদ্যা মনে কোর না)।

উদভুট্টি বি. বিণ. অত্যদ্ভুত।

উদমাদা বিণ. উদভ্রান্ত, কাণ্ডজ্ঞানহীন, নির্বোধ (ভাতার উদমাদা, মাগ সেয়ানা)।

উদমো বিণ. অপরিণত বয়স্ক।

উদমো রাঁড়ি বি. বালবিধবা ('উদমো রাঁড়ির মাঠে যাব, / ম্যাকবেথেরে দেখা দেব' : গিরিশ)।

উদলা বিণ. অনাবৃত উর্ধ্বাঙ্গ (গাঁয়ের ছোট ছেলেরা গরমকালে উদলাই থাকে)।

উদাউদি করা ক্রি. জিদ করা।

উদুমধুম, উদুমধুমা বিণ. গোঁয়ার, উপদ্রবকারী (এসব উদুমধুম লোক থেকে সাবধান)।

উদুমবুদুম বিণ., ক্রি.-বিণ. ১. খ্যাপা (উদুমবুদুম মানুষ নিয়ে কাজ চলে না); ২. স্থূল গোছের (উদুমবুদুম কিছু বলে গেলেই হল!)।

উদুমভূত বিণ. মূর্খ (ফটফট করলে কি হবে ওটা একটা উদুমভূত)।

উদুরা বি. বিণ. কোনও কাজ যথাযথ করতে পারে না এমন লোক। স্ত্রী. উদুরী।

উদো, -চণ্ডী, -মারা বিণ. মূর্খ।

উদোগেঁড়ে বিণ. অকর্মণ্য, নির্বোধ (এইসব উদোগেঁড়ে লোককে দিয়ে কি কাজ হয়?)।

উদোম বিণ. উলঙ্গ, উন্মুক্ত।

উদোমাদা বিণ. দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য উন্মাদপ্রায় (লোকটি এমনই উদোমাদা যে নিজের ভাল বোঝে না)।

উধম বিণ. প্রচণ্ড (লোকটা উধম মার খেয়েছে)।

উনপঞ্চাশ বাই, -বায়ু বি. পাগলামি,

খ্যাপামি, বাতিক (উনপঞ্চাশ বাইতে পেলে আর রক্ষে নেই)।

উনপাঁজুরে বিণ. দুর্বল ও ব্যক্তিত্বহীন ('পাড়াগেঁয়ে হলেই যে এমন উনপাঁজুরে হবে, এমন কোনও কথা নাই' : হতোম); বুকের একটি পাঁজর কম থাকলে মানুষ দুর্বল হয় এই অর্থে।

উনপাঁজুরে বরাখুরে বিণ. পাঁজর কম ও বরাহের মত খুর, অর্থাৎ অলক্ষণযুক্ত মানুষ (গ্রাম্য গালিবিশেষ)।

উনোনমুখি বিণ. যে মহিলার মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়।

উপপর বি. [<উপর] ১. মৃত্যু; ২. যাবজ্জীবন সাজা।

উপপু ক্রি., বি. ১. শুয়ে পড়া ; ২. শায়িত লোক।

উপরখাল বি. বুকপকেট (পকেটমার)।

উপরচাল বি. বাহ্যাড়ম্বর।

উপরি বি. প্রাপ্যের অতিরিক্ত প্রাপ্তি, ঘুষ।

উপরি খদ্দের বি. পতিতালয়ে কোনও যৌনকর্মীর বাঁধা বাবুর অতিরিক্ত কোনও খদ্দের (উপরি খদ্দের না নিয়ে আজকাল পেট চালানো দায়)।

উপুরঝুপুর বিণ. ১. ওপর-ওপর অমনোযোগবিশিষ্ট, অবিন্যস্ত (উপুরঝুপুর চোখ বুলোলে কি সব বোঝা যায়?) ; ২. আবার সম্পূর্ণত অর্থেও ব্যবহৃত (ইস, উপুরঝুপুর ভিজে এলি!)।

উবদো বিণ. উবু হয়ে বসা।

উবু বি. বিণ. ১. গণনার প্রথম সংখ্যা (উবু দশ কুড়ি...)। তু. রাম ; ২. শিশুক্রীড়ায় সময় চাইবার সঙ্কেত ; ৩. গোড়ালির ওপর উঁচু হয়ে বসা। তু. উবদো।

উবুউবু বিণ. একটুখানি।

উবুগলা বিণ. আকণ্ঠ ('বোসজার উবুগলা না হলে প্রাণ ধড়ফড় করে' : ভোলা)।

উমনোঝুমনো বিণ. অভিন্নহৃদয়, মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত।

উমোঝুমো ক্রি.-বিণ. বিষণ্ণভাবে পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থান (দুজনে এমন উমোঝুমো হয়ে বসে আছে কেন?)।

উরুমধুরুম করা ক্রি.-বিণ. তাড়াতাড়ি (অমন উরুমধুরুম করিস না)।

উরেশ্‌শা অ. বিস্ময় বা আঘাতজনিত ধ্বনি; শেষাংশে শালা শব্দের 'লা' লুপ্ত (মাথাটা জিপের ওপরে লোহার রডের সঙ্গে ঠকাং করে লাগায় ভদ্রলোক উরেশ্‌শা বলে উঠলেন)।

উলঙ্গবাহার বিণ. যে পোশাক বা সৌন্দর্যচর্চায় নগ্নতা প্রকট হয় (মেয়েটার সারা গায়ে শুধু একটা উলঙ্গবাহার শাড়ি)।

উলঙ্গিনী বি. উলের জামা পরা মেয়ে; উল অঙ্গে যে মেয়ের এই অর্থে।

উলটি বি. শব্দকে নানাভাবে উলটে দেওয়া, চোরেদের ভাষা।

উলটি খাওয়া ক্রি. ১. মত পরিবর্তন করা, দল বদল করা ; ২. বিশ্বাসঘাতকতা করা।

উলটিবাজ বি. দলের বিশ্বাসঘাতক।

উলটি বাতেলা দ্র. উলটি।

উলটে ছাপা বি. উলটি বাতেলার একটি উদাহরণ; অভীষ্ট শব্দ পাছা, নিতম্ব।

উলটে বাঁধা বি. চোলাই মদ পাচারকারীদের কোমরে বাঁধা টিউব (অপরাধ জগৎ)।

উলমূল বি. আগাগোড়া (কী যে বলে গেল, উলমূল কিছুই বুঝলাম না)।

উলমূলা বিণ. উসকোখুসকো।

উলসন, উলসানো ক্রি. উল্লসিত হওয়া, হৃষ্ট হওয়া, আনন্দে কণ্টকিত হওয়া (পাসের খবর পেয়ে উলসন যে খুব)।

উলিবিলি বিণ. ব্যতিব্যস্ত (আমাকে উলিবিলি করিস না)।

উলুখড়, উলুখাগড়া বি. অতি সাধারণ লোক, আমজনতা ('রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়': প্রব.)।

উলুখুলু বি. বিণ. বিশৃঙ্খল, হুলস্থুল (বাড়িতে একটা কাজ পড়লে অমনি উলুখুলু অবস্থা)।

উলুতপুলুত করা ক্রি. উনুনে বসানো রান্নার পাত্রে হাতা দিয়ে উলটে-পালটে দেওয়া (ছোট মাছ কড়াই-এ উলুতপুলুত করা শক্ত)।

উলুথুলু বিণ. অবিন্যস্ত (মাথায় চিরুনি দেবে না, সর্বক্ষণ চুল উলুথুলু)।

উলু দেওয়া ক্রি. ১. উৎসাহসূচক ধ্বনি (টিম জিতে আসছে, উলু দে); ২. ব্যঙ্গসূচক ধ্বনি (সভাপতির ভাষণ এমনিতে থামবে না, উলু দে)।

উলুবুনো বিণ. নির্বোধ, গেঁয়ো।

উসখুস করা ক্রি. ছটফট করা, কিছু করা বা বলার জন্য অস্থির হওয়া (চুপচাপ বোস, অমন উসখুস করলে চলবে না)।

উসিপিসি করা ক্রি. অস্থির হওয়া (তখন থেকে তুমি খুব উসিপিসি করছ)। তু. উসখুস করা।

উস্কুরো বি. শুকিয়ে ধুলো হয়েছে এমন; শুষ্ক বিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়।

উস্তমখুস্তম, উস্তুমখুস্তুম বিণ. বি. ১. জ্বালাতন করা (ছেলেটা আমাকে উস্তমখুস্তম করে ছাড়ল); ২. প্রবল ঝঞ্ঝাট বা গোলমাল (বাড়িতে তখন উস্তমখুস্তম কাণ্ড লেগে গেছে)।

এউজি বি. পরিবর্তে কাজ করে এমন ব্যক্তি, প্রতিনিধি।

এওতি, এয়োতি বি. সধবা।

এঁচড়ে পাকা বিণ. অকালপক্ক ('... কেষ্টানামে সেই দুষ্ট এঁচোড়ে পাকা ছেলেটা, আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল' : ত্রৈলোক্য)।

এঁটুলি বি. নাছোড়, এঁটুলি পোকার সাদৃশ্যে ('তুমি মড়া আমি খাটুলি/তুমি জন্তু আমি এঁটুলি' : দাশরথি)।

এঁটে ওঠা ক্রি. পেরে ওঠা, সামলে ওঠা।

এঁটেল বিণ. যা এঁটে থাকে, এঁটেল মাটির সাদৃশ্যে। দ্র. এঁটুলি।

এঁটো বিণ. [< উচ্ছিষ্ট] যে পূর্বে অন্যের ভোগ্য ছিল (সমাজবিরোধী)।

এঁড় দ্র. অ্যাঁড়।

এঁড়িগেঁড়ি বি. কুচোকাচা, ছোট ছেলেমেয়ে ('মংকি মিত্তিরের বউ তার তেরোটা এঁড়িগেঁড়ি ছানাপোনা নিয়ে গেছে' : পরশুরাম)।

এঁড়ে বিণ. ১. পুরুষ বাছুর (গ্রাম্য); ২. গোঁয়ার।

এঁড়ে গলা বি. অস্বাভাবিক মোটা ও ভারি কণ্ঠস্বর, ষাঁড়ের মত ডাক।

এঁড়ে তর্ক বি. যুক্তিহীন তর্ক ('দুটো মানুষ এক জায়গায় হলেই এঁড়ে তর্ক করবে' : সঞ্জীব)।

এঁড়েল বিণ. স্বেচ্ছাচারী, একগুঁয়ে (গ্রাম্য)।

এঁড়ে লাগা বি. শিশুদের রোগ; মা গর্ভবতী হলে যে ছেলের পেট মোটা হয়, তাকে এঁড়ে লাগা ছেলে বলে (গ্রাম্য)।

এঁদো বিণ. [< আন্ধার < অন্ধকার] ছায়াচ্ছন্ন স্যাঁতসেঁতে এলাকা (এই এঁদো গলির মধ্যে থাকা যায়!)।

এঁবো বিণ. এবড়ো খেবড়ো (গ্রাম্য)।

এক্কি, এক্তি বি. একটাকার নোট (অপরাধ জগৎ)।

এককড়ি বিণ. বি. ১. দরিদ্র; ২. অনাথ ছেলে; ৩. মস্তান।

এককাট্টা বিণ. একসঙ্গে, একজোট।

এককাঠি বিণ. একগুণ বাড়া (সে এককাঠি সরেস)।

এক গাল মাছি (উক্তি) কাষ্ঠহাসি হেসে পরিস্থিতি সামলানো, অপ্রস্তুত হওয়া (তোর কথা শুনে বলতে গেলাম, এমন ফুঁসে উঠল, হেঁ হেঁ করে পালাতে পথ পাই না। মুখে এক গাল মাছি)।

একটুসখানি বিণ. অল্প একটু (একটুসখানি ভাত দাও)।

একদনডেক বি. ক্ষণেক (একদনডেক দাঁড়া ক্যানে, জল খাব)।

একনমবরি বি. [ইং. Number] একশো টাকা, বন্দর চোর।

একপাতি বি. চল্লিশ তোলা সোনা।

একবগ্গা বিণ. একরোখা।

একলসেঁড়ে বিণ. একা একা থাকতে ভালবাসে, অপরকে ভাগ দিতে চায় না এমন।

একশো নম্বর, দুশো নম্বর বি. ১০%, ২০% কমিশন। দ্র. এ জিরো, বি জিরো।

একস্ট্রা খাঁচু বিণ. বি. ১. অতিরাগী; ২. অতি রোগা, অতিরিক্ত হস্তমৈথুনের ফলে ভঙ্গস্বাস্থ্য যুবক।

একস্‌প্রেস বিণ. [ইং. Express] অতি ব্যস্ত, দ্রুতগামী।

একহাত বি. পাঁচ টাকা (একহাত টেনে ফুট গেলো —পাঁচ টাকা নিয়ে সরে পড়ল)।

একহারা বিণ. ছিপছিপে, কৃশাঙ্গ (একহারা গড়ন)।

একাই বিণ. বি. তিন সংখ্যক, সংকেত শব্দ (বস্ত্র ব্যবসায়ী)।

একুশে আইন বি. বিসদৃশ, অন্যায় নিয়মকানুন।

এ কেলাস বি. কারাকর্মীদের নিজস্ব অপভাষা যার অর্থ অপরাধের নিরীক্ষে নিচু শ্রেণীর কয়েদি বা ছিঁচকে চোর।

এগারঞ্চি বি. এগার ইঞ্চি পরিমাণ ইট ('এমন এক এগারঞ্চি ঝাড়িব' : টেকচাঁদ)।

এঙ্গাপেঙ্গা বি. অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নানা ভঙ্গি; তেংড়ানো ভেংড়ানো (সারা সকাল তো এঙ্গাপেঙ্গা করেই কাটালি)।

এজমালি বিণ. সকলের সম্পত্তি বা সকলের ভোগ্য গণিকা বা নারী।

এজাহার বি. অসহায়ের প্রতি মানসিক বা শারীরিক পীড়ন, থানায় অভিযোগকারীর বা অভিযুক্তের বিবৃতি গ্রহণের নাম করে তার প্রতি অনেক সময় অত্যাচার করা হয়। দ্র. ইজাহার নেওয়া।

এ জিরো, বি জিরো বি. পুস্তক বিক্রেতাদের নিজস্ব সংকেত —১০%, ২০% কমিশন (এ বই-এর ওপর এ জিরো হবে, এগুলোতে বি জিরো হতে পারে)।

এজু বি. [ইং. Educated] শিক্ষিতজন ('বড় বড় তাঁত কাটা এজুকে রামধন ও শ্রীধর কথকের কথা শুনিয়া অশ্রুপাত করিতে দৃষ্ট হইয়াছে' : রাজনারায়ণ)।

এটুলি বি. তোষামুদে।

এড়া বিণ. ত্যাগ করা, ছাড়া, বাসি (হ্যাগো বেলার মা, তোমার কাপড়টা কি এড়া?)।

এড়াকানি বি. উপেক্ষা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাব (ওর এড়াকানি আমার সহ্য হয় না)।

এড়াটে বিণ. নোংরা (তুই একটা এড়াটে নাকি?)।

এড়িবেড়ি ক্রি.-বিণ. জাপটে বা ঠেসে (এড়িবেড়ি করে ধর্‌ তো ব্যাটাকে)।

এথি অ. অর্থ, টাকাপয়সা ('যে কেউ ওয়ার্ল্ডের একেবারে বটম থেকে টপমোস্ট প্লেনে উঠে আসতে পারে... এথি দরকার' : প্রফুল্ল)

এন জি বিণ. [ইং. Not good] সন্তোষজনক শর্ট নয় (চলচ্চিত্র), সুতরাং বাতিল।

এনটি বি. চোলাই মদ (অপরাধ জগৎ)।

এনডি-পেনডি বি. কাচ্চা-বাচ্চা, অবুঝ, অপদার্থ (যত এনডি-পেনডি নিয়ে গান শুনতে এসেছে!)।

এনথু বি. [ইং. Enthusiasm] প্রবল উৎসাহ, দম (থিয়েটারটা শেষ পর্যন্ত করেই ছাড়ল, ছোকরার এনথু খুব)।

এনদি-পেনদি বি. অসুবিধাসৃষ্টিকারী শিশু (এনদি-পেনদি নিয়ে বেরিয়েছ, এখন জ্বালাতন)।

এন-পি-পি বি. [ইং. N P P] না-পড়ে পণ্ডিত।

এন্তার বিণ. [ইং. Entire] ক্রমাগত চলছে এমন, অজস্র (আমি কোম্পানিকে এন্তার চিঠি দিয়ে যাচ্ছি)।

এ বি সি ডি বি. অল বেঙ্গল চ্যাংড়া ডিপার্টমেন্ট।

এম এম ডি (উক্তি) [< মানুষ মারা ডাক্তার] হাতুড়ে চিকিৎসক।

এম বি (উক্তি) [< মাগীবাজ] লম্পট, নারীসঙ্গ লোভী।

এম বি বি এস (উক্তি) [< মা বাপের বেকার সন্তান] কর্মহীন বেকার।

এ মার্কা (উক্তি) অশ্লীল বই, ছবি বা চলচ্চিত্র; প্রাপ্তবয়স্কদের চলচ্চিত্রে 'এ' মার্ক দেওয়া থাকে, সেই অর্থে।

এল এম এস (উক্তি) [< ল্যাজ মোটা শেয়াল] অহঙ্কারী, ধনী।

এল এল বি (উক্তি) [< লম্বা লম্বা বাত] যে বড় বড় কথা বলে।

এলকন, এলকোনো ক্রি. মুখ ভ্যাঙানো, বিকৃত অঙ্গভঙ্গি করে রহস্য করা।

এলকুমি-বেলকুমি বি. রঙ্গসহ অঙ্গভঙ্গি, বেল্লিকপনা (ছোকরার এলকুমি-বেলকুমি দেখলে পেটাতে ইচ্ছে করে)। সর্থ. এলকানি, এলকুনি।

এল ছত্রিশ ক্রি. পুস্তক বিক্রেতাদের নিজস্ব সংকেত — কমিশন দাও।

এল পি (উক্তি) [ইং. Long Penis] ১. কামুক, লম্পট; ২. সীমান্ত দিয়ে আসা চোরাই বিদেশি জামা-প্যান্ট (জলঙ্গী বর্ডার দিয়ে এল পি মাল বাসে বহরমপুর ও অন্যান্য স্থানে ছড়াত); ৩. পুস্তক বিক্রেতার সংকেত — কমিশন দিও না (এল পি করে দাও)।

এলাকা গরম বি. ১. পুলিশে ঘিরে ফেলা অঞ্চল; ২. উত্তেজনাময় এলাকা (সমাজবিরোধী)।

এলাকা টঙ বি. উত্তেজনা থমথমে অঞ্চল (সমাজবিরোধী)।

এলাকাড়ি দেওয়া ক্রি. মনোযোগ না দেওয়া, শৈথিল্য দেখানো (এমন এলাকাড়ি দিলে এ কাজ তোমার দ্বারা হবে না)।

এলাহি, ইলাহি বিণ. ১. বৃহৎ, রাজকীয় (এলাহি কারবার); ২. মহৎ (এলাহি আল্লা)।

এলে দেওয়া ক্রি. ১. আলগা বা শিথিল করা (আঁটির বাঁধনগুলো একটু এলে দাও); ২. আশাভরসা ত্যাগ করা (ছেলেটা এতই বদ যে ওর বাবা-মা ওকে এলে দিয়েছেন)।

এলেবেলে বিণ. তুচ্ছ (এ যেন একাই মাধ্যমিক দেবে, রাজারা সব এলেবেলে)।

এলেম বি. ক্ষমতা, যোগ্যতা (ছোকরার পেটে এলেম আছে, নইলে অতখানি কথা গুছিয়ে লিখল কী করে!)।

এলেমদার বিণ. ক্ষমতাবান (আরে মশাই, আপনি একজন এলেমদার লোক)।

এলোধাবাড়ি, এলোপাথাড়ি বিণ. বিশৃঙ্খল, বেবন্দোবস্ত, বেধড়ক।

এসপার-ওসপার বি. চরম নিষ্পত্তি, শেষ মীমাংসা, শেষ সিদ্ধান্ত, সাফল্য বা বিফলতা, হয় ভাল নয় মন্দ (একটা এসপার-ওসপার দেখছি এবার করতেই হবে)।

ওংকার ক্রি. ঢেঁকুর তোলা।

ওংগান ক্রি. কান্নার ভাব প্রকাশ করা (ওংগাইস না)।

ওংগানি-গোংগানি বি. শব্দ করে অসুস্থতার ভাব প্রকাশ (তোর ওংগানি-গোংগানি রাখ)।

ওংরা পোংরা বিণ. জারজ (গ্রাম্য)।

ওঁচলা বি. [< উঞ্ছ] আবর্জনা।

ওঁছা বিণ. [< উঞ্ছ] নিকৃষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু ['মেছনিরা প্রদীপ হাতে করে ওঁচা (ওঁছা) পচা মাছ ও লোনা ইলিশ নিয়ে...' : হুতোম]।

ওঁত পাতা ক্রি. কাউকে ধরবার জন্য ফাঁদ পাতা বা অপেক্ষা করা।

ওঁ মেরে যাওয়া ক্রি. সিদ্ধিলাভ করা, ব্যঙ্গার্থে ('তিনটি শেষ করে এখন তোমরাও ওঁ মেরে গেছ' : কেদার)।

ওকলান ক্রি. বমির ভাব প্রকাশ করা (ওকলাইতে ওকলাইতে প্রাণ গেল)।

ওখরান্ বি. যে লোকের চক্রান্ত কোনও মালগাড়িকে এককভাবে বিচ্ছিন্ন করতে সর্দারকে সাহায্য করে তাকে বোঝায়। তু. ওপড়ানো, উগরানো, উৎপাটন করা।

ওগরানো দ্র. ওগলানো।

ওগলানো ক্রি. [< ওগরানো < উদগার= বমন] ১. স্বীকারোক্তি করা ; ২. আঘাত করা।

ওচ-খোচ বিণ. বি. ১. উঁচু-নিচু (জমিটা ওচ-খোচ); ২. অসমতল (ওচ-খোচে শোয়া যায় না)।

ওচর-মোচর বি. অনিচ্ছাজনিত দ্বিধা (কাম করতে কইছি; অমনি ওচর-মোচর!)।

ওচর-মোচর করা ক্রি. ইতস্তত করা (কাম করতে কইলেই ওচর-মোচর করে)।

ওজনদার বিণ. ধনবান বা ক্ষমতাবান (উনি বেশ ওজনদার লোক)।

ওজর বি. অজুহাত ('বেটার রোজই একটা না একটা ওজর' : জ্যোতিরিন্দ্র)।

ও জি ও [ইং. Old girl in original form] বয়স্ক মহিলার যুবতীর মত আচরণ।

ও জি সি (উক্তি) [ইং. Oriental Gas Company] গ্যাস বেলুন ফোলানোর মত করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে যে গল্প বানাতে ও করতে পারে এমন লোক বা তার বলা গল্প।

ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে (উক্তি) ভাবনাচিন্তার সময় বা অবকাশ না দিয়ে তৎক্ষণাৎ কাজ করার আহ্বান (অনেক ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে, একি ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে নাকি?)।

ওঠাইবাজ বি. [< ওঠানো] যে পকেটমার চলন্ত অবস্থায় পকেট মারে।

ওড়না ওড়ানো ক্রি. ইঙ্গিত করা (অপরাধ জগৎ)।

ওড়া দ্র. উড়া।

ওড়ান ক্রি. পালানো (অপরাধ জগৎ)।

ওতপাতা দ্র. ওঁত পাতা।

ওতরান্ বি. [<ওতরানো] যে লোক চুরিডাকাতি ছেড়ে দিয়েছে।

ওদোল বি. পেট (গ্রাম্য)।

ওপরতলা বি. ১. ক্যামেরাম্যান যখন ওপর থেকে ছবি নেয় (চলচ্চিত্র নির্মাতা); ২. উচ্চবিত্ত বা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি।

ওপরপার্টি বি. সীমান্তের ওপার থেকে আসা চোরাই মাল যে এপার থেকে সংগ্রহ করে, সরবরাহকারী হল নিচু পার্টি, সংগ্রহকারী হল ওপরপার্টি।

ওভিসার আয়না বি. চঞ্চল চাহনি, শিক্ষিত অপরাধীদের মধ্যে এ জাতীয় উক্তির চল আছে (ঝিল্লির ওভিসার আয়না ছান্ কোআকে মাতাল করেছে— মেয়েটির চঞ্চল চাহনি ছেলেটিকে পাগল করেছে)।

ওভিসার জারি দ্র. ওভিসার আয়না।

ওমনিবাস বি. [ইং. Omnibus] সাধারণ বাস (ওমনি বাস)।

ওমরাও বি. ধনবান ব্যক্তি।

ওয়াটার বি. [ইং. Water] মদ।

ওয়ারহর্স বি. যুদ্ধের ঘোড়ার প্রাণশক্তির সঙ্গে তুলনীয় মহিলা।

ওয়েলকাম (উক্তি) [ইং. Welcome] ধার নেই।

ওরেসসাঁটি/ওরেসসাটে অ. [<ওরেব্বাস] বিস্ময়সূচক ধ্বনি।

ওলকামুখ বি. ক্রুদ্ধ মুখ, উল্কার মত (গ্রাম্য)।

ওল্ড চন্দ্রচূড় বিণ. [ইং. Old] বৃদ্ধ, ক্ষমতাহীন, নির্বিষ (ঠাকুরদা তো এখন ওল্ড চন্দ্রচূড়)।

ওলমাথা বিণ. ন্যাড়ামাথা, পূর্ণটাক, ওলের সাদৃশ্যে।

ওলম্বাকুল বিণ. অন্তঃসারশূন্য (ও লোকটার ভেতরে কিছু নেই, আস্তো ওলম্বাকুল একটা)।

ওষুদ, ওষুধ বি. ১. মদ (একটু ওষুদ পেটে না পড়লে শরীরটা ফিট হবে না); ২. প্রহার, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ('...প্রহারের চেয়ে আর ওষুধ নাই...' : ভোলা)।

ওস্তাগর বি. [< উস্তাগর < দর্জি] পকেটমার, কাঁচি চালাতে জানে এই অর্থে।

ওস্তাদ বি. ১. কায়দা বা দক্ষতা দেখানো লোক; ২. দলের নেতার প্রতি সমীহপূর্ণ সম্বোধন (এ ব্যাপারে তুমি কী বল, ওস্তাদ?)।

ক-অক্ষর গোমাংস (উক্তি) বর্ণমালা যার কাছে গোমাংসের মত অস্পৃশ্য অর্থাৎ একেবারে মূর্খ, অক্ষরপরিচয়হীন (হাতে মোটা মোটা বই নিয়ে ঘোরে, ব্যাটা তো ক-অক্ষর গোমাংস)। তু. ক বলতে হ নিরক্ষর, লেখাপড়া জানে না এমন।

কইমাছ বি. কষ্টসহিষ্ণু, কড়া জান (মেয়েদের কইমাছের প্রাণ এমন একটা ধারণা প্রচলিত ছিল)।

কংগ্রেস খোঁয়ারি বি. কংগ্রেস দলের মধ্যে থেকে দলবিরোধী চিন্তা ও গোপন তৎপরতা।

কংসমামা বি. মহাভারতের কংস-চরিত্রের সূত্রে, নিকট অথচ বিপজ্জনক বা ক্ষতিসাধনকারী ব্যক্তি (বাড়িতে আসে যায় ঠিকই, আমরা মোটেই পাত্তা দিই না; উনি একটি কংসমামা)।

কংসাল বি. নকশাল, কিন্তু কংগ্রেসের চর এমন রাজনৈতিক কর্মী।

কগাবগা দ্র. অগাবগা।

কচ্ বি. বাঁকা, কোণাচে (আপনি বললেন স্কোয়ার জমি, এখন তো দেখছি কচ্ আছে)।

কচ্চা বি. [< কাঁচা] গাঁজা।

কচকচি, কচকচানি বি. বাদ-প্রতিবাদ, তর্ক-বিতর্ক; কোনও বিষয়ে জটিল তাত্ত্বিক আলোচনা যা সাধারণের বোধগম্য নয় (আমি বাপু সহজ কথা ভালবাসি, তোমাদের কচকচি আমার সয় না)।

কচর-কচর, ক্যাচর-ম্যাচর বি. ঝগড়া ও গোলমাল (সকাল থেকে কী কচর-কচর করছ)।

কচলাকচলি বি. দরদস্তুর, হেজ্জাহেজ্জি; কোনও জিনিস বা বিষয় নিয়ে দর কষাকষি করা (এখানে ফিক্সড প্রাইস, দাম নিয়ে কচলাকচলি করবেন না)।

কচলানো ক্রি. চটকানো, কোনও বিষয়ে অতি চর্চা বা অতি ব্যবহার (লেবু কচলালে তেতো হয়ে যায়)।

কচাকচি বি. মারামারি, চুলোচুলি।

কচাল, ক্যাচাল বি. ঝগড়া, ঝামেলা।

কচাল পাড়া ক্রি. তিরস্কার করা, গালাগালি দেওয়া (আমার কী দোষ, আমাকে কচাল পাড়ছ কেন?)।

কচি বিণ. ১. অল্প বয়স্ক নবীন (কচি বয়স থেকে ছেলেটা কবিতা লিখছে); ২. নবাগতা অল্পবয়স্কা গণিকা (কচি রাঁড়ে বাজার ছেয়ে গেছে)।

কচু, কচুপোড়া বি. কিছুই নয় (তুই আমার কচু করবি, তোমার কপালে কচুপোড়া জুটবে)। সর্থ. কচুঘেঁচু।

কচুকাটা করা ক্রি. ১. অবলীলাক্রমে ও যদৃচ্ছা খণ্ড খণ্ড করা (সেনাপতি শত্রু পক্ষের সৈন্যকে কচুকাটা করে ফিরে এল); ২. বিধ্বস্ত করা, সম্পূর্ণ পরাজিত বা পর্যুদস্ত করা (কালকের খেলায় একা গাঙ্গুলিই অপনেন্ট টিমটাকে কচুকাটা করবে)।

কচুপোড়া খাওয়া ক্রি. ১ কিছুই না পাওয়া ('খাও তবে কচুপোড়া, খাও তবে ঘণ্টা' : সুকুমার); ২. গ্রাম্য গালিতে কচুর সাদৃশ্যার্থক অণ্ডকোষ পুড়িয়ে খাওয়া (তুই শালা কচুপোড়া খা)।

কচুয়া দ্র. কেচুয়া।

কঞ্জুস বি. কৃপণ ('তিনি কিরকম কঞ্জুস লোক তা তো তোমরা জানোই': জ্যোতিরিন্দ্র)।

কটমট বিণ. ক্রুদ্ধ চক্ষুতে তাকানো।

কড্ বি. [< কডগেম] মোটা সুতো পাকিয়ে এক ধরনের জুয়া খেলা।

কড়কে দেওয়া ক্রি. শায়েস্তা করা, টিট করা (ছেলেটাকে আচ্ছা করে কড়কে দেওয়া দরকার)। সর্থ. রগড়ে দেওয়া।

কড়চা বি. শিষ্ট অর্থে দিনলিপির আকারে লিখিত জীবনী বা ইতিবৃত্ত; জমিদারি বা মহাজনি ব্যবসায় প্রজার খাজনা বা খাতকের দেয় ইত্যাদি যে কাগজে লেখা হয়; অশিষ্ট অর্থে কেচ্ছা, কুৎসা।

কড়া বিণ. তীব্র, কর্কশ।

কড়াক্কড় বি. কঠিন, কঠোর।

কড়াক্কড়ি বি. কড়াকড়ি।

কড়ি বি. পূর্বকালে কড়ি ছিল বিনিময়ের মাধ্যম, সেই কারণে এখনও টাকাপয়সার সঙ্গে শব্দটি যুক্ত হয়ে আছে, যেমন — পয়সাকড়ি, পারের কড়ি ইত্যাদি ('ফেল কড়ি মাখো তেল': প্রব.)।

কড়িকাঠ গোনা ক্রি. উদাসীন ভাবে সময় কাটানো, কর্মহীন দিন যাপন (সারাদিন কড়িকাঠ গুনেই কাটালে?)।

কড়ে রাঁড়ি বি. বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার আগেই যে বিধবা হয়েছে, বালবিধবা ('দূর হ এখান থেকে কড়ে রাঁড়ি, আমার বাড়ি তোর আর জায়গা হবে না' : দীনবন্ধু)।

কণ্ঠিধারী বি. বৈষ্ণবদের তুলসী কাঠের মালার অনুষঙ্গে গঠিত অপভাষা — ভেকধারী।

কণ্ঠিবদল বি. বৈষ্ণবদের বিবাহরীতির অনুষঙ্গে নামমাত্র বিবাহ।

কত্তাভজা বি. ব্যক্তিত্বহীন বশংবদ ব্যক্তি (ওর কথা ছাড়, ও নাম্বারি কত্তাভজা)।

কথা বেচা বি. সাংবাদিকতা, অধ্যাপনা, ওকালতি ইত্যাদি পেশা (অত বোঝাতে হবে না আমাকে আমি কথা বেচে খাই)।

কথার ধোকড় (উক্তি) বাক্যবাগীশ অথচ অকর্মণ্য (ধোকড় = ছেঁড়া কাপড়)।

কদম গাছের কানাই/কানু বি. লম্পট ('কদম গাছে কানু,/ দিন নাই রাত নাই কেবল বাজায় বেণু' : প্রব.)।

কদমছাঁট বিণ. মুড়িয়ে চুল ছাঁটা, ফলে মাথাটি কদম ফুলের আকার ধারণ করে ('মাথায় কদমছাঁট চুল, ঘাড়ে-গর্দানে চেহারা': সত্যজিৎ)।

কদমা বি. ১. বিনয়ী অথচ মুর্খ ; ২. অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তি; ৩. স্তন; ৪. বোমা।

কদু বি. বিণ. ১. লাউয়ের মত জলসর্বস্ব এই অর্থে প্রযুক্ত ; অল্পেই নরম হয়ে ছোট হয়ে যায় এমন; ব্যাবলা বা ফাঁপা স্বভাব (ওকে দিয়েছিস টিকিট আনতে, ও তো একটা কদু); ২. বৃহদাকার শিথিল স্তন।

কদু কা পানি বি. সোডার জল ভরা বোতল (নেশাখোরদের নিজস্ব সংকেত)।

কনেবউ বি. অতি লাজুক প্রকৃতির বিবাহিত মহিলা।

কপচানো ক্রি. শেখা কথা না বুঝে প্রয়োগ করা; মামুলি কথা বলা ; বকবক করা।

কপাল ফাটা বি. ১. মন্দভাগ্য ; ২. সিঁথিতে

মোটা করে সিঁদুর দেওয়া বিবাহিত মহিলা।

কপি বি. ব্যঙ্গ ও তুচ্ছার্থে কবি।

কপিলা গাই বি. বৃহৎ স্তনবিশিষ্ট মহিলা। দ্র. কদু।

কপোতকপোতী বি. প্রেমিক-প্রেমিকা।

কপ্পূর ক্রি. [< কর্পূর] বেপাত্তা হওয়া, হাওয়া হয়ে যাওয়া।

কবজা করা ক্রি. আয়ত্তে আনা ('সতীনাথের মত তাদের সবাইকে কব্জা করে নিয়েছে': প্রফুল্ল)।

কবতে বি. [< কবিতা] (বাপের টাকা ধামসাচ্ছে আর কবতে লিখছে)।

কবলানো ক্রি. স্বীকার করা।

কবি কবি ভাব বি. কৃত্রিম ভাবুকতা ; ইনটেলেকচুয়াল ন্যাকামি। তু. আঁতলেমি।

কবুতর বিণ. লম্পট, বহুগামী।

কব্জি ডোবানো (উক্তি) আকণ্ঠ ভক্ষণ (বড়লোকের বাড়ি নেমন্তন্ন, কব্জি ডুবিয়ে খেয়েছি)।

কমরেড বি. [বাং. কম + ইং. Red] কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন অথচ আদর্শগত দিক থেকে যথেষ্ট ঘাটতি আছে এমন ব্যক্তি।

কমলি বি. ক্রি. ১. ভোগ্য নারী ; ২. ধর্ষণ বা রমণ।

করমকশ্যি, -স্যি, করোমকোশ্শি বি. কৃপণতা, টানাটানি (অমন করমকশ্যি করে চলে না)।

কর্ড লাইন বি. [ইং. Chord Line] ১. প্রাসঙ্গিকতা ছেড়ে অন্য কথায় বা কাজে যাওয়া ; ২. গোপন বাঁকা পথ বা উপায়, দুনম্বরি লাইন।

কলকবজা নাড়া ক্রি. আড়ালে থেকে নিয়ন্ত্রণ করা বা মন্ত্রণা দেওয়া। তু. কলকাঠি নাড়া।

কলকাঠি নাড়া দ্র. কলকবজা নাড়া।

কলকে পাওয়া ক্রি. সম্মান পাওয়া, খাতির যত্ন পাওয়া, দশের মধ্যে একজন বলে গণ্য হওয়া (উনি ছাড়া প্রায় আর কেউই কলকে পাননি)।

কলগেট বি. দাঁতের মাজনের বিজ্ঞাপন অনুসারে, মুক্ত দাঁত বের করা; প্রসারিত হাসি (আর কলগেট দেখাস না তো)। তু. কলিনস্।

কলজের জোর বি. অত্যধিক সাহস, বুকের পাটা (এই ভয়ংকর রাতে একা এতটা পথ যাওয়া? তার কলজের জোর আছে বলতে হবে)।

কলমপেশা বি. ১. কেরানিবৃত্তি ; ২. সাহিত্যকর্ম বা সাংবাদিকতা।

কলমবীর বি. লেখক বা সাংবাদিক।

কলমি কাপ্তেন বি. বিলাসী ও বাবুয়ানি করতে আগ্রহী কিন্তু যার হাতে টাকা নেই।

কলসি বি. আকৃতিগত সাদৃশ্যে নিতম্ব।

কলা বি. কিছু না অর্থে (দূর কলা/কলা খাও); সাদৃশ্য সূত্রে পুরুষাঙ্গ ('তোমায় ভেংচুতে ভেংচুতে ও কলা দেখাতে দেখাতে তরে যাব' : হুতোম)।

কলা করা ক্রি. ব্যঙ্গে কিছুই করতে না পারা (যত বড় নেতাই হও না কেন, তুমি আমার কলা করবে)।

কলা খাও ক্রি. ব্যর্থ হও; ফাঁকিতে পড়ো (সবাই কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে — তুমি বসে কলা খাও)।

কলা দেখানো ক্রি. ফাঁকি দেওয়া (তুমি তাকে এত যত্ন-আত্তি করলে আর সে কলা দেখিয়ে চলে গেল?)।

কলা পোড়া খাও (উক্তি) কলা খাও-এর অনুরূপ।

কলা বউ বি. অতি লজ্জাশীলা বধূ (অনেক দিন হল মেয়েটির বিয়ে হয়েছে — তবু এখনও কেন কলাবউ হয়ে থাকে?)।

কলা হওয়া ক্রি. কিছুই না হওয়া (সে যা খুশি বলুক, আমার তাতে কলা হবে)।

কলিং বি. মিথ্যে কথা বা বড় বড় কথা।

কলিনস্ দ্র. কলগেট।

কলির কেষ্ট বি. ১. লম্পট ব্যক্তি, নষ্ট চরিত্রের লোক; ২ (কৃষ্ণের মত) নেচেকুঁদে বেড়ায় ও সেজেগুজে আমোদ করে এমন লোক।

কলির সন্ধ্যা (সন্ধে) বি. কষ্ট বা দুর্দিনের সূত্রপাতমাত্র (সবে তো কলির সন্ধে, আরও অনেক দুঃখ এখনও বাকি আছে)।

ক-লেটার বিফ তু. ক-অক্ষর গোমাংস।

কল্লা বিণ. কলহপ্রিয়, ঝগড়াটে।

কস্‌বি বি. গণিকা।

কসাই বি. পেশাগত লক্ষণসূত্রে নির্মম, হৃদয়হীন, হিংস্র প্রকৃতির।

কস্কো বি. কলেজ স্কোয়ার; মস্কোর অনুকরণে নির্মিত মুণ্ডমাল শব্দ (কস্কো যাচ্ছি, কফি হাউসে দেখা হবে)।

কস্তাকস্তি, কোস্তাকুস্তি বি. ধস্তাধস্তি, কষাকষি (দাম নিয়ে দোকানদারের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কস্তাকস্তি চলল)।

কাঁইচিবাজ বি. মালগাড়ি চোরদের সর্দার।

কাঁইমাই বি. চেঁচামেচি, মেয়েলি আনুনাসিক প্রতিবাদ (ছাত্রীরা কাঁইমাই করে তাদের প্রফেসরকে ছেঁকে ধরল)।

কাঁকন বি. ১. হাতকড়া; ২. লোহার মুঠ।

কাঁকাল বি. কটি, কোমর (বেশির ভাগ বয়স্ক মহিলাদের আজকাল কাঁকালে বাত)।

কাঁখ বি. ১. বগল ('মাথায় ধবল ছাতি খুঙ্গি পুঁথি কাঁখে' : ঘনরাম); ২. কাঁকাল ('কোলে কাঁখে ছেলে ঝোলে যে সকল রাঁড়ি, তাহারা সধবা হবে পরে শাঁখা শাড়ি' : ঈশ্বর)।

কাঁচকলা বি. (ব্যঙ্গে) বি. কিছুই নয় (আমার কথা না শুনলে তোমাকেও আমি কাঁচকলাটি দেব)।

কাঁচকলা দেখানো ক্রি. বি. ফাঁকি দেওয়া (অনেক আশা দিয়েও শেষ পর্যন্ত সে যে কাঁচকলা দেখিয়ে চলে যাবে তা কে জানত?)।

কাঁচা বিণ. ১. অদক্ষ; ২. অশ্রাব্য, অশ্লীল (কাঁচা খিস্তি)।

কাঁচা কলা বি. ১. নাবালিকা (কাঁচা কলায় পাক ধরেছে — নাবালিকা সাবালিকা হয়েছে) ; ২. বোকা লোক (কাঁচা কলাতে ফল ধরেছে — বোকা চালাক হচ্ছে); ৩. সৎ পুলিশ অফিসার (অপরাধ জগৎ)।

কাঁচা খিস্তি দ্র. কাঁচা।

কাঁচাখেগো বিণ. অতি হিংস্র, ('আসলে ওদের কত্তারা তো ভাবে আমি একটা কাঁচা-খেগো হাউণ্ড': সমরেশ)।

কাঁচামাংস বি. নারীদেহ ('কাঁচামাংসের ব্যবসায় বিরাট মালকিন। সম্ভ্রান্ত চেহারা' : জয়া)।

কাঁচি চালানো ক্রি. ১. বাতিল করা ; ২. কোনও মৌখিক বা লিখিত বিবৃতির বা চলচ্চিত্রের অংশবিশেষ বাদ দেওয়া (সেন্সর বোর্ড ছবিটাতে বেধড়ক কাঁচি চালিয়েছে)।

কাঁচিমার্কা বি. ১. পকেটমার; ২. মালি।

কাঁচিয়ে দেওয়া ক্রি. পণ্ড করা ('ভোটটা কীভাবে কাঁচিয়ে দেওয়া যায় তার প্ল্যানটাও করে ফেলেছি' : প্রফুল্ল)।

কাঁঠালি চাঁপা বি. [< চাপা] যে নিজ স্বরূপ প্রকাশে অনিচ্ছুক, যার মত বা চরিত্র যথার্থ বোঝা যায় না। সর্থ. বর্ণচোরা, ছুপা রুস্তম।

কাঁঠালের আঠা (উক্তি) যে আঠা সহজে ছাড়ে না (পিরিতি কাঁঠালের আঠা)।

কাঁঠালের আমসত্ত্ব বি. অমূলক বা অসম্ভব জিনিস; অলীক বস্তু (ওই হাড় কিপটের কাছে দু'হাজার টাকা চাওয়াও যা কাঁঠালের আমসত্ত্ব চাওয়াও তা)।

কাঁড়া বিণ. ভবঘুরে, চাল কাঁড়ার সময় চাল থেকে তুষ যেমন উড়ে বেড়ায়—সেই অনুষঙ্গে।

কাঁড়াদাস বি. অপরিণত মুখ অথচ গোঁয়ার লোক।

কাঁড়ি, কাঁড়ি কাঁড়ি বিণ. প্রচুর।

কাঁদাল বিণ. বি. ১. মোটা, কোঁতকা; ২. কাঁখের আড়াল বা পশ্চাৎ (কাঁদাল দিয়ে চলে গেল)।

কাঁহাতক ক্রি. -বিণ. কতক্ষণ ('মা একা সারাদিন কাঁটা হয়ে থাকে, কাঁহাতক পারা যায়' : সুচিত্রা)।

কাক কাঁকুড় জ্ঞান না থাকা ক্রি. বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে তফাত বুঝতে না পারা (তোমার তো দেখছি কাক কাঁকুড় জ্ঞান নেই, নইলে আর এই দুটোর স্বাদের তফাত বোঝো না?)।

কাক ভূষণ্ডী বিণ. অতি দীর্ঘায়ু লোক (যত চিকিৎসার উন্নতি হচ্ছে, তত কাক ভূষণ্ডী লোকের সংখ্যাও বাড়ছে)।

কাগাবগা অ. ১. কাক বক এসে যেমন এখানে এক খাবলা ওখানে এক খাবলা মুখে দিয়ে, কিছু খেয়ে কিছু ছড়িয়ে পালায় সেই রকম ছড়াছড়ি করার ভাব (কাগাবগা করে খেয়ে গেল) ; ২. মাথায় এখানে খানিকটা ঘন চুল রেখে ওখানে ছোট করে শাঁস বার করে চুল কাটা (কাগাবগা করে চুল কেটেছিস কেন?)।

কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং (উক্তি) অপরিচ্ছন্ন ('একটা ক্যানভাস খাটিয়ে তাতে কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং এঁকে ভরিয়ে দে' : সত্যজিৎ)।

কাগের বাসা বিণ. অবিন্যস্ত, অপরিচ্ছন্ন। ('চুলগুলো অমন কাগের বাসার মতো করে বেরিয়ো না' : রবীন্দ্র)।

কাছা আলগা, - খোলা, - ঢিলে বিণ. অসাবধান, অগোছালো বা ঢিলেঢালা স্বভাবের (ভদ্রলোক কাছা আলগা মানুষ বলে ঠকেনও খুব)।

কাছা-ধরা বিণ. ১. তোষামোদকারী (লোকটা যেমন কাছা-ধরা স্বভাবের তাতে মনে হয় কাজ-গুছিয়ে নিতে পারবে) ; ২. পরাশ্রয়ী (এখন থেকেই অন্যের কাছা-ধরা না হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখ)।

কাছায় হাগা ক্রি. ভয়ে সিঁটিয়ে যাওয়া ; প্রচণ্ড ঘাবড়ে যাওয়া (ইন্টারভিউ যাঁরা নিচ্ছিলেন তাঁরা তো বাঘ নন, তাহলে এমন কাছায় হাগার মতো কী ঘটল?)।

কাজিয়া বি. ঝগড়া, বিবাদ, ঝামেলা।

কাট বি. ক্রি. [ইং. Cut.] ১. ময়রার দোকানের তেলের পোড়া ময়লা; ২. পালিয়ে যাওয়া, চলে যাওয়া ('আমরা কাটছি, আপনি কেসটা টেক আপ করুন' : স. ম.)।

কাটপিস বি. সুন্দরী যুবতী।

কাটাকাটি, কাটাকুটি বি. পুস্তক ব্যবসায়ীদের নিজস্ব সংকেত — ৫০ শতাংশ কমিশন।

কাটাকাপ বি. সঙ, ভাঁড়; অকারণে নাচন কোঁদন করে এমন লোক।

কাটান-ছেঁড়ান বি. সকল সংশ্রব ত্যাগ বা বিবাদের নিষ্পত্তি।

কাটান দেওয়া ক্রি. ১. এড়িয়ে যাওয়া ; ২. বাতিল করা।

কাটাফেনি বি. খাদ্যবস্তু।

কাটিং বিণ. কাটা চা বা এক গ্লাস চা ভাগ করে দেওয়া।

কাঠখোট্টা বিণ. রুক্ষ প্রকৃতি ('কাঠখোট্টার মতো নেহাৎ ডালরুটি-খেগো কথাগুলো কি ভালো লাগে?' : জ্যোতিরিন্দ্র)।

কাঠি দেওয়া ক্রি. প্রতিবন্ধকতা করা, বাগড়া দেওয়া।

কাত করা ক্রি. কাউকে শারীরিক বা মানসিকভাবে পরাজিত বা অধিগত করা, ('ঐ অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান লাশ যদি ভেবে থাকে আমাকে কাত করে ফেলবে তা হলে টেরিফিক ভুল হবে' : প্রফুল্ল)।

কাদা খেঁউড়, কাদাখেঁড়ু বি. নোংরামি, নষ্টামি, অশ্লীল আচরণ, — বিবাহে কাদা নিয়ে অশ্লীল খেলা বা স্ত্রীআচার সূত্রে (গ্রাম্য)।

কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি ক্রি. পারস্পরিক নিন্দা বা অপবাদ প্রচার।

কানকাটা বিণ. লজ্জাহীন, বেহায়া।

কানকামড়ি বি. কানে কানে এমনভাবে কথা বলা যেন মনে হয় কান কামড়ে নেবে ; গোপনে চুকলি কাটা (রাখ তোর কানকামড়ি, যা বলবি সামনাসামনি বল)।

কানকি মারা ক্রি. মেয়েদের প্রতি যৌন রসিকতাপূর্ণ কটাক্ষ (বাসের মধ্যে কীরকম কানকি মারছে দেখছিস!)।

কানা বিণ. ১. পক্ষপাতদুষ্ট ; ২. অন্যমনস্ক হয়ে অন্ধ বা কানার মতো আচরণকারী।

কানাকড়ি বি. ১. মূল্যহীন; ২. অতি অল্পমূল্য।

কানি বি. ন্যাকড়া।

কানে তুলো বি. যে লোক কানে কম শোনে, কানে খাটো বা বধির (কানে তুলো, চেঁচিয়ে বল)।

কান্নিক মারা দ্র. কানকি মারা ('চোখের কোণ দিয়ে কান্নিক মেরে তাকে দেখতে দেখতে গাড়িটায় স্টার্ট দিলাম' : প্রফুল্ল)।

কান্নে-খেকো বিণ. একদিকে কাত হয়ে থাকা ('কান্নে-খেকো ঘুঁড়ির মত ঘুচ্চেন' : হুতোম)।

কাপড়ে চোপড়ে (উক্তি) মলত্যাগ করে কাপড় নোংরা করা।

কাপড়ে হাগা ক্রি. ভীষণ ভয় পেয়ে যাওয়া (বড় সাহেবের ঘরে ঢুকে কেরানিবাবুর তো কাপড়ে হাগার মত অবস্থা)।

কাপা বিণ. [< পাকা] পাকাবাড়ি, — বিপর্যাস (চোর)।

কাপ্তেনি করা, কাপ্তেনি মারা ক্রি. বড় বড় কথা বলা, সর্দারি করা।

কাফি বিণ. প্রচুর বা যথেষ্ট।

কাব্ বি. নবীন রিপোর্টার।

কাব্‌বি বি. [< কাব্য] সাজিয়ে কথা বলা, আবেগপ্রবণ বাক্য ব্যবহার - ব্যঙ্গার্থে।

কাবলিঅলা বি. [< কাবুলিওয়ালা] হিসাবি পাওনাদার, যে বারংবার তার পাওনার জন্য তাগাদা দেয়।

কাবাব বানানো ক্রি. [<ফা. কবাব্] প্রহার করা।

কাবার বি. [< পো. Acabar] ১. শেষ, যেমন — মাস-কাবার ; ২. মৃত্যু।

কাবুতে পাওয়া ক্রি. বাগে পাওয়া, সুবিধামত অবস্থায় পাওয়া (এবারে ওকে কাবুতে পেয়েছি — আর যাবে কোথায়!)।

কামড়াকামড়ি বিণ. ১. কাড়াকাড়ি ; ২. কোনও কিছুর অধিকার বা অংশীদারি নিয়ে মতবিরোধ।

কামধেনু বি. ধনী অথচ নির্বোধ ব্যক্তি, যাকে অনায়াসে দোহন করা যায়, পুরাণ-কথিত অলৌকিক গাভীর প্রসঙ্গ সূত্রে।

কামান দাগা ক্রি. ১. কারো বিরুদ্ধে ঘোষিত প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ (রাজনীতি জগৎ) ; ২. তুচ্ছ কাজে অতিরিক্ত শক্তিক্ষয় ('মশা মারতে কামান দাগা' : প্রব.)।

কামানো ক্রি. অর্থ উপার্জন ও নাম করা (টাকা কামানো / নাম কামানো)।

কামাল করা ক্রি. জয় বা কার্যসিদ্ধি ('একেবারে কামাল করে দিয়েছ মাইরি' : প্রফুল্ল)।

কায়দা করা ক্রি. কোনও বস্তু বা ব্যক্তিকে আয়ত্তে আনা (কিছুতেই লোকটাকে কায়দা করতে পারছি না)।

কায়দা মারা ক্রি. দক্ষতা প্রদর্শন করা, কৃত্রিম বড়মানুষি দেখানো ('কায়দা মেরো না, তুমি হেভি চিপ্পুস আছো' : সুচিত্রা)।

কারচুপি বি. প্রতারণামূলক কৌশল, মূলে অর্থ ছিল কাপড়ে সূক্ষ্ম কারুকার্য।

কারনি মারা দ্র. কানকি মারা ('পাড়ার ছেলেরা যে তাকে ঈর্ষার চোখে দেখছে বুঝতে পেরে সে কারনি মারল' : স. ম.)।

কারবন কপি বি. [ইং. Carbon Copy] হুবহু নকল।

কারবারে কেরোসিন (উক্তি) অতি শোচনীয় অবস্থা, আরব্ধ কর্মসূচির ব্যর্থতা। তু. কেস কেরোসিন।

কারে পড়া ক্রি. বিপদে পড়া (কারে পড়লে সবাই তখন আমড়াগাছি করে)।

কালকুট্টি বি. কালো মেয়ে (গ্রাম্য)।

কালঘাম ছোটা ক্রি. বিণ. অতি পরিশ্রম, মৃত্যুকালীন ঘর্ম নিঃসরণের অনুষঙ্গে।

কালনাগিন বি. বিণ. ভয়ংকরী মহিলা, বিপজ্জনক মহিলা।

কালসাপ বি. বিণ.১. ভয়ংকর বা ক্রূর ব্যক্তি; ২. বিশ্বাসঘাতক।

কালি-বাড়ি বি. ১. পতিতালয় ; পূর্বে ইহা বাঙালির উক্তি ছিল, বর্তমানে অবাঙালিরাও এ কথার ব্যবহার করে থাকে ; ২. থানা।

কালি-বিল্‌লি বি. ১. ট্যাক্সি, চুরির সময়ে যে ট্যাক্সি ব্যবহার করা হয় সাধারণত

তাকে বোঝায়; কালি — কালো রং ; বিল্‌লি — গতিশক্তি (কালি বিল্‌লিতে ফুটে যা — ট্যাক্সিতে পালা) ; ২. কুরূপা মেয়ে।

কালো গু হাগা ক্রি. ১. মৃত্যুকালীন মলত্যাগ করা; ২. ভীষণ দুরবস্থায় পড়া (আমার এখন কালো গু হাগার অবস্থা)।

কালো গু হাগানো প্র-ক্রি. নিদারুণ জব্দ করা; চরম শাস্তি দেওয়া (ওকে কালো গু হাগিয়ে ছাড়ব)।

কালো-জিরে বি. গাঁজা ; কালো জিরে ভরা — গাঁজার টান।

কালোবাবু বি. খিটখিটে, মেজাজি পুলিশ।

কালোবিবি বি. ১. শীতলা ঠাকুর; ২. জুয়া।

কালোমানিক বি. ১. আফিং ; ২. সুকেশী তরুণী।

কালোমামা বি. ১. রেল পুলিশ; ২. ঘুষখোর।

কাশবন বি. লোমশা নারী।

কিচকিচ বি. ১. কাঁকর বা বালি যুক্ত ; ২. সর্বক্ষণ বিরক্তি বা আপত্তি জ্ঞাপন, খিচ খিচ করা (ধ্বন্যাত্মক)।

কিচাইন ক্রি. প্রকাশ করা; চেঁচামেচি করা; নষ্ট করা ('নইলে সকালবেলায় এসে ঝুটমুট আমার ঘুমটা কিচাইন করে দিতেন?' : প্রফুল্ল)।

কিচাঙ দ্র. কিচাইন।

কিচির মিচির বি. মৃদু কলরব (ধ্বন্যাত্মক)।

কিচ্ছু, কিস্যু বিণ. কিছুই নয় ('খবরের কাগজ আর বাংলা মাসিক পত্রিকা ছাড়া আর কিস্যু পড়েনি লোকটা' : সত্যজিৎ)।

কিটকিটে বিণ. ১. তীব্রতাযুক্ত, তীব্র মিষ্টি বা অতি ময়লা ; ২. যে ব্যক্তি সর্বদা বিরক্তি-জ্ঞাপন করে, যেমন, খিটখিটে।

কিত্‌তি বি. [< কীর্তি] অকর্ম বা দুষ্কর্ম আচরণ।

কিত্‌তি কলাপ বি. দুষ্কর্মমূলক আচরণ। দ্র. কিত্‌তি।

কিত্‌তিমান বিণ. দুষ্কর্মকারী ব্যক্তি। দ্র. কিত্‌তি।

কি দিবি কি নিবি (উক্তি) কোনও কোনও মহিলার চলনে নিতম্বের যে ছন্দোবদ্ধ দুলুনি দেখা যায়।

কির্‌মি বি. [< কৃমি] ১. কৃমিজনিত রোগ ; ২. অতি পাকানো চেহারাবিশিষ্ট ব্যক্তি, -যা মূলত কৃমিরোগেরই লক্ষণবিশেষ।

কিরা, -রে বি. শপথ, দিব্য (আমার মাথার কিরা, ওদিক পানে যাস না)।

কিলবিল অ. দ্রুত সঞ্চারমান কীট বা সরীসৃপ কিংবা বহু ব্যক্তির এলোমেলো চলাফেরা।

কিলিং ক্রি. [ইং. Killing] ছাপার জন্য প্রস্তুত কম্পোজ করা সংবাদ সম্পূর্ণ বা অংশত নষ্ট করা।

কীচক বধ করা ক্রি. নৃশংসভাবে হত্যা করা ('আমি যদি ব্যাটাকে দৌড়ে ধত্তে পাত্তেম, তবে এতদিন কীচক বধ কত্তেম' : দীনবন্ধু)।

কুইক মানি বি. [ইং. Quick money] ঘুষ (প্রশাসনিক কর্মী)।

কুঁচির কাজ বি. ১. সূক্ষ্ম বুদ্ধি ; ২. কায়দা (খুব হয়েছে, আর কুঁচির কাজ দিস না)।

কুঁদুলে বিণ. ঝগড়ুটে, কোঁদল করে এমন (গাঁয়ের মানুষ বড় কুঁদুলে হয়)।

কুঁদে আসা, কুঁদে যাওয়া ক্রি. আক্রমণাত্মকভাবে এগিয়ে আসা বা যাওয়া (অকারণ ও আমার দিকে কুঁদে এল)।

কুচুটে বিণ. ঝগড়াটে, কুটিল স্বভাব ('আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যেতে তার ভাল লাগে না। ... কুচুটে দিদির বাড়িতে তো নয়ই' : সুচিত্রা)।

কুচুণ্ডে দ্র. কুচুটে ('ত্রেতাযুগের লোকগুলো ছিল কুচুণ্ডে রাসকেল' : পরশুরাম)।

কুচো খানকি বি. অল্পবয়স্ক যৌনকর্মী (কুচো খানকিতে সোনাগাছি ভরে যাচ্ছে)।

কুচ্ছ বি. কুৎসা।

কুজড়কু, কুজড়া বিণ. ঝগড়াটে।

কুটকচাল বি. কূটতর্ক, কূট বিষয় নিয়ে ঝগড়া।

কুটকুটানি, কুটকুটুনি বি. ১. ধনী লোকের পয়সার গরম; ২. যৌন সঙ্গমেচ্ছা।

কুটনা, কুটনী বি. [< কুট্‌নী] ১. অবৈধ মিলনের ব্যবস্থাপক মহিলা ; ২. দেহব্যবসার জন্য নারী সংগ্রহকারিণী (অপরাধ জগৎ)। পুং. কোটনা।

কুটির শিল্প বি. ১. পরীক্ষার জন্য ছোট কাগজের নকল, সমার্থক শব্দ — চোতা, বটিকা, টুকলি ; ২. প্রাইভেট টিউশন।

কুট্টি বি. নাবালিকা।

কুড়াজালি, কুঁড়োজালি বি. (ব্যঙ্গার্থে) বৈষ্ণবের জপমালার থলি ('বাছিয়া পাঁঠার হাড় গেঁথে তার মালা।/বানাইব কুড়াজালি দিয়া ছাগছালা' : ঈশ্বর)।

কুড়ি-চরকা বি. মেয়ে চোর। তু. পাঞ্জাবি কুড়ি—নারী; হি. চরকা—জাল।

কুতকুতে বিণ. ১. শরীর অনুপাতে ক্ষুদ্রাকৃতি চক্ষুবিশিষ্ট ; ২. স্থূলবপু ব্যক্তি, যেমন, হোঁদল কুতকুত ('কপাল ছোট্ট কুত্‌কুতে চোখ, নাক আর ঠোঁটের মাঝখানে এত বড় ফাঁক—' : সত্যজিৎ)।

কুনকি বি. [< কুটনী] ১. গণিকা; ২. আড়কাঠি (অপরাধ জগৎ)।

কুপোকাত বিণ. উলটে পড়া ('ভীমসেন বুঝি কুপোকাত হল' : সঞ্জীব)।

কুমড়ো বি. ১. মোটা মেয়ে; ২. গর্ভবতী মহিলা।

কুমড়ো-পটাশ বি. বেমানান রকমের মোটা ও স্থূলবুদ্ধি লোক।

কুরসি বি. [< আ. কুর্‌সী] ক্ষমতাময় উচ্চপদ।

কুল বি. [ইং. Cool] ১. ঠাণ্ডা মেজাজ ; ২. শান্ত পরিস্থিতি।

কুলীন বি. 'সম্ভ্রান্ত' বারাঙ্গনা। ইহা একটি প্রাচীন শব্দ। কলকাতার বৃদ্ধ অপরাধীদের মতে, অতীতে কুলীন অর্থে বাঈজি অথবা নবাগতাকে বোঝাত। বর্তমানে অবস্থাপন্না, সুন্দরী, স্বল্পশিক্ষিতাকেও বোঝায়।

কুলোপানা চক্কর (উক্তি) তেজ, ক্রোধ, কোনও কোনও বিষধর সর্পের ফণায় চক্রচিহ্ন থাকে ('পার্মানেন্ট হবার আগে পর্যন্ত গো-বেচারা সেজে ছিল, তারপরেই কুলোপানা চক্কর বের করেছে' : সুনীল)।

কুল্লে ক্রি. বিণ. মোটমাট, মাত্র, সবমিলিয়ে (কুল্লে সাত টাকা/কুল্লে দশজন লোক)।

কুষ্ঠি বি. [< কোষ্ঠী] কপাল, ভাগ্য।

কুহকী বি. বিণ. কুহক বিস্তার করে এমন

মেয়ে (অমন কুহকী আমার অনেক দেখা আছে)।

কূজন বি. প্রেমালাপ।

কেঁচে গণ্ডূষ বি. ব্যর্থ প্রচেষ্টা, কাঁচা বা শিথিল গণ্ডূষ, যার জলধারণের ক্ষমতা নেই।

কেঁচে যাওয়া ক্রি. উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়া ('মুখে যেন যন্ত্রণার রেখা না পড়ে তা হলে কেস কেঁচে যাবে' : সঞ্জীব)।

কেঁচো বি. ভীত, অবনত ('এরকম একটা পার্সোনালিটির সামনে আমি তো কেঁচো মশাই' : সত্যজিৎ)।

কেঁড়ে বি. কলসি; বৃহদাকার পাত্র।

কেঁড়েলি করা ক্রি. মিথ্যা বাহাদুরি করা।

কেঁদো বিণ. অতিশয় স্থূলকায়।

কেঁয়ে বি. মাড়োয়ারি।

কেউকেটা, কেওকেটা বি. ১. গণ্যমান্য লোক (সেদিনের আড্ডায় অনেককেই দেখলাম, কিন্তু কেউকেটাদের তো দেখা গেল না); ২. তুচ্ছ করবার মতো নগণ্য (সাদাসিধে পোশাকে থাকেন বলে ওঁকে কেউকেটা ভেবো না, উনি একজন নামি লোক)।

কেচুয়া বি. ১. কয়লা চোর ; ২. আসামিকে উত্তম-মধ্যম প্রহার (লক আপে কেচুয়া ধোলাই দিল)। তু. কচুকাটা।

কেচ্ছা বি. [< কিস্‌সা] অশ্লীল কাহিনী ('টগরের বর টগরের সঙ্গে যা করে, তার কাছে আরব্য রজনীর রগরগে কেচ্ছাও আলুনি হয়ে যায়' : গৌর)।

কেটে পড়া ক্রি. সরে পড়া, চুপি চুপি বা মানে মানে চলে যাওয়া (এখানে আর থাকা নিরাপদ নয়। এখন কেটে পড়াই ভাল)।

কেতরে পড়া, কেতরে যাওয়া ক্রি. কাত হয়ে পড়া বা হেলে পড়া (গাড়িটা এক পাশে কেতরে গেছে)।

কেতলে দেওয়া ক্রি. কাত করে দেওয়া (ব্যাটাকে ধরে কেতলে দিতে পারলি না?)।

কেতা বি. [< আ. কতা] ১. ছদ্ম আভিজাত্য; ২. নিয়মনিষ্ঠ হাবভাব ('আজকাল সহরে ইংরাজী কেতার বাবুরা দুটি দল হয়েছেন' : হুতোম)।

কেতাত্থ করা ক্রি. [< কৃতার্থ করা] সাহায্য বা সহযোগিতা করা (ব্যঙ্গার্থে)।

কেন্‌নো বি. [< কেন্নো < কর্ণকীট] যে ভয়ে গুটিয়ে থাকে, কেন্নোর সাদৃশ্যে।

কেয়ার বি. [ইং. Care] মনোযোগ বা পাত্তা দেওয়া (তোর চোখরাঙানিকে আমি কেয়ার করি না)।

কেরদানি দ্র. ক্যারদানি।

কেরাঞ্চি বি. কায়দা (ব্যঙ্গার্থে)।

কেরোসিন বিণ. ভেস্তে গেছে এমন, জটিল আকার ধারণ করেছে এমন, বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এমন (ব্যাপার কেরোসিন—এখন সব পালাও)।

কেল্লা ফতে (উক্তি) কার্যোদ্ধার, কেল্লা জয় সূত্রে।

কেলা বি. শিশ্নমুণ্ড, পুরুষাঙ্গ।

কেলাইকেষ্ট, ক্যালাইকেষ্ট বি. নির্বোধ ও ক্যাবলা ধরনের লোক (আচ্ছা কেলাইকেষ্ট তো! এই সামান্য ব্যাপারটাও বুঝতে পারলে না?)।

কেলানো ক্রি. ১. বোকার মত দাঁত বার করে হাসা (দাঁত কেলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই চলবে?); ২. বিধ্বস্ত হওয়া, নাকাল হওয়া (এরই মধ্যে একেবারে কেলিয়ে পড়লে?)।

কেলাস বি. [< Class] কোনও বিষয়ের মান, যেমন, ফাস্‌টো কেলাস।

কেলিয়ে দেওয়া ক্রি. প্রহার করা (আচ্ছা করে কেলিয়ে দে তো শালাকে)।

কেলিয়ে পড়া, কেলিয়ে যাওয়া ক্রি. নেতিয়ে পড়া, ব্যর্থ হওয়া, অবসন্ন হওয়া (মুখটুখ শুকিয়ে একেবারে কেলিয়ে গেছে)।

কেলে কার্তিক বি. অতি কালো ও কুৎসিত লোক (কেলে কার্তিকের সাজের ঘটা দেখে হেসে বাঁচিনে)।

কেলেবার বিণ. [ইং. Clever] ধূর্ত, চালু।

কেলেহাঁড়ি বি. [< কালো হাঁড়ি] কালো ব্যক্তি (গ্রাম্য)।

কেলো বি. কেলেঙ্কারি (আপনি তো মশাই কেলো করে ছাড়লেন)।

কেলোকিষ্ট বি. বিণ. খুব কালো।

কেলোর কিত্তি বি. কলঙ্কজনক কাজ।

কেষ্টবিষ্টু বি. বিশিষ্টজন, ক্ষমতাবান ('কোন এক কেষ্টবিষ্টুর নাকি গুরুতর কমপ্লেন আছে' : সুচিত্রা)।

কেস বি. [ইং. Case] ১. ব্যাপার, (কেস খারাপ) ; ২. খবর, সংবাদ (ওদিকের কি কেস?)।

কেস কেরোসিন (উক্তি) ব্যাপার গুরুতর; গতিক সুবিধার নয় (এদিকে তো কেস কেরোসিন—এবার কীভাবে সামলাবে?)।

কেস খেয়ে যাওয়া ক্রি. কোনও কাজ পণ্ড হওয়া (পুলিশকর্মী)।

কোঁচার পত্তন বি. বাবুগিরি।

কোঁড়ল বি. [< কুরণ্ড] বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অণ্ডকোষ (গ্রাম্য)।

কোঁত দেওয়া, -পাড়া, -মারা ক্রি. উক্ত বেগ বাড়ানোর চেষ্টা করা, যাতনায় গোঙানো, ক্লেশ প্রকাশ করা।

কোঁত, কোঁৎ, কোঁথ বি. মলাদি ত্যাগের জন্য শারীরিক বেগ।

কোঁৎকা বি. লাঠির আঘাত, বিশেষত জমাদার পুলিশের ('জমাদারের হেতে কোঁৎকা পড়বামাত্রই শহর নিস্তব্ধ হল' : হুতোম)।

কোঁদল বি. ঝগড়া (গ্রাম্য)।

কোটে বি. আয়ত্তে।

কোঠ বি. [< কোঠা < কোষ্ঠ] যোনিমুখ (যৌনকর্মী)।

কোঠি বি. [< কুঠি] পতিতালয় (যৌনকর্মী)।

কোপ দেওয়া ক্রি. ১. আঘাত করা ; ২. প্রণয়ঘটিত আঘাত দেওয়া ; ৩. কারো অর্থব্যয় করানো।

কোপ মারা ক্রি. সুযোগের সদ্ব্যবহার করা, যেমন, ঝোপ বুঝে কোপ মারা।

কোমর বাঁধা ক্রি. কোনও বিষয়ে প্রাণপণে উদ্যোগ নেওয়া।

কোম্পানি বি. [ইং. Company.] যে কোনও প্রতিষ্ঠান।

কোলকাত্তাই বি. কলকাতার বাসিন্দা ('আপনারা ত কোলকাত্তাই' : দীনবন্ধু)।

কোলপোঁছা বিণ. আদুরে, কোলের,

('কোলপোঁছা ছেলে, সবার ছোটো...' : সুচিত্রা)।

কোলা ব্যাঙ বি. স্ফীতোদর ব্যক্তি।

কোলের ছেলে বি. নিকট জন (ব্যঙ্গার্থে)।

কোল্ড বি. [ইং. Cold] হাসপাতালের বা ডাক্তারদের নিজস্ব স্ল্যাং, যে রোগীর এখনই কোনও চিকিৎসার প্রয়োজন নেই।

কৌটিল্য বি. কূটবুদ্ধিসম্পন্ন, বি. ইতিহাসের চরিত্রসূত্রে।

কৌটো নাচানো ক্রি. রাজনৈতিক ও সামাজিক উপলক্ষে জনবহুল রাস্তায় বা রেল স্টেশনে অর্থসাহায্য সংগ্রহ করা (কারখানা বন্ধ, অমনি কৌটো নাচানো শুরু হয়)।

কৌটো নাড়া পার্টি বি. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি রাজনৈতিক দল যাদের সদস্যরা, বিশেষত মেয়েরা প্রায়শই কৌটো নাচিয়ে অর্থ সংগ্রহ অভিযানে নামে।

ক্যাওট বি. [< কৈবর্ত] জেলে বা নিম্নবর্ণীয় ('এ ত আর সে ক্যাওটের পুত নয় যে, সাহেবেরে বাঁদর খেলিয়ে নে বেড়াবে' : দীনবন্ধু)।

ক্যাওড়া বি. ১. হীনচরিত্র ; ২. লম্পট, ফাজিল।

ক্যাঁকলাস বি. [< কাঁকলাস < কৃকলাস] অতিরুগ্ণ, ক্ষীণজীবী।

ক্যাঁচানো দ্র. কাঁচিয়ে দেওয়া।

ক্যাঙারু বি. [ইং. Kangaroo] অস্বাভাবিকভাবে ডিঙি মেরে চলে যে, ক্যাঙারুর চলার সাদৃশ্যে।

ক্যাচ বি. [ইং. Catch] যে রোগীর হাসপাতাল স্টাফের সঙ্গে পরিচয় বা আত্মীয়তা আছে (ওটি আমাদের মেট্রন্ দিদিমনির ক্যাচ পেসেন্ট)।

ক্যাট বি. [< Common American Teenager] পাশ্চাত্য সংস্কৃতিপুষ্ট আধুনিক ছাত্র-ছাত্রী।

ক্যাটক্যাট বি. রূঢ় বাক্য।

ক্যাডাভারাস বিণ. [ইং. Cadaverous] বিশ্রী, বদখত, কদাকার (ক্যাডাভ্যারাস পোশাক /নস্যি একটা ক্যাডাভ্যারাস অভ্যেস)।

ক্যানেস্তারা পেটানো ক্রি. প্রচার করে বেড়ানো, তু. গাবানো।

ক্যাপফাটা বি. অবাঞ্ছিত সন্তান, ক্যাপ বা কন্ট্রাসেপটিভ ফাটার ফলে জাত।

ক্যাপসুল বি. বুলেট, কার্তুজ (চোরাকারবারি)।

ক্যাপা বি. [ইং. Capacity.] দক্ষতা।

ক্যাপাকাইটি দ্র. ক্যাপা।

ক্যাবলা বিণ. বোকা।

ক্যাবলা চণ্ডী বিণ. অতি বোকা ('লাহেড়ি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ক্যাবলা চণ্ডী' : সঞ্জীব)।

ক্যামেরা কেনা বি. ছবি বাঁধিয়ে রাখার মত কাজ বা কীর্তি (ব্যঙ্গার্থে)।

ক্যারক্যারানি, কেরকেরানি বি. ১. বিশ্রী কর্কশ গলায় কথা (তোমার ক্যারক্যারানি একটু থামাও); ২. যে স্ত্রীলোক বিশ্রী ও কর্কশ গলায় কথা বলে ('কামার মাগী কেরকেরানি যেন পাটরানী' : ছড়া)।

ক্যারদানি বি. কায়দা ('জাদুকরী ফুটকির ক্যারদানি দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেল' : গৌর)।

ক্যারা বি. ১. উড়িষ্যাবাসী বাঙাল ; ২. মাথার গোলমাল (মাথায় ক্যারা আছে)।

ক্যারাপোকা বি. [< কেন্নো] কানের পোকা, পূর্ববঙ্গে কেন্নোকে বলে 'ক্যারা'।

ক্যালকেসিয়ান বি. কলকাতাবাসী বা তৎসুলভ আচরণ।

ক্যালর-ব্যালর বি. চেঁচামেচি, কোলাহল।

ক্যালানি বি. প্রহার, মার।

ক্যালানে বিণ. বোকা, নির্বোধ।

ক্যালি বি. [ইং. Caliber] দক্ষতা (তোমার যা ক্যালি দিনকে রাত করতে পার)।

ক্যাস্টর অয়েল বি. [ইং. Castor oil] ১. তেতো স্বাদ ; ২. বিরক্তিজনক ব্যাপার।

837



খই ফোটা ক্রি. বেশি কথা বলা, খই তৈরির সময় শব্দবাহুল্যের সূত্রে ('ভিখুর মুখ দিয়াও... কথার যেন খৈ ফুটিতে থাকে' : ত্রৈলোক্য)।

খঁটুয়া বি. নিম্নবর্গের হিন্দুস্তানি (খঁটুয়ারা কলকাতায় এলেই কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়)।

খগা বগা বিণ. ফেলা-ছড়া করে খাওয়ার ভাব; সুশিক্ষারহিত ; নোংরা।

খগেন করা ক্রি. ১. চুরি করা ; ২. ভুলিয়ে দেওয়া ('পোঁদে লাথি মেরে বাপের নাম খগেন করে দেবো' : সুনীল)।

খচড়া দ্র. খচ্চর ('মহীধর মাকড়া ভোটের মিটিং করবার জন্যে ম্যাজিকওলা ধরে এনেছে। মাল বহুত খচড়া' : প্রফুল্ল)।

খচড়ামি, -মো বি. বদমাইশি ('এই দ্যাখ সুখেন, খচড়ামি করিস না' : সমরেশ)।

খচা ক্রি. রেগে যাওয়া ('...কিলা এত খচে গেল কেন' : স.ম.)।

খচাই বি. ধূর্ত লোক।

খচু বি. ১. দুষ্ট ব্যক্তি, খচ্চর ; ২. যে রেগে যায় বা সহজে খচে যায়।

খচে বোম্ (উক্তি) প্রচণ্ড রেগে গেছে এমন (কথাটা শুনেই সে খচে বোম্ হয়ে গেল)।

খচ্চর বি. বদমাইশ, দুষ্ট ('একটা ফার্স্ট গ্রেডের খচ্চর' : প্রফুল্ল)।

খঞ্জনি বাজানো ক্রি. নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ ('টাকা চাইতে গেলেই খঞ্জনি বাজিয়ে দিচ্ছে, আজ হবে না' : সুচিত্রা)।

খটকা বি. সন্দেহ, সংশয়।

খটমটি বি. ১. জটিলতা ; ২. ঝগড়া।

খটাখটি বি. ঝগড়া ('স্বামী-স্ত্রীতে একটু আধটু খটাখটি হয়ই' : সুচিত্রা)।

খটামটি দ্র. খটাখটি।

খট্টাস্ বি. টাইপরাইটার যন্ত্র।

খড়মপেয়ে বিণ. যে মেয়ের পায়ের পাতা মাটিতে চেপে বসে না, একটা উঁচু হয়ে থাকে।

খতম বি. ১. হত্যা ; ২. শেষ (খেল খতম, পয়সা হজম)।

খতরনক বিণ. বিপজ্জনক ('প্রপার্টি, সেক্স আর জেলাসি এই তিনটেই তো খতরনক' : সঞ্জীব)।

খতরা বি. ১. বিপদ ; ২. বিপজ্জনক ব্যক্তি।

খদ্দর বি. কংগ্রেস দলের সমর্থক, খাদি আন্দোলন সূত্রে খদ্দর পোশাক ব্যবহার করার অনুষঙ্গে।

খদ্দের বি. ১. ব্যক্তি (আমাকে তেমন খদ্দের পাওনি) ; ২. গণিকালয়ে আগত পুরুষ (যৌনকর্মী)।

খদ্রা বিণ. পুরুষত্বহীন, নপুংসক (অপরাধ জগৎ)।

খপখপানি বি. উদ্বেগ ; অতৃপ্তি।

খপ্পর বিণ. [< সং. খর্পর = ধূর্ত] শঠ, ধূর্ত (অপরাধ জগৎ)।

খপ্পরে বি. আওতায়।

খবর হওয়া ক্রি. ১. মারা যাওয়া ; ২. দারুণ কীর্তি করা।

খমা বি. মুখ।

খয়ের খাঁ বি. [< আ. খরি = মঙ্গল] তোষামোদকারী স্তাবক।

খরকুল্লে বিণ. ছটফটে।

খরচা বি. ১. মৃত্যু (অপরাধ জগৎ) ; ২. লোকসান; ৩. হাজতবাস থেকে মুক্তি ('...কত খরচা অর্থাৎ ছাড়া পাইয়াছে...' : সতীনাথ)।

খরচার খাতা বি. ১. লোকসানের হিসাব ; ২. হারানো বস্তু ; ৩. নিষ্কর্মা, অকর্মা ব্যক্তি।

খরমুজ বি. ভিতরে বাইরে একই রং ; রাজনৈতিক দলের অনুগত কর্মী বা নেতা (যতক্ষণ আমাদের পার্টিতে আছে ততক্ষণ সবাই খরমুজ)। বিপ. তরমুজ।

খলিফা বিণ. ধূর্ত, মতলববাজ ('তুমি গুরু খলিফা মাল' : প্রফুল্ল)।

খসানো ক্রি. ১. গর্ভপাত ঘটানো (আজকাল পেট খসানোয় কোনও ঝামেলাই নেই); ২. অর্থব্যয় করানো (বন্ধুদের পকেট খসানো ওর চিরকালের অভ্যাস)।

খস্তরাম, খস্তারাম বি. দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি ব্যঙ্গচ্ছলে প্রয়োগ করা হয়।

খাই-খাই বি. ১. কামুক মেয়ে, চনমনে মেয়ে; ২. পাণ্ডিত্যের ভান।

খাইখালাসি বি. বিষয়ের আয় থেকে ঋণশোধ হলে বিষয়টি ঋণমুক্ত হবে এমন চুক্তি (জমিজমার দালাল, বন্ধকীর কারবারি)।

খাইবার পাস বি. রেশন কার্ড (কলকাতা শহরে থাকতে এলেই একটা খাইবার পাস লাগবে)।

খাওনদার বি. যে খেতে পারে, পেটুক।

খাঁই বি. অতিরিক্ত দাবি বা চাহিদা।

খাঁকরানো ক্রি. গলা ঝাড়া ('ফেলুদা গলা খাঁকরিয়ে বলল... আপনাকে দুটো প্রশ্ন করতে পারি কি?' : সত্যজিৎ)।

খাঁকি বি. ১. বিড়ি ; ২. পুলিশ।

খাঁচা বি. জেলখানা, আড্ডার ডেরা, স্ত্রীলোক।

খাকতি বি. দাবি ; অনটন।

খাঙালি করা ক্রি. তল্লাশি করা।

খাজনা বি. পুলিশ বা সমাজবিরোধীকে প্রদেয় অর্থ। তু. তোলা।

খাজা বিণ. [<খজ্জ = খাদ্য] নিকৃষ্ট, গোঁয়ার, মূর্খ।

খাটাল বি. ১. নোংরা, অতি অপরিচ্ছন্ন; ২. কোচিং সেন্টার ; ৩. কারাগারের বড় হলঘর ('জেলের ভাষায় এই হলগুলির নাম খাটাল' : সতীনাথ)।

খাট্টা বিণ. ১. টক ; ২. জোরদার ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়।

খাট্টা ইমলি বি. যে মেয়ের রূঢ় আচরণের জন্য ঘনিষ্ঠ হওয়া যায় না।

খাড়া-কান বি. বিণ. ১. যে ব্যক্তি অন্যের গোপন কথা শুনতে চেষ্টা করে ; ২. বদমেজাজি < রেগে গেলে কান খাড়া হয়ে ওঠে।

খাতা বি. দল, সারি ('মাগীর খাতা ও ইয়ারের দলে রাস্তা পুরে গ্যাচে' : হুতোম)।

খাতা খোলা ক্রি. ১. হিসাবের সূচনা ; ২. নাম নথিভুক্তি।

খাতায় খাতায় বিণ. দলে দলে ('লোকেরা খাতায় খাতায় বাড়ি বাড়ি পুজো দেখে বেড়াচ্চে' : হুতোম)।

খানকি বি. গণিকা, দুশ্চরিত্রা ('খানকি বিটি,

পাজী বিটি... আমাকে একাদশীর দিন ছুঁয়ে ফেল্লি' : দীনবন্ধু)।

খানকিপনা বি. বেশ্যার হাবভাব, বারাঙ্গনার মত আচরণ।

খানডারনি বি. বিণ. বদমেজাজি মহিলা, খাণ্ডা অর্থ খড়্গ ('পেরেরা জানালো তার বউটি রিয়েল খাণ্ডার' : প্রফুল্ল)।

খানদানি বিণ. অভিজাত।

খানেঅলা বি. ১. যে পুলিশ ঘুষ খায়; ২. পতিতার প্রিয়জন। পতিতা তার প্রিয়ব্যক্তিকে দামী এবং গুরুপাক খাদ্যের দ্বারা আপ্যায়িত করে। অনেক সময়ে কষ্ট স্বীকার করেও পতিতা তার নাগরের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ রাখে।

খাপ খোলা ক্রি. টক্কর দেওয়া, বিরুদ্ধতা করার সাহস দেখানো (আমার কাছে খাপ খুলতে এসো না)।

খাপচু বিণ. ১. সুন্দর ; ২. ছিমছাম; ৩. বুদ্ধিমান।

খাপ পাতা ক্রি. সুযোগের অপেক্ষায় থাকা (ওর সম্পর্কে সাবধান, ও কিন্তু খাপ পেতে আছে)।

খাপরি বি. [< খুবসুরত] ১. সুন্দরী নারী; ২. ভাল মদ (সমাজবিরোধী)।

খাপে খাপ বিণ. মানানসই, জুতসই, উপযুক্ত।

খাপে খাপ আবদুল্লার বাপ (উক্তি) খুব মানানসই (বউ হয়েছে একেবারে খাপে খাপ আবদুল্লার বাপ)।

খাপ্পা বিণ. রেগে যাওয়া, খেপে যাওয়া ('তারা শুনে প্রচণ্ড খাপ্পা, তোমার উপর থেকে ভক্তি চলে যায় আর কি' : সত্যজিৎ)।

খাববুস্‌ বি. ১. জেলের খাবার ; ২. পতিতার অন্তরঙ্গের খাদ্যসামগ্রী ; ৩. গাঁজার প্যাকেট। (খাববুস্‌ লুসে কুপোকাত্‌—গাঁজা খেয়ে বুঁদ হওয়া)।

খাবলা বি. খামচে নেওয়া এক মুঠো বস্তু।

খাবলানো বিণ. খামচে তোলা।

খাবি খাওয়া ক্রি. নাজেহাল হয়ে ঢোঁক গেলা ('...সে আবার কি? লোকটা খাবি খেল' : নারায়ণ)।

খাম বি. [< থাম] ১. মেয়ের উরু ; ২. পুলিশ। অফিসার।

খাম-খাম বি. চনমনে মেয়ে।

খামকা, খামখা, খামোকা ক্রি.-বিণ. অকারণে, বৃথা (খামকা আপনি ওদের বকলেন)।

খামবা [< স্তম্ভ] দ্র. আখাম্বা।

খার বি. রাগ ('শালার আমার ওপর খার আছে' : স.ম.)।

খাল বি. [< সং. খল্ল] চামড়া ('পেঁদিয়ে খাল খিঁচে দেব' : সমরেশ)।

খাল খেঁচা, খাল খিঁচে নেওয়া ক্রি. প্রচণ্ড মারধোর করা যাতে মনে হয় গায়ের চামড়া খুলে নেওয়া হয়েছে (একবার ধরতে পারলে চোরের খাল খিঁচে নেব)। তু. খাল খুলে নেওয়া।

খালভরা বি. বিণ. নষ্ট চরিত্র ('এখুন শ্যালের পারা পালাচ্ছিস কেনে রে খালভরা?' : তপো)।

খালাস বি. [< আ. খলাস] ১. মুক্তি ; ২. প্রসব (গ্রাম্য); ৩. খুন, মৃত্যু।

খালিকুঠি বি. পতিতাবৃত্তির জন্য ব্যবহৃত ঘর, যা দিনে খালি থাকে (যৌনকর্মী)।

খালি থাকা বিণ. খরিদ্দারহীন পতিতা (যৌনকর্মী)।

খাস্‌তা বিণ. নিকৃষ্ট ('সাত নকলে আসল খাস্‌তা' : প্রব.)। দ্র. খাজা।

খাস্‌তা নিমক্‌ বি. [< খাস্তা নিমকি] সুন্দরী নারী (সমাজবিরোধী)।

খিঁচ বি. ত্রুটি; বিঘ্ন।

খিঁচড়ানো ক্রি. মেজাজ অসহিষ্ণু হয়ে থাকা 'মন মেজাজ খিঁচড়ে আছে' : সঞ্জীব)।

খিঁচা ক্রি. [< হি. খিঁচ্‌] ১. টানা বা টেনে ছাড়ানো; ২. দ্রুত ও একটানা, যেমন, খিঁচে দৌড় ; ৩. আদায় ('হারখানা দেবার সময় কিছু মাল খিঁচে নেওয়া যাবে' : স.ম.)।

খিঁচে দৌড় বি. প্রাণপণে দৌড়, বেগে দৌড় (তাড়া করতেই ছেলেটা খিঁচে দৌড় লাগাল)। সর্থ. টেনে দৌড়।

খিঁচে নেওয়া ক্রি. কৌশলে বা জোর করে আদায় করা (ওর কাছ থেকে কিছু টাকা খিঁচে নিতে হবে)।

খিঙারি ক্রি. ছিনিয়ে নেওয়া। তু. খাঙালি।

খিচড়েমি বি. ১. দুষ্টুমি, দুষ্টুবুদ্ধির কাজ; ২. বদামি, পেজোমি (খিচড়েমির জন্যেই ছেলেটা সবার কাছে অপ্রিয় হয়েছে)।

খিচাং বি. ঝগড়া (কী খিচাং শুরু করলি!)।

খিচিমিচি বি. ১. ঝগড়া-ঝঞ্ঝাট; ২. জটিল।

খিটকেল বিণ. ১. ঝামেলা পাকানো ২. পণ্ড করা।

খিদা ক্রি. সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আগমনে পলায়ন (সীমান্ত চোরাকারবারি)।

খিন্‌নি খাওয়া ক্রি. প্রেম করা।

খিপ বিণ. অসুন্দর, রোগা।

খির ক্রি. [<ক্ষীর] ১. জ্ঞান আছে বা সারবস্তু জানেন এমন ব্যক্তি; ২. আকর্ষণীয় জমজমাট ঘটনা।

খিল ধরা ক্রি. দেহের কোনও অংশ শক্ত হয়ে থাকা, হাতে পায়ে খিল ধরা, দাঁতে দাঁত লাগা ('খিল লাগবে হাসতে, বিষম লাগবে কাশতে' : দ্বিজেন্দ্র)।

খিল্লি বি. হাসি (কী খিল্লি মাইরি!)।

খিল্লি খাওয়া দ্র. খিন্‌নি খাওয়া।

খিস্‌ বিণ. ১. নিকৃষ্ট কাপড় বা দ্রব্য; ২. হ্রাস করা, মূল্য কমানো, যেমন, খিস্‌লুম অর্থাৎ দাম কমালুম < মূল্য (বস্ত্র ব্যবসায়ী)।

খিস্তি বি. অশ্লীল গালি।

খিস্তিখাস্তা বি. গালাগাল ('আপনি কিন্তু খিস্তিখাস্তা করেও আপনার কমপিটিটারের প্রেইজ করে ফেলেছেন' : প্রফুল্ল)।

খুইস্টা বিণ. নোংরা ; শৌচাশৌচ বিচারহীন ; যে প্রচলিত নিয়ম-নীতি মেনে চলে না।

খুঁটি গাড়া ক্রি. কায়েম হয়ে বসা।

খুচরো বি. [< সং. ক্ষুদ্র] তুচ্ছ, সামান্য, টুকিটাকি।

খুচরো ঝামেলা বি. অপ্রত্যাশিত অসুবিধা বা ঝঞ্ঝাট।

খুজলানো ক্রি. [< হি. খুজ্‌লি] চুলকানো ('কপালও খুজলান, সেলামও করেন' : প্রব.)।

খুজলি বি. [< হি. খুজ্‌লি < সং. ঋজু] ১. চুলকানি; ২. অতি কামোত্তেজনা।

খুদে মঙ্গলবার (উক্তি) যে দিন বা তিথি

কখনও আসেনি, যে মঙ্গলবারে কোনও ব্রত বা পূজা নেই অর্থে ('খুদে মঙ্গলবারে হাবুবাবু ফক্কড়ি ধরের গাল টিপেছিলেন...' : কেদার)।

খুনসুটি বি. দুষ্টুমি বা কৃত্রিম ঝগড়া ('চিড়িক পিড়িক চড়ুই খুনসুটি জুড়ছে রোদের সঙ্গে' : সুচিত্রা)।

খুপরি, খোপরি বি. ১. মস্তিষ্ক, খুলি; ২. ছোট ঘর ; ৩. জেলখানার সংকীর্ণ সেল ('এই খোপরির ভেতর কী আছে জানিস না?' : প্রফুল্ল)।

খুরে খুরে দণ্ডবৎ (উক্তি) ১. দুষ্টু লোকের সঙ্গ পরিহারসূচক; ২. হার স্বীকার (তোমার খুরে খুরে দণ্ডবৎ, এবার আমাকে রেহাই দাও)।

খুসকি বি. যে স্ত্রীলোক গোপনে পরপুরুষগামিনী হয়।

খুসুর ফুসুর বি. ফিস ফিস করে কানে কানে কথা (সারাক্ষণ দুজনে কী অত খুসুর ফুসুর হচ্ছে?)। সর্থ. ফুসুর ফাসুর।

খেউড় বি. কেচ্ছা, খেউড় এক ধরনের অশ্লীল কুরুচিকর সংগীত (গ্রাম্য)।

খেউর গাওয়া ক্রি. অশ্লীল গালাগালি দেওয়া (কী করে সে অত লোকের সামনে ওভাবে খেউর গাইল?)।

খেঁকানো ক্রি. মুখ ভ্যাংচানো; কর্কশ কণ্ঠে রূঢ় কথা বলা।

খেঁকি বিণ. যে খ্যাঁক খ্যাঁক করে।

খেঁকুরে বিণ. খিটখিটে ('খুব খেঁকুরে হয় এই ধরনের লোক' : স.ম.)।

খেঁচে নেয়া ক্রি. মৃত (অপরাধ জগৎ); খেঁচে নেয়া পাখির খোমাএ কাপা ঝাড়ার দাগ—মৃত-মেয়েটার মুখে ছুরির আঘাত চিহ্ন।

খেঙালি ক্রি. ধাপ্পা দিয়ে কোনও কিছু আত্মসাৎ করা।

খেচকানো, - নি ক্রি. বার বার অনুরোধ করে বিরক্ত করা।

খেচকি বি. রেচকি (পকেটমার)।

খেচকিবাজ বি. পকেটমার। নএকা (নয়কা) চাকাএ (চাকায়) খেচকিবাজ—নয়া পকেটমার ট্রামে বাসে।

খেজুরে বিণ. উদ্দেশ্যমূলক অর্থহীন আলাপ ('খেজুরে গল্প করবার সময় আছে নাকি আপনার?' : বাণী)।

খেড়ি বি. [<খেলুড়ি/খেলুড়ে] তাস খেলার সাথী (যৌনকর্মী)।

খেপচুরিয়াস বিণ. অত্যন্ত ক্রুদ্ধ।

খেপ মারা ক্রি. ১. বারবার যাতায়াত করা ; ২. মূল কর্মের পাশাপাশি ভাড়া খাটা, খেলোয়াড় বা সংগীত-সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের বিভিন্ন খেলা বা অনুষ্ঠানে অর্থের বিনিময়ে যোগদান (ওই তো গাইয়ে, তাইতেই খেপ মেরে বেড়াচ্ছে)।

খেপলু বি. বান্ধবী।

খেপে টঙ বি. অতি ক্রুদ্ধ অবস্থা ('ওসি খেপে টঙ' : সুচিত্রা)।

খেমটি বি. নাচুনে মেয়ে (গ্রাম্য)।

খেল খতম (উক্তি) ক্ষমতা বা জারিজুরি শেষ ('অর্জুন ভীমকে চেপে না ধরলে সেদিন আপনার খেল খতম হয়ে যেত' : সঞ্জীব)।

খেলুড়ে বিণ. ওস্তাদ; তলে তলে নানা অপকর্মে দড় (ও বাবা খেলুড়ে মেয়েছেলে)।

খেলো বিণ. তুচ্ছ, মূল্যহীন ('মিছিমিছি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলে নিজেকে শুধু খেলো করাই হয়' : সুচিত্রা)।

খোঁচ বি. ত্রুটি ('দেখ লম্বোদর, সকল কথার খোঁচ ধরিও না' : ত্রৈলোক্য)।

খোঁচর দ্র. খোচর।

খোঁচানো ক্রি. প্ররোচিত করা ('কিন্তু কাকার কনস্ট্যান্ট খোঁচানোটা...' : সত্যজিৎ)।

খোঁটা ক্রি. [<সং. ক্ষোভ] কাউকে বাক্যের দ্বারা কিঞ্চিৎ আঘাত করা ('পাছে বল বুনিপোরে মাসী দেয় খোঁটা' : ভারত)।

খোঁয়াড় বি. ১. বহুজনের ভিড়ে অপরিচ্ছন্ন স্থান; ২. পড়াশুনার জন্য কোচিং সেন্টার; ৩. বিধানসভা বা লোকসভা।

খোঁয়াড়ি ভাঙা ক্রি. নেশার অবসার দূর করবার জন্য পুনরায় অল্পমাত্রায় নেশা করা।

খোঁয়ারি বি. তন্দ্রাচ্ছন্নতা ('নেসার খোঁয়ারির সঙ্গে পুরাণকে বিদায় দেন' : হুতোম)।

খোকা বি. ১. বোকা লোক; ২. পিস্তল; বাঙলা দেশের বিপ্লবীরাও একদিন 'খোকা' বলতে পিস্তল বোঝাতেন; ৩. মদের বোতল (ছোট); ৪. মদ (খোকাটানা পার্টি—পিস্তলটানা পার্টি/ খোকার পিঠে পোকা—বোকা লোকের পকেটে টাকা)।

খোচ বি. ১. যারা মদ, গাঁজা বা জুয়ার আড্ডার খবর পুলিশকে জানিয়ে দেবে বলে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করে; ২. পুলিশ।

খোচর বি. [< খচ্চর] ১. পুলিশ; ২. গুপ্তচর ('এরা খোচর নাকি বে?' : স. ম.)।

খোচরের টাকা বি. পুলিশ অফিসার (গব্বাবাজ)।

খোচো দ্র. খোচর।

খোট্টা বি. হিন্দুস্থানী, দেহাতী ('চুনিলাল নামে যে খোট্টার কাছে আমি বাড়ি বিক্রি করেছিলেম...' : জ্যোতিরিন্দ্র)।

খোপর বি. ১. দ্র. খুপ্‌রি ; ২. গলার ভিতর সিসার সাহায্যে তৈরি করা গোপন থলি (চোরাচালান, অপরাধ জগৎ)।

খোবো দ্র. খোচো।

খোমা বি. [< মুখ] মুখমণ্ডল ('এ খোমা অ্যাদদিন কোন গাদিতে ঝুলিয়েছিলে চাঁদ?' : স. ম.)।

খোমা ওসকানো ক্রি. মেরে মুখ ফাটিয়ে দেওয়া।

খোয়াব বি. [< ফা. খওয়াব] অবাস্তব সুখকল্পনা।

খোলতাই বিণ. উজ্জ্বল সুন্দর ('চেহারাখানা তো বেশ খোলতাই হয়েচে' : সুনীল)।

খোলসা বিণ. [< আ. খুলাসা] পরিষ্কার করে বলা।

খোলাকাটা বামুন বি. নির্বোধ জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ, কেবলমাত্র কলাগাছের খোলা কাটতে জানে এমন ব্রাহ্মণ (গ্রাম্য)।

খ্যাংরাকাঠি বি. ১. অতি রোগা; ২. খোঁচা খোঁচা ('খ্যাংরাকাঠির মত লম্বা লম্বা খোঁচা খোঁচা গোঁফ' : সত্যজিৎ)।

খ্যাংলি বি. কোনও কিছু বাগিয়ে নেওয়ার জন্যে কাকুতি মিনতি (এবার যা এখান থেকে, খ্যাংলি করিস না)।

খ্যাঁচা ক্রি. ১. জোরে টানা; ২. হস্তমৈথুন করা।

খ্যাঁচাকল বি. গণ্ডগোল (খ্যাঁচাকলে পড়লে লোকে আজকাল পার্টির দাদাদের ধরে)।

খ্যাঁট বি. ভোজন ('বন্ধুরা খ্যাঁট দেবার জন্যে আমাকে ধরেছে' : জ্যোতিরিন্দ্র)।

খ্যাঁটন দ্র. খ্যাঁট ('...তোমার দুবেলা খ্যাঁটন যোগাতি হবে এমন কোনো বাধকতা আছে আমার?' : মনোজ)।

খ্যাঁদা বিণ. থ্যাবড়া নাক।

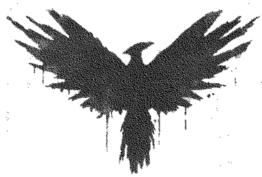
খ্যাক খ্যাক অ. দুষ্ট হাসি ('খ্যাক খ্যাক করে ভিলেনের মতো একটা হাসি হেসে বললেন—খরচের ভয় কী দেখাচ্ছেন মশাই—' : সত্যজিৎ)।

খ্যাকশিয়াল বি. ১. দ্র. খেঁকি; ২. পুলিশ (অপরাধ জগৎ)।

খ্যাচ খ্যাচ বি. বিরক্তিকর ঝগড়া বা তর্ক ('খ্যাচ খ্যাচ, রাত্রি দিন খ্যাচ খ্যাচ' : ত্রৈলোক্য)।

খ্যাচাখেচি বি. ঝগড়াঝাঁটি ('তোমার সঙ্গে কিছু খ্যাচাখেচি হয়েছে নাকি?' : সুচিত্রা)।

খ্যামটা বি. অশালীন, চটুলতা, খেমটা নাচের সাদৃশ্যে।





গঙ্গাজল বি. ১. সস্তা চা, যে-চায়ে জলের পরিমাণ বেশি; ২. ভেজাল (এ তেল তো চলবে না। এতে গঙ্গাজল আছে)।

গচ্চা বি. ১. গ্রেপ্তার; ২. ধরা পড়া (অপরাধ জগৎ) ; ৩. অনিচ্ছাকৃত অর্থব্যয় (কতকগুলো টাকা গচ্চা গেল)।

গজ বি. ১. একশো টাকার নোট ; ২. ছুরি, তলোয়ার।

গজ চমকানো ক্রি. ছুরি ধরে ভয় দেখানো (অন্ধকারে অচানক এমন গজ চমকালো, আমি ঘাবড়ে গেলাম)।

গজল্লা বি. গালগল্প করা, আড্ডা দেওয়া ('পোলিং পার্টির বাকি সবাই ঘরে এখন গজল্লা চালাচ্ছে জোর' : সুচিত্রা)।

গড ফাদার বি. এলাকার প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি (সব সন্তানের উনি গড ফাদার)।

গড়াপেটা বি. পূর্বনির্ধারিত ফলাফল, সমঝোতা, গট্ আপ (ক্রিকেটের গড়াপেটা নিয়ে তুলকালাম হচ্ছে)।

গড়িমসি বি. হচ্ছে হবে যাচ্ছি যাব ভাব, ঢিমে চাল ('...বিস্তর গড়িমসি করতে করতে সেই ডায়রিটা লিখছিলুম' : রবীন্দ্র)।

গড়ের মাঠ বি. কিছু নেই, শূন্য (কলেজে গিয়ে দেখি ছুটি হয়ে গেছে, কলেজ গড়ের মাঠ/আমি কিছু দিতে পারব না ভাই, পকেট গড়ের মাঠ)।

গণধোলাই, গণপিটুনি বি. জনতার প্রহার (গণধোলাইয়ে প্রায়ই ডাকাত মরছে আজকাল)।

গণেশ বি. [<গোবর গণেশ] জবুথবু স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি।

গণেশ ওলটানো ক্রি. ব্যবসা নষ্ট হওয়া ('...একের পর এক ব্যাঙ্ক ফেল করতে লাগল। গণেশের পর গণেশ ওলটাচ্ছে।' : সঞ্জীব)।

গতর বি. [< সং. গাত্র] শরীর, দেহ, শ্রম (সবাইকেই কমবেশি গতর খাটিয়ে খেতে হয়)।

গতরখাকি বিণ. শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পরিশ্রমে বিমুখ অলস স্ত্রীলোক। পুং. গতরখেকো, গতরখেগো।

গতুরে বিণ. খাটিয়ে, পরিশ্রমী (গতুরে মানুষ)।

গত্তি বি. পুষ্টি (ছেলেটার গায়ে গত্তি লেগেছে)।

গদগদ বিণ. আবেগময় বা কৃতার্থ কণ্ঠ ('গোবরা আনন্দে গদগদ' : শিবরাম)।

গদাই নাচ বি. মত্ততা, উদ্দাম, উল্লাস, গদাধরী মত্ত বলরামের মত নৃত্য।

গদাই লশকরী বি. বিণ. গাধাবোট বা তাহার লশকরের মত মন্থরগতি ও দীর্ঘ-সূত্রী ; অথবা গদাধর লশকর নামক কোনও ব্যক্তির অলস স্বভাব থেকে দীর্ঘসূত্রতার ভাব ; ধীরগতি ; কুঁড়েমি ('অমন গদাই লশকরী গড়াগড়ি জীবনে দেখিনি মাইরি' : উৎপল)।

গদি বি. ১. মন্ত্রিত্ব ; ২. উচ্চপদ ('সে তোমার গিয়ে পলিটিক্যাল মার্ডার, ওনলি ফর গদি' : সঞ্জীব)।

গদ্দর বি. বিশ্বাসঘাতকতা, তামাসা।

গনজাম বি. অপরাধ জগতের দলের মধ্যে গরম বা গোলমেলে অবস্থা।

গন ফট্ ক্রি. মরে যাওয়া (আপনাদের গুরু তো শুনলাম গন ফট্)।

গন্ধগোকুল বি. [< গন্ধনকুল] যার গায়ে দুর্গন্ধ।

গন্ধতুতো বিণ. জেঠতুতো খুড়তুতো অনুসরণে; গন্ধ সম্পর্কিত ('রসঘন রসুনের গন্ধতুতো দাদা' : নজরুল)।

গন্ধমাদন বি. স্তূপীকৃত দ্রব্য, বোঝা।

গন্না, গন্নাকাটা, গন্নাখাঁদা বিণ. উপরের ঠোঁট কাটা, ফলে যার কণ্ঠস্বর আনুনাসিক; খোনা (মেয়েটার কী ন্যাকামি দেখ, ঠোঁট বেঁকিয়ে কথা বলছে যেন গন্নাকাটা)।

গপাস্টিক বি. মিথ্যাচারী, গুলবাজ।

গপ্প মারা ক্রি. ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলা (ওদের ফ্যামিলিতে তিনজন ডাক্তার, দুজন ইঞ্জিনিয়ার ওসব গপ্প যেন অন্য জায়গায় মারে)।

গবরাদম বি. হিন্দু দালাল, সীমান্তে গবাদি পশুর চোরাকারবারি।

গবা বিণ. বোকা হাঁদা।

গবেট বিণ. মূর্খ।

গব্বা বি. ১. ঘর বা বাড়ি (গব্বাবাজ) ; ২. চোলাই মদের দোকান। তু. হি. ডব্‌বা—বাক্স ; বগি ; বালতি।

গব্বা ঝাড়া ক্রি. ১. চুরির জায়গা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া (গব্বাবাজ ও মস্তান); ২. পাশবিক অত্যাচার করা।

গব্বাতোর বি. ক্রি. ১. গর্ভপাত (মস্তান); ২. দরজা ভেঙে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করা; ৩. ফাঁস করে দেওয়া।

গব্বাদার বি. ১. চোর; ২. যে অসদুদ্দেশে ঘর ভাড়া করে।

গব্বাবাজি বি. চুরি-ডাকাতি ; বর্তমানে সাধারণ স্ল্যাংরূপে এর ব্যবহার হয়ে থাকে।

গয়ং গচ্ছ বি. যাচ্ছি যাব ভাব, কুঁড়েমি (ইন্টারনেটের যুগে এমন গয়ং গচ্ছ ভাব চলে না)।

গর্‌রা ক্রি. [< গর্জন] চেঁচামেচি বা হট্টগোল করা ('আগে ব্যাপারটা বুঝুন, তারপর গর্‌রা করবেন' : উৎপল)।

গরম খাওয়া ক্রি. সাবধান হওয়া (লোকটা গরম খাচ্ছে—লোকটা সর্তক বা সাবধান হয়ে যাচ্ছে); ২. আত্ম অহঙ্কারে স্ফীত হওয়া (লোকটাকে একটু তোয়াজ করবি, দেখবি কেমন গরম খায়)।

গরম দেখানো ক্রি. মেজাজ দেখানো (এখানে বেশি গরম দেখাবি না)।

গরম হওয়া ক্রি. উত্তেজিত হওয়া (অত গরম হচ্ছেন কেন?)।

গরু বিণ. বোকা (তুই একটা আস্তো গরু)।

গর্দা মার্কা বিণ. নির্বোধ (এমন গর্দা মার্কা ছেলে আমি জীবনে দেখিনি)।

গর্ভযন্ত্রণা বি. অতি কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতা (আপনাকে চিঠি লেখা এক গর্ভযন্ত্রণা)।

গর্ভস্রাব বি. অপদার্থ, অকর্মণ্য, যার জন্ম বৃথা (তুমি একটা গর্ভস্রাব, তোমার কাছে কিছুই আশা করি না)।

গলতা বি. গলি, পালানোর সরু গলি।

গল্‌তি বি. [< আ. গল্‌তি, গলদ] ভুল, ত্রুটি।

গল্‌লা বি. যে ঘরে ধন সামগ্রী রয়েছে এবং সর্বক্ষণ পাহারা দেওয়া হচ্ছে। তু. হি. বাক্সে রক্ষিত দোকানের প্রাত্যহিক উপার্জন।

গলাধাক্কা বি. বিতাড়ন ('অভিমতটি উচ্চারণ করলে গলাধাক্কা খাওয়ার ভয়...' : অশোক)।

গলাবাজি বি. উচ্চকণ্ঠ চিৎকার ('উকিল-বাবুদেরই বা দোষ কি...হায়! গলাবাজি সার' : বঙ্কিম)।

গস্ত করা ক্রি. হস্তগত করা, বাজার ঘুরে যথাযথ দামে কেনা।

গস্তানি বি. [< ফা. গস্তান] পতিতাবৃত্তি ('কুটিনী গস্তানি বড় যে মস্তানি' : ভারত)।

গাওনা ক্রি. [< গায়ন] ঘ্যান ঘ্যান করা, একই কথা বারবার অনুযোগ করা।

গাঁইগুঁই বি. অস্পষ্ট অসম্মতিসূচক দ্বিধাগ্রস্ত হাবভাব ('পরমেশ্বর তবু গাঁইগুঁই করতে লাগল' : প্রফুল্ল)।

গাঁজা বি. মিথ্যা।

গাঁজাখুরি বিণ. অবিশ্বাস্য, অলীক ('মণি বিশ্বাস করলে ওই গাঁজাখুরি?' : নারায়ণ)। দ্র. গাঁজা।

গাঁট বিণ. [< হি. গাঁট < গ্রন্থি] বুদ্ধিহীন।

গাঁটকাটা বি. ১. পকেটমার ; ২. প্রতারক, অধিকমূল্য গ্রহণকারী।

গাঁট গলানো ক্রি. রতিকর্ম (সমাজবিরোধী, মস্তান)।

গাঁটছড়া বি. [< গাঁঠজোড়া < গ্রন্থি] বিবাহ।

গাঁট্টা বি. [< গ্রন্থি] আঙুলের গ্রন্থির অস্থি দিয়ে মাথায় আঘাত করা।

গাঁট্টাগোট্টা বিণ. বেঁটে অথচ শক্ত সমর্থ চেহারা, ('মাঝবয়সী গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, অনেকটা তাদের পাড়ার কাউন্সিলর সুরেন ভড়ের মতো দেখতে' : সুচিত্রা)।

গাঁড় বি. গুহ্যদ্বার (অশ্লীল)।

গাঁড় পেঁয়াজি বি. বাড়াবাড়ি রকমের অধিকার বা ক্ষমতা দেখানো (অনেক হয়েছে, তোমার মুরোদ বোঝা গেছে, আর গাঁড় পেঁয়াজি করো না)।

গাঁড় মাজাকি দ্র. গাঁড় পেঁয়াজি।

গাঁড় মারা ক্রি. ১. ক্ষতি করা (মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আমার গাঁড় মেরে দিয়ে গেল); ২. উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়া (আসুক আর একবার ওর গাঁড় মেরে ছাড়ব।)

গাঁড়া দ্র. গেঁড়া।

গাঁত বি. ১. স্তূপ ; ২. চুরির মাল।

গাছি বি. বারাঙ্গনার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি। তু. সোনাগাছি।

গা-ঝাড়া ক্রি. উদ্যোগের সঙ্গে ('দিল্লীর গাড়ি গা-ঝাড়া দিয়ে তার যাত্রা শুরু করল' : সত্যজিৎ)।

গাড্ডা মারা ক্রি. পরীক্ষায় ফেল হওয়া ; ব্যর্থ হওয়া (তিন-তিনবার গাড্ডা মেরেছি—আর পরীক্ষা-টরিক্ষা দেব না)।

গাড্ডায় পড়া ক্রি. বিপদে বা ঝামেলায় পড়া (যে গাড্ডায় পড়েছি তা থেকে উদ্ধার পাওয়া কঠিন)।

গাড়োল বি. [< সং. গড্ডল] বোকা ('...শ্লো বাট স্টেডি মন্ত্রে বাজি জিতবে—এমন আশা কোন গাড়োল করে' : তপো)।

গাণ্ডু বি. অনুভূতিহীন নির্বোধ ব্যক্তি, যে পায়ু মৈথুন করায় ('আবে গাণ্ডুরা, আমি নাচব না?' : স. ম.)।

গাদন দেওয়া ক্রি. ১. প্রহার ; (সবাই মিলে

চোরটাকে যা গাদন দিল সে আর কী বলব); ২. ঠেসে খাওয়া, প্রচুর খাওয়া (ভোজবাড়িতে খুব গাদন দিয়ে এলে বুঝি?); ৩. যৌনপ্রহার বা রমণ ('একে কি নীলের দাদন বলো? নীলের গাদন বল্লে ভাল হয় না?' : দীনবন্ধু)।

গাদানো ক্রি. ঠেসে পূর্ণ করা ('শ্লাদের স্টমাক ফাটিয়ে গাদিয়ে গাদিয়ে খাওয়াব' : প্রফুল্ল)।

গাধা বি. মূর্খ ('...আপনি গত হবার পর কোনো গাধা সেগুলো ছাপিয়ে দেবে...' : মুজতবা)।

গানডে পিনডে ক্রি. -বিণ. [< গণ্ডপিণ্ড] গোগ্রাসে।

গাপ করা ক্রি. চুরি করা, আত্মসাৎ করা, ফেরত না দেওয়া (পড়তে নিয়ে বইটা আমার গাপ করে দিল)।

গাবদা বিণ. স্থূল ('...কমিক জিনিসটা ভারী গাব্‌দা এবং প্রকাণ্ড' : রবীন্দ্র)।

গাবদা-গোবদা বিণ. অশোভন রকমের মোটা, খুব মোটাসোটা (দুদিন পরে তিনি বাড়ি ফিরলেন, সঙ্গে একটি গাবদা-গোবদা ছেলে)।

গাববা-ডাববা বি. সুঠাম পাছা, মিলের বাহার (Rhyming)।

গাবানো, গাবিয়ে বেড়ানো ক্রি. সগর্বে ঘোষণা করা, দম্ভ বা গর্বের সঙ্গে বলে বেড়ানো (তার ছেলে ভাল চাকরি পেয়েছে এই কথাটা সে কাল থেকে গাবিয়ে বেড়াচ্ছে)।

গাব্বু ডন বি. রতিক্রিয়া (সমাজবিরোধী)।

গা-ভারী বিণ. গর্ভবতী।

গা-ভারী হওয়া ক্রি. গর্ভবতী হওয়া।

গায়ত্রী মন্ত্র বি. গালি দেওয়া।

গায়ে ফুঁ দেওয়া ক্রি. দায়িত্ব এড়িয়ে চলা ('আপনি জানেন তো আমার শালা কোচলুকে, কী রকম গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায়' : রবীন্দ্র)।

গা শোঁকাশুঁকি বি. পক্ষপাতিত্ব।

গা-হালকা ক্রি. মল বা মূত্র ত্যাগ করা।

গিট্টু বিণ. বেঁটে, বাঁটুল।

গিদর, গিধর বিণ. নোংরা, যে সর্বদা অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন থাকে।

গিনা বি. হাতবোমা (অপরাধ জগৎ)।

গিনিপিগ বি. পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রাণীতে পরিণত হওয়া, Victim বা শিকার হওয়া ('আমি তাহলে একটা গিনিপিগ' : প্রফুল্ল)।

গিরু হওয়া ক্রি. পড়ে যাওয়া।

গিলে খাওয়া ক্রি. ১. পূর্ণ আত্মস্থ করা ('কোনো নতুন জায়গায় এলেই... ফেলুদা এইভাবেই প্রায় জায়গাটাকে গিলে খায়' : সত্যজিৎ); ২. প্রচণ্ড বকাবকি।

গিলে লে ক্রি. ভোগ করে নাও (এখন তোদের জমানা, যা পারিস গিলে লে)।

গুওটা বি. [<গু খেকোর ব্যাটা] দুষ্ট, পাজি ব্যক্তি ('ও গুওটা শীঘ্র খারাপ হবে' : দীনবন্ধু)।

গুঁড়ো মশলা বি. যে সব ব্যাপারে নাক গলায়।

গু করে দেওয়া ক্রি. হেয় বা হীন করে দেওয়া।

গুখুরি, গুখোরি বি. ঝকমারি; অত্যন্ত হেয় বা জঘন্য কাজ।

গু-খেকোর ব্যাটা বি. শুওর—গালি ('ও

গু-খেকোর ব্যাটা... তোর বাড়ি জোড়া মরা মরে...' : দীনবন্ধু)।

গুচ্‌ছের বিণ. [<গুচ্ছ] প্রচুর।

গুছাইত বি. বাঙালির পদবি বিশেষ; অর্থ বিকৃতির ফলে যে ব্যক্তি পাটোয়ারি বুদ্ধিতে কামিয়ে ও গুছিয়ে নিতে পারে।

গুজগুজ বি. অন্যের অশ্রাব্য স্বরে কথোপকথন ['চারদিকে অসন্তোষের গুজগাজ (গুজগুজ) পড়ে গেল...' : হুতোম)]।

গুজগুজে বিণ. মনের কথা স্পষ্ট করে বলে না এমন ; অস্পষ্টভাষী।

গুটকা বি. আফিং।

গুটকে বিণ. ছোট (গুটকে কচুরী)।

গুটলি বি. ছোট ডেলা, গুটি।

গুড় খাওয়া ক্রি. প্রেমে পড়া।

গুড়গুড়ি, গুড়গুড়ে বিণ. বেঁটে, বেঁটে গুড়গুড়ি।

গুড়ুকখোর বি. তামাকখোর।

গুণকীর্তন বি. কুৎসা।

গুণ্ডা বি. ১. বলপ্রয়োগকারী, দুর্বৃত্ত; ২. দুষ্ট ('আমার নাম সুখেন... অবিশ্যি সবাই বলে সুখেন গুণ্ডা' : সমরেশ)।

গুদ বি. [< পো. Gudao? = Godown / < গুদ্‌ধ < গুহ্য।] স্ত্রী জননাঙ্গ, (অশ্লীল)।

গুদ মারা ক্রি. রমণ করা, ধর্ষণ করা।

গুদমারানি বি. অশ্লীল গালিবিশেষ।

গুদরি বি. সীমান্ত দিয়ে চোরাচালানের পেটিকা (চোরাচালান)।

গুদামভাড়া বি. ১. বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্য ইচ্ছাবিরুদ্ধ ব্যয় ; ২. পতিতাবৃত্তি।

গুদো বিণ. অকর্মণ্য।

গুনগার বি. [< ফা. গুনাহ্‌গার] ক্ষতি, লোকসান।

গুবলেট ক্রি. পণ্ড হওয়া ('চেহারা দেখে বুঝলুম মাদাম গুবলেট করে ফেলেছেন' : মুজতবা)।

গুম করা ক্রি. ১. গোপনে লোপাট বা খুন করে ফেলা ; ২. গম্ভীর ('এই কদিন তুতুল একেবারে গুম হয়ে থাকতো' : সুনীল)।

গুমবাজ বি. খুন করতে বা লোপাট করতে ওস্তাদ।

গুমর ফাঁক হওয়া ক্রি. গোপন কথা বেরিয়ে পড়া (আসল কথাটা কী জান, ওদের গুমর ফাঁক হয়েছে, তাই এত রাগ)।

গুয়ে-গোবরে ক্রি.-বিণ. অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন বা নোংরা অবস্থায় (নিজের বুড়ো বাপকে তো রেখেছ গুয়ে-গোবরে, আবার বড় বড় কথা!)।

গুয়ে বসানো ক্রি. অত্যন্ত অপ্রতিভ বা হেয় প্রতিপন্ন করা।

গুয়ের গোগল বি. অতি শিশু।

গুয়ে হারা বিণ. ভীষণ ভাবে হেরে যাওয়া।

গুয়োরব্যাটা দ্র. গুওটা ('এককালে তো সে গুয়োরব্যাটা তোর মেয়ের পাশে কোকিলের মত খলখলাতো' : মনোজ)।

গুরু বি. ১. অপরাধী গোষ্ঠী বা সমাজবিরোধী দলের সর্দার (অপরাধ জগৎ); ২. নায়ক, শ্রেষ্ঠ ('ওসব আমার আসে না গুরু' : সঞ্জীব)।

গুরুখ্যাঁই বি. গুরুর নামে ও তার জয়ধ্বনি দিয়ে দলবদ্ধ কর্ম ও অপকর্ম (এখনও তোমাদের গুরুখ্যাঁই চলছে তাহলে?)।

গুরুচরণ ব্যাপার (উক্তি) ভীষণ ব্যাপার।
গুল বি. [< ফা. গুলতান] মিথ্যা ('মশাদা বললে, বিলকুল গুল' : মুজতবা)।
গুলগাপ্পা বি. মিথ্যা গল্প।
গুলগুলিয়া বি. [<গুলি] বোমা।
গুলডুগ বি. [ইং. Bulldog] বুলডগ (গ্রামের চোর)।
গুলতানি বি. [< ফা. গুলতান] আড্ডা ('কয়েকজন বয়স্ক লোক এক জায়গায় গুলতানি করছিল' : স. ম.)।
গুলপট্টি বি. ধাপ্পাবাজি।
গুলবাজ বি. গল্পবাজ; মিথ্যাকে সত্য বলে চালাতে যে ওস্তাদ।
গুলমগীর বি. মিথ্যাবাদীর রাজা ('তাই না বলেছিলুম গাঁজার গুল, অর্থাৎ গুলের রাজা 'গুলমগীর' : মুজতবা)।
গুলমারা ক্রি. বড় বড় কথা বলা।
গুলি মারা ক্রি. তোয়াক্কা না করা, উপেক্ষা করা, সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা (গুলি মারো ওদের কথায়, এখন আমার কথা শোনো)।
গুলে খাওয়া ক্রি. সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা (কোর্ট কাছারির ভয় দেখিয়ো না, ওসব আমি গুলে খেয়েছি)।
গুষ্টির তুষ্টি করা ক্রি. অনর্থ করা (কথাটা তার কানে গেলে একেবারে আমার গুষ্টির তুষ্টি করে ছাড়বে)। সর্থ. গুষ্টির ষষ্ঠীপুজো করা।
গুষ্টির পিণ্ডি (উক্তি) অনর্থক কর্ম ('পাতাল রেল হচ্ছে, গুষ্টির পিণ্ডি হচ্ছে' : স. ম.)।
গেঁজিয়ে দেওয়া, -ফেলা ক্রি. পণ্ড করা 'কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা আপনারা একেবারে গেঁজিয়ে ফেলেছিলেন' : সঞ্জীব)।
গেঁজে যাওয়া ক্রি. নষ্ট হয়ে যাওয়া।
গেঁজেল বি. গাঁজাখোর; কোমরে জড়ানো টাকার থলে।
গেঁড়া বিণ. খর্বকায় মোটা ও বেঁটে।
গেঁড়াকল বি. ১. লোককে ঠকাবার কৌশল (আচ্ছা গেঁড়াকল বার করেছ তো?) ; ২. ফ্যাসাদ, ঝকমারি, ঝামেলা (ভাল গেঁড়াকলে পড়া গেল দেখছি)।
গেঁড়া দেওয়া, গেঁড়ানো, গেঁড়া মারা ক্রি. চুরি করা; আত্মসাৎ করা (আমার পেনটা কে গেঁড়াল? /তাহলে ওর হাজার টাকা গেঁড়া দেওয়া যাবে)।
গেঁড়ে বিণ. ১. দুষ্ট ; ২. বেঁটে ; ৩. যারা খুব পড়াশুনো করে (বইমুখো গেঁড়েদের আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না)।
গেঁড়েচৈতন বিণ. বোকা।
গেঁতো বিণ. দীর্ঘসূত্রী; অলস।
গেঁধো বি. গান্ধীজি ('...জাতির পিতাটিকে তিনি ঘোরতরভাবে অপছন্দ করতেন, গেঁধো...ইত্যাদি বলে সম্বোধন করতেন' : সুনীল)।
গেঁয়ো ভূত বিণ. অজ্ঞ, মূর্খ, পাড়াগেঁয়ে ('তুই একটা গেঁয়ো ভূত' : গৌর)।
গেছো বিণ. অতি ডানপিটে ('আমাদের বাবু যে একটা গেছো মেয়ের হাতে পড়েছেন দেখতে পাই' : বঙ্কিম)।
গেজেট বি. [ইং. Gazette.] সবজান্তা, যার কাছে যাবতীয় সংবাদ পাওয়া যায় (বউটি আমাদের পাড়ার গেজেট)।
গেডানো ক্রি. গেলানো, মুখস্থ করানো

('গেডানো রীতিতে অনেক অনিষ্ট হয়, সন্দেহ নাই' : রাজনারায়ণ)। দ্র. ঘোষানো।

গেড়ে বসা ক্রি. কায়েমি হয়ে বসা ('আগে ওকে ভাল করে গেড়ে বসতে দিন' : প্রফুল্ল)।

গেরেমভারি বিণ. আত্মসম্মান ব্যাপারে সচেতন ('একজন পুরুষ বাসনওয়ালা আসে, সে খুব গেরেমভারি...' : সুনীল)।

গেরো বি. [< ফা. গির্‌হা] ১. ঝামেলা ; ২. বাধা ('তদুপরি আরেক গেরো' : মুজতবা)।

গেল্লা পুচ বি. পায়ুসঙ্গম।

গোঁজ বি. ভোট কাটার জন্য দাঁড় করানো প্রার্থী (ইলেকশনে টাকা খাইয়ে ওকে গোঁজ দাঁড় করিয়েছে পার্টি)।

গোঁজা দ্র. গোঁজামিল ('গোঁজা বিদ্যা না জানে হিসাবে দেয় গোঁজা' : ভারত)।

গোঁজামিল বি. জোড়াতাড়া দেওয়া ('আমাদের মনে যে ছবিটা উদয় হয় তা প্রায়ই আধা-আধি, মোটামুটি গোঁজামিল দেওয়া...' : রবীন্দ্র)।

গোঁতা বিণ. লাজুক।

গোঁত্তা বি. মাথা ঠুকে পড়া, মাথা দিয়ে টুঁ মারা ('স্বর্গে যেতেই পারল না, তিন ফার্লং দূরে গোঁত্তা খেয়ে পড়ে গেল' : সঞ্জীব)।

গোঁপখেজুরে, গোঁফখেজুরে বি. অস্বাভাবিক রকমের অলস ব্যক্তি।

গোঁয়ার বিণ. [< হি. গমার] অরসিক, একগুঁয়ে, জেদি ('...টুকুনের মরদটা ছিল ... যেমন গোঁয়ার তেমনি বদরাগী' : তপো)।

গোঁয়ারগোবিন্দ দ্র. গোঁয়ার।

গোঁয়ার্তুমি বি. একগুঁয়েমি ('গোঁয়ার্তুমি করতে গেলেই মুশকিল বাধে' : রবীন্দ্র)।

গোটাপার্টি বি. চালাক।

গোদড়া বিণ. মোটাসোটা, মেদবহুল ব্যক্তি।

গোদা বিণ. ('তুমি এক গোদা, চিরকাল গদা ঘুরিয়ে গেলে...' : সঞ্জীব)। দ্র. গোবদা।

গোবদা বিণ. [হি. গব্‌দা] ১. স্থূলব্যক্তি বা বস্তু ; ২. স্থূলবুদ্ধি।

গোবদ্যি বি. বাজে চিকিৎসক (ও কিসের এম বি বি এস, ও একটা গোবদ্যি)।

গোবর বি. বুদ্ধিহীন বা বুদ্ধিহীনতা ('যেমন পাজি তেমনি বোকা/গোবর ভরা মাথা' : রবীন্দ্র)।

গোবরগণেশ বি. বিণ. বুদ্ধিহীন ('রাজ্য কৈলি ছারখার/তল্লাস কে করে তার/পাত্র মিত্র গোবরগণেশ' : ভারত)।

গোবরঘণ্ট বি. কর্ম করতে গিয়ে অকর্ম ('...কয়েক বিষয়ের "এসে" নিয়ে সভ্য বাবুরা গোবরঘণ্ট করতে লাগলেন' : ভোলা)।

গোবিন্দ বি. বিণ. ঢিলা, যেমন, ঢোলগোবিন্দ।

গোবেড়েন বি. রাখাল বা গাড়োয়ান গরুকে যেমন নির্দয়ভাবে পেটায় তেমন গুরুতর প্রহার (ছিনতাইবাজকে আজ গোবেড়েন দিয়েছে)।

গোমড়া বিণ. গম্ভীর মুখ ('বাবলু গোমড়া মুখে খবরের কাগজের পাতা ওলটালো' : সুচিত্রা)।

গোমুখ্য বিণ. [< গো মূর্খ] অতিমূর্খ ('আমাদের পাড়ায় আছে একটা গোমুখ্য

যাকে ওরা নাম দিয়েছে কবিবর' : রবীন্দ্র)।

গোয়া বি. নিতম্ব; পাছা (ব্যাটা গোয়ার কাপড় তুইল্যা কাছা দিছে)। সর্থ. পুটকি।

গোয়া মারা ক্রি. ক্ষতি করা (হরিরে গাইলাও ক্যান ও তোমার গোয়া মারছে?)।

গোয়াল দ্র. খাটাল।

গোলা বিণ. [<গোলাকার] বোকা, অপদার্থ, গোল অর্থাৎ শূন্য।

গোলে হরিবোল (উক্তি) গোলমালে যেমন তেমন করে কার্যসমাধা ('দশজনের গোলে হরিবোলে পঞ্চদশ বৎসর পাঠ করিয়া শব্দকোষ শেষ করিলেন' : বঙ্কিম)।

গোহারা ক্রি. বিণ. ভীষণভাবে পরাজিত হওয়া। তু. গুয়ে হারা।

গ্যাঁজা দ্র. গাঁজা।

গ্যাঁজানো ক্রি. অনর্থক বা অকাজে বসে বসে আড্ডা দেওয়া আর বাজে গল্প করা (কী আর করব, ওদের বাড়িতে খানিক গেঁজিয়ে এলাম)।

গ্যাঁট বি. [< গ্রন্থি] ১. টাকার থলি বা অর্থভরা কোমরের কাপড়ের গ্রন্থি; ২. স্থায়ীভাবে বসা ('গমডালের মুদীও গ্যাঁট হয়ে বসে আছে' : মুজতবা)।

গ্যাঁড়া বি. ক্রি. ১. ঝামেলা ; ২. কৌশল করে হাতানো ('...তাতেই যতখানি কেরদানি, আর কিছু গ্যাঁড়া মারা যায়' : সমরেশ)। দ্র. গেঁড়া।

গ্যাঁড়া দেওয়া, গ্যাঁড়ানো, গ্যাঁড়া মারা দ্র. গেঁড়া দেওয়া, গেঁড়ানো, গেঁড়া মারা।

গ্যাঁড়াবাজ বি. যে গ্যাঁড়া দেয়।

গ্যাঞ্জাম বি. ১. ভিড় (রাস্তার বাঁকটায় গাড়ি-ঘোড়া আর মানুষের যা গ্যাঞ্জাম হয়েছে!) ; ২. আড্ডা, গল্পগুজব (অনেক গ্যাঞ্জাম হয়েছে, এবার বাড়ি যেতে হবে)।

গ্যাদা বি. পায়াভারি, উচ্চপদ বা অর্থবিত্তের জন্য অহঙ্কার বা গুমর (রামবাবুর আজকাল খুব গ্যাদা হয়েছে)।

গ্যাদারিং বি. প্রচণ্ড ভিড়।

গ্যাদারিং জাম বি. পণ্ড করা; ভিড়ের ফলে পথরোধ হয়ে যায়, সেই সূত্রে (ক্লাবের মিটিংয়ে সব গ্যাদারিং জ্যাম হয়ে গেল)।

গ্যান্‌-ভ্যান্‌ বি. বেশ্যাপল্লী; যেখানে 'মাছি' অর্থাৎ বেশ্যা ভ্যান ভ্যান করে।

গ্যান্‌শাবাজি বি. ফাজলামো।

গ্যান্‌শামো দ্র. গ্যান্‌শাবাজি।

গ্যামটাগুমটি বিণ. মোটা বেঁটে।

গ্যারেজ করা ক্রি. ১. ঘরে তোলা ; ২. গোপন স্থানে তুলে রাখা।

গ্যারেজে পাঠানো ক্রি. উচিত শিক্ষা দেওয়া (বেশি জ্ঞান দিতে এলে ওকে গ্যারেজে পাঠিয়ে দেব)।

গ্যাস খাওয়ানো ক্রি. ছদ্ম প্রশংসায় কাউকে অহংকৃত করে তোলা (এমন গ্যাস খাইয়েছি দুম করে একশো টাকা চাঁদা দিয়ে দিল)।

গ্যাস ছাড়া, গ্যাস দেওয়া, গ্যাস মারা ক্রি. বাজে কথা বলা, মিথ্যা কথা বলা, ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলা (কেন গ্যাস মারছ ভাই, আসল কথাটা বলেই ফেল না)। সর্থ. গুল মারা।

ঘট বি. ১. জড় পদার্থতুল্য ব্যক্তি, - ঘট স্থাপন করলে, সেই ঘট যেমন স্থির থাকে, তেমন (ঘটের মত বসে থাকলে চলবে না, কিছু করতে হবে) ; ২. মগজ (ঘটে একটুও বুদ্ধি নেই)।

ঘটমট, ঘটর মটর বি. গণ্ডগোল।

ঘটি বি. জন্মসূত্রে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি। বিপ. বাঙাল।

ঘটিরাম বি. দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকের চরিত্র; (ব্যঙ্গে) মূর্খ ও অযোগ্য কর্মচারী (সব রাজ্যেই এখন ঘটিরাম ডেপুটিদের বাড়বাড়ন্ত)।

ঘড়িয়াল বি. বিণ. ঘড়ি যার হাতে (ঘড়িয়ালকে জিগ্যেস কর কটা বাজল)।

ঘড়েল বি. অতিশয় ধূর্ত লোক, ধড়িবাজ, ওস্তাদ, বারবার ঘা খেয়ে যে চালাক হয়েছে।

ঘণ্টা বি. (ব্যঙ্গে) কিছুই না, ঘোড়ার ডিম ('খাও তবে কচু পোড়া, খাও তবে ঘণ্টা' : সুকুমার)।

ঘণ্টা করা ক্রি. কিছুই করতে না পারা (তোমার ক্ষমতা আমার জানা আছে, তুমি আমার ঘণ্টা করবে)।

ঘণ্টাগরুড় বি. ১. অকর্মণ্য লোক ; ২. প্রভুর আজ্ঞাবহ ও হুকুমের দাস (একটি পেয়াদা ঘণ্টাগরুড়ের মত চব্বিশ ঘণ্টা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে)।

ঘবড়ানো, ঘাবড়ানো ক্রি. হতবুদ্ধি হওয়া (অনেক মাথাওয়ালা ছেলেও পরীক্ষার হলে গিয়ে ঘাবড়ে যায়)।

ঘরকুনো বিণ. যে ঘরের বাইরে যেতে চায় না; কুনো।

ঘরজ্বালানি বি. বিণ. যে স্ত্রী সংসারে অশান্তি আনে।

ঘরজ্বালানি পর ভুলানি বি. বিণ. যে সংসারে অশান্তির আগুন জ্বালে, অথচ বাইরের লোকের কাছে অত্যন্ত ভাল, মিষ্টভাষী।

ঘরভাঙানি বিণ. সংসারে অশান্তি সৃষ্টিকারী ('আমি ঘরভাঙানি সই/পরের মন্দকারী নই' : প্রব.)।

ঘর মজানো ক্রি. পারিবারিক কেলেঙ্কারি ঘটানো (গ্রাম্য)।

ঘরানা বি. বিণ. বংশের, উচ্চবংশের (কুলীন ঘরানা); উঁচু মানের (বড় ঘরানার গাইয়ে/উঁচু ঘরানার লেখক)।

ঘরুটে বিণ. ঘরোয়া (আমাদের এটা ঘরুটে কথা)।

ঘাই মারা ক্রি. ১. অকস্মাৎ কোনও বিষয় উত্থাপন করে কার্যসিদ্ধি করা বা আঘাত করা; ২. অপরাধচক্রের মধ্যে পুলিশি হানা, (অপরাধ জগৎ)।

ঘাওবাজ বি. পকেটমার (যে ব্লেড ব্যবহার করে)।

ঘাঁটানো ক্রি. ১. নেড়েচেড়ে দেখা; ২. অতিশয় বিরক্ত বা প্ররোচিত করা যার ফলে অপ্রিয় গোপন তথ্য বেরিয়ে পড়তে পারে (আমাকে বেশি ঘাঁটাবেন না)।

ঘাঁটি গাড়া ক্রি. ১. জাঁকিয়ে বসা; ২. আশ্রয় নেওয়া; ৩. প্রহরা বসানো (পুলিশকর্মী)।

ঘাঁত ঘোঁত বি. কায়দা, সুযোগ; সুলুকসন্ধান ('বারো মাস ঘাঁতে ঘোঁতে ফেরেন...' : হুতোম)।

ঘাগি বিণ. ১. ধূর্ত, চতুর লোক ('ঘাগি

গোচের পাল্লায় পড়ে শেষে সর্বস্বান্ত হয়ে বাড়ী যেতে হয়' : হুতোম); ২. ভুক্তভোগী, বার বার ঘা খেয়ে অভিজ্ঞ হয়েছে এমন (ঘাগি লোক/ঘাগি চোর)।

ঘাগু দ্র. ঘাগি ('ইন্টারন্যাশনাল ঘাগুর সঙ্গে লড়ার মধ্যে মজা আছে' : প্রফুল্ল)।

ঘাট বি. ১. অপরাধ, ত্রুটি, দোষ (ঠিক আছে বাবা, আমার ঘাট হয়েছে); ২. কমতি, অল্পতা (গুণের ঘাট নেই)।

ঘাট মানা ক্রি. আনুগত্য স্বীকার করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা; পূর্বের গ্রামীণ বঙ্গসমাজে ঘাট ব্যবহারের বিধিনিয়ম চালু ছিল।

ঘাটি, ঘাঁটি বি. ১. বহু পথের মুখ, পাহারার স্থান (ঘাটি আগলানো/পুলিশের ঘাটি); ২. আড্ডা (জুয়ার ঘাটি)।

ঘাটের ডাক বি. সীমান্তে পেরোনোর সময় সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে প্রদত্ত অর্থ (সীমান্ত চোরাকারবারি)।

ঘাটের মড়া বি. অতিবৃদ্ধ লোক; যে ব্যক্তির মৃত্যু আসন্ন (ঘাটের মড়ার আবার বিয়ে করার শখ হয়েছে!)।

ঘাড় ভাঙা ক্রি. অন্যের খরচে নিজের কার্যসিদ্ধি করা (এলো, গল্প করল, আমার ঘাড় ভেঙে টিফিন খেয়ে গেল)।

ঘাড়ুয়া, ঘাড়ো, ঘেড়ো বি. উদ্ধত প্রকৃতির লোক, একগুঁয়ে (ঘাড় করা—বাজে তর্ক করা, ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা/ ...ঘাড়ে করা, ঘাড়ে নেওয়া—কাঁধে তোলা, আদর দেওয়া, দায়িত্ব গ্রহণ করা — অনেক কাজ ঘাড়ে নিয়েছি)।

ঘাড়ে গর্দানে বিণ. স্থূলবপু; কাঁধে ঘাড়ে মেদ মাংস লেগে গলা দেখা যায় না এমন ('চীনের শূয়ারের মতো শরীরটি ঘাড়ে গর্দ্দানে'... : হুতোম)।

ঘাতিমারা ক্রি. লুকিয়ে অপেক্ষা করা, ঘাপটি মারা।

ঘাপচি, -টি, -তি, ঘুপটি, ঘুপতি ক্রি. আত্মগোপন করা, সাময়িকভাবে লুকিয়ে থাকা ('সুস্থ মানুষের কোষেই এই জিন ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে' : সুচিত্রা)।

ঘাপসানো ক্রি. ১. ঠকানো; ২. ধামসানো; ৩. বলাৎকার (সমাজবিরোধী)।

ঘাপানো দ্র. গাদানো।

ঘায়েল, ঘাল ক্রি. আঘাতপ্রাপ্ত, জখম (ঘায়েল করা)।

ঘাস কাটা ক্রি. কর্মহীন সময়ক্ষেপ ('কি করছে লোকটা? ঘাস কাটছে অফিসে বসে?' : তপো)।

ঘিচড়া, ঘিচড়ে বিণ. কলহপ্রিয়, কল্লাটে, ঝগড়াটে।

ঘিঞ্জি বিণ. নিবিড়; সঙ্কীর্ণ ও ঘন বসতিপূর্ণ (ঘিঞ্জি গলি)।

ঘিনপিত বি. ঘৃণালজ্জা, লজ্জাশরম।

ঘুঘু বি. ধূর্ত, গোপনে অনিষ্টকারী।

ঘুঘু চরানো ক্রি. সর্বনাশ করা ('আমার নাম বনঘুঘু/ভিটেতে চরাই ঘুঘু' : প্রব.)।

ঘুটকা বি. আফিং।

ঘুড়ি ওড়ানো ক্রি. ১. মজা লোটা, স্ফূর্তি করে বেড়ানো; ২. জেলের বাইরে গোপনে সংকেত বা সংবাদ পাঠানো (কারাবন্দি)।

ঘুণ ধরা বিণ. ১. ক্ষয়প্রাপ্ত, পুরনো; ২. বয়স্ক তথা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

ঘুনপেটারি বিণ. যাহার পেটে পেটে দুষ্ট বুদ্ধি।

ঘুপচি বি. সংকীর্ণ ও অন্ধকার-প্রায় ঘর ('এরপর থেকে কলকাতায় ভাড়াটে বাড়ির অন্ধকার ঘুপচি ঘরে চির নির্বাসন' : সুনীল)।

ঘুরঘুটি, -ঘুটে, -ঘুট্টি বিণ. অত্যন্ত গাঢ়, মিশমিশে, ঘুটঘুটে (ঘুরঘুটি অন্ধকার)।

ঘুরঘুরে বিণ. মেয়েদের পেছনে ঘুরঘুর করে এমন (তোর এমন ঘুরঘুরে স্বভাব কেন রে?)।

ঘুসকি বি. গোপনে পরপুরুষগামিনী নারী।

ঘেউয়া বি. কুকুর।

ঘেঁচু বি. বাজে, কিছুই না। দ্র. কচু, কলা।

ঘেঁচু করা ক্রি. কিছুই করতে না পারা (ভয় পাব কেন, সে আমার ঘেঁচু করবে)। সর্থ. কচুপোড়া করা, ঘণ্টা করা।

ঘেঁচেড়া, ঘেচেরা বি. যে অপরের প্রাপ্য জিনিস (বিশেষত টাকা পয়সা) দিতে টালবাহানা করে, আজ দেব কাল দেব করে প্রাপককে কেবলই হয়রান করে।

ঘেঁটি বি. ঘাড় ('পুলিশ ঠিক ঘেঁটি ধরে বাড়ি পৌঁছে দেবে' : সুচিত্রা)।

ঘেয়োকুত্তা বি. অপরিচ্ছন্ন নির্লজ্জ বা ঘৃণাজনক অর্থে, তিরস্কারে ব্যবহৃত।

ঘোঁট বি. ১. জটলা; ২. ষড়যন্ত্র; ৩. দলপাকানো ('যত মাথালো মাথালো জায়গায় ঘোঁট পড়ে গেল' : হুতোম)।

ঘোগ বি. অজ্ঞাত ভয়; কুক্কুরাকৃতি ব্যাঘ্রকে ঘোগ বলা হয়, যা কাল্পনিক জন্তু ('বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা' : প্রব.)।

ঘোড়া বি. ১. পিস্তল (ছিনতাইকারী); ২. দেশলাই কাঠি; ৩. তাসের রাজারানি; ৪. মোটর পাম্প।

ঘোড়ার ঘাসকাটা ক্রি. কর্মহীন সময়ক্ষেপ ('তবে লোকে এখন কি করবে? কেবল বসে বসে ঘোড়ার ঘাস কাটবে নাকি?' : উপেন্দ্র)।

ঘোড়ার ডিম বি. শূন্য, ফাঁকি ('দুর্লভী ভাল হইল। কিন্তু তাহার পর ডাক্তারকে ঘোড়ার ডিম' : ত্রৈলোক্য)।

ঘোড়ার তলপেট বি. সীমিত জ্ঞান।

ঘোড়ারোগ বি. ১. রেস খেলার নেশা; ২. অভিজাতদের বিলাসী জীবনযাত্রার ফলে উপজাত ব্যাধি।

ঘোড়েল বি. বিণ. [< ঘড়িয়াল] ১. অতি ধূর্ত; ২. জটিল বা ঘোরালো চরিত্রের লোক ('আমি ঘোড়া চিনি না, কিন্তু ঘোড়েল চিনি' : শরদিন্দু)। তু. ধড়িবাজ।

ঘোনাকাটা বিণ. গলা-কাটা, উপরের ঠোঁট কাটা এমন (ঘোনাকাটা বলেই ওর কথাগুলো এমন খোনা খোনা)।

ঘোমটার মধ্যে খেমটা নাচ (উক্তি) প্রকাশ্যে সাধুতা এবং ভেতরে ভেতরে নষ্টামি।

ঘোল খাওয়ানো ক্রি. নাকাল করা, নাজেহাল করা (চাকরি দেবে দেবে করে আমাকে ঘোল খাওয়াচ্ছে)।

ঘোষানো প্র.- ক্রি. মুখস্থ করানো ('ডিকশনারি মুখস্থ করা কি বিষম ব্যাপার! তখন ঘোষানোর রীতি ছিল' : রাজনারায়ণ)।

ঘ্যাঁঙানো দ্র. ঘ্যাঙানো ('ঘ্যাঁঙায় শুধু ঘ্যানর ঘ্যানর—' : সুকুমার)।

ঘ্যাঁচড়া বিণ. একগুঁয়ে, অবাধ্য; নির্বোধ।
ঘ্যাঁচড়া পড়া ক্রি. বাধা পড়া।
ঘ্যাঁট বি. ১. পাঁচমিশালি অতিসিদ্ধ তরকারি; ২. কোনও কাজ পণ্ড করা।
ঘ্যাঁতরা দ্র. ঘ্যাঁচড়া।
ঘ্যাঙা বিণ. ঘ্যানঘ্যানে।
ঘ্যাঙানো ক্রি. কাজ আদায় না হওয়ার জন্য একই কথা বার বার বলে যাওয়া।
ঘ্যান ঘ্যান, ঘ্যানর ঘ্যানর অ. বার বার বলা একইরকম বিরক্তিকর কথা।
ঘ্যাম বি. বিণ. ১. অহংকার, গর্ব (মেয়েটার ঘ্যাম খুব/সেদিন ঘ্যাম নিচ্ছিল); ২. বিশিষ্ট, গণ্যমান্য; দুর্দান্ত সুন্দর, উৎকৃষ্ট (স্টেজে তখন ঘ্যাম ঘ্যাম লোক/সুবোধ একটা ঘ্যাম কবিতা পড়ল)।
ঘ্যামা দ্র. ঘ্যাম।



চকমা বি. ধাপ্পা (চকমা দিএ আক বাজি টেনে নাও — ধাপ্পা মেরে বাজি জেতো)। তু. চুককি।

চকমাদারি বিণ. রংচঙে (বাবা চকমাদারি ফোঁটা নিএ জপে বোসেচে, চেলা মেলাএ খাঙারি কোরচে পাখির লেগে — সর্দার রঙিন ফোঁটা কেটে জপে বসেছে, সাকরেদ মেলাতে মেয়ে চুরির সন্ধান করছে)।

চকর বকর, চগর বগর, চাকার বাকার বি. ছল চাতুরি ।

চকরা-বকরা বিণ. নানা রঙের ছাপছোপযুক্ত (আজকাল চকরা-বকরা জামার খুব চল হয়েছে)।

চকরু বি. ঘুমন্ত ছেলেকে যে চুরি করে।

চকার-বকার বি. অশ্লীল কথা, মুখখিস্তি (সে তো চকার-বকার ছাড়া কথাই বলতে পারে না)।

চকার-বকার করা ক্রি. অশ্লীল কথা বলা (ভদ্রলোকদের সামনে চকার-বকার করবে না বলে দিচ্ছি)। তু. শকার-বকার।

চক্কর বিণ. [< চক্কর] ১. ঘুরে বেড়ানো ; ২. ফাঁদ বা ষড়যন্ত্র ; ৩. মাথা ঘোরা ('সব মিলিয়ে মাথায় চক্কর লাগাবার মতো একটা ফ্যাশন প্যারেড চলছে যেন এখানে' : প্রফুল্ল)।

চক্ষু চড়কগাছ (উক্তি) বিস্ময়-বিস্ফোরিত চক্ষু ('আপনার তো চক্ষু চড়কগাছ' : সঞ্জীব)।

চক্ষু ছানাবড়া দ্র. চক্ষু চড়কগাছ ('আমার তো চক্ষু ছানাবড়া' : সত্যজিৎ)।

চখাচখি বি. প্রেমিক-প্রেমিকা।

চচ্চড়ি পাকানো ক্রি. ১. প্রবল খিদে (খিদেয় পেটে চচ্চড়ি পাকাচ্ছে) ; ২. কোনও বিষয়ের অতিচর্চা (ওই এক জিনিস নিয়ে আর চচ্চড়ি পাকিয়ো না তো)।

চটক বি. যাহা তাক লাগায় ; মনোহারিতা; চাকচিক্য ; বাহ্যাড়ম্বর (ড্রেসের চটক / কথার চটক)।

চটকানো ক্রি. [< চটকা] ময়দা আটা ভাত ইত্যাদি নরম জিনিস হাত দিয়া মাখা। বি. চটকানি।

চটকিলা বিণ. চটকদার (চটকিলা মেয়েটা কে রে?)।

চটটিওয়ালা বি. ১. হতদরিদ্র, নিঃসম্বল ; ২. ফালতু লোক।

চটটোপাধ্যায় বি. চটি।

চটা ক্রি. রাগা।

চটাই বিণ. রোগা, বাঁশের চটার সাদৃশ্যে।

চটাচটি বি. রাগারাগি।

চড়কগাছ বি. বিণ. (ব্যঙ্গে) অত্যন্ত দীর্ঘকায়; অত্যধিক ঢ্যাঙা (ছেলেটা দিনদিন চড়কগাছ হয়ে উঠছে)। দ্র. চক্ষু চড়কগাছ।

চড়কে কাঠি পড়া ক্রি. ১. গাজনের সময় ঢাকের বাদ্যি বাজতে শুরু করা (এখন চড়কে কাঠি পড়ার অপেক্ষায় আছি) ; ২. ঝগড়ার সূত্রপাত হওয়া (চিৎকার-চেঁচামেচি শুনেই বুঝেছি চড়কে কাঠি পড়েছে)।

চড়চাপড় বি. থাপ্পর, করতল দ্বারা আঘাত।

চড়বড়ে বিণ. চটপট কথা বলে এমন।

চড়ানো বিণ. চড় মারা ; উপরে তোলা (কাঁধে চড়ানো) ; চাপানো (পাল্লায় চড়ানো) ; জিনিসের মূল্য বাড়ানো।

চড়ুকে হাসি বি. ১. অট্টহাসি ; ২. বাণ ফোঁড়ার যন্ত্রণা সত্ত্বেও কষ্টকর হাসি, লোক দেখানো হাসি।

চণ্ডাল বি. রাগী, বদমেজাজি।

চতুরঙ্গ বি. মদ, মাংস, মহিলা ও মুদ্রায় আসক্ত।

চতুরবর্গ দ্র. চতুরঙ্গ।

চতুর্ভুজ হওয়া ক্রি. (ব্যঙ্গে) কৃতার্থ হওয়া; অত্যন্ত উৎফুল্ল হওয়া (প্রশংসা শুনেই এমন চতুর্ভুজ হয়ে যাও কেন?)।

চদু বি. বিণ. বোকা (তোর মত চদু আর দুটো নেই)।

চমকানো ক্রি. ঝলকিয়ে ওঠা, হঠাৎ ভীত বা বিস্মিত করা, আঁতকে ওঠা।

চমকিলা বিণ. চমকদার (চমকিলা ড্রেস / চমকিলা মেয়ে)।

চমচমা বিণ. মচমচে (মুড়িগুলি বেশ চমচমা)।

চম্পট দেওয়া ক্রি. পালানো (ব্যাগটা তুলে নিয়েই শালা চম্পট দিল)।

চম্বা বি. [< চম্বট + লম্বা] ১. ভবঘুরে ; ২. যে কেবলই পালিয়ে বেড়ায়।

চম্বুক বি. বিণ. যে ব্যক্তি সব কিছু প্রতিহত করতে সমর্থ (ওকে রুখবে কে? ও ছেলে চম্বুক)।

চরকিকাটা বি. বিণ. চরকিবাজির মত অবিরাম ঘোরাঘুরি করে এমন (ওর মত চরকিকাটা ফেরিওলা আমি দেখিনি)।

চরখি ক্রি. [< চরকি] ঘড়ির মেশিন (সীমান্ত চোরাকারবারি)।

চলতাই বিণ. চঞ্চল; চটুল (চলতাই পুরিআ—চটুল মেয়ে)।

চলতা-পুরিয়া বি. চালু অর্থের উগ্ররূপ, বেপরোয়া সমাজবিরোধী।

চলনবলন বি. চলাফেরা ও কথাবার্তা বা তার ধরন।

চলেবেল বিণ. [< চল্ + Able] চলনসই।

চশমখোর বিণ. চক্ষুলজ্জাহীন ; সম্পূর্ণ বেহায়া ; নির্লজ্জ ('সব থেকে ত্যাঁদোড় হল ডিস্ট্রিবিউটারগুলো, চশমখোর' : সুচিত্রা)।

চষে বেড়ানো ক্রি. তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ানো, নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানো।

চাউজি বি. পঁচিশ পয়সা বা সিকি।

চাঁই বি. মোড়ল, প্রধান, পাণ্ডা ('সাধু সমাজের দিগ্গজ চাঁইদিগের খাতির রাখিবেন না' : বিদ্যা)

চাঁই বুড়ো বি. দক্ষ কর্তা ; বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

চাঁছাছোলা বিণ. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

চাঁড়াল বি. [< চণ্ডাল] অমার্জিত ব্যক্তি ('ও ব্যাটা বামুনের ঘরের চাঁড়াল' : সুনীল)।

চাঁড়ালে রোখ বি. চণ্ডালের উপযুক্ত আক্রোশ ; একগুয়েমি, জিদ।

চাঁদা চিংড়ি বি. দরিদ্র, সাধারণ ব্যক্তি। তু. চুনোপুঁটি।

চাঁদা তুলে মার ক্রি. সকলে মিলে প্রহার, গণধোলাই।

চাঁদি বি. ব্রহ্মতালু।

চাকু, চাক্কু বি. [< হি.] ছুরি।

চাকুম চুকুম বি. চুম্বন।

চাক্কা বি. সাইকেল।

চাক্কু মারা ক্রি. ঠকানো।

চাঙ্গা বিণ. টাটকা ; তাজা।

চাট বি. মাদকদ্রব্যের সঙ্গে মুখরোচক খাদ্য।

চাটাই পাতা বি. প্রাইভেট টিউশনি (শিক্ষক)।

চাটি করা ক্রি. ধ্বংস করা।

চান করা ক্রি. স্নান করা।

চানকানো ক্রি. জড়তা বা আলস্যের ভাব দূর করা, চমকানো, প্রস্ফুট করা, সামান্য ভাজা।

চান্দু ঘোরানো ক্রি. মুখ ঘোরানো (দেখি, চান্দু ঘোরাও এদিকে)।

চাপ্পুস বি. সব কিছু চেপে যেতে চায় ; চাপাচুপি যার স্বভাব এমন (ও ব্যাটা চাপ্পুসের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই)।

চাবি দেওয়া ক্রি. ১. কথা বা কাজ বন্ধ করা; ২. কৌশলে অন্যের কাজের অগ্রগতি বন্ধ করা।

চাবুক বিণ. দারুণ (ছবি যা হয়েছে না মাইরি, চাবুক)।

চাম বি. ১. চামড়া (মানুষের চাম নেই ওর গায়ে) ; ২. সর্বক্ষণ চামড়ার মত গায়ে সেঁটে থাকে এমন (ঘোষবাবু বড়সাহেবের চাম)। দ্র. এঁটুলি।

চাম উকুন বি. নাছোড়বান্দা। দ্র. এঁটুলি।

চামকি বিণ. [< চমক]লোভনীয়, সুন্দর।

চামচা, চামচে বি. স্তাবক, বশংবদ, অনুগত সহকারী ('আমি গুরু তোমার চামচে' : প্রফুল্ল)।

চামচিকে বি. বিণ. ১. রোগা ; ২. কৃপণ।

চামচেবাজ বি. তোষামোদ। (চামচেবাজি করে খোচোরের দোকানে সুখা আনাতো — তোষামোদ করে জেলের পুলিশকে দিয়ে গুহ্যদ্বারে গাঁজা আনত)।

চামদড়ি বি. চামের রজ্জু ; কৃশ ও পাকানো; অত্যন্ত রোগা (রোদে ঘুরে ঘুরে আর না-নেয়ে না-খেয়ে লোকটা চামদড়ি হয়ে গেছে)।

চামপু বি. বিণ. চালাক।

চামর বি. ১. দাম বেশি চাওয়া; ২. উৎকৃষ্ট মানের জিনিস (বস্ত্র ব্যবসায়ী)।

চামরি মাল বি. সুশ্রী তন্বী যুবতী।

চামার বিণ. [< চর্মকার] ১. কৃপণ ; ২. নির্মম ব্যক্তি।

চামেট দ্র. চম্বুক।

চাম্পি বিণ. [ইং. Champion]দেখতে সুন্দর এমন (মেয়েটাকে চাম্পি দেখতে মাইরি)।

চারশো বিশ বি. প্রতারক — ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রতারণা সংক্রান্ত ধারাটির সংখ্যা ৪২০।

চালবাজ বি. ধূর্ত, মিথ্যা অহংকারী।

চাললুস বি. বিণ. ১. চালাক ; ২. চালবাজ।

চালান ক্রি. ১. দ্বীপান্তর, কারাগারে প্রেরণ ; ২. মালপাচার (চোরাচালান)।

চালিয়াৎ ক্রি. প্রতারক ('সাত্যকি তোমার কথা কতটা ভাবে? একের নম্বরের চালিয়াৎ' : সুচিত্রা)।

চালু বিণ. সপ্রতিভ ; সব বিষয়ে ওস্তাদ ; কাজ হাসিল করতে পারে এমন (ও চালু মাল, ঠিক বেরিয়ে যাবে)।

চালুনি বি. কঠোরভাবে বাছাই।

চালুপুরিয়া বি. ধূর্ত ব্যক্তি।

চিংড়ি বি. উঠতি যুবতী ['নিতান্ত একটা চিংড়ি (চ্যাংড়ার স্ত্রীলিঙ্গ) মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এলেন হিটলার—' : মুজতবা]।

চিঁড়ে চ্যাপ্টা বিণ. ভয়ংকরভাবে পিষ্ট হয়ে যাওয়া।

চিককু, চিকু বি. [< চিক্কন] সুন্দরী মেয়ে।

চিকন-চাকন বি. চাকচিক্য ; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

চিকরানো ক্রি. চিৎকার করা।

চিকুম কুম অ. আদর বা আনন্দ প্রকাশসূচক।

চিকে ফোড়া ক্রি. দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রাখা।

চিক্কুর পাড়া, - মারা ক্রি. চিৎকার করা।

চিঙড়ি দ্র. চিংড়ি

চিচিংফাঁক অ. ১. গুপ্তমন্ত্র-বিশেষ; ২. পালিয়ে যাওয়া।

চিজ বি. ১. আকর্ষণীয় বা আশ্চর্য বস্তু কিংবা ব্যক্তি ('সহরের প্রধান চিজ কাঞ্চনমণি মাথায় ধরিছি' : দীনবন্ধু) ; ২. ধূর্ত মন্দ লোক (তুমি একটি চিজ)।

চিটটা বি. টাকা (অপরাধ জগৎ)।

চিটবাজ বি. [ইং. Cheat] মেলায় যারা গহনা চুরি করে।

চিটিংবাজ বি. [ইং. Cheating] প্রতারক ('ক্লাবে সে তো আর একজন চিটিংবাজ বা ফোর-টোয়েন্টি নয়' : প্রফুল্ল)।

চিটিংবাজি করা ক্রি. ঠকানো, প্রতারণা করা (আমার সঙ্গে চিটিংবাজি করলে তার ফল হাতে হাতে পাবে)।

চিড়িয়া বি. ১. ধূর্ত বা অদ্ভুত মানুষ ('কত আজব চিড়িয়াই যে আছে এই শহরে' : সুচিত্রা) ; ২. সুন্দরী এবং চনমনে মেয়ে।

চিনেপাতা বি. চা পাতা (গ্রাম্য)।

চিনেবম বি. উগ্রজাতের মদ।

চিপটান কাটা, - ঝাড়া, চিপটেন কাটা, - ঝাড়া, ক্রি. ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা, টিপ্পুনি কাটা (সে আড়ালে আমাকে যা খুশি বলুক, কিন্তু সবার সামনে চিপটেন কাটবে কেন?)। তু. টিপ্পুনি কাটা।

চিপ্পু, চিপ্পুস বিণ. কৃপণ ('তুমি হেভি চিপ্পুস আছো' : সুচিত্রা)।

চিমঠু বিণ. ঝগড়াটে, চিমটিয়ে, বিনা কারণে ঝগড়া বাঁধাতে পটু।

চিমড়ে বিণ. অতি শীর্ণ ('শরীরটা চিমড়ে হওয়া সত্ত্বেও ... আস্তিনের ভেতর বাইসেপ টিপে দেখেন' : সত্যজিৎ)।

চিমনি বি. চোরাইমালের ক্রেতা। তু. ছাপানো-লুকানো।

চিমনিসুইপ বি. অধুনা লুপ্ত বাড়ি বা কারখানার চিমনি পরিষ্কার করে যে ('একজন বাবু বাটপাড়ি কোরে খোসনাম লিখে চিমনিসুইপ ও মিতুয়া সাহেবদের খয়ের খাঁ হন' : কেদার)।

চিল ওড়া ক্রি. সীমান্তরক্ষী বাহিনীর স্পিড বোট ছাড়া (সীমান্ত-চোরাচালান)।

চিলকিবাজি বি. অতি বাড়াবাড়ি।

চিলবিল বি. গোলমাল, হাঙ্গামা।

চুঁচি বি. যুবতীর স্তন বা স্তনের বোঁটা।

চুঁচে দেওয়া ক্রি. [< চেঁছে দেওয়া] প্রহার করা (শালাকে ধরে চুঁচে দে)।

চুকর্কি বি. ধাপ্পা, ঠকানো (দেখলেন, কেমন চুকর্কি দিয়ে গেল আপনাকে?)।

চুকলি বি. ক্রি. কারও নামে অন্যের কাছে নিন্দা করা বা গোপনীয় ব্যাপার ফাঁস করে ক্ষতি করা ('খুরকি নিশ্চয়ই চুকলি খেয়েছিল' : স.ম.)।

চুকলি কাটা, চুকলি খাওয়া বি. ক্রি. ১. আড়ালে নিন্দা করা বা কুৎসা করা ;

২. একজনের কথা অন্যজনকে বলে লাগানি-ভাঙানি দেওয়া (মেয়েদের মত চুকলি খাওয়া আমি পছন্দ করি না)।

চুকলিখোর বি. চুকলি কাটে বা খায় এমন (ঝি-চাকর মাত্রেই চুকলিখোর হয়)। স্ত্রী. চুকলিখাগী

চুকলিবাজি দ্র. চুকলি।

চুটকি বি. বিণ. আংটি বিশেষ, তুড়ি, চিমটি, অল্প-কথায় ব্যক্ত সরস ও সরল রচনা বা গল্প, টিকি (চৈতন-চুটকি)।

চুটকিবাজ বি. চুরি করেছে এমন কর্মচারী।

চুতমারানি বি. ১. বেশ্যা; ২. উভলিঙ্গ গালিবিশেষ ('আব্বে দে না হালায় চুতমারানি' : আখতার)।

চুতিয়া বি. অসভ্য, অসামাজিক, মূর্খ।

চুদমারানি, চুদিরভাই বি. অশ্লীল গালি। সর্থ. চুতমারানি।

চুদুরবুদুর করা ক্রি. ছলাকলা করা।

চুনোপুঁটি বি. অতি নগণ্য ('আমি তো চুনোপুঁটিস্য চুনোপুঁটি' : সুনীল)।

চুপকি বি. ক্রি. ১. ধাপ্পা; ক্রি. ২. মালগাড়ির চাকার কাছাকাছি লুকিয়ে থাকা (চুপকিতে লেগে যা—চাকার কাছে লুকিয়ে পড়)।

চুপিসাড় বিণ. খুব আস্তে।

চুমকি দ্র. চম্বুক।

চুমকুড়ি বি. চুমু খাওয়ার মত শব্দ।

চুমরানো ক্রি. মিষ্ট কথায় ভুলানো।

চুমা ক্রি. চুম্বন করা ; স্পর্শ করা (আকাশ যেখানে মাটি চুমেছে)।

চুয়া বি. [হি. চুহা = ইদুঁর] ছুকছুকে পলাতক স্বভাববিশিষ্ট ; (তুচ্ছার্থে) গুরুত্বহীন ব্যক্তি।

চুয়াড় বি. অস্পৃশ্য; অসভ্য।

চুরনি বি. স্ত্রী-চোর, চুন্নি।

চুরিচামারি বি. চুরি এবং ওইরূপ অপকর্ম।

চুলকানি বি. ১. বাড়াবাড়ি; ২. কামোত্তেজনা।

চুলকে ঘা করা ক্রি. স্বেচ্ছায় সমস্যা ডেকে আনা।

চুলকে দেওয়া ক্রি. প্ররোচিত করা ('নিজে ডেকে ডেকে যখন চুলকে দিচ্ছে তখন... আরো খেল টেল দেখাবে' : প্রফুল্ল)।

চুলকোনো দ্র. চুলকে দেওয়া।

চুলবুল বি. চঞ্চলতা ('অন্য মেয়েছেলে দেখলেই আপনারা এত চুলবুল করেন কেন বলতে পারেন?' : সঞ্জীব)।

চুলবুল করা ক্রি. উসখুস করা, চঞ্চলতা বা অস্থিরতার ভাব করা (কী হয়েছে? অমন চুলবুল করছ কেন?)।

চুলবুলানি বি. অস্থিরতা, উসখুস ভাব, চঞ্চলতা (তোমার ওই চুলবুলানি বন্ধ না হলে তুমি কোনও কাজই ঠিকমত করতে পারবে না)।

চুলুম বি. গাঁজার কলকে।

চুল্লু বি. দেশি গাঁজানো মদ ('আগে চুল্লু খেত, আসার সময় দেখে এসেছি বিলিতি খাচ্ছে' : সঞ্জীব)।

চুসকি বি. ১. বেশ্যা; ২. বিড়ি।

চুসনি বি. ঠোঁট।

চেংড়া বি. অর্বাচীন, অপরিণত-বুদ্ধি, চপলমতি, কমবয়স্ক, ছ্যাবলা তরুণ। তু. চ্যাংড়া।

চেংড়ামি বি. চেংড়ার ভাব, ছেবলামি। তু. চ্যাঙরামি।

চেকনাই বি. ১. ঔজ্জ্বল্য, চকচকে আভা ;

২. স্বাস্থ্য বা অর্থের প্রাচুর্যে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি ('এখন তো সব বাইরের চেকনাই ভেতরে ঠুনকো-' : তপো)।

চেটাং চেটাং অ. কর্কশ বাক্য; রূঢ় কথা। দ্র. চ্যাটাং চ্যাটাং

চেপে বলা ক্রি. ফিস ফিস করে বলা।

চেপে যা ক্রি. ১. কথা বন্ধ কর ; ২. গোপন কর।

চেম্বার বি. রিভলবার (পাড়ার অনেকেরই পকেটে এখন দিশি চেম্বার)।

চেম্বার শো করা ক্রি. পিস্তল বের করে ভয় দেখানো (চেম্বার শো করল, পকেটে যা ছিল বের করে দিতে হল)।

চেরনদাঁতি বি. চিরুনির মত দাঁত যার।

চৈতন বি. ১. টিকি ; ২. নির্বোধ ব্যক্তি, ক্যাবলা।

চৈতনচুটকি বি. টিকি।

চৈতনফক্কা, চৈতন্যফক্কা বি. গুচ্ছ টিকি ('মাথার মাঝখানে গাছকতক চুল রাখলে... কেহ বলছে চৈতনফক্কা...' : ভোলা/'মাথা নেড়া, মধ্যে তরমুজের বোঁটার মত চৈতন্যফক্কা' : হুতোম)।

চোঁ চোঁ অ. ১. অতি দ্রুত দৌড় ; ২. ক্ষুধার অনুভূতি ('সক্কাল বেলায় উঠেই পেটের মধ্যে চোঁ চোঁ করতে আরম্ভ করেছে' : রবীন্দ্র)।

চোকলা বি. টুকরো।

চোখ উলটির মাস্টার বি. চোখের নিমেষে কোনও কিছু অস্বীকার করে, অবস্থান বদলে দেয় এমন লোক।

চোখখাকী বিণ. (গালিতে) দৃষ্টিহীনা, হিতাহিতজ্ঞানশূন্যা।

চোখ গালা, চোখ গেলে দেওয়া ক্রি. (গালিবিশেষ) চোখে খোঁচা দিয়ে চোখ নষ্ট করা (ওভাবে তাকালে চোখ গেলে দেব)।

চোখ টাটানো ক্রি. ঈর্ষা ('ডাইনে-বাঁয়ে পয়সা, যদি আমাদের চোখ টাটায়' : সুচিত্রা)।

চোখ টেপা ক্রি. নীরবে কিছু ইঙ্গিত করে থামতে বলা।

চোখ মারা ক্রি. চোখের ইঙ্গিত ('বিলুর দিকে তাকাতেই বিলু চোখ মারল' : স. ম.)।

চোখ লড়ানো ক্রি. চোখে চোখে ইশারা করা (অপরাধ জগৎ)।

চোঙা গতানো ক্রি. ফোন করা।

চোট বি. আঘাত, ক্ষতি ('এইসব ছোটখাটো দোকানদারকে চোট দিয়ে কী হবে?' : প্রফুল্ল)।

চোট খাওয়া ক্রি. ১. ক্ষতি হওয়া ; ২. মানসিক আঘাত পাওয়া।

চোটপাট বি. বকাবকি ('...আমার ওপর চোটপাট করো কেন?' : সুনীল)।

চোট হওয়া ক্রি. লোকসান, হারিয়ে যাওয়া বা চুরি যাওয়া ('বাড়ির ভাত তো চোট হয়ে গেল' : স. ম.)।

চোট্টাখোর বি. সুদখোর।

চোট্টা বি. চোর, প্রতারক।

চোতা বি. বিণ. [< সং. চ্যুত] ১. পরীক্ষায় নকল করার ফালি টুকরো কাগজ; ২. শিক্ষকের দেওয়া নোটস্ ; ৩. সস্তা খেলো ('এক ঝুড়ি চোতা কাগজ' : হুতোম)।

চোদ্দ বিণ. রমণযোগ্য ; প্রকাশ্যে কোনও

মেয়ের সামনে উচ্চারণ করলেও মনে হবে ১৪, একটি নিরীহ সংখ্যা; আসলে কিন্তু বলা হচ্ছে চোদ্য।

চোদনা বিণ. নির্বোধ।

চোদা ক্রি. [< সং. চুদ্] রমণ করা, অশ্লীল।

চোদাচুদি বি. রমণকার্য।

চোনটুল বি. [< চোঙা + টুল অর্থাৎ প্যান্টুল] চোঙা প্যান্ট।

চোপরা করা . ক্রি. রুক্ষভাবে কথা বলা, দুর্বিনীতভাবে কথার জবাব দেওয়া (এইটুকু ছেলে এমন চোপরা করে যে ওর সঙ্গে কথাই বলতে ইচ্ছে করে না)।

চোপা বি. মুখঝামটা ('...শান্তিপুরের হাতনাড়া, গুপ্তিপাড়ার চোপা' : প্রব.)।

চোমকে রাখা ক্রি. ১. নজর রাখা; ২. বোমা ছুরি প্রভৃতি দেখিয়ে ভয় পাওয়ানো।

চোমরানো, চুমরানো ক্রি. ভুলানো, খোশামোদ করা; পাকানো (গোঁফ চোমরানো)।

চোয়াড়ে বিণ. অমার্জিত, বর্বর ('অভয়পদ নামে চোয়াড়ে চেহারার এক কাকা প্রায়ই আসত টাকা চাইতে' : সুনীল)।

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই (উক্তি) বিভিন্ন মন্দ লোকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। **চোরের উপর বাটপাড়ি**—সবল মন্দ ব্যক্তির হাতে দুর্বল মন্দ ব্যক্তির লাঞ্ছনা (চোর যা গোপনে চুরি করে ডাকাত তা প্রকাশ্যে চোরের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়)। **চোরের মার বড় গলা**—চোরের অপরাধ গোপন করার চেষ্টায় চোরের মার সাধুতার বড়াই।

চোস্ত বিণ. তুখোড়; চালাক; পারদর্শী; শুদ্ধ ও সুন্দর।

চৌপট বিণ. বিনষ্ট ('চাকরি চৌপট হলেও অনাহারে ভেটকে যাবে না' : সঞ্জীব)।

চৌপর দিন বি. সমস্ত দিন।

চৌপহর বি. রোজ।

চ্যাংড়া বি. বিণ. ১. ফাজিল, বখাটে, প্রগলভ (চেংড়াফেংড়ার কথায় রাগ করতে নেই); ২. নব্যযুবক ['কতকগুলো চেঙড়া (চ্যাংড়া) ছোঁড়া শুনিয়া বলিল—আরও পদবৃদ্ধি?' : বঙ্কিম]।

চ্যাংড়ামি, চ্যাংড়ামিপনা বি. চ্যাংড়ার হাবভাব।

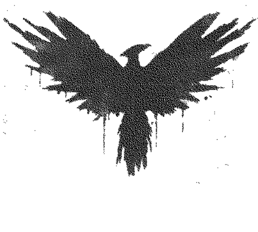
চ্যাংদোলা বি. বিণ. ঝুলিয়ে তুলে নেওয়া ('হ্যাংলা হাতী চ্যাংদোলা' : সুকুমার)।

চ্যাঁট বি. পুরুষাঙ্গ ও তৎসংলগ্ন চ্যাটালো স্থান ; অশ্লীল গালিবিশেষ।

চ্যাটাং চ্যাটাং বিণ. মুখে মুখে উদ্ধত কথা ('...জ্যোতির এই বয়েসেই কথার মধ্যে একটা চ্যাটাং চ্যাটাং ভাব আছে' : সুনীল)।

চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বি. রূঢ়ভাবে বলা বড় বড় কথা (কাজের বেলায় নেই, মুখে কেবল চ্যাটাং চ্যাটাং কথা)।

চ্যালাচামুণ্ডা বি. সঙ্গীসাথী, দলবল ('যখনই দেখি, চ্যালাচামুণ্ডা ঘিরে রয়েছে' : সুচিত্রা)।



ছ'আনার মাল বি. সস্তার বা খেলো জিনিস (ও সব ছ' আনার মাল আমি কিনি না)।

ছ'ইঞ্চি বি. ১. মাঝারি ছুরি; ২. পুং. জননেন্দ্রিয় (সমাজবিরোধী)।

ছ'ইঞ্চি নামানো ক্রি. মাথা কেটে নামিয়ে ফেলা (বেশি গরম দেখালে দিবি শালার ছ'ইঞ্চি নামিয়ে)।

ছক বি. ১. চুরির নকশা ২. মনের মিল (ছকে মিললেই মিলজুল হয়ে যাবে)।

ছকড়া নকড়া, নকড়া ছকড়া বি. অবহেলা, উপেক্ষা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য।

ছকড়া নকড়া করা ক্রি. তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা (সব কথাতেই তোমরা ছেলেটাকে এমন ছকড়া নকড়া করো কেন? এতে ওর উৎসাহ কমে যায়)।

ছকানো ক্রি. ১. অন্যমনস্ক করে দেওয়া (ওকে ছকানো খুব সোজা); ২. ঠকানো (তাসে বসলে ছকাবি না কিন্তু)।

ছক্কড় বি. নিকৃষ্ট গাড়ি।

ছক্কা বি. ১. জুয়া <তাসের ছক্কা; ২. চুরি ; ৩. ছ'টাকা; ৪. চুম্বন।

ছক্কা-পাঞ্জা করা, ছক্কাই পাঞ্জাই করা ক্রি. লম্বা-চওড়া কথা বলা, বড়াই করা, জাঁক করা (লোকটা মুখে যতই ছক্কাই পাঞ্জাই করুক, কাজে তেমন কিছু নয়)।

ছ-ঘরা, -ঘড়া বি. পিস্তল। তু. চেম্বার।

ছড় খাওয়া ক্রি. সামান্য আঘাত পাওয়া (বিটু সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে ছড় খেয়েছে)।

ছড়ে যাওয়া ক্রি. চিকিৎসা বা অপারেশনে গোলমাল হয়ে যাওয়া (অ্যালাপ্যাথিক চিকিৎসা)।

ছনছন বি. বিণ. সরসতা, কোমলতা বা জ্বর-জ্বর ভাব সূচক অনুকার (সর্দিতে মুখখানা ছনছন করছে/ছনছনে শশা)।

ছপ্পর ফাঁড়কে বিণ. [< হি.] অপরিমিতভাবে ('ছপ্পর ফাঁড়কে সন্তান সন্ততি' : সঞ্জীব)।

ছপ্পরবাজ বি. পকেটমারের সাকরেদ।

ছপ্পরে বিলা করে দেওয়া ক্রি. গোপনে মারা (আমাকে তো চেনে না, একদিন ধরে ছপ্পরে বিলা করে দেব)।

ছব্বা বি. [< শ্রী] আকৃতি, চেহারা (একদিন হাজতে থেকে ছব্বা কী হয়েছে মাইরি!)।

ছবি পালটে দেওয়া ক্রি. নির্মম প্রহার করা (সেদিন ছেনোর দল বাগে পেয়ে গুলার ছবি পালটে দিয়েছে)।

ছয়লাপ বিণ. জলে ভেসে যাওয়ার অবস্থা, অত্যধিক অপচয় (বিয়েবাড়িতে খানাপিনার ছয়লাপ চলছে); বিশৃঙ্খল, জিনিসপত্রের ছড়াছড়ি (মালপত্রে ঘরদোর একেবারে ছয়লাপ হয়ে আছে) ; ধ্বংস (ওলাওঠায় গ্রাম ছয়লাপ হয়ে গেল)।

ছত্রকট বি. এলোমেলো, অবিন্যস্ত ('সংস্কৃতি লিখিতে গিয়া বিলক্ষণ ছত্রকট করিয়াছেন' : বিদ্যা)।

ছত্রকুটে বিণ. বিশৃঙ্খল, এলোমেলো (একান্নবর্তী পরিবার মানেই ছত্রকুটে সংসার)।

ছত্রকোট বি. বিশৃঙ্খলা, চরম অব্যবস্থা (বিয়ের পরদিন ও বাড়ি গিয়ে দেখি কাজকর্মের ছত্রকোট লেগে গেছে)।

ছলছুতা, -তো বি. অছিলা, অজুহাত (সব সময় কাজ না করার ছলছুতো খোঁজে)।

ছলবল অ. থইথই (জলে চারদিক ছলবল করছে)।

ছলা ক্রি. বলা। (বিলা ছলাস্ না — বাজে বকিস না)।

ছলাকলা বি. মনভোলানো কৌশল ('শিখিনি ছলাকলা অবলা নারী': গিরিশ)।

ছলিবলি, ছল্লিবল্লি বি. টালবাহানা, কথার খেলাপ, মিথ্যা অজুহাত (সোজা সাপটা কথা বলবে, তা না শুধু ছল্লিবল্লি)।

ছল্লু, ছুল্লু বি. প্রবঞ্চক বিশেষ, যে ব্যক্তি নিশ্চিত কথা দিয়েও বার বার তার খেলাপ করে (ও শালা ছল্লু। ওর কোনও ভরসা আছে?)।

ছা, ছাও বি. ছানা।

ছাওয়াল, ছাবাল বি. অল্পবয়স্ক, শিশু, সন্তান, ছেলে (আঞ্চলিক)।

ছাঁকা কথা বি. খাঁটি কথা, ঠিক কথা (আমি ভাই ছাঁকা কথার মানুষ)।

ছাঁদা বি. ভোজনের পর গৃহে বেঁধে নিয়ে যাবার জন্য অতিরিক্ত আহার্য।

ছাড়পুছ্ বি. প্রাপ্য অর্থের কেটে নেওয়া অংশ (লোকনাট্য দল)।

ছাড়া ক্রি. বাড়িয়ে বলা, মিথ্যে কথা বলা (সেই থেকে তুই শুধু ছাড়ছিস)। দ্র. গুলমারা।

ছাতা করা ক্রি. কিছু না করতে পারা (তুই আমার ছাতা করবি)।

ছাতা পড়া বিণ. অতি পুরনো, বাতিলযোগ্য।

ছাতি ফোলানো ক্রি. নির্ভয় আচরণ করা, শক্তি জাহির করা, আস্ফালন করা (পুলিশ খুঁজে পাচ্ছে না, অথচ দুষ্কৃতীরা ছাতি ফুলিয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে)।

ছাতুখোর বি. বিহারদেশীয় ব্যক্তি ('ছাতুখোর তো ফায়ার' : মুজতবা)।

ছানকি বি. পতিতা।

ছানা-চিনি-মাখন বি. আধুনিকা সুন্দরীদের খাটো ব্লাউজ ও নাভির নিচে শাড়ি ; মধ্যবর্তী ঝকঝকে পেট ও পিঠের নিম্নাংশের প্রতি লুব্ধ যুবকদের ইঙ্গিত।

ছানাপোনা বি. ছোট ছোট ছেলেমেয়ে (এতগুলো ছানাপোনা নিয়ে কেউ ওই ভিড়ের বাসে ওঠে?)।

ছানাবড়া বি. বিস্মিত বড় বড় চোখের অবস্থা ('কোন দিকে যাব ভাবতে ভাবতেই আমার চোখ একেবারে ছানাবড়া' : নারায়ণ)।

ছাপকি বি. খানকি।

ছাপা বি. পাছা (উদ্দেশ্যমূলক অক্ষর বিপর্যয়)।

ছাবকাবাজ বি. সক্রিয় পায়ুকামী।

ছাম বি. রূপসী যুবতী।

ছামকি দ্র. চামকি।

ছামা বি. লিঙ্গমণি বা যোনিমধ্যস্থ ক্লেদ।

ছালন (ছালুন) চাখা বিণ. বি. যে বেশিদিন কোনও কাজেই লেগে থাকে না, ক্রমাগত চেখে বেড়ায় এমন, ক্রমাগত চেখে বেড়ানো (এই ছালন চাখা বন্ধ করে এখন তোমার কোথাও একটু থিতু হওয়া দরকার)।

ছিঁচকাঁদুনে বিণ. যে কেবল নাকে কাঁদে ('...দরদাম ঠিক করে একটি ছিঁচকাঁদুনে দুধের মেয়ে বিয়ে করে এনে মানুষ করতে বসবে...' : রবীন্দ্র)।

ছিঁচকে বি. নিম্নস্তরের চোর।

ছিঁচকে চোর দ্র. ছিঁচকে।

ছিঁচকেমি দ্র. ছিঁচকে ('এখানে ওখানে ছিঁচকেমি করে সময় কাটায় আর দিদির ঘাড়ে বসে খায়' : তপো)।

ছিট বি. পাগলামি।

ছিটকিনি বি. পাইপগান (আরে রাখ, অমন ছিটকিনি অনেক দেখেছি)।

ছিটিয়াল, ছিটেল বি. বিণ. অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে এমন লোক ; পাগল-পাগল ভাব।

ছিনতাই, - বাজ বি. কোনও কিছু অতর্কিতে কেড়ে নেওয়া ও যে কেড়ে নেয় এমন দুষ্কৃতী।

ছিনাল, ছেনাল বি. ভ্রষ্টা রমণী, কুলটা, ব্যভিচারিণী স্ত্রী।

ছিনালপনা বি. ছিনালির ভাব বা ছিনালের আচরণ।

ছিনালি বি. উক্ত রমণীর চাতুরি বা হাবভাব অথবা মিথ্যা প্রণয় — মান-অভিমান প্রভৃতির ভান।

ছিপলি বি. সুশ্রী তন্বী যুবতী।

ছিপানো ক্রি. লুকনো, লুকিয়ে রাখা।

ছিপি বি. ছিনতাই পার্টি।

ছিপি আঁটা, দেওয়া ক্রি. কান বন্ধ করা, না-শোনার জন্য প্রস্তুত হওয়া (এসেই বাণী দেবে, ছিপি এঁটে নে)।

ছিবড়ে মাগী/মিনসে বি. বয়সের কারণে ও চর্বিত বস্তুর মত বহু ব্যবহারে অসার মহিলা বা পুরুষ।

ছিরকুটে দ্র. ছরকুটে।

ছিরকুট্টি বি. কাজের বিশৃঙ্খলা। দ্র. ছরকোট।

ছিরি বি. শ্রী, লাবণ্য, রূপ।

ছিরিছাঁদ বি. আকারপ্রকার।

ছিষ্টিছাড়া বিণ. সৃষ্টির অতীত ; যা দেখতে বা শুনতে পাওয়া যায় না (ছিষ্টিছাড়া কাণ্ড/ছিষ্টিছাড়া কথা)।

ছুঁচিবাই বি. অশুচি হবার ভয়ে সর্বদা শঙ্কিত ভাব (হিন্দু বিধবাদের ছুঁচিবাই ক্রমশ কমছে)।

ছুঁচো বি. নিম্নশ্রেণীর দুষ্ট ব্যক্তি ('ও ছুঁচো! ভাল, আমি দেখি কেমন তুমি ব্যবহার কর স্ত্রীলোকের সহিত' : গে. লি)।

ছুঁচোয় ডন মারা ক্রি. প্রচণ্ড খিদে পাওয়া (কিছু না খেলে আর পারছি না, সকাল থেকে পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে)।

ছুঁচোর কেত্তন বি. ঝগড়াবিবাদ, কোলাহল ; দৈন্যদশা ('বাইরে কোঁচার পত্তন ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন' : প্রব.)।

ছুঁড়ি বি. তরুণী, বালিকা। পুং. ছোঁড়া।

ছুকরি বি. নবযুবতী, কিশোরী। পুং. ছোকরা; মহিলা চরিত্রে অভিনয়কারী পুরুষ অভিনেতা (লোকনাট্য দল)।

ছুছুন্দরি বি. স্ত্রী ছুঁচো।

ছুটকি,-কী বি. কনিষ্ঠা, সবচেয়ে ছোট মেয়ে।

ছুটকো মেয়ে বি. যে নারী সকলের কাছে গমন করে।

ছুটো বি. খুচরো খরিদ্দার (যৌনকর্মী)।

ছুতো বি. ছল।

ছুন্নত বি. ইহুদি ও মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত পুরুষাঙ্গের মুখের চামড়া কাটার অনুষ্ঠানবিশেষ।

ছুপা রুস্তম বি. যে নিজ গুণাবলী সহজে প্রকাশ করে না ('যাব্বাবা! তুমি তো ছুপা রুস্তম' : স. ম.)।

ছুপে ধরা ক্রি. চেপে ধরা (ওকে ছুপে ধর তো)।

ছুপে যাওয়া ক্রি. পালানো, লুকিয়ে পড়া (ওই শালা আবার আসছে, ছুপে যা)।

ছেঁকে নেওয়া ক্রি. অতিরঞ্জিত কথা থেকে সন্দেহজনক অংশ বর্জন করা (বলে যাক, তুই কিন্তু ছেঁকে নিস)।

ছেঁচড়/ছেঁচড়া বি. নীচাশয়, প্রতারক (চোর ছেঁচড়া); স্বল্পপ্রত্যাশী।

ছেঁচড়া বি. মাছের কাঁটা তেল ও শাক-সবজির ঘণ্ট।

ছেঁদো বিণ. তুচ্ছ, অন্তঃসারহীন ('...এই সভ্যবাবু বলিলেন, এই ত ছেঁদো কথা বুঝেন না' : ভোলা)।

ছেঁদো কথা বি. অসার বা বাজে কথা, যে কথার উপর আস্থা রাখা যায় না (তোমার ছেঁদো কথায় আর ভুলছি না)।

ছেচকি বি, [< রেজকি] (খুচরা পয়সা ছেচকি ভরা—খুচরো পয়সা তোলা)।

ছেটকুত্তা বি. জেলপুলিশ।

ছেতরে পড়া ক্রি. ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়া (বইগুলো এমন ছেতড়ে পড়ল কী করে?)।

ছেনকা বি. ১. বাচ্চা ছেলে ; ২. নিষ্ক্রিয় পায়ুকামী।

ছেনালি বি. (গ্রাম্য) ছদ্ম প্রেমাভিনয়, নারীর অশালীন গায়ে পড়া আচরণ ('ছুঁড়ীর কি চমৎকার রূপ গা, আর একটু ছেনালিও আছে' : মধু)।

ছেপ বি. থুথু।

ছেবলা দ্র. ছ্যাবলা।

ছেবলামি বি. ছেবলার ভাব বা আচরণ।

ছেমড়ি বি. নবযুবতী। পু. ছেমড়া।

ছেমো বি. খদ্দেরকে জব্দ করার উপায় (যৌনকর্মী)।

ছেমোচাপা বিণ. ভয়ে অভিভূত, থমথমে ('ওই দেখ ছেমোচাপা ছমছমে আসে রাজা' : গিরিশ)।

ছোঁকছোঁক অ. শোঁকার জন্য নাসিকার শব্দ সূচক অনুকার; লোভজনিত চাঞ্চল্য সূচক অনুকার। (খাওয়ার জন্য ছোঁকছোঁক করা)।

ছোঁকছোঁকানি বি. লোলুপতার জন্য চাঞ্চল্য প্রকাশ।

ছোঁকানো ক্রি. কার্যসমাধা করা।

ছোঁচা বিণ. হ্যাংলা ('আগে ছিলাম ছোঁচা বেড়াল, ধর্মে দিয়েছি মন ...' : প্রব.)।

ছোঁচানো ক্রি. মলত্যাগের পর জলশৌচ করা (সাহেবমেমরা শুনেছি হেগে ছোঁচায় না)।

ছোঁড়া দ্র. ছ্যামড়া।

ছোকরা বি. বিণ. (অবজ্ঞায়) বালক, ছোঁড়া, কিশোর, নবযুবক ; অল্পবয়স্ক, বালকবয়সী। স্ত্রী. ছুকরী।

ছোকরাবাজ বি. সক্রিয় পায়ুকামী।

ছোট-খোকা বি. মদের ছোট বোতল।

ছোট পাত্তি বি. দশ টাকা (সমাজবিরোধী)।

ছোট বাইরে বি. প্রস্রাব করতে বাইরে যাওয়া ('ব্রহ্মতালুতে চাঁটা খেলে, রাতে বিছানায় ছোট বাইরে করে ফেলার কথা আমরা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি' : সঞ্জীব)।

ছোটবাবু বি. [< ছুটকো] যে লোক মাঝেসাঝে বেশ্যালয়ে গমন করে।

ছোট মাল বি. ১. কিশোরী ; ২. হাত বোমা (এখনকার অপারেশনে ছোট মাল স্রেফ খেলনা)।

ছ্যা অ. ছি-ছি; ঘৃণা (ক্রিকেট-হিরোরা এমন করে মাল্লু কামাচ্ছে, ছ্যা!)।

ছ্যাঁচড় দ্র. ছ্যাঁচড়া ('পেতল-কাঁসার জিনিস, তাই চোর-ছ্যাঁচড়ে নিয়ে যায়' : সুনীল)।

ছ্যাঁচড়া বি. বিণ. নিম্নশ্রেণীর দুষ্ট বা দুষ্টকর্ম ('আরে ওদের যত ডার্টি ছ্যাঁচড়া কাজ' : প্রফুল্ল)।

ছ্যাড়াব্যাড়া করা ক্রি. ছত্রাকার করা, চারদিকে এলোমেলো ছড়িয়ে রাখা (বইপত্র, খাতা কলম, সব এমন ছ্যাড়াব্যাড়া করে রেখেছ কেন?)।

ছ্যাতরা-ভ্যাতরা বিণ. নোংরা বা ছেঁড়াফাটা; এলোমেলো, বিশৃঙ্খল (এমন দামী জিনিসগুলোকে এভাবে ছ্যাতরা-ভ্যাতরা করে রাখল কে?)।

ছ্যাদর প্যাদর বিণ. আজেবাজে।

ছ্যাবলা বি. বিণ. প্রগলভ, চপলপ্রকৃতি, বাচাল (এমন ছ্যাবলা আমি আগে দেখিনি)।

ছ্যামড়া বি. পিতৃমাতৃহীন বালক ; অনাথ বালক ; ছেলেদের গালির সম্বোধন (এই ছ্যামড়া, এ তোর কেমন আক্কেল রে!)।

জক দ্র. জগ দেওয়া।

জক্কি বিণ. চতুর, ধূর্ত (জক্কি মেয়ে)।

জগজগ অ. উজ্জ্বলতা সূচক অনুকার, ঝকমক, ঝকঝক।

জগ দেওয়া ক্রি. [ইং. Jack] প্রতারিত করে কিছু আদায় করা, জবরদস্তি আদায় করা ('বরং লোকটাকে জগ দেয় অনেকেই' : সমরেশ)।

জগাখিচুড়ি বি. অসঙ্গত মিশ্রণ ('পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানের সঙ্গে কুরআনকে মিলিয়ে একটা জগাখিচুড়ি বানাচ্ছে' : গৌর)।

জটাসিং বি. গাঁজা; শুকনো পাকানো গাঁজা জটার মত দেখায়, তাই জেলের মধ্যে কয়েদিরা গাঁজাকে জটাসিং বলে।

জনতা বিণ. নিকৃষ্ট মানের, সাধারণ মানের, স্বপ্নমূল্য, যেমন, জনতা শাড়ি, জনতা স্টোভ।

জন্মের ঠিক না থাকা ক্রি. (অশ্লীল গালিবিশেষ) জারজ হওয়া, বেজন্মা হওয়া (ব্যাটার নিজেরই জন্মের ঠিক নেই, ও আবার আমাকে শাসন করে!)।

জপানো ক্রি. ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিজের মতে বা পক্ষে আনা; মিষ্টি কথা বলে রাজি করানো (ছেলেটাকে অনেক কষ্টে জপিয়েছি—তুমি আবার ভাঙানি দিয়ো না)। তু. গছানো।

জবরজং,জবরজঙ্গি ক্রি ১. ঘিঞ্জি, স্থূল অসুন্দর সমাবেশ ; ২. সাংঘাতিক ('ইচ্ছে করছে এই জবরজঙ্গি শীতটা ঘুচে গিয়ে... বসন্তের বাতাস দেয়' : রবীন্দ্র)।

জবাব নেই বিণ. তুলনাহীন, সুন্দর, চমৎকার (সৌরভের কী ব্যাটিং মাইরি, জবাব নেই)।

জবালা বি. বেশ্যা।

জবুথবু বিণ. জড়োসড়ো।

জম্পেশ করে ক্রি.-বিণ. তৃপ্তিদায়ক, সুখকর ('দল বেঁধে বেরিয়ে এসে মানুষ সেগুলো বেশ জম্পেশ করে শুনল' : স. ম.) ; খুব করে, জমিয়ে, কষে ('দড়ির ফাঁসে হাত-পা তার জম্পেশ করে বাঁধা হয়ে গেছে' : প্রেমেন্দ্র)।

জরদ্গব বি. জরাগ্রস্ত, অকর্মণ্য, অলস; জরদ্গব মুনির সাদৃশ্যে (দিন দিন ও একটা জরদ্গব হচ্ছে)।

জরু কা গোলাম বিণ. [<হি.] স্ত্রৈণ; স্ত্রীর একান্ত বশীভূত।

জলখরচ বি. মলত্যাগের পর জলশৌচ (জলখরচ করা)।

জলগাপ্পা বি. বাজে কথা; গুল মারা।

জলপানি বি. যে বাচ্চা মেয়ে বড় হয়ে পতিতাবৃত্তিতে লাগবে এই উদ্দেশ্যে লালিত পালিত হচ্ছে অসাধু দালালের কাছে (বাড়িউলি জলপানি পুষছে)।

জলপথ বি. মদ্যপান ('তা মহাশয়ের জলপথে চলা অভ্যাস আছে কি?' : শরদিন্দু)।

জলপাত্র বি. উপপত্নী, রক্ষিতা (মহিলা রামবাবুর জলপাত্র)।

জলবিয়োগ বি. প্রস্রাব ('...পুঁই পুঁই করে শিস দিতে দিতে জলবিয়োগ শুরু করলে' : সঞ্জীব)।

জলভস্কা বিণ. অন্তঃসারশূন্য।

জলযোগ বি. ১. ছিনতাই ; ২. রোজগার (ছিনতাইকারী)।

জলতা বি. অ্যাসিড।

জহরকালি বি. বিণ. অসম্ভবকে যে সম্ভব করেছে, অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন।

জাউ বি. চোরাইমালের ক্রেতা।

জাংলে গিলে বি. প্রেমালিঙ্গন (অপরাধ জগৎ)।

জাঁকড় বি. অপছন্দ হলে কেনা জিনিস ফেরত দেওয়ার শর্ত।

জাঁকড় (জাকড়) খাতা বা বই বি. পাকা হিসাবের খাতা।

জাঁকড়ে নেওয়া, জাঁকড়ে কেনা ক্রি. অপছন্দ হলে জিনিস ফেরত দেওয়া হবে এই শর্তে কেনা।

জাঁদরেল বিণ. [ইং. General] সাংঘাতিক বা গুরুগম্ভীর (...কার্পেটের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে শোয়া জাঁদরেল কুকুরটা একবার শুধু আমাকে দেখল)।

জাঁহাবাজ বিণ. অত্যন্ত ধূর্ত; ধড়িবাজ, ওস্তাদ (এমন জাঁহাবাজ মেয়েছেলে ভূভারতে নেই)।

জাত বেইমান বি. বিশ্বাসঘাতকতা যার রক্তে; কেবলই বেইমানি করে যাচ্ছে এমন (ওটা একটা জাত বেইমান)।

জাদা, জিয়াদা বিণ. প্রয়োজনের অতিরিক্ত (জাদা খরচ)।

জান কয়লা হওয়া ক্রি. ১. প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়া, জীবন দুর্বিষহ হওয়া; ২. বিধ্বস্ত হওয়া (খাটতে খাটতে জান কয়লা হয়ে গেল)।

জানঘর বি. অপারেশন থিয়েটার (হাসপাতাল কর্মী)।

জানত অ. ক্রি. বিণ. জ্ঞানত (জানত একাজ করিনি বাবু)।

জানপচান বি. জানাশোনা।

জান লড়ানো, জান লড়িয়ে দেওয়া ক্রি. উঠে পড়ে লাগা, প্রাণপণ চেষ্টা করা ('পার্টির জন্যে জান লড়িয়ে দিয়েছি...' : স. ম.)।

জাপটাজাপটি বি. পরস্পর দৃঢ়ভাবে ধরা; জড়াজড়ি; পরস্পরকে জাপটানো (জাপটাজাপটি করা)।

জাপটানো ক্রি. দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরা।

জাবড়া বি. আবর্জনা, জঞ্জাল। ক্রি. জাবড়ানো, জুবড়ানো, জুবড়নো, জোবড়ানো।

জাবর কাটা ক্রি. ১. একই কথার পুনরাবৃত্তি করা ; ২. চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলা।

জামা পালটানো ক্রি. ১. দলবদল; ২. সুযোগ বুঝে মত পরিবর্তন।

জাম্বুস বিণ. লোভনীয় মহিলার বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত।

জারজ বিণ. উপপতি দ্বারা উৎপন্ন সন্তান, জারজাত, বেজন্মা (জারজ সন্তান)।

জারিজুরি বি. প্রতাপ, দম্ভ, বলপ্রকাশ, জুলুম, বলপ্রয়োগ (এখানে জারিজুরি খাটবে না)।

জারুয়া বিণ. জারজ।

জার্মান বি. পূর্ববঙ্গীয়, বাঙাল, ফুটবলে ইস্টবেঙ্গল দলের গোঁড়া সমর্থক।

জার্মান লাইন বি. লালগোলা বা গেদে লাইন (নিত্যযাত্রী)।

জার্সি পালটানো দ্র. জামা পালটানো।

জাল কাঁপানো ক্রি. গোল দেওয়া (ফুটবল)।

জালি বিণ. ১. ফালতু; ২. অপকৃষ্ট (লোকটা

একনম্বর জালি/এ জালি মাল, বেশিদিন টিকবে না)।

জালিম বি. বিণ. বদ, অত্যাচারী, উৎপীড়ক।

জালিয়াত বি. যে জাল করে।

জালিয়াতি বি. জালিয়াতের কাজ বা পেশা।

জাসু বি. গুপ্তচর (ও শালা নির্ঘাত জাসু)।

জি. আর. এম. (উক্তি) [ইং. GRM] গুজব রটানোর মাস্টার (শান্তিনিকেতনের জি. আর. এম.-দের নাম খুব)।

জি. এম. (উক্তি) [Good man] নির্বোধ, ভাল-মানুষ।

জি. এল. (উক্তি) [< গুবলু লিভ] ফাঁকি দিয়ে নেওয়া ছুটি (মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ)।

জিওগ্রাফি বি. [ইং. Geography] আকৃতি, আদল; মুখের জিওগ্রাফি (এমন মারব, জিওগ্রাফি বদলে দেব)।

জিগর বি. ১. মদ (আজ একটু জিগর হোক) ; ২. মাতলামি (রাস্তায় জিগর করিস না)।

জিগরবাজ বি. মদ খায় অথচ তেমন মাতলামো করে না।

জিগরি দোস্ত বি. ছেলেবেলা থেকে অন্তরঙ্গ বন্ধু।

জিটু বি. [< G + G < Good Goods] ১. ভাল মাল ; ২. সুন্দরী যুবতী।

জিনিস বি. সরেস ('আপনি মশাই একখানা শাহানশা জিনিস' : প্রফুল্ল)।

জিন্দগি, জিন্দিগানি, জিন্দিগি বি. জীবন, প্রাণ ('জিন্দিগি থাকলে বাপের নাম, নইলে কিসের কাম' : প্রব./'জিন্দিগানি কচুপাতার পানি' : প্রব.)।

জিবি (উক্তি) [ইং. General Bachelor] যে কেবল মেয়েদের সঙ্গ খোঁজে, কিন্তু প্রেমে ব্যর্থ হয়।

জিলিপি বি. বিণ. কুটিল বা প্যাঁচালো চরিত্র।

জীবনযাপন বি. যাবজ্জীবন সাজা (আইন ব্যবসায়ী)।

জুঁই ফুল বি. ১. মেয়ে বন্ধু ; ২. লাঠি।

জুঁই (ফুল) ফোটানো ক্রি. লাঠি দ্বারা প্রচণ্ড প্রহার (মেরে জুঁই ফুল ফুটিয়ে দে তো শালাকে)।

জুড়িদার বি. দলের সঙ্গী।

জুতসই বিণ. ঠিকমত ; সুবিধাজনক।

জুলফিকার আলি ভুট্টো বি. জুলফি রাখে এমন ব্যক্তি।

জে বিণ. [ইং. Jealous] ঈর্ষাকাতর (তোর কপালে তুই পেয়েছিস, আমি জে হতে যাব কেন?)।

জে এম টি টি (উক্তি) জাতে মাতাল তালে ঠিক, যে মাতালের স্বার্থ সম্বন্ধে টনটনে জ্ঞান।

জেওছ বি. বিণ. যে স্ত্রীর সকল সন্তান জীবিত আছে।

জেঁকো বিণ. যার জাঁক আছে, যে জাঁক করে ; আত্মগর্বী ('জেঁকোবাবুর বাটীর দালানে ব্রাহ্মণভোজন হইতেছে' : টেকচাঁদ)।

জেঠা, জ্যাঠা বিণ. অকালপক্ক, ফাজিল ('জ্যাঠা ছেলে বিড়ি খায়, কান ধরে টানিও' : সুকুমার)।

জেঠামি বি. পাকামি।

জেরবার বিণ. বিপন্ন, জর্জরিত (অসুখবিসুখে মামলা-মোকদ্দমায় তিনি একেবারে জেরবার হয়ে পড়েছেন)।

জেল্লা বি. ঔজ্জ্বল্য, জলুস, চেকনাই ('পাগড়ি ফাগড়ি থেকে জেল্লা যা মারছে' : প্রফুল্ল)।

জোঁক বি. অর্থপিশাচ।

জোঁদা বিণ. মাত্রাতিরিক্ত, অত্যন্ত (এ কমলালেবু জোঁদা টক)।

জোচ্চুরি বি. [< জুয়াচুরি] ঠকানো, প্রতারণা ('আপনারা তো জোচ্চুরি করে জিতেছেন' : সঞ্জীব)।

জোচ্চোর বি. যে ঠকায়, প্রবঞ্চক।

জোড় খাওয়া ক্রি. পরস্পর বেষ্টন করা।

জোড়িদার বি. সাকরেদ। তু. জুড়িদার।

জোবড়া বিণ. অপরিষ্কার।

জোশ বি. উত্তেজনা, প্রাবল্য (বলতে বলতে জোশ এসে গেছে)।

জৌলস বি. উজ্জ্বলতা।

জ্ঞান দত্ত, জ্ঞানদা বি. অহেতুক জ্ঞান দেয় এমন ব্যক্তি।

জ্ঞান দেওয়া ক্রি. উপদেশ দেওয়া (ব্যঙ্গার্থে)।

জ্ঞানের গুজিয়া বি. সবজান্তা।

জ্যাঠামি দ্র. জেঠামি।

জ্যাবড়া বিণ. অসুন্দর, স্থূল, অস্পষ্ট ('র-অক্ষর বিহীন জ্যাবড়ানো উচ্চারণ' : রবীন্দ্র)।

জ্যোতিবাবু বি. বিদ্যুৎ ('আর তখনই দুপ করে আলো নিভে গেল। কেউ একজন চেঁচিয়ে বলল কোন ঘর থেকে—জ্যোতিবাবু চলে গেলেন' : স. ম.)।



জ্যোতিবাবু গন

ঝক মারা ক্রি. দোষ বা অপরাধ স্বীকার করে নেওয়া (এই সেদিন ঝক মেরে বললে ব্যাগটা তুমিই নিয়েছ, আর এখন বলছ নাওনি?)।

ঝকমারি বি. বিণ. ১. নির্বুদ্ধিতা (একাজ হাতে নিয়ে ঝকমারি হয়েছে) ; ২. বিরক্তিকর (বড় ঝকমারি কাজ) ; ৩. ঝামেলা ('পরের কথায় থাকা বড়ো ঝকমারি ...' : জ্যোতিরিন্দ্র)।

ঝক্কি বি. ঝুঁকি, দায়িত্ব, হাঙ্গামা, অস্বস্তি (ঝক্কি পোহানো)।

ঝটকি বি. যে মেয়ের দেমাক আছে (ঝটকিটাকে দেখলে গা জ্বলে যায়)।

ঝটসে ক্রি.-বিণ. তাড়াতাড়ি, ঝট করে।

ঝনকাঠ বি. দরজার উপরের কাঠ।

ঝপট্টানন্দ বি. কারাগারের কোনও কয়েদি কিছু জোগাড় করলে যারা কেড়ে নেয় ('দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন ঝপট্টানন্দের দল। ... নজর রাখেন — জোগাড়ানন্দরা কে কী করিতেছে তাহার উপর' : সতীনাথ)।

ঝপেটা বিণ. বোকা, কুৎসিত।

ঝাউবন বি. ১. রোমশ ব্যক্তি ; ২. যৌনকেশ (ছাত্র-যুব)।

ঝাঁকড়-মাকড় বিণ. আলুথালু, উশকো-খুশকো, জট-পাকানো ও অপরিচ্ছন্ন।

ঝাঁট বি. গুচ্ছ (ঝাঁটের বাল)।

ঝাঁটা-কাটি বি. পাতলা রোগা মেয়ে।

ঝাঁপ বি. ১. আড্ডা স্থান ; ২. দোকান ঘর; ৩. প্রাইভেট চেম্বার (চিকিৎসক)।

ঝাঁপু করে দেওয়া ক্রি. চুরি করা, সরিয়ে ফেলা। দ্র. ঝাড়ু করা।

ঝাঁপে-লাঠি (উক্তি) অপরাধ জগতে মদ-গাঁজা প্রভৃতি অথবা মেয়ে কেনাবেচার ব্যবসা বন্ধ হওয়া।

ঝাকাওলা বি. ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিশ; 'ঝাঁকা' টুপির সঙ্গে তুলনীয় (ঝাকাওলা এলে ফুটে জাবি (যাবি) — পুলিশ এলে পালাবি)।

ঝাকামুটে বি. পুলিশ।

ঝাট্‌কা ক্রি. চড় মারা ; ধাক্কা মারা [ঝট্‌কা দিএ (দিয়ে) গল্‌তাএ (গলতায়) গলে জা (যা) — ধাক্কা মেরে গলিতে ঢুকে যা]।

ঝাড় ক্রি. ১. প্রহার করা (চোরটাকে এমন ঝাড় দিয়েছে ...) ; ২. চুরি করা ('দেওয়াল আলমারি থেকে ঝাড়া ডট পেনের মত দেখতে অস্ত্র এখন ওকে বেশ শক্তি জোগাচ্ছিল' : স. ম.); ৩. রমণ করা (মেয়েটাকে নিশ্চয়ই লোকটা ঝেড়েছে)।

ঝাড় খাওয়া ক্রি. প্রচণ্ড বকুনি খাওয়া (আজ বাড়ি ফিরে নির্ঘাত দাদার কাছে ঝাড় খাব)।

ঝাড় দেওয়া ক্রি. প্রচণ্ড বকুনি দেওয়া (সেদিন ওকে এমনই ঝাড় দিয়েছি যে বহুদিন ওর মনে থাকবে)।

ঝাড় হওয়া ক্রি. বিপদে পড়া (বিলা জনায় ঝাড় হয়েছে — গরম এলাকায় বিপদে পড়েছে)।

ঝাড়া হাত-পা (উক্তি) কর্মসমাপ্তির পর নিশ্চিন্ত অবকাশ ('ফেলুদা ... ঝাড়া হাত-পা হয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে—': সত্যজিৎ)।

ঝাড়ি বি. ১. মিথ্যা কথা ; ২. চোখের ইশারা (ছাত্র-যুব)।

ঝাড়ি করা ক্রি. জানা ; দেখা ; তত্ত্বাবধান করা (অপরাধ জগৎ)। ভাতির গব্বা ঝাড়ি করা — মেয়েটার বাড়ি চিনে রাখা।

ঝাড়ি কসা ক্রি. নজর রাখা খোচোর ঝাড়ি কসছে এখন জায়গা গরম হবে — পুলিশ লক্ষ্য রেখেছে এখন গোলমালের সৃষ্টি হবে)।

ঝাড়ি খাওয়া ক্রি. ১. ইশারায় সায় দেওয়া ; ২. মার খাওয়া ; ৩. ফেল করা (এবারও গোপাল ঝাড়ি খেয়েছে)।

ঝাড়িদার বি. ১. আঙুল দিয়ে নির্দেশ (ভবঘুরে) ; ২. গব্বাবাজের সাকরেদ ; ৩. জালিয়াত।

ঝাড়ু করা ক্রি. চুরি করা (আমার পেনটা বুল্টুই ঝাড়ু করেছে)।

ঝাড়েবংশে ক্রি. বিণ. সবংশে ('পুলিশের লোকরা কী আমার জানা আছে। ঝাড়েবংশে মিথ্যাবাদী' : সুচিত্রা)।

ঝানু মাল বি. বিণ. অভিজ্ঞ ; পরিপক্কবুদ্ধি, তুখোড়, চতুর।

ঝাপ্ বি. স্ত্রীলোকের পাছা। দ্র. ছাপা।

ঝাপ্পা বি. পোশাক (সন্ন্যাসীর সাজ-পোশাক) ; ছেলেধরা পার্টির 'সন্ন্যাসী'দের পরচুল ইত্যাদি। তু. ঝাপ্পা-ঝোপ্পা।

ঝাপ্পু বি. ১. ডাকাতি ; ২. মস্তানি ; ৩. রমণয় (চামর ঝাপপুটান্ — মেয়েটা সম্ভোগের উপযুক্ত)।

ঝাপ্পুবাজ বি. ডাকাতি < ঝাপটা দিয়ে ঢুকে নিমেষে বার হয়ে যাওয়া অর্থে।

ঝাপেটা বি. চড়চাপড় (পালা এখান থেকে, নইলে এমন ঝাপেটা মারব ...)।

ঝাপ্পড় বি. সজোরে চপেটাঘাত।

ঝামটা বি. রাগ বা বিরক্তি প্রকাশের জন্য সবেগে মুখ নাড়া (মেয়েদের মুখ ঝামটা আমার একদম সহ্য হয় না)।

ঝাল ঝাড়া ক্রি. রাগ দেখানো ('যেন এই মাত্র মনের ঝাল ঝাড়ার উপযুক্ত ক্ষেত্রটি খুঁজে পেল ...' : তপো)।

ঝালাপালা বিণ. হই হুল্লোড়ে উত্ত্যক্ত (ঝালাপালা হওয়া ... কান ঝালাপালা — একটানা উচ্চ চিৎকারে বধিরপ্রায়)।

ঝিউড়ি বি. কন্যা।

ঝিঁকে ঝিঁকে লেখা ক্রি. স্পষ্ট দেখা যায় বা ফুটে ওঠে এমন ('ঘোড়াচোর তোমাদের বদনের ঝিঁকে ঝিঁকে লেখা, একি ঢাকতে পার?' : গিরিশ)।

ঝিঁকে মারা ক্রি. ১. পিছনে হেলে টান দেওয়া (মাঝি দাঁড় নিয়ে ঝিঁকে মারছে) ; ২. হেঁচকে হেঁচকে চলা (ঝিঁকে মেরে হাঁটছিস কেন?)।

ঝিট বি. গাঁজা (নেশাখোর)।

ঝিনচকাচক বি. নানা যন্ত্রের সমাহারে উচ্চগ্রাম যন্ত্রসঙ্গীত যাতে প্রমত্ততা আসে (রবীন্দ্রসঙ্গীত শুধু প্যানপ্যানানি, আমার ঝিনচকাচক না হলে ভাল্লাগে না)।

ঝিম বিণ. দারুণ (কী ঝিম মাল মাইরি)।

ঝিল্লি বি. কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা (ছাত্র-যুব)।

ঝিলে দেওয়া ক্রি. রমণ করা (অপরাধ জগৎ)।

ঝুটঝামেলা বি. ফালতু ঝামেলা ('কবিতার ঝুটঝামেলা কাটিয়ে যদিও বা মিছিলে পৌঁছই ...' : অশোক)।

ঝুটমুট বিণ. অহেতুক (ঝুটমুট মিথ্যা কথা বলো না)।

ঝুনটি বি. ঝুঁটি ('দেখছে নেড়ে ঝুনটি ধরে বাচ্চা কেমন চটপটে' : সুকুমার)।

ঝুনো বিণ. অভিজ্ঞ ('রামার মা ঝুনো হইলে পর রামার বাপ... বাড়ী ছাড়িয়াছিল' : বঙ্কিম)।

ঝুল বি. বিণ. ১. দৈর্ঘ্য (জামার ঝুল) ; ২. অপকৃষ্ট, ফালতু (তুই বললি ভাল, তাই দেখতে গেলাম ; ছবিটা তো ঝুল)।

ঝুলকি বি. নাকছাবি (আবিব্বাস, কী জগমগে ঝুলকি পরেছে দেখ!)।

ঝুলপি বি. মেয়েদের বাহুমূলের কেশ (এমন স্লিভলেস বানিয়েছে, শ্লা হাত তুললেই ঝুলপি)।

ঝুলোঝুলি বি. অনুরোধ উপরোধ ('বুলার মা প্রতাপকে লেডিকেনি খাওয়ার জন্যে ঝুলোঝুলি করেছিলেন' : সুনীল)।

ঝেংটি বি. ধমক, মুখ ঝামটা (মুখ ঝেংটি)।

ঝেঁপে দেওয়া ক্রি. চুরি করা ; গায়েব বা আত্মসাৎ করা (ওর জিনিসটা তুমি কেন ঝেঁপে দেবার তাল করছ?)।

ঝেড়ে কাপড় পরানো ক্রি. যুক্তিতর্কে বা ঝগড়ায় নাজেহাল করা, বিপর্যস্ত করা, চরম অপদস্থ করা (ওকে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে তবে আমি ছাড়ব)।

ঝোড়োকাক বি. বিধ্বস্ত চেহারা ('ফিরল সেই রাত্রে। পুরো ঝোড়োকাক হয়ে' : সুচিত্রা)।

ঝোলানি বি. পাশ পকেট (আমার পাঞ্জাবিতে ঝোলানি নেই)।

ঝ্যাকাস বিণ. [ইং. Gorgeous] অত্যন্ত ঝকমকে, রংদার পোশাক-আশাক পরার ফলে যে আকর্ষণ বাড়ে (কী ড্রেস দিয়েছিস রে! ঝ্যাকাস!)।

টং অ. ১. অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাব, চূড়ান্ত ('জমিদার, মহাজন, আড়তদার খেপে টং হয়ে আছে' : গৌর) ; ২. নেশাগ্রস্ত, বিহ্বল, বুঁদ (নেশায় টং)।

টক্কর বি. ১. হোঁচট (টক্কর খাওয়া); ২. ধাক্কা (টক্কর লাগা); ৩. প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, শ্রেষ্ঠতা অর্জন করা ('এই আংরেজিবালে শয়তানদের সঙ্গে টক্কর দেওয়া খুব সহজসাধ্য নয়' : গৌর)।

টগবগ অ. উত্তাপে জল ফোটার বা দ্রুতবেগে ঘোড়া ছোটার শব্দ।

টগবগানো ক্রি. টগবগ শব্দ করা ('আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে/টগবগিয়ে তোমার পাশে পাশে' : রবীন্দ্র)।

টগবগে বিণ. তরতাজা, যৌবনপূর্ণ, চনমনে।

টগরা, টনকা বিণ. চতুর, তুখোড়।

টগে-টগে ক্রি.-বিণ.১. সাবধানে; ২. সন্ধান করে।

টট্টরি বিণ. বাকপটু; যে মেয়ে পুরুষের চোখে চোখ রেখে সমানে কথা বলে যায় (কী টট্টরি মেয়ে বাবা!)।

টনক বি. মস্তিষ্ক বা চেতনা (টনক নড়া)।

টনকো বিণ. [<ঠুনকো] ভঙ্গুর (এইসব টনকো জিনিসপত্র নিয়ে কেউ পিকনিকে যায়?)।

টনটনা, টনটনে বিণ. বুদ্ধিমান, চালাক।

টনিক বি. [ইং. Tonic] ১. প্রহার, মার; ২. টাকাপয়সা।

টপ্ বিণ. [ইং. Top] উৎকৃষ্ট, সুন্দর, দুর্দান্ত (মেয়েটা দেখতে টপ্)।

টপ্‌কান বি. নকল হীরে। 'জিরে-টপকা'— ঠগবাজিতে নকল হীরে দ্বারা লোককে প্রলুব্ধ করা হয়।

টপ্‌কি দেওয়া ক্রি. চোরাইমাল ফেলে দেওয়া। ধুর বিলা হএচে টিনু টপ্‌কি দিয়ে ফুটে গেলো—লোকটা জেনে ফেলেছে, পকেটমার মাল ফেলে পালাল (অপরাধ জগৎ)।

টপ্‌পা মারা ক্রি. কোনও দায়-দায়িত্ব না নিয়ে হালকা চালে এবং আমোদের মধ্যে জীবন কাটানো (এখন তো বেশ টপ্‌পা মেরে কাটাচ্ছ, পরে কী হবে ভেবে দেখেছ?)।

টপ্পুস মাল দ্র. টপ্।

টরচারিং যন্ত্র বি. টর্চ।

টরটরি, টরটরে বি. স্মার্ট, চোখেমুখে কথা বলে এমন মেয়ে।

টলাটলি দ্র. ঢলাঢলি।

টসকানো ক্রি. স্বাস্থ্য খারাপ হওয়া (অমন শরীরটা বেশ টসকে গেছে)।

টসকি বি. রসবতী তন্বী মেয়ে, সহজে যে পুরুষের চোখ টানে।

টসকে দেওয়া ক্রি. খতম করে দেওয়া (বেশি বাড়াবাড়ি করলে শালাকে টসকে দেব)।

টসটসে মাল বি. যৌন আকর্ষণ আছে এমন মহিলা। সম. টাইট মাল।

টাইট বিণ. [ইং. Tight] করুণ অবস্থা ('অবস্থা খুব টাইট মালিক' : প্রফুল্ল)।

টাইট দেওয়া ক্রি. জব্দ করা ; সমঝে দেওয়া, শায়েস্তা করা (ছেলেটা খুব বেড়েছে, একটু টাইট দিতে হবে দেখছি)।

টাইট মাল বি. [ইং. Tight] ১. টাটকা বস্তু; ২. সুন্দরী যুবতী।

টাইফুন বি. এমন মহিলা যার আত্মপ্রকাশ যুবমনে ঝড় তোলে।

টাইম পিস্ বি. যে ব্যক্তিকে ঘড়ি ধরে নির্দিষ্ট সময়ে কোনও স্থানে দেখা যায়।

টাক বি. লক্ষ্য; তাক।

টাকলু বি. বিণ. টাক আছে এমন ব্যক্তি।

টাট বি. মহাজন বা দোকানদারের গদি বা আসন।

টাট্রি করা ক্রি. গাড়ি থেকে পেট্রল বার করা (অপরাধ জগৎ)।

টাট্টু বি. বিণ. ১. যে দ্রুত হাঁটে; ২. সদাব্যস্ত।

টানখাওয়া বিণ. চরিত্রহীনা (টানখাওয়া মেয়ে)।

টানা ক্রি. ১. চুমু খাওয়া (অপরাধ জগৎ); ২. মদ খাওয়া (ভদ্রলোক বেশ টেনে এসেছে)।

টানাচাকা বি. চোরাই গাড়ি (অপরাধ জগৎ)।

টানামাল বি. চুরি করা দ্রব্য ('... আমি কয়লার টানা মাল যারা কিনতো তাদের কাছে যেতাম..' : স. ম.)।

টানেস্কা বি. বিণ. হুইস্কি টানতে ওস্তাদ।

টাপেটোপে বিণ. কানায় কানায় (টাপেটোপে ভর্তি)।

টাবক বি. [ইং. Tight + Box] মোটা টাকা।

টায়টায় ক্রি.-বিণ. কষ্টেসৃষ্টে, কোনওরকমে।

টালখাওয়া বিণ. ১. নেশাগ্রস্ত হওয়া; ২. যে কোনও সময় মত পরিবর্তনকারী (এসব টালখাওয়া লোককে বিশ্বাস করা যায় না)।

টালবাহানা বি. কুঁড়েমি; দীর্ঘসূত্রতা। দ্র. টালিবালি।

টালি বি. আধুলি।

টালিবালি বি. ছলচাতুরি, নানা অজুহাতে বার বার সময় নেওয়া (কবে দিবি ঠিক করে বল, টালিবালি করবি না)।

টিউবলাইট বি. [ইং. Tubelight] অল্প বুদ্ধি, যে একটু দেরিতে বোঝে; টিউবলাইট সাধারণত জ্বলতে কিছু সময় নেয়, সেই অর্থে।

টিকটিকা বিণ. খুব উঁচু (ঘরটা বড় টিকটিকা)।

টিকটিকি বি. গোয়েন্দা, ডিটেকটিভ (তার পিছনে টিকটিকি লেগেছে, এবার আর তার উপায় নেই)।

টিকি বি. [ইং. Ticket] জাল রেল টিকিট।

টিকি বাঁধা বিণ. অন্যের নিয়ন্ত্রণে বা প্রভাবে থাকে ('খোদ বিডিও সাহেবের টিকি বাঁধা ওদের ঘরে' : তপো)।

টিটপনা বি. বেহায়াপনা।

টিনাবাজি ক্রি. পকেট মারা; ছিনতাই করা (এখন শিবু টিনাবাজি করে বেড়াচ্ছে)।

টিপুনি বি. গুপ্ত সঙ্কেত; গোপনে চিমটি।

টিপে দেওয়া ক্রি. গোপন সংকেত করা, ইঙ্গিত বা ইশারায় বুঝিয়ে দেওয়া; গোপনে উপদেশ দেওয়া (তোমার কোনও চিন্তা নেই, আমি আগেই তাঁকে টিপে দিয়েছি)।

টিপ্পনি কাটা ক্রি. সংক্ষেপে বিরূপ বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করা।

টুইয়ে দেওয়া ক্রি. লেলিয়ে দেওয়া ('আমাকে ত্যক্ত করিবার জন্য রাস্তার ছোঁড়াদের টুইয়ে দিত' : টেকচাঁদ)।

টুকলি, টুকলিফাই বি. ক্রি. পরীক্ষায় অন্যের খাতা দেখিয়া উত্তর লেখা।

টুকলিবাজ বি. যে পরীক্ষায় নকল করে।

টুপি পরানো ক্রি. খোসামোদ করা ; কিছুর লোভ দেখিয়ে কিংবা খুশি করে কাজ হাসিল করা, বোকা বানানো (তোমাকে টুপি পরিয়ে একগাদা টাকা খরচ করিয়ে দিয়ে গেল?)।

টুপিপার্টি বি. কংগ্রেস দল, - নেতাদের বিশেষ পোশাকের সাদৃশ্যে।

টুমটাম বিণ. কোনওরকম।

টু শব্দ বি. ভয় বা বিরূপতার সামান্যতম প্রতিক্রিয়া, মৃদু শব্দ।

টুসকি বি.১. গালে মৃদু ঠোকা; ২. বেপরোয়াভাবে অবলীলায় ('তার নাকের ডগায় টুসকি মেরে বললাম - খজড়া কাঁহাকা' : প্রফুল্ল); ৩. রসে টসটস করছে এমন ছুঁড়ি।

টুসি, টুসিটাসি বি. [ইং. T. C.] রেলের টিকিট কালেক্টর।

টেংরি বি. পা ('তোমার টেংরি কদিন দাবাইনি' : প্রফুল্ল)।

টেংরি খুলে নেওয়া ক্রি. খুব মার দেওয়া, হাঁটার ক্ষমতা থাকবে না এমন প্রচণ্ড মার দেওয়া (আমার সঙ্গে চালিয়াতি করলে মেরে টেংরি খুলে নেব)।

টেঁটিয়া বিণ. অবুঝ গোঁয়ার ('লোকটা খুব অনেস্ট টেঁটিয়া' : সুচিত্রা)।

টেঁসে যাওয়া ক্রি. মারা যাওয়া ('ন্যাড়ার মা টেঁসে গেছে' : স. ম.)।

টেকানো ক্রি. মারা, প্রহার করা, পেটানো (খুব মস্তানি করছে, ধরে টিকিয়ে দেতো)।

টেকো বিণ. ১. টাক আছে যার; ২. ফুলো।

টেক্কা বি. ১. এক টাকার নোট; ২. সুন্দরী মেয়ে; ৩. সেরা মস্তান।

টেক্কা দেওয়া ক্রি. পাল্লা দেওয়া; শ্রেষ্ঠতা অর্জন করা, বিশেষ তাস খেলার সম্পর্কসূত্রে ('...ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়ে আমাদের সকলের উপরে টেক্কা দিতে এসেছেন' : রবীন্দ্র)।

টেক্কা হিঁদু বি. অভিজাত বা শ্রেষ্ঠ হিন্দু, ব্যঙ্গার্থে ('টেক্কা হিঁদু কখন মোগলের পোষাক... কখন সাহেবি পোষাক গায়ে লট্‌কান...' : কেদার)।

টেটন, ট্যাটন বি. ধূর্ত ব্যক্তি।

টেড়া বিণ. বাঁকা।

টেড়িয়া বিণ. [<টেরা] ১. সদা রুক্ষ বা বিরক্ত; ২. যে সহজ নয়, দুষ্ট।

টেণ্ডাই-মেণ্ডাই বি. ১.আস্ফালন (এখন যত টেণ্ডাই-মেণ্ডাই, আসল কাজের সময় পালাবে); ২. ভয় দেখানো (টেণ্ডাই-মেণ্ডাই থামিয়ে একটু শান্তভাবে আমাদের কথা শোনো)।

টেণ্ডাই-মেণ্ডাই করা ক্রি. আস্ফালন করা; ভয় দেখানো (বেশি টেণ্ডাই-মেণ্ডাই কোরো না বলে দিচ্ছি)।

টেনা, টেনিয়া বি. পতিতালয়ের চাকর, যে লোক টেনে আনে।

টেনার বি. দশ টাকা (একটা টেনার হবে তোর কাছে?)।

টেনে নে দ্র. গিলে লে।

টেপা গোঁজা বি. সঙ্কীর্ণতা।

টেপাটেপি বি. ১. পারস্পরিক ইশারা; ২. শৃঙ্গার; ৩. দরাদরি।

টেবিল করা ক্রি. নথিভুক্ত করা ('কালকে নতুন মেয়ে এসেছে ষোলোজন। তাদের দল করে তাড়িয়ে নিয়ে মেট্রন যাচ্ছে কেস টেবিল করাতে' : জয়া)।

টেমপারেচার বি. [ইং. Temparature] নেশা, নেশার গরম ('তোমার টেমপারেচারটা সমান ক'রে নাও বাবা' : দীনবন্ধু)।

টেরচা বিণ. বাঁকা।

টোটকা টাটকি বি. কোনও বিষয়ের সব খুঁটিনাটি, details. (শুধু প্রোগ্রাম দিলে হবে না, টোটকা টাটকিও দিতে হবে)।

টো-টো অ. নানাস্থানে উদ্দেশ্যহীনভাবে আড্ডা দিয়ে বেড়ানো (সারাদিন টো-টো করা)।

টো টো কোম্পানি বি. অবিরাম ঘুরে বেড়ানো যার কাজ ; বাউণ্ডুলে।

টো টো কোম্পানির ম্যানেজার বি. বাউণ্ডুলে দলের সর্দার।

টোন করা ক্রি. মেয়েদের পিছনে লাগা (অপরাধ জগৎ)। টোন করে টেনে নে— পিছনে লেগে বাগ মানা।

টোন কাটা ক্রি. [ইং. Taunt] বিদ্রূপ বা উপহাস করা।

টোপলা, টুপলা বি. পোঁটলা, বোঁচকা (জিনিসপত্রের টোপলা)।

টোবলা বিণ. ফোলা (টোবলা মুখ)।

টোল বি. কোচিং সেন্টার।

টোল খাওয়া ক্রি. ১. কোনও কাজে হতোদ্যম হওয়া; ২. মিষ্টি প্রস্তুতি-কৌশলের দোষে নরম হয়ে যাওয়া (মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী)।

ট্যাংকি গরম বি. [ইং. Tank] মাথা গরম, ক্রোধ।

ট্যাংকি ভরা ক্রি. ১. খাদ্য গ্রহণ করা; ২. রমণ করা।

ট্যাঁক বি. ১. আর্থিক সামর্থ্য; ২. পকেট (ট্যাঁক গড়ের মাঠ)।

ট্যাঁকট্যাক বিণ. খিকখিকে, রূঢ়ভাবে অপ্রিয় কথা বলা ('অনেকেই বলতেন দুর্মুখ, ব্যাটার খুব ট্যাকট্যাক কথা' : সঞ্জীব)।

ট্যাঁপাটেঁপি বি. ১. স্বামী-স্ত্রী; ২. প্রেমিক-প্রেমিকা।

ট্যাঁ-ফোঁ বি. সামান্যতম স্বর বা শব্দ ('মেলা ট্যাঁ-ফোঁ করবি তো মুখি কাপড় গুঁজে ফেলে রেখে যাবো' : মনোজ)।

ট্যাঁস্ বি. বিণ. [ইং. Trash] ১. নিকৃষ্ট, ফালতু; ২. অ্যাংলো বা মিশ্ররক্তের মানুষ ('তুমি গুরু ইলিয়ট রোড-ফোডের ট্যাঁস্ হয়ে গেছ' : প্রফুল্ল)।

ট্যাকসি বি. [ইং. Taxi] ১. বেঢপ ম্যাক্সি; ২. বহুভোগ্য নারী ('আমি ট্যাকসি হয়ে গেছি' : সন্তোষ)।

ট্যাঙস ট্যাঙস ক্রি. হেঁটে হেঁটে এলোমেলো ঘুরে বেড়ানো।

ট্যাঙ্কে আগুন ক্রি. তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা।

ট্যাঙ্গস ক্রি. ল্যাংচে হাঁটা (ট্যাঙ্গস মেরে হাঁটা)।

ট্যাঠারাদম বি. গরু ছাগলের দালাল (সীমান্ত চোরাকারবারি)।

ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই দ্র. টেণ্ডাই-মেণ্ডাই।

ট্যান করা ক্রি. [ইং. Tan] প্রহার করা।

ট্যান হয়ে যাওয়া ক্রি. [ইং. Tangent] ছুঁয়ে বেরিয়ে যাওয়া।

ট্যাবলেট বি. [ইং. Tablet] ১. সরেস বালক; ২. পুরুষাঙ্গ।

ট্যামটেমি বি. [ইং. Tomtom] একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। প্রচলিত 'ঢাকের পিছে ট্যামটেমি'র অনুসরণে নির্মিত হয়েছে আধুনিক স্ল্যাং, যার অর্থ প্রভাবশালী ব্যক্তির পিছনে অনুগত অনুগ্রহপ্রার্থী স্তাবক (তুই তো শালা মহিম চাটুজ্যের ট্যামটেমি)। দ্র. চামচা।

ট্যালা বিণ. বোকা, হাঁদারাম, অন্যমনস্ক।

ট্রাম কাটা ক্রি. টিকিট ফাঁকি দেওয়া।

837



ঠকঠকানো ক্রি. শিশিবোতল মাটিতে ঠোকা (কপালে না থাকলে ঘি, ঠকঠকালে হবে কী!)।

ঠকঠকে বি. বিণ. ১. রসবোধহীন; ২. তাঁত, (ধ্বন্যাত্মক)।

ঠমক বি. বিশেষ ভঙ্গিমাযুক্ত চলনভঙ্গি। সচ. সুন্দরী মহিলাদের।

ঠমকী বিণ. দেমাকি; রূপের গুমর আছে এমন মহিলা।

ঠলবৈল্যা বিণ. যার পেটে কথা থাকে না এমন ব্যক্তি (ঠলবৈল্যা মেয়েমানুষের কাছে গোপন কথা বলা বিপজ্জনক)।

ঠসা বিণ. কালা (গ্রাম্য)।

ঠাঁট বি. তর্জন-গর্জন। তু. ডাঁট।

ঠাকুরঘর বি. কলতলা (মা আমার সর্বক্ষণ ঠাকুরঘরে)।

ঠাকুরের বই বি. পর্নোগ্রাফি, কাঁচা যৌনপুস্তক।

ঠাট বি. বাইরের চাল-চলন ও রীতিনীতি, ঢং, ছলাকলা, ভাবভঙ্গি, ছলনা।

ঠাটবাট বি. বাইরের জাঁকজমক ও পসার-প্রতিপত্তি।

ঠাট-ঠমক বি. ধরনধারণ, ভঙ্গিমা।

ঠাণ্ডা-গরমি বি. বৃদ্ধস্বামী এবং যুবতী তন্বী স্ত্রী।

ঠাণ্ডা-পানি বি. যে স্ত্রীলোক উত্তেজিত হয় না বা যৌনজীবনে যে-স্ত্রীর সহযোগিতা মেলে না।

ঠাণ্ডি বি. যে মেয়ে যৌনচেতনা সম্পর্কে উদাসীন।

ঠাপ বি. ১. প্রহার ; ২. রমণকালে পুরুষাঙ্গের ধাক্কা (অশ্লীল)।

ঠাপান দেওয়া, ঠাপানো ক্রি. [< ঠাপ] রমণকর্ম করা।

ঠারে ঠোরে ক্রি.-বিণ. অস্পষ্ট ইশারায় ('দেওয়ালকে উদ্দেশ করে ঠারে ঠোরে ছিটেগুলির মত কথা ছুঁড়ে মারা' : সঞ্জীব)।

ঠাসা ক্রি. ১. চেপে ভরা ; ২. চপেটাঘাত।

ঠাসানো ক্রি. চপেটাঘাত করা।

ঠুঁটো জগন্নাথ বি. যে লোক পঙ্গুর মত কেবল বসেই থাকে, নিষ্কর্মা লোক (সকাল থেকে ঠুঁটো জগন্নাথের মত বসেই আছ—কাজে যেতে হবে না?)।

ঠুকরে বেড়ানো ক্রি. কোনও জায়গায় বা কোনও কাজে লেগে না থেকে নানান কাজ চেখে বেড়ানো (ছেলেটির উন্নতি হওয়া কঠিন, ও যে বড় ঠুকরে বেড়ায়)।

ঠুকুনি বি. প্রহার।

ঠুকে দেওয়া ক্রি. ১. যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়া; ২. মামলা জারি করা।

ঠুনকো বিণ. ভঙ্গপ্রবণ।

ঠুসঠাস বি. মৃদু বাতকর্ম।

ঠুসানো ক্রি. ঘুঁসি মারা।

ঠুসে দেওয়া ক্রি. প্রহার করা (এমন ঠুসে দেব বাপের নাম ভুলে যাবে)।

ঠেঁটপনা বি. ধৃষ্টতা।

ঠেঁটা বিণ. অবুঝ, অবাধ্য, নির্লজ্জ, বেহায়া ('ঠেঁটায় করিয়া বেঁটা ঠক কৈলা ঠকে' : ভারত)। দ্র. ঠ্যাঁটা।

ঠেঁটামি বি. ধৃষ্টতা।

ঠেঁটি বিণ. বি. ১. লজ্জাহীনা; কর্কশভাষিণী; ২. অতি ক্ষুদ্র বস্ত্র ('হ্যাদে মাগী কালামুখী, ঠিক যেন কচি খুকী, পতিসুখে বড় সুখী, ঠেঁটি কেন পরেনি' : ঈশ্বর)।

ঠেক বি. ১. আড্ডার নির্দিষ্ট স্থান; ২. আশ্রয়স্থান; ৩. গোপন ঘাঁটি ('এটা খুব খারাপ ঠেক ওস্তাদ' : স. ম.)।

ঠেকদার বি. সাহায্যকারী।

ঠেক নেওয়া ক্রি. চোরাই মাল হাত পাচার করা (অপরাধ জগৎ)।

ঠেকবাজ দ্র. ঠেকদার।

ঠেকার বি. দেমাক, গর্ব, গুমর, ঢং (সচ. স্ত্রীলোকের)। দ্র. ঠ্যাকার।

ঠেকার করা, ঠেকার দেখানো ক্রি. গুমর করা, বড়াই করা, দেমাক দেখানো (বেশি ঠেকার কোরো না, নিজের পতন ডেকে এনো না)।

ঠেকু বি. পকেটমারদের সর্দার।

ঠেঙানো ক্রি. মারা (পাড়ায় ধরে ছেলেটাকে ঠেঙিয়েছে)।

ঠেঞে অ. কাছ থেকে (ওর ঠেঞে চেয়ে আনলাম বইটা)।

ঠেলামারা কথা বি. বিদ্রূপপূর্ণ কথা, খোঁচা-দেওয়া কথা (তার ঠেলামারা কথা শুনলে গা জ্বলে যায়)।

ঠেলার নাম বাবাজি (উক্তি) বিপদে বা দায়ে পড়লে তাবড় তাবড় লোকও শায়েস্তা হয়।

ঠেস মারা ক্রি. কাউকে ব্যঙ্গ বা আঘাত করে কথা বলা (গ্রাম্য)।

ঠোঁট উলটানো ক্রি.-বিণ. অসম্মতিজ্ঞাপন ('...ভাড়া কমাবার প্রস্তাব শুনলে ঠোঁট উলটে বলে, আপনি বস্তিতে চেষ্টা করুন...' : সুনীল)।

ঠোকা ক্রি. আঘাত করা, শ্লেষ-ব্যঙ্গ করা (আজকের পেপারে পার্টিকে খুব ঠুকেছে)।

ঠোকোন ক্রি. প্রহার করা।

ঠোঙা পরানো ক্রি. ১. মুখর ব্যক্তিকে চুপ করানো; ২. মেরে ফেলা (অপরাধ জগৎ); ৩. কনডোম ব্যবহার করা।

ঠোনা বি. ক্রি. চুমা, আঙুল দিয়ে গালে বা চিবুকে আঘাত করা, রতিক্রিয়া (অপরাধ জগৎ)।

ঠোলা বি. বড় ঠুলি।

ঠ্যাং বি. পা।

ঠ্যাংঠ্যাঙে বিণ. ১. খাটো; ২. শীর্ণ অথচ দীর্ঘ।

ঠ্যাঁটা, ঠ্যাটা বিণ. একগুঁয়ে, অবাধ্য (ছেলেটা বড় ঠ্যাঁটা, কারও কথা শোনে না)।

ঠ্যাকা পড়া ক্রি. দায় বা অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া।

ঠ্যাকার বি. অহঙ্কার, গুমর, বাহানা ('ছুঁড়িদের কত যে ঠ্যাকার। কাউকে গাইতে হবে না' : প্রফুল্ল। 'ঠ্যাকারে মাটিতে পা নাহি পড়ে তার' : ঈশ্বর)।

ঠ্যালা বি. দায়িত্বের বোঝা ('অতএব আমারই উপর পড়লো তাবৎ পত্রিকা আদ্যন্ত লেখার ভার। লাও ঠ্যালা!' : মুজতবা)।

ডকে ওঠা ক্রি. [ইং. Dock] সম্ভাবনা থাকলেও উদ্যোগের পরিসমাপ্তি, যেমন, কোম্পানি বা পড়াশোনা ডকে ওঠা।

ডকে তোলা দ্র. ডকে ওঠা ('মানুষ কাজকর্ম ডকে তুলে টিভি সিরিয়াল দেখবে' : সঞ্জীব)।

ডগডগা, ডগডগে বিণ. টকটকে, টুকটুকে (লাল ডগডগে)।

ডগমগ বিণ. ঢল ঢল করছে এমন ; বিহ্বল বা আপ্লুত, আনন্দিত ('নিজের উচ্ছ্বাসেই সে ডগোমগো' : সুনীল)।

ডজ ক্রি. [ইং. Dodge] জোর দেখিয়ে বা কৌশল করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া (শেষ পর্যন্ত শ্লা ডজ করে বেরিয়ে এসেছি)।

ডন বি. অসামাজিক বা অপরাধ জগতের নায়ক।

ডবকা বিণ. সোমত্ত, যৌবনপ্রাপ্ত ('...টেরিফিক ডবকা ইয়াং গার্ল চোখের সামনে ঝুলে আছে' : প্রফুল্ল)।

ডবকা গোডিম বিণ. ভুঁইফোঁড়, অধুনা লুপ্ত প্রায় ('বাঙ্গালা অনেক ডবকা গোডিম কাগজ ফুঁড়ে বেরিয়েছিল' : কেদার)।

ডবডবানি বি. বিস্ফারিত চোখের প্রখর দৃষ্টি, ভয় প্রদর্শন, শাসানি।

ডবডবে বিণ. সজল এবং আয়ত, ভাসাভাসা, ডাগর ডাগর।

ডবল গেট দেখানো ক্রি. প্রতারণা করা (চাকরি দেবার নাম করে শালা আমাকে ডবল গেট দেখাল)।

ডবল সেলাই বুৎ বি. পঁচিশ টাকা (বস্ত্র ব্যবসায়ী)।

ডবল ডেকার বিণ. ১. লম্বা-চওড়া মহিলা ; ২. যে দম্পতি উভয়েই উপার্জন করেন (তোদের আর কী রে, ডবল ডেকার ফ্যামিলি)। তু. ডবল ইঞ্জিন।

ডবলু টি বি. [ইং. W. T. < Without Ticket] বিনা টিকিটের যাত্রী।

ডবল টোন বি. [ইং. Double + তূণ — তীর রাখবার খোল] একজোড়া ছেলেমেয়ে (কেলেগোলা ডবোল-টোন — একজোড়া কালো প্রেমিক-প্রেমিকা)।

ডরপুক বিণ. ভয়কাতুরে, অল্পতেই নার্ভাস হয়ে পড়ে এমন (এতেই হাত-পা কাঁপছে! ডরপুক কাঁহাকা)।

ডরফুকন্যা দ্র. ডরপুক।

ডল বি. [ইং. Doll] সুন্দরী যুবতী।

ডলন, ডলুনি বি. মর্দন, টেপা, থাসা, দলা, ডলা ; শারীরিক নির্যাতন করে আক্রোশ বা যৌন আকাঙ্ক্ষা মেটানো (শালীকে একদিন এমন ডলুনি দেব ...)।

ডলি করে দেওয়া ক্রি. গুম করা বা লোপাট করে দেওয়া (পার্টির মদত থাকলে এ রাজ্যে যাকে ইচ্ছে ডলি করে দেওয়া যায়)।

ডহর বি. সড়ক, সোজা রাস্তা < খাল, গভীর গর্ত (বিপরীতার্থ)।

ডাইনি বিণ. [<ডাকিনী] অলক্ষণা নারী।

ডাইস বি. [ইং. Dice] আকৃতি, মুখের আদল।

ডাউজি বি. বারো পয়সা।

ডাঁই বি. স্তূপ, রাশি, গাদা ('সেই বেগুনগুলি সম্মুখে ডাঁই করিয়া রাখিয়াছে' : ত্রৈলোক্য)।

ডাঁট বি. দণ্ড, হাতল, বাঁট, তেজ, মাত্রাধিক গর্ব, দেমাক ('শালা তুমাদের ভারি ডাঁট বটে' : তপো)।

ডাঁট দেখানো, - মারা ক্রি. গায়ের জোর দেখানো ; দেমাক দেখানো বা অহঙ্কার প্রকাশ করা।

ডাঁটা বি. রোগা হাড়সার মেয়ে।

ডাঁটানো ক্রি. ধমকানো।

ডাঁটিয়াল বিণ. অহংকারী।

ডাঁটুস বি. যে ডাঁট দেখায়।

ডাঁটো বিণ. ১. অ-সিদ্ধ বা অর্ধসিদ্ধ; ২. শক্ত প্রকৃতির।

ডাঁটোসাঁটো দ্র. ডাঁটো ('ওর ডাঁটোসাঁটো শরীরটার ওপর ব্রজেশ্বরের লোভ' : তপো)।

ডাঁফালো বিণ. বাড়ন্ত (ডাঁফালো বিটি)।

ডাঁসা বিণ. পেকে উঠেছে এমন ; সদ্য যৌবনবতী (ডাঁসা মাল)।

ডাকবাবু বি. চোরাকারবারি বা সমাজবিরোধীদের সঙ্গে থানা বা আরক্ষা দপ্তরের অবৈধ আর্থিক লেনদেন সংঘটনকারী মধ্যস্থ ব্যক্তি (অপরাধ জগৎ)।

ডাকমাস্টার দ্র. ডাকবাবু।

ডাকসাইটে বিণ. [< ডাকসিদ্ধ] নামজাদা, প্রতিপত্তিশালী ('নকুল এখন জেলার মস্ত বড় ব্যবসাদার, ডাকসাইটে সমাজসেবী...' : তপো)।

ডাকাবুকো বিণ. গুণ্ডা প্রকৃতির বলশালী ব্যক্তি ('কিন্তু টুকুনের মরদটা ছিল ডাকাবুকো' : তপো)।

ডাকিনী বি. যে সুন্দরী মহিলার আকর্ষণ তীব্র কিন্তু সংস্রব ক্ষতিকারক।

ডাকু বি. ডাকাত।

ডাগর বিণ. বড় (ডাগর চোখ)।

ডাগরডোগর বিণ. দেখতে বেশ বড়সড় বা হৃষ্টপুষ্ট।

ডাঙ্গরগালি বিণ. মুখফোড়, স্পষ্টবক্তা।

ডাটি বিণ. বলবান (অপরাধ জগৎ); ডাটি ভাতি — শক্ত মেয়ে।

ডাটো বিণ. বেশ সোমত্ত।

ডান বি. [< ডাইনি] বজ্জাত (মিটমিটে ডান)।

ডানাকাটা পরী বি. (ব্যঙ্গে) পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোক (তোমার মেয়ে কী এমন ডানাকাটা পরী, যে এত ভাল ছেলেও পছন্দ হচ্ছে না?)।

ডানা গজানো ক্রি. ১. স্বাধীনচিত্ত হয়ে ওঠা, ক্ষমতাবান বা প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠা; ২. পতনের ইঙ্গিতবাহী, পিঁপড়ের পাখা ওঠার সূত্রে ('তবে ও যা ছেলে, ওর এত দিনে যে ডানা গজায়নি এ-কথাও আমি বিশ্বাস করি না' : নারায়ণ)।

ডাণ্ডা বি. [< দণ্ড] প্রহারের জন্য ব্যবহৃত লাঠি।

ডাণ্ডাগুলি বি. শিশ্ন এবং অণ্ডকোষ।

ডাব বি. কোমর, পাছা (পোর্ট চোর) ডব্‌সে মাল লাগাও — কোমরে চোরাইমাল বেঁধে নে।

ডাবরা বিণ. যা ডব ডব বা জ্বল জ্বল করে, ডাগর, আয়ত।

ডাবু হাতা বি. প্রধান এবং বড় খোসামুদে সমর্থক (ব্যাটা ছিল চামচা, হয়েছে ডাবু হাতা)।

ডাব্বু বি. ১. জেলের রান্নাঘরের হাতা;

২. মালগাড়ি < ডব্বা (মালগাড়ি চোর); ৩. জাহাজ (পোর্ট চোর)।

ডামাডোল বি. অব্যবস্থা, নিয়মকানুন বিহীন ('এক সন্ধ্যার কালীসাধনা ..., সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, ডামাডোল' : অশোক)।

ডাহা বিণ. সম্পূর্ণ, অবিমিশ্র, নির্ভেজাল (ডাহা মিথ্যে কথা)।

ডি. এম (উক্তি) [ইং. Degraded Mother] যে মায়ের সমাজে অপবাদ আছে।

ডিং ক্রি. চোখ রাঙানো, কায়দা মারা।

ডিংলা বি. ১. কুমড়ো; ২. স্থূলকায় ব্যক্তি।

ডিগডিগে বিণ. অতি রোগা ('শরীর ডিগডিগে, পইতে গোচ্ছা করে গলায়...' : হুতোম)।

ডিগবাজি ক্রি. ১. কোনও কার্যে বা প্রেমে ব্যর্থ; ২. আকস্মিক মত বা দল পরিবর্তন (আমি দুবার ইলেকশনে টিকিটের জন্যে ডিগবাজি খেয়েছি)।

ডিজাইন বি. [ইং. Design] আকৃতি (লোকটাকে দেখ, কী ডিজাইন মাইরি)।

ডি পি বি. [< দুই পাঁচ] পঁচিশ টাকা (ব্যবসায়ী)।

ডিপো বি. [ইং. Depot] বাসা বা আড়ত, যেমন, রোগের ডিপো।

ডি. ভি. সি. (উক্তি) [ডেলি ভট কোম্পানি] লোকসানে প্রায় বন্ধ হবার মুখে এমন প্রতিষ্ঠান।

ডিলু বি. যে ব্যক্তি ড্রিল করায় (ছাব্বিশে জানুয়ারি এলেই ডিলুদের কদর বাড়ে)।

ডিসপেনসারি বি. যেখানে চোরাই মাদক পাওয়া যায় (নেশাখোর)।

ডুকডুক দ্র. ঢুকুঢুকু।

ডুকরনো, ডুকরানো, ক্রি. চিৎকার করে কাঁদা ... ডোকরাডুকরি — কান্নাকাটি।

ডুকরি বি. ছুকড়ি, ডবকা মেয়ে। পুং. ডোকরা।

ডুগি-তবলা বি. পিঠোপিঠি সন্তান।

ডুব মারা ক্রি. দেখা না করা বা উপস্থিত না হওয়া ('ভালমামা তোমায় ফোন করল, আর তুমি ডুব মেরে বসে রইলে?' : সুচিত্রা)।

ডুবে ডুবে জল খাওয়া ক্রি. লোকচক্ষুর আড়ালে (অন্যায়) কাজ করা (আমাকে অনেক ভাল উপদেশ দিয়ে এদিকে নিজেই যে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ তা তো জানতাম না)।

ডেঁপো বিণ. ইঁচড়ে-পাকা, অকালপক্ব, ফাজিল, অতিপাকা বালক ['অবশেষে খুড়র মত, ডেঁফো (ডেঁপো) ও অহঙ্কারিয়া হইয়া না পড়ি' : বিদ্যা]।

ডেঁপোপনা দ্র. ডেঁপোমি।

ডেঁপোমি বি. অতিপাকামি ('...অনুসরণ করতে গিয়ে যা দৃষ্টান্বিত করেছেন তা নিছক ডেঁপোমি' : অশোক)।

ডেকচি বি. ১. ধাতুনির্মিত রন্ধনপাত্রবিশেষ; ২. পাছা (মস্তান)।

ডেকরা দ্র. ড্যাকরা।

ডেড়েমুষে ক্রি. -বিণ. সর্বতোভাবে শোষণ বা নিঃশেষ করে (কেমন ডেড়েমুষে খেয়ে গেল লোকটা?)।

ডেবরা বি. বিণ. কাজকর্মে ডান হাতের পরিবর্তে যার বাম হাত বেশি চলে; ন্যাটা।

ডেবরি বি. বিণ. যে নারীর ডান হাতের চেয়ে বাম হাত বেশি চলে। পুং. ডেবরা।

ডেরাডাণ্ডা বি. গৃহসংসারাদি, অস্থায়ী বাসস্থানের জিনিসপত্র।

ডেরি বি. [<দেড়ি] ১/৪ অংশ ইট (রাজমিস্ত্রি)।

ডেয়ারি বি. [ইং. Dairy] যেখানে দুধ পাওয়া যায়, স্তন।

ডেলি প্যাসেঞ্জারি করা ক্রি. রোজ মদ্যপান করা, নিয়মিত পানশালায় যাওয়া (আজকাল নাকি ডেলি প্যাসেঞ্জারি করছিস?)।

ডোকরা বি. বিণ. তিরস্কারবিশেষ, হতভাগ্য, লক্ষ্মীছাড়া, ড্যাকরা।

ডোকলা বি. বিণ. যে বাজে খরচ করে, অপব্যয়ী, লক্ষ্মীছাড়া, পেটুক।

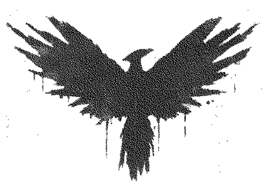
ডোজ বি. প্রহার (খুব বেড়েছে, ওকে এক ডোজ দিতে হবে)। দ্র. ওষুধ।

ড্যাংশালী বি. [ইং. Dancer + শালী] নর্তকী (মস্তান)।

ড্যাকরা বি. বিণ. ১. ধূর্ত পুরুষ; ২. জোয়ান পুরুষ ['কোথা হৈতে বুড়া এক ডেকরা (ড্যাকরা) বামন' : ভারত]।

ড্যাঙ্গর/ড্যাঙ্গারো বি. কলঙ্ক, নিন্দা।

ড্যাবড্যাব অ. অনুজ্জ্বলতা ও বিশালতাজ্ঞাপক শব্দ; চোখের সজল ও বিস্ফারিত ভাব।



ড্যাবডেবে বিণ. ভাসাভাসা, আয়ত ও স্থূলবুদ্ধিব্যঞ্জক।

ড্যাবরা দ্র. ডেবরা।

ড্যাম অ. [ইং. Damn ও Dam] ১. অবজ্ঞা ও ঘৃণাসূচক উক্তি (আরে যাঃ, ড্যাম কেয়ার করি তোদের ওই লিভারকে); ২. ফাঁকা, শূন্য (ফাংশনে লোকই হয়নি, হল তো দেখলাম ড্যাম)।

ড্যামেজ ক্রি. [ইং. Damage] কোনও কাজ বা উদ্দেশ্য ব্যর্থ বা পণ্ড হওয়া (সব প্ল্যান ড্যামেজ করে দিল এরা)।

ড্যারা বি. অস্থায়ী বাসস্থান, আড্ডা, আস্তানা (পুলিশ খুনিদের ড্যারায় হানা দিয়েছে)।

ড্যারাডাণ্ডা দ্র. ডেরাডাণ্ডা।

ড্যাশিপুশি, ড্যাশিংপুশিং বি. বিণ. সুযোগ গ্রহণের জন্য প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহায্য ও কৌশল ('...কামানোর জন্যে অনেক ড্যাশিপুশি হতে হয়' : সুচিত্রা)।

ড্যাস বি. [ইং. Dash] কোনও অশ্লীল শব্দের পরিবর্ত (মেয়েটার ড্যাসে ড্যাস দিতে পারলে...)।

ড্রাগলাইন বি. দীর্ঘ গ্রীবা যে নারীর।

ঢং অ. পদ্ধতি, ভঙ্গি, ধরন, রঙ্গ তামাশা, ছলাকলা, গড়ন, ফ্যাশন, ন্যাকামো (মাগীর ঢং দেখে আর বাঁচি না)।

ঢং করা ক্রি. ১. ন্যাকামি করা (খেয়ে নে, আর ঢং করতে হবে না / ঢং করে সেখানে গিয়েছিলে কেন?); ২. রঙ্গ-তামাশা করা।

ঢঙি বিণ. অতি ন্যাকা ও গায়ে পড়া মেয়ে।

ঢনঢন অ. শূন্যগর্ভ (বাইরে শুধু চালবাজি, পকেট তো এদিকে ঢনঢন করছে)।

ঢপ বি. ক্রি. ১. ডৌল, আকার, গড়ন (মেয়েটার মুখের ঢপ অনেকটা পূজা ভাটের মত); ২. মিথ্যা বলা বা ঠকানো ('টাকাটা অনেকক্ষণ পকেটে ছিল, বিলু কি ঢপ দেবে!' : স. ম.)।

ঢপ দেওয়া, ঢপ মারা ক্রি. বাজে কথা বলা, মিথ্যে গল্প বলা (আবার ঢপ দিতে শুরু করেছিস? তোর কথা কে বিশ্বাস করবে?)। তু. গুল মারা।

ঢপবাজ বি. যে প্রায়শই ঢপ দেয়।

ঢপের চপ বি. বাজে ব্যাপার, ফালতু বিষয়, মিথ্যার কারবার (এসব ঢপের চপে আমি নেই)।

ঢলকানো ক্রি. ঢলে পড়া, কোনও তরল বস্তু ঢেলে দেওয়া।

ঢলকি ক্রি. বিণ. ধাক্কা দিয়ে।

ঢলসা বি. ঢিলে দেহ।

ঢলা ক্রি. ১. টলে পড়া (নেশায় ঢলছে); ২. হেলে-পড়া (সূর্য পশ্চিমে ঢলেছে); ৩. পাশে বা সম্মুখে ঝোঁকা (ঘুমে ঢলছে); ৪. পক্ষপাতী হওয়া (বাপ এখন ছেলের দিকে ঢলেছে)।

ঢলাঢলি বি. ১. প্রেম; ২. গায়ে পড়া বা দৃষ্টিকটুভাবে মেশামেশি ('...মুখে একটু মদ মেখে ঢলাঢলি কোরে লোককে জানান... ' : ভোলা)।

ঢলানি বি. বিণ. যে নারীর চরিত্রদোষ আছে, বেশ্যা, কুলটা।

ঢলানে বি. বিণ. ঢলাঢলি করে এমন মেয়ে (এমন ঢলানে মেয়ে এ তল্লাটে নেই)।

ঢলানো ক্রি. হেলানো, চলতে বাধ্য করা, অনাবশ্যকভাবে আতিশয্য প্রকাশ করা, কেলেঙ্কারি বা মাতলামি করা।

ঢলে পড়া ক্রি. অতিরিক্ত ফুর্তিতে গদগদ হওয়া (আমোদে তারা যেন একে অন্যের গায়ে ঢলে পড়ছে)।

ঢাউস বিণ. প্রকাণ্ড।

ঢাক বিণ. বিশাল (ফুলে ঢাক হয়েছে)।

ঢাকঢাক গুড়গুড় ক্রি. বি. রহস্য বা কলঙ্ক চেপে রাখার চেষ্টা, চাপাচাপি ; গোপনতা ('আমার না হয় ঢাকঢাক গুড়গুড় নেই, দু'কান কাটা' : সমরেশ)।

ঢাকবাজানি বি. কুলটা, যে পরিবার বা বংশের দুর্নাম ছড়ায় ('ঢাকপাটির ঢাকবাজানি ঢাকাই বাবুর ঢেমনি' : দাশরথি)।

ঢামালি বি. রঙ্গ-তামাশা, ঢলাঢলি, দুষ্টামি।

ঢালু বি. মদ্যপান (আজ একটু ঢালু হবে নাকি?)।

ঢিট বিণ. ১. জব্দ, শায়েস্তা; ২. ধৃষ্ট, উদ্ধত (ঢিট কানাই)।

ঢিট করা ক্রি. শায়েস্তা করা ('আপনি বসুন, উহাকে ঢিট করে দিচ্চি' : ভোলা)।

ঢিটপনা বি. ধৃষ্টতা; ধূর্ততা।

টিটি বি. ব্যাপক দুর্নাম ও ধিক্কার প্রচার ('শহরে টিটি হয়ে গেছে...' : হুতোম)।

টিটিকার, টিটিক্কার বি. ধিক্কার, নিন্দা ও অখ্যাতি প্রচার।

টিটি পড়া ক্রি. ধিক্কার ও দুর্নাম প্রচারিত হওয়া।

টিটিরব বি. ব্যাপক নিন্দা প্রচার।

টিপ অ. বার বার বা ক্রমাগত (টিপ টিপ করে পেন্নাম ঠোকা)।

টিপকপালী বি. বিণ. উঁচু কপাল যে নারীর।

টিপসি বি. বিণ. মোটা।

টিমে তেতালা বিণ. অত্যন্ত মন্থর।

টিলা করা ক্রি. বেইজ্জত করা (কাপড় টিলা করে দেব)।

টিসুম টিসুম বি. ১. হাতাহাতি, মারামারি, ঘুঁসোঘুসি (আজ ওপাড়ার সঙ্গে একচোট টিসুম টিসুম হয়ে গেল); ২. সিনেমা-ছবিতে মারদাঙ্গার দৃশ্য (দেখে আয় ছবিটা, টিসুম টিসুম আছে)।

টুঁটুঁ, টুটু, বি. শূন্য ; কিছুই না ['...বাক্স-টাক্স উল্টে দেখেছিল ফটিক, সব টুটু (টুঁটুঁ), কিচ্ছু নেই' : প্রফুল্ল]।

টুঁ মারা ক্রি. খোঁজ নেওয়া, স্বল্প সময়ের জন্য সাক্ষাৎ করা ('তুখোর ইয়ারের দল...এর দরজায় তার দরজায় টুঁ মেরে বেড়াচ্ছেন' : হুতোম)।

টুকুটুকু বি. মদ্যপান ('রাতের দিকে বাড়িতেই একটু টুকুটুকু' : সঞ্জীব)।

টুড়টুড়ানি বি. বিণ. পাড়াবেড়ানি, যে রমণী বাড়ি বাড়ি টুঁড়ে বেড়ায়।

টুনটুন বি. গাড়ির গিয়ার বক্স (অপরাধ জগৎ)।

টুলটুলিয়া বি. ফুল প্যান্টের নিচের অংশের বড় ফাদনা; অনুরূপ ফাদনাযুক্ত প্যান্ট (কিছুদিন টুলটুলিয়া খুব চলেছে)।

টুলুটুলু বি. বিণ. তন্দ্রালুতা, আবেশজনিত বিহ্বলতা; তন্দ্রালু; আবেশবিভোর (ঘুমে চোখ টুলুটুলু হয়ে এসেছে)।

টুসকি বিণ. বয়সের অনুপাতে বেশি মোটা। দ্র. ঢেপসি।

ঢেউ দে ক্রি. চলে যা।

ঢেঁকি বি. অকর্মা।

ঢেঁটা বিণ. বেহায়া, নির্লজ্জ ও অবাধ্য।

ঢেঁটামি বি. বেহায়াপনা, নির্লজ্জ ও অবাধ্য আচরণ।

ঢেঁড়স দ্র. ঢ্যাঁড়স।

ঢেঙ কুঁজো বি. পাড়ার গুণী ব্যক্তি (পুজোর মিটিং, ঢেঙ কুঁজোরা সব আসবে)।

ঢেঙা, ঢেঙ্গা, ঢ্যাঙ্গা বিণ. লম্বা (লোকটা কি ঢেঙা!)। স্ত্রী. ঢ্যাঙ্গো।

ঢেপরি বি. বিণ. কুৎসিত মেয়ে।

ঢেপসা, ঢ্যাপসা, ঢ্যাপা বিণ. মোটা, কিন্তু গায়ে জোর নেই, চলাফেরার সময় কেবল ধুপধাপ পড়ে।

ঢেপসি বি. বিণ. মোটা ও অকর্মা মেয়ে (এই ঢেপসিকে শ্বশুরবাড়িতে অনেক গাল খেতে হবে)।

ঢেবলা বি. বিণ. চটপটে ও কর্মক্ষম নয় এমন (এসব ঢেবলা দিয়ে কাজ হয়?)।

ঢেমনা বি. লম্পট, জারজ, গালিবিশেষ; সচ. প্রভাব প্রতিপত্তিহীন। দ্র. ঢ্যামনা।

ঢেমনামি বি. কপটতা ও ধূর্ততা; ঢেমনার মত আচরণ।

ঢেমনি বি. উপপত্নী, রক্ষিতা, দুশ্চরিত্রা।

ঢেমস্যা, ঢ্যামসা বিণ. খুব মোটা, মেদবহুল পুরুষ। স্ত্রী. ঢেমসি।

ঢোঁড়া বি. [< সং, ডুণ্ডুভ] ১. নির্বিষ, ক্ষমতাহীন ('ঢোঁড়া হইয়া পড়িলেই জাঁক যায়' : টেকচাঁদ); ২. মেয়েদের তলপেট।

ঢোল বিণ. ১. ঢিলা, দ্র. ঢোলগোবিন্দ; ২. বৃহদাকার, স্থূল, ঢোলের সাদৃশ্যে (দাদা এবার হেরে ঢোল হয়েছে)।

ঢোলক বি. থানা।

ঢোলগোবিন্দ বি. ১. মাপের থেকে বড় পোশাক; ২. ঢিলে স্বভাবের লোক।

ঢোলবাজ বি. যে লোক কেবলমাত্র ট্রাম, বাস বা ট্রেনে মাল হাতসাফাই করে।

ঢোসকা বিণ. ১. মোটা অথচ শক্তিহীন, ঢেপসা (ঢোসকা চেহারা); ২. অন্তঃসারশূন্য, ফোঁপরা।

ঢ্যাঁড়স বি. বিণ. অকেজো, অপদার্থ, বোকা ['আপনি তো একটা ঢেঁড়স (ঢ্যাঁড়স)। না পারেন ভাল খেলতে, না পারেন ভাল লড়তে' : সঞ্জীব]।

ঢ্যাঙা বিণ. লম্বা ('তার উচ্চতা যতখানি, তার চেয়েও ঢ্যাঙা দেখায়' : সুনীল)।

ঢ্যামনা বি. ১. নির্বিষ, ক্ষমতাহীন; ২. অপদার্থ, মূর্খ ব্যক্তি ('মানদা মুখ কুঁচকে বলল, ঢ্যামনার মুখে আগুন' : প্রফুল্ল)।



অভিসারে চলল ঢেমনি

তকমা বি. অফিস ইত্যাদির পরিচয়সূচক পোশাক, চাপরাস, পদক, মেডেল।

তকমা আঁটা বিণ. তকমা-পরা, চাপরাস-পরা (তকমা-আঁটা দারোয়ান)। তু. তগমা।

তকরার বি. বিবাদ, বাদানুবাদ।

তক্কে তক্কে ক্রি.-বিণ. সতর্ক প্রতীক্ষা (তক্কে তক্কে থাকা)।

তক্তা করা ক্রি. প্রচণ্ড প্রহার করা (ছেলেটাকে মেরে তক্তা করেছে)।

তছনছ, তসনস বিণ. ছিন্নভিন্ন, এলোমেলো (জিনিসপত্র ঘেঁটে তছনছ করা)।

তড়তড়ে, তড়বড়ে বিণ. ব্যস্তবাগীশ, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত ব্যস্ততাহেতু তাড়াতাড়ি করে।

তড়পানি বি. ক্রোধজনিত আস্ফালন (যাক, এতক্ষণে তার তড়পানি থেমেছে)।

তড়পানো ক্রি. ক্রোধে বা উত্তেজনায় অস্থিরতা প্রকাশ করা, শাসানো আস্ফালন করা (যতই তড়পাও না কেন, তোমাকে আমি ভয় পাই না/ '...খানিক আগে একাই তড়পাচ্ছিল' : স. ম.)।

তড়বড়ি বি. তাড়াতাড়ি, অতি দ্রুত।

তড়িঘড়ি ক্রি.-বিণ. একটুও বিলম্ব না করে, তৎক্ষণাৎ।

তফারেন্স বি. [তফাত + Difference] পার্থক্য (আমি তো এর মধ্যে কোনও তফারেন্স দেখছি না)।

তবলা বি. ১. গম্ভীর মুখ; ২. স্তন; ৩. পেট।

তবলা খিঁচে দেওয়া, -নেওয়া ক্রি. মারধোর করা; নিগ্রহ করা; শায়েস্তা করা (বাড়াবাড়ি করলে তবলা খিঁচে দেব)।

তবলা ফাঁসিয়ে দেওয়া ক্রি. পেটে আঘাত করা, ধরাশায়ী করা, বিধ্বস্ত করা (কে, কোথায়, কার তবলা ফাঁসিয়ে দেবে বলা যায়?)।

তবলা ফোলানো ক্রি. মুখ ভার করা।

তম্বিতম্বা, তম্বি-তাম্বি, তম্বি-হম্বি, বি. চোটপাট, তর্জন-গর্জন; সরব তিরস্কার (অনেক তম্বি-তাম্বি করেছ, এবার শান্ত হয়ে আমার কথা শোনো)। তু. সর্থ. হম্বিতম্বি।

তরমুজ বি. রাজনৈতিক দ্বিচারিতা, যার বাইরে সবুজ, কিন্তু ভিতরে লাল (রাজনৈতিক কর্মী)।

তলকাটা বিণ. যে গোপনে ক্ষতিসাধন করে (গ্রাম্য)।

তলাখাক্তি বিণ. উচ্ছিষ্ট খেয়ে বাঁচে যে ('...তলাখাক্তি প্রজারা নিকটে আসিয়া ... সাল্যাম করিতে লাগিল' : টেকচাঁদ)।

তলানি বি. মূল্যহীন অবশেষ, উচ্ছিষ্ট, মানগত অবনমন (কালচার এখন তলানিতে এসে ঠেকেছে)।

তলাফাঁক বিণ. নিঃসম্বল, ঋণগ্রস্ত, নির্ধন, দরিদ্র।

তল্লি বি. ১. সম্পত্তি; ২. পুরুষের নাভির নীচের অংশ, অণ্ডকোষ (কুঁদে যেতেই কাওয়ার্ডটা ওর তল্লি চেপে ধরে দে দৌড়)।

তল্লিবাহক বি. বশংবদ ভৃত্যস্থানীয় (ব্যঙ্গার্থে)।

তল্লাট বি. অঞ্চল (সে এ তল্লাটে নেই)।

তল্লাশ বি. খোঁজ, অনুসন্ধান।

তল্লাশি বিণ. তল্লাশ সংক্রান্ত (তল্লাশি পরোয়ানা)।

তলতা, তালতা বি. স্তন।

তষ্টি বি. শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে দান গ্রহণে লালায়িত ব্রাহ্মণ, অধুনা লুপ্তপ্রায় ('আদায় করবার সময় এঁরা সাক্ষাৎ তষ্টিরাম' : কেদার)।

তাউই বি. ভাই বা ভগিনীর শ্বশুর।

তাও দেওয়া ক্রি. কোনও বাচ্চা মেয়েকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করা এবং বড় হলে পতিতাবৃত্তিতে নামানো। তু. ডিমে তা দেওয়া।

তাওয়া বি. ১. রাগী ব্যক্তি; ২. কামোত্তেজিত অবস্থা।

তাংড়ানো ক্রি. সংগ্রহ করা; ওঠানো বা বহন করা (এ তোষক তাংড়ানো আমার সাধ্য না)।

তাঁবু বি. পুরুষের কামোত্তেজিত অবস্থা।

তাঁবে বি. অধীনে (আমি কারও তাঁবে থাকার পাত্র নই)।

তাঁবেদার বি. অনুগত, বশংবদ ('নিজে সরল বলিয়া তাঁবেদারদিগের উপর বড় বিশ্বাস ছিল' : বঙ্কিম)।

তাগড়া বিণ. বলিষ্ঠ ও দীর্ঘ।

তাড়কাসুন্দরী বি. রাক্ষুসির মত দেখতে এমন মেয়ে।

তাড়াফুঁড়া বি. সজোরে গাঁথা ও ফুঁড়া, সজোরে ও অনিপুণ হস্তে সেলাই।

তাড়ি বি. তাল বা খেজুরের গাঁজানো রস।

তাডু বি. মারকুটে ব্যাটস্‌ম্যান; এলোমেলো ব্যাট চালাবার ভঙ্গি (শালা ক্রিকেট খেলছে, না তাডু মারছে?)।

তাত লাগা ক্রি. ক্ষুধা অনুভব করা।

তাতানো ক্রি. একজনের বিরুদ্ধে আর একজনকে নানাভাবে উত্তেজিত করা (আর বেশি তাতাস না, খেপে যাবে)।

তানপুরা বি. তানপুরার লাউয়ের সাদৃশ্যে ভারী নিতম্ব।

তাপাল দেওয়া ক্রি. বকুনি লাগানো।

তাপ্পি বি. মিথ্যা বোঝানো ('শর্মা আপনার অফিসকে তাপ্পি পরিয়ে দিয়েছে' : সুচিত্রা)।

তাব্‌ড়ি বি. বিণ. ১. থাপ্পর < থাবড়া; ২. তামা < তামড়ি ; ৩. ইতর; ছোটলোক।

তামাম বিণ. সমস্ত (তামাম দুনিয়া)।

তামিশগির, তামেশগির বি. বিণ. বিপদের সময় যারা দাঁড়িয়ে মজা দেখে।

তারোকেস্‌সর বি. (তারকেশ্বর) মস্তক মুণ্ডন। অনেক সময়ে চোর বা পকেটমার ধরা পড়লে জনসাধারণ তার মস্তক মুণ্ডন করে দেয়। তারকেশ্বর তীর্থযাত্রীদের মধ্যেও অনেকে মানত পূরণ করতে মাথা নেড়া করে থাকে।

তালকাটা ক্রি. ছন্দপতন ঘটা।

তালকানা বিণ. আনাড়ি, হুঁশজ্ঞানহীন।

তালগাছের আড়াই হাত বি. কোনও কাজের শেষ ও সবচেয়ে কঠিন অংশ (প্রথমটা ভালয় ভালয় উতরে গেল, এখনও তালগাছের আড়াই হাত বাকি)।

তালবাজ বি. পকেটমার।

তালবাজি বি. দাঁড়ানো লোকের পকেট মারা (অপরাধ জগৎ)।

তালবাহানা বি. ওজর, ছল, চাতুরি।

তালমারা ক্রি. কারো কাজে মোসাহেবের মত সমর্থন করে যাওয়া।

তালাচাবি-বন্‌ধো বি. ঋতু বা মাসিক কাল। (পতিতা) ভাতি তালাচাবি-বনধো কোরেছে—মেয়েটির এখন মাসিক অবস্থা চলছে।

তালামারা ক্রি. দাঁড়ানো অবস্থায় কোনও লোককে পিছন থেকে ধাক্কা মারা।

তালাস বডি বি. মোটাসোটা চেহারা।

তালি বি. উস্‌কানি।...তালি দেওয়া—কুপরামর্শ দেওয়া।...তালি—ডাবটি (ছেঁড়া কাপড়ে তালি দেওয়া)।

তালিবালি বি. ফাঁকি দিবার চেষ্টা (ওসব তালিবালি চলবে না)।

তালে তালে দেওয়া ক্রি. তালমারা।

তালে থাকা ক্রি. সুযোগ-সন্ধানে থাকা।

তালেবর বিণ. [< আ. তালাবর] গণ্যমান্য ব্যক্তি।

তাসা পার্টি বি. রুচিহীন; ছোটলোক (ওসব তাসা পার্টির কথা ছাড়)।

তিগ্‌গি বি. তিন টাকা।

তিড়বিড় অ. অস্থিরতা প্রকাশ (তিড়বিড় করা)।

তিড়বিড়ে বিণ. অস্থির, চঞ্চল ব্যক্তি বা প্রাণী।

তিড়িং বিড়িং অ. অস্থিরভাবে লাফালাফি (এত তিড়িং বিড়িং না করে একটু শান্ত হয়ে বোসো)।

তিড়িক করে ক্রি.-বিণ. আচমকা, হঠাৎ (তিড়িক করে লাফিয়ে উঠল ছেলেটা)।

তিতিবিরক্ত বিণ. অত্যন্ত বিরক্ত।

তিন পাত্‌তি বি. তিন টাকা।

তিরিক্ষি বিণ. সহজে ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত, উগ্র, রাগী (তিরিক্ষি মেজাজের মেয়ে)।

তিলক-কাটা বিণ. বিবাহিতা।

তিলে বিণ. খুব, তীব্র (ব্যাটা তিলে খচ্চর)।

তিলে খচ্চর বি. (গালিবিশেষ) দাগি বদমাশ; অত্যন্ত বদমাশ (শুধু খচ্চর? ও হচ্ছে তিলে খচ্চর/'তিলে খচ্চর, তুই বলবি না, তোর বাপ বলবে' : তপো)।

তুই-তুকারি বি. অসম্মান প্রর্দশন, অসম্মানসূচক 'তুই' সম্বোধন।

তুক করা ক্রি. মন্ত্র দ্বারা বশীভূত করা (গ্রাম্য)।

তুখোড় বিণ. চতুর বা সপ্রতিভ; নিপুণ।

তুঘলকি বিণ. খামখেয়ালি, স্বেচ্ছাচারী; নিয়মনীতির পরোয়া না করে (এসব তুঘলকি কাণ্ডকারখানা পার্টির নামে বেশ চলে যাচ্ছে)।

তুড়ি মারা ক্রি. তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, উপেক্ষা করা (অমন চাকরিকে তুড়ি মেরে চলে যাব)।

তুড়িয়া, তুড়ে ক্রি. যথেচ্ছ রকম ধমক দিয়ে উচিত শিক্ষা দেওয়া (তুড়ে দেওয়া)।

তুরকি নাচ বি. বিষম ঝঞ্ঝাট (দালালটা আমাকে তুরকি নাচ নাচাচ্ছে)।

তুরগী বি. অশ্বারোহী।

তুরীয় অবস্থা বি. চূড়ান্ত মত্ত অবস্থা।

তুলকালাম বি. তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা (তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিলে)।

তুলোধোনা করা ক্রি. বেদম প্রহার করা (মস্তানটাকে আজ সবাই মিলে তুলোধোনা করেছে)।

তুসকো বি. কোনও নামের বা ব্যক্তির উল্লেখ না করে অনির্দিষ্ট শব্দের বদলে 'ফলনা' শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

তেএঁটে বিণ. অতিমাত্রায় দুষ্ট, যার দুটির স্থানে তিনটি 'আঁটি' আছে ('...ছিঁচকাঁদুনে ছেলে, তেএঁটে ছেলে...সব নিয়ে শুরু হয়ে গেল ইংলিশ মিডিয়াম' : সঞ্জীব)।

তেওড় বি. বাঁকা টেরা বা তোবড়ানো অবস্থা, বাঁকা বা টেরা ভাব।

তেওড়া বি. বিণ. বাঁকা, কুটিল, তোবড়া, বক্রতা।

তেওড়ানো ক্রি. বেঁকে যাওয়া। দ্র. তোবড়ানো।

তেঁদড়, তেন্দর, ত্যাঁদড়, ত্যান্দর বিণ. ধৃষ্ট, নির্লজ্জ, বেহায়া, দুষ্ট, শঠ, ধূর্ত।

তেঁদড়ামি বি. দুষ্টামি, শয়তানি, শঠতা।

তেগদা, তেদলা, ত্যাদলা বি. বিণ. যে এক কথায় কোনও কাজ করে না, যাকে বার বার তাগিদ দিতে হয়।

তেজবরে বি. বিণ. তৃতীয় পক্ষের বর।

তেজিমন্দি বি. জিনিসের দামের উঠানামা।

তেড়িয়া বি. বিণ. ক্রুদ্ধ ও গোঁয়ার।

তেড়ে বি. বিণ. অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ('ভারতের বংশধররা তেড়ে সেখানে বংশবিস্তার করে' : সঞ্জীব)।

তেড়েফুঁড়ে ক্রি. প্রবল বেগে আক্রমণ করে, সজোরে গেঁথে বা ফুঁড়ে।

তেড়েমেরে ক্রি. মারার জন্য প্রবলভাবে উদ্যত হয়ে, প্রবলভাবে মেরে ('তেড়ে মেরে ডাণ্ডা, করে দিই ঠাণ্ডা' : সুকুমার)।

তেরছা বিণ. বাঁকা, টেরা, তির্যক।

তেরাত্তির বি. উপরি উপরি তিন রাত্রি, অশৌচ পালন অথবা উপবাস করার প্রসঙ্গে ব্যবহৃত।

তেরিমেরি বি. অশ্লীল গালাগালি; চোটপাট। দ্র. তুই-তুকারি।

তেরিয়া বিণ. উগ্রপ্রকৃতি; মারমুখো। তু. তেড়িয়া।

তেরোদশী বি. < ত্রয়োদশী।

তেরোস্পর্শ বি. < ত্র্যহস্পর্শ।

তেল বি. তেজ ; দর্প (আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলল না। খুব তেল হয়েছে দেখছি)।

তেল দেওয়া বি. তোষামোদ করা ('আমি কাউকে তেল দিই না' : সঞ্জীব)।

তেল-মাখানো ক্রি. হীনভাবে তোষামোদ করা।

তেলাড়ে বিণ. তেল পূর্ণ, তৈলাক্ত; বেশি পরিমাণে চর্বিযুক্ত (তেলাড়ে মাংস/ তেলাড়ে কথাবার্তা)।

তেলানো ক্রি. তোষামোদ করা (ব্যঙ্গে)।

তেলা মাথায় তেল দেওয়া ক্রি. যার প্রচুর আছে তাকে আরো দেওয়া।

তেলেবেগুনে বি. বিণ. চিড়বিড় করে ('...খাদু শেখ একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল' : গৌর)।

তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠা ক্রি. ভীষণ রেগে যাওয়া, অত্যন্ত উত্তেজিত হওয়া (আমার কথা শুনেই তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন)।

তৈরি জিনিস বি. ১. পরিণত বুদ্ধি ও ধূর্ত ব্যক্তি ; ২. সুন্দরী যুবতী।

তৈলঙ্গ স্বামী বি. বিণ. নগ্ন, উলঙ্গ।

তৈলমর্দন বি. ক্রি. তোষামোদ, খোশামোদ। দ্র. তেলানো।

তোড় করা ক্রি. জোর করে টাকা ছিনিয়ে নেওয়া।

তোড়বাজ বি. জুয়াড়ি।

তোতা বি. বংশবদ, যে শেখানো বুলি আওড়ায়।

তোতানো পাতানো বি. কোনও বিষয়ে বোঝানোর আপ্রাণ প্রচেষ্টা।

তোফা বিণ. বেশ ভাল, আরামপ্রদ ('বেঞ্চি সাজিয়ে, ফ্যান চালিয়ে ঘুমনোর তোফা আয়োজক,...' : সুচিত্রা)।

তোবড়া বি. বিণ. ঘোড়ার দানা খাওয়ার থলি; চুপসানো, টোল খাওয়া, বসে বা শুকিয়ে গেছে এমন (তোবড়া গাল)।

তোবড়া-তুবড়ি বি. জিনিসপত্র, মোটঘাট ('পানতামাক খেয়ে তোবড়া-তুবড়ি নিয়ে, দুর্গা বলে যাত্রা করে বেরুলেন' : হুতোম)।

তোবড়ানো বিণ. বাঁকিয়ে বা মুচড়িয়ে দেওয়া, টোল খাওয়ানো, চুপসানো (তোবড়ানো বাসন)।

তোবা বি. বাহবা (এর জন্যে তোবা দিতে হয় তোকে)।

তোয়াক্কা বি. আশা-ভরসা; গ্রাহ্য।

তোয়াজ করা ক্রি. যত্ন-আত্তি করা, খাতির করা, মন জুগিয়ে চলা (অনেক তোয়াজ করেছি, তবু তার মন পেলাম না)।

তোলতাই বি. ১. ছদ্ম প্রশংসা করে কাউকে অহংকৃত করা ; ২. কিডন্যাপ (মেয়েটাকে নাকি কাল রাত্রে কারা তোলতাই করেছে?)।

তোলন, তোলনবাজ বি. ১. দোকান থেকে যারা চুরি করে ; ২. পুরানো কাপড় জামা বিক্রি করে যারা লোক ঠকায়। তু. তোলা।

তোলা বি. মস্তান, পুলিশ প্রভৃতিকে প্রদত্ত অবৈধ অর্থ।

তোলাবাজ বি. পেশিশক্তির বলে নিয়মিত টাকা আদায় করে এমন।

তোলো হাঁড়ি বি. বিণ. ক্রোধে গম্ভীর মুখ ('কিন্তু ওই তিনবস্তু বাজারের ঝোলা থেকে বেরোলে, তোমার মুখ ত তোলো হাঁড়ির মত হবে' : সঞ্জীব)।

তোল্লা বি. কপট প্রশংসা করে কোনও ব্যক্তিকে উপরে তোলা (তোল্লা দেওয়া)।

তোষামুদে বিণ. তোষামোদ করে এমন, খোশামুদে, চাটুকার।

তোষামোদ বি. খোশামোদ, চাটু, মোসাহেবি।

ত্যাঁদড়, ত্যাঁদড়া বি. অতি দুষ্ট, গাঁটে গাঁটে শয়তানি বুদ্ধি অর্থে ('উলোর পাগল, গুপ্তি-পাড়ার বাঁদর, হালিশহরের ত্যাঁদড়' : প্রব.)।

ত্যাঁদড়ামি বি. ত্যাঁদড়ের আচরণ।

ত্যাঁদড়ের বাচ্চা বি. গালিবিশেষ।

ত্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই বি. বিরুদ্ধ আচরণ; গোঁয়ার্তুমি, অবাধ্যতা (ত্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করলে ধরে ফাটকে পুরে দেব)।

ত্যালানি, ত্যালানো দ্র. তেলানো ('...ঘুষ ত্যালানি সমানই চলছিল, কাজ নিয়ে আরো ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল' : সমরেশ)।

ত্রিভঙ্গ মুরারি বিণ. বাঁকাচোরা ('ছোট ছোট ত্রিভঙ্গ মুরারি ভাঁড়ে সেই চা চলে এল হাতে হাতে' : সঞ্জীব)।

837

থ বিণ. স্তম্ভিত ('গ্যাস্টারগুলো একেবারে থ হয়ে গেল বিণ' : প্রফুল্ল)।

থককি, থাককি বি. [< থাপ্পড়] চড়।

থকথকে বিণ. থকথক করছে এমন, ঈষৎ গাঢ়।

থকে যাওয়া ক্রি. ক্লান্ত বা অবসন্ন হওয়া।

থতিয়ে যাওয়া ক্রি. মানসিকভাবে স্তিমিত হওয়া ('ভেতরে ভেতরে আমি স্লাইট থতিয়ে গেলাম' : প্রফুল্ল)।

থপথপি বিণ. গজেন্দ্রগামিনী।

থপথপে বিণ. স্থূল ব্যক্তির চলাফেরা, স্থবিরতা।

থমক বি. থেমে থেমে চলা, হাবভাবযুক্ত চলনভঙ্গি, ঠমক।

থম মেরে থাকা ক্রি. [< স্তম্ভিত] গম্ভীর হয়ে থাকা ('...মা গিয়ে থেকে মানুষটা থম মেরে আছে' : বাণী)।

থম্বোসিস বি. প্রেমে পড়া।

থর নামা ক্রি. অতি স্থূল হয়ে যাওয়া, চর্বিযুক্ত পেটে বা ঘাড়ের চামড়ায় ভাঁজ পড়া (লোকটার ঘাড়ে কেমন থর নেমেছে দেখেছ?)।

থলথলে বিণ. স্থূল বা চর্বিযুক্ত ব্যক্তি।

থসথসে বিণ. শিথিল, পচনযুক্ত অবস্থা।

থাউকি বেলা বি. বিকালবেলা, অপরাহ্ণ, শেষ বেলা (থাউকি বেলায় তারা আবার পথ চলতে শুরু করল)।

থাউকো বিণ. ঠিক ওজন বা সংখ্যা অনুসারে নয়, আন্দাজে ধরা হয়েছে এমন; থোক, আনুমানিক, ভাগা হিসাবে।

থান বি. ১. বিধবা; ২. হাজার টাকা।

থান ইট বিণ. নিরেট মুর্খ।

থানা মিট বি. অবৈধ কারবারিদের থানায় প্রদেয় সাপ্তাহিক বা মাসিক অর্থ, (পুলিশকর্মী, চোরাকারবারি)।

থানার ডাক বি. থানায় প্রদেয় সাপ্তাহিক বা মাসিক অর্থপরিমাণ (পুলিশকর্মী, চোরাকারবারি)।

থাপ্পর বি. [<পাঁচ আঙুল] পাঁচ টাকার নোট (জুয়াড়ি এবং পকেটমার)।

থাবড় বি. থাপ্পড়।

থাবড়া দ্র. থাবড় (তাকে সে এক থাবড়া মেরে বসিয়ে দিতে পারত)।

থাবানো ক্রি. থাবার সাহায্যে আঘাত করা।

থাব্বা বি. মোটা টাকার বান্ডিল।

থার্ড ডিগ্রি বি. পুলিশ-হেপাজতে আসামির অঙ্গহানি বা প্রাণসংশয় হতে পারে এমন মাত্রাতিরিক্ত দৈহিক অত্যাচার (থার্ড ডিগ্রি না দিলে দাগি আসামি মুখ খোলে না)।

থুকরা বি. [<থুৎকার] থু থু।

থুড়ি অ. ভুল করে কিছু বলে প্রত্যাহার করা।

থুড়িলাফ বি. অকস্মাৎ লম্ফ, উত্তেজিত লাফালাফি।

থুতকার বি. থুতু ফেলা, ধিক্কার দেওয়া, ঘৃণা প্রকাশ করা।

থুতকুড়ি বি. থুতু।

থুবড়া বিণ. ১. অতিবৃদ্ধ, চলনশক্তিহীন (বুড়ো থুবড়া); ২. (ব্যঙ্গে) অনেক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত আছে এমন (থুবড়া বর)।

থুবড়ি বিণ. অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিতা (থুবড়ি মেয়ে)।

থুবড়ে দেওয়া ক্রি. ঠুকে চেপ্টা করে দেওয়া; উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া (বেশি বাড়াবাড়ি করলে মুখ থুবড়ে দেব)।

থুবড়ো বিণ. [<স্থবির] স্থবিরের মত ভাব, জবুথবু।

থুমবা গেয়া ক্রি. ধরা পড়া।

থুম্বি বি. পায়ের উপরিভাগ।

থুরে দেওয়া ক্রি. এক হাত নেওয়া, জব্দ করা; প্রচুর গালমন্দ করা (লোকটা যদি বেশি তেরিমেরি করে তবে ওকে এমন থুরে দেব যে কোনও দিন আর ভুলতে পারবে না)। সর্থ. গেদে দেওয়া।

থোঁতা বিণ. [<থুতনি] অহংকারী, বড় ও ভারী মুখ।

থোঁতা মুখ ভোঁতা করা ক্রি. দর্পচূর্ণ করা, উপযুক্ত শাস্তি।

থোড়-বড়ি-খাড়া বি. গতানুগতিক।

থোতনা বি. (নিন্দার্থে বা ব্যঙ্গে) বড় থুতনি।

থোপনা দ্র. থোবনা।

থোবড়া বি. মুখ ('রোজ আটটা-দশটা করে খচড়া থোবড়া দেখাচ্ছে' : প্রফুল্ল)।

থোবনা বি. ভারী চিবুক, বড় থুতনি।

থোবনা নাড়া ক্রি. বিশ্রীভাবে মুখ নাড়া; অশোভনভাবে বা উদ্ধতভাবে কথার জবাব দেওয়া (ওরকম থোবনা নেড়ে কথা বলা আমি বরদাস্ত করব না)।

থোবর বি. মুখ।

থোবল বি. মুখমণ্ডল।

থ্যাবড়া বিণ. চ্যাপ্টা।

দই বি. কাদা।

দইমুচুল করা ক্রি. ভাঙচুর করা।

দকখিনা বি. [<দক্ষিণা] ১. প্রহার; ২. ঘুষ।

দজ্জাল বিণ. [<আ.] ডাকাবুকো, দুষ্ট।

দফারফা বি. [<আ. দফহ্] সর্বনাশের একশেষ ('এবার তারানাথের দফারফা হয়েছে' : বিদ্যা)।

দম বি. ১. নেশা; ২. ক্ষমতা; ৩. ধাপ্পা, বেগ, হয়রান (টাকা আদায়ের সময় খুব দম দিয়েছে)।

দমছোটা বি. অত্যন্ত পরিশ্রমবশত ক্লান্তি।

দম দেওয়া ক্রি. ১. নেশা করা; ২. পরামর্শ দেওয়া।

দম নেওয়া বি. গাঁজা খাওয়া।

দমপু বি. অত্যধিক ধূমপায়ী।

দমবাজ বিণ. ধাপ্পাবাজ।

দমবাজি বি. ধাপ্পাবাজি, প্রতারণা, হয়রানি ('মনে হচ্ছে সব দমবাজি!' : জ্যোতিরিন্দ্র)।

দয়লা বি. দু'টাকা (তোর কাছে একটা দয়লা হবে?)।

দরকচা, দরকাঁচা বিণ. পাকা অথচ ভিতরে কাঁচা বা শক্ত এমন (দরকচা ফল)।

দরকচা মারা বি. ভিতরে বাইরে সমান পূর্ণতা পায়নি বা প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারেনি এমন (বাপের দরকচা মারা ছেলে)।

দর বাড়ানো ক্রি. নিজেকে বড় ভাবা; আত্মশ্লাঘা করা; নিজেকে আত্মগর্বে ফুলিয়ে উঁচুতে তোলা (লোকটা নির্লজ্জের মত দর বাড়াচ্ছিল)।

দলাইমলাই বি. শরীর মর্দন, সংবাহন।

দলামচা করা, দলামোচড় করা বি. কোনও জিনিস (কাগজ, কাপড় ইত্যাদি) মুঠিতে চেপে পিণ্ডের মত করে ফেলা।

দহরম মহরম বি. ঘনিষ্ঠতা, মেলা-মেশা (ওদের সঙ্গে তার দহরম মহরম আছে)।

দাওয়াই বি. ১. প্রহার; ২. বিরুদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ।

দাঁও, দাও বি. সুযোগে লাভ (দাঁও মারা—সুযোগে লাভ করা)।

দাঁওবাজ বিণ. বি. ১. বেশ্যাসক্ত; ২. বোকালোক।

দাঁওমারা ক্রি. ১. সুযোগ বুঝে লাভবান হওয়া, সুবিধা পাওয়া, জেতা ('মোকদ্দমা বুঝিয়া মুচি দাঁও মারিতেন' : বঙ্কিম)।

দাঁড়কাক বি. ১. অতি কালো ছেলে বা মেয়ে; ২. অলক্ষণযুক্ত ব্যক্তি (গ্রাম্য)।

দাঁড়ানো ক্রি. ১. নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া; ২. কামোত্তেজনায় পুরুষাঙ্গ স্ফীত ও খাড়া হওয়া।

দাঁড়াভোগদ্যান বি. যেখানে দাঁড়িয়ে মদ্যপান করা হয় ('এক এক বোতল ধান্যেশ্বরী সহজেই দাঁড়াভোগদ্যান...' : ভোলা)।

দাঁতকপাটি বি. দাঁতে দাঁত লাগা ('এই ভৌতিক পরিবেশে অনেকেরই দাঁতকপাটি লেগে যেত' : সত্যজিৎ)।

দাঁত ক্যালানো ক্রি. হাসি, ব্যঙ্গার্থে ('...দাঁত কেলিয়ে হাসছিস যে বড়?' : সুনীল)।

দাঁত মাজা ক্রি. বুঝে নেওয়া।

দাঁত মেজে আয় ক্রি. চলে যা (ব্যঙ্গার্থে)।

দাগা বি. [<ফা. দগা.] ১. মানসিক আঘাত; ২. প্রতারণা ('রামকমল সিংগী মারা

যাওয়ায় মনে বড় দাগা পেয়েচি রে' : সুনীল)।

দাগাদার বি. অনিষ্টকারী, দুষ্ট, বেদনা বা আঘাতদানকারী, কলঙ্কদাতা, বিশ্বাসঘাতক।

দাগা দেওয়া ক্রি. মনে আঘাত দেওয়া, প্রতারণা করা (জানাশোনা লোকও যে এমন দাগা দেবে তা কে জানত?)।

দাগাবাজ বিণ. ঠক, প্রবঞ্চক, প্রতারক (পড়েছি এক দাগাবাজের পাল্লায়)।

দাগা বুলানো ক্রি. লেখার উপর প্রথম শিক্ষার্থী কলম বুলানো (এই লেখার উপর দাগা বুলিয়ে যাও, ঠিক শিখে যাবে)।

দাগা ষাঁড় বি. শ্রাদ্ধাদিতে যে ষাঁড়কে দাগ দিয়ে উৎসর্গ করা হয়; নাম-জাদা বদমাইশ।

দাগী বি. ১. অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত ব্যক্তি; ২. বিবাহিতা নারী, সিঁদুরের চিহ্ন বা দাগ আছে এই অর্থে।

দাড়ু বি. দাড়ি আছে এমন লোক (আজকাল দাড়ু বড় একটা দেখা যায় না)।

দাদন বি. লোকনাট্য গোষ্ঠীর শিল্পীকে প্রদত্ত অগ্রিম অর্থ (লোকনাট্য)।

দাদা বি. মস্তান বা প্রতিপত্তিশালী রাজনৈতিক নেতা।

দাদু বি. ১. বয়স্ক ব্যক্তির প্রতি সম্বোধন (এই যে দাদু শুনছেন?); ২. বয়স্কের মত আচরণ (তুই দিন দিন দাদু হয়ে যাচ্ছিস)।

দানা বি. বুলেট (সমাজবিরোধী)।

দানিয়া বি. যে ব্যক্তি দান করে; দানী।

দাবড়ানি বি. ধমক ('...কৃষ্ণের কাছে কিরকম দাবড়ানি খেয়েছিলেন আপনি' : সঞ্জীব)।

দাবড়ানো ক্রি. পিছনে ধাওয়া করা, ধমক দেওয়া, ভয় দেখানো।

দাবড়ি বি. ধমক, ভয় দেখানো, তাড়না, তাড়া, কঠিন তিরস্কার বা ভর্ৎসনা।

দাবানো ক্রি. দমন করা, শাসন করা, চাপ দিয়ে নিচু করা? চেপে ধরা, টেপা বা টেপানো।

দাভারকি বি. বাজে কথা (ওসব দাভারকি রাখ্)।

দামড়া বি. বিণ. (ব্যঙ্গে) অপদার্থ যুবক, দুরন্ত ও বলিষ্ঠ (দামড়া বাছুর)।

দামড়ী বিণ. স্ত্রী. অত্যন্ত দুরন্ত ও পুরুষালি-ভাবযুক্তা।

দামাল বিণ. দুরন্ত।

দারু বি. [<ফা.] মদ।

দালাইলামা বি. গাঁজা। দালাইলামার ভারতে আগমনের পর এই শব্দটি অপরাধ জগতে 'গাঁজা' অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। তু. দলা।

দালাল বি. ১. অনুষ্ঠানের বায়না সংগ্রহকারী (লোকনাট্য); ২. নারী সংগ্রহকারী (নারী পাচারকারী চক্র); ৩. কোনও রাজনৈতিক দল বা প্রতিষ্ঠান-কর্তৃপক্ষের পক্ষাবলম্বনকারী, বিরুদ্ধ পক্ষের দৃষ্টিতে।

দিওয়ানা বি. [<ফা.] প্রেমোন্মাদ।

দিক-ধেড়েঙ্গে বিণ. আলভোলা, দিক্‌শূন্য ('সবাই কি আমার মত দিক্-ধেড়েঙ্গে' : মুজতবা)।

দিগ্‌গজ বি. পণ্ডিত ব্যক্তি (ব্যঙ্গার্থে)।

দিগ্‌দর্শন ক্রি. সুলুকসন্ধান দেওয়া, দীক্ষিত করা (ব্যঙ্গার্থে)।

দিগর বি. (ব্যক্তি সম্পর্কে আদালতি ভাষায়) প্রভৃতি, গণ।

দিচ্ছে ক্রি. অতিরঞ্জিত করে বলা; মিথ্যা কথা বলা (প্রথমটা ঠিকই বলছিল; এবার শোন, শুধু দিচ্ছে)।

দিদিমণি বি. পরনে সাধারণ শাড়ি, চোখে চশমা, অবিবাহিত, এমন তিরিশোর্ধ্ব যে কোনও মহিলা।

দিন কাটানো ক্রি. কায়ক্লেশে জীবিকা নির্বাহ করা।

দিনকানা বিণ. দিনে দেখতে পায় না এমন, দিবান্ধ (বাদুড় দিনকানা প্রাণী)।

দিনকাল বি. সমসাময়িক অবস্থা (দিনকাল খারাপ)।

দিনগত পাপক্ষয় ক্রি. দিনের কৃত্য বা কাজ কোনওরকমে সম্পাদন বা সমাপন।

দিন গোনা ক্রি. দিনের পর দিন ধৈর্যের সঙ্গে প্রতীক্ষা করা।

দিন চলা ক্রি. কোনওরকমে সংসার নির্বাহ হওয়া।

দিন দিন ক্রি.-বিণ. যতই দিন যাচ্ছে ততই। (দাম দিন-দিন বাড়ছে)।

দিন ফুরানো ক্রি. আয়ু শেষ হওয়া, মৃত্যুকাল ঘনিয়ে আসা।

দিলদার বিণ. দিল বা মন আছে যার; উদারমনা; সহজেই যার কাছ থেকে কিছু পাওয়া যায় (গোবিন্দবাবু দিলদার মানুষ, গিয়ে দাঁড়ালেই হান্ড্রেড রুপিজ)।

দিল্লাগি বি. ঠাট্টা-তামাশা।

দিল্লাগি করা ক্রি. ন্যাকামি করা।

দুঁদে বিণ. রাশভারী ও কর্মদক্ষ ('...টেনিদার দুঁদে বড়দা — যাঁর হাঁক শুনলে আমরা পালাতে পথ পাই না...' : নারায়ণ)।

দুক্‌কি বি. ১. দুই; ২. দু'টাকা।

দুগ্‌গি বি. দু'টাকা।

দুত্তরি অ. দূর দূর অবজ্ঞা প্রকাশ।

দুত্তোর অ. ঘৃণার ভাব প্রকাশ।

দুদু বিণ. স্তন।

দুধে বিণ. দুর্দান্ত।

দু'নম্বর বিণ. ১. নকল; ২. কালোবাজারি অর্থ বা দ্রব্য; ৩. অসৎ ('দু হাত ভয়ের দুই নম্বর লুটবি' : স. ম.)।

দু'নম্বর দেওয়া ক্রি. জ্ঞান দেওয়া; গুলগাপ্পা দেওয়া।

দু-নম্বরি বিণ. ১. নিকৃষ্ট বা নকল (দু-নম্বরি মাল); ২. অসাধু (দু-নম্বরি লোক/দু-নম্বরি ব্যবসা/'সব্বাই দু-নম্বরি। মন্ত্রী আমলা... থেকে সাধু সন্ন্যাসী পর্যন্ত' সুচিত্রা)।

দুপেয়ে বিণ. দুটি পা আছে এমন, দ্বিপদ (দুপেয়ে জন্তু)।

দুম্‌বো রাঁড়ি বি. তরুণী বিধবা (অপরাধ জগৎ)।

দুমুখো বিণ. একই মুখে দুরকম কথা বলে এমন (ওরকম দুমুখো লোককে কখনও বিশ্বাস কোরো না)।

দুমুখো সাপ বি. (নিন্দায়) যে লোক একই সঙ্গে দু-রকম আচরণ করে (লোকটি একটি আস্ত দুমুখো সাপ। এই বিনয়ের অবতার। এই আবার জোচ্চোর)।

দুম্বি বি. চর্বিযুক্ত চিকণ নরম প্রচুর

লোমবিশিষ্ট ভেড়ার সাদৃশ্যে ধনী ঘরের সোহাগী মহিলা।

দুয়ো বিণ. স্বামীর অপ্রিয়া; নিন্দাসূচক শব্দ।

দুর্‌কি বি. দু'টাকার নোট।

দুরমুশ বি. রাস্তা ইত্যাদি পিটবার মুষল বা বড় মুগুর।

দুরমুশ করা ক্রি. দুরমুশ দিয়ে পেটাই বা পেষাই করা।

দুলকি বি. যুবতী।

দুলা বি. কনে।

দুশপন, দুশমন বি. শত্রু। দুশমনি—শত্রুতা।

দেঁতো বিণ. শুষ্ক; যাহা আন্তরিক নয়; বড় বড় দাঁতবিশিষ্ট।

দেঁতো হাসি বি. ছদ্মহাসি, হাসির ভান।

দেখনহাসি, দ্যাখনহাসি বি. যে দেখা হলেই হাসে বা প্রফুল্ল হয়, যাকে দেখলেই প্রীতির হাসি জাগে এমন হাস্যময়ী সখী।

দেড় ব্যাটারি বিণ. ট্যারা; একটা চোখ একটু ছোট (লোকটাকে হঠাৎ দেখলে মনে হবে চোখ মারছে; আসলে শালা দেড় ব্যাটারি)।

দেড়ে মুষে ক্রি.-বিণ. সর্বতোভাবে শোষণ করিয়া।

দেড়েল বি. যাহার দাড়ি আছে।

দেনেওয়ালা বি. [<হি.] ১. ভগবান; ২. উত্তমর্ণ, প্রভু।

দেবশিশু বি. চোর-ছ্যাঁচড়।

দেমাক বি. গর্ব, দম্ভ, অহংকার ('...ভদ্রলোকের বেশ একটু দেমাকও ছিল...' : সত্যজিৎ)।

দেহাতি বিণ. গ্রাম্য।

দোআঁশলা বিণ. বর্ণসঙ্কর, দুধরনের পদার্থের মিশ্রণজাত।

দোকর বি. ডবল, পুনর্বার।

দোকলা বি. বিণ. ১. দুজন (একলা-দোকলা); ২. অপব্যয়ী।

দোকানিয়া বি. বেশ্যাপাড়া।

দোখিনপাড়া বি. বেশ্যাপাড়া।

দোগলা বিণ. চরিত্রহীন, বেজন্মা। তু. দোআঁশলা।

দোগলাবাজ বি. বিণ. বিশ্বাসঘাতক।

দোগলাবাজি বি. গুপ্তকথা ফাঁস করে দেওয়ার স্বভাব; দোগলাবাজের আচরণ।

দোগেড়ের চ্যাং বি. বশংবদ।

দোতরফা বি. যে দুই পক্ষকেই খুশি রাখতে চায়, যেমন, চোরকে বলে 'চুরি কর,' গৃহস্থকে বলে 'সজাগ থাক'।

দোদমা বি. এক ধরনের পটকা, যা প্রথমে এক রকম শব্দ করে, পরে কিঞ্চিৎ উচ্চতায় আর একরকম; সেই সাদৃশ্যে এমন ব্যক্তি যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে অল্প সময়ের ব্যবধানে একই বিষয়ে দু'রকম আচরণ করে (এই কাল বলে গেলে এক কথা, আজ আবার উলটো গাইছ! দোদমা ফাটিয়ে আর কতকাল চলবে?)।

দৌড় বি. ক্ষমতা।

দ্যাখসে ক্রি. দেখ এসে।

দ্যাখমার বি. দেখামাত্র মার।

দ্যাবাদেবী বি. প্রেমিক-প্রেমিকা, স্বামী-স্ত্রী।

দ্রব্যগুণ বি. ১. মাদকের প্রভাব; ২. প্রহার।

ধকরলে ক্রি. ধরে নে (এখান থেকে ছুঁড়ে দিচ্ছি, সাবধান ধকরলে)।

ধকরেছে ক্রি. ধরেছে (অত উঁচু ক্যাচটা কেমন ধকরেছে দেখলি)।

ধকল বি. প্রবল চাপ, অত্যধিক খাটুনি, ধাক্কা, আঘাত, চোট।

ধজু বি. [< ধ্বজভঙ্গ] দুর্বল পৌরুষহীন ব্যক্তি।

ধড়ফড় অ. হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন (বুক ধড়ফড় করা); ছটফট, অস্থিরতা প্রকাশ (ও গলাকাটা-পাঁঠার মত ধড়ফড় করতে লাগল/ছেলেটা বাড়ি যাবার জন্যে ধড়ফড় করছে)।

ধড়াম, ধড়াস অ. জোরে কিছু পড়বার শব্দ (ধড়াম করে দরজার একটা পাল্লা পড়ে গেল)।

ধড়িবাজ বিণ. ধূর্ত, ফন্দিবাজ, প্রতারক ধুরন্ধর ; যে নানা রকম ফন্দিফিকির জানে।

ধড়িবাজি বি. ধূর্ততা, ফন্দিবাজি, প্রতারণা, চালাকি।

ধন বি. পুং. জননেন্দ্রিয়।

ধনঞ্জয় করা ক্রি. [< প্রহারেণ ধনঞ্জয়] মেরে তাড়ানো (ধরা পড়লে ধনঞ্জয় করবে কিন্তু)।

ধপাস অ. অকৃতকার্য হওয়া।

ধমকি বি. শাসানি।

ধম্মকাঠি বি. সিগারেট।

ধরমপুত্তুর বি. সত্যবাদী (ব্যঙ্গার্থে)।

ধরমের ষাঁড় বি. অকর্মা, অপ্রয়োজনীয়।

ধরা পড়া ক্রি. বন্দি হওয়া; আবিষ্কৃত হওয়া, বার হওয়া (ভুল ধরা পড়া)।

ধসকা বিণ. দুর্বল।

ধসকে দেওয়া ক্রি. ১. ধরে আছাড় মারা (পাজিটাকে আচ্ছা করে ধসকে দেব একদিন) ; ২. খুব মারধর করা ; ৩. পরাজিত বা নাকাল করা।

ধসটানো বি. [< ধৃষ্টতা] নোংরামো, দুষ্টামি।

ধসানো ক্রি. অর্থ ব্যয় করানো।

ধসিয়ে দেওয়া ক্রি. বিধ্বস্ত বা পরাভূত করা (ওরা এসে ক্লাবটাকে ধসিয়ে দিয়েছে)।

ধসে যাওয়া ক্রি. হেরে যাওয়া (ও তো গোঁজ ক্যান্ডিডেট, ধসে যাওয়ার জন্যেই ইলেকশনে দাঁড়িয়েছে)।

ধস্তাধস্তি বি. গায়ের জোরে ঠেলাঠেলি, পরস্পরকে স্থানচ্যুত করবার চেষ্টায় আক্রমণ করা, বলপ্রয়োগ। ভারী জিনিস ইত্যাদি তুলবার জন্য বার বার বলপ্রয়োগ।

ধাউড়, ধাওড় বিণ. ধূর্ত, শঠ।

ধাঁ অ. [< ধাব] দ্রুতগতি পলায়ন।

ধাঁই অ. দ্রুত ও সজোরে চড় ইত্যাদি মারার শব্দ (ধাঁই করে চড় মারল)।

ধাঁই পাঁই বিণ. দেখতে বড়সড় এমন (একটা ধাঁই পাঁই ইলিশ আনিস তো)।

ধাঁচ, ধাচ বি. রকম, প্রকার, ধরন ('প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি, তার গায়ে বোধহয় তিব্বতি ধাঁচেরই সব নকশা' : সত্যজিৎ)।

ধাঁচা বি. [< ধাঁচ] ধরন ('রামলালের মনের ঢাঁচা (ধাঁচা) প্রায় তাঁহার মনের মত হইয়া উঠিল' : টেকচাঁদ)।

ধাঁতানি বি. বকুনি ('...এর ধাঁতানি ওর

গুঁতানি চাঁদপানা মুখ করে সয়' : মুজতবা)।

ধাঙর বি. অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তি।

ধাড়ি বি. বিণ. [< ধাত্রী] ১. যার বাচ্চা হয়েছে (ধাড়ি ছাগী); ২. গালিবিশেষ (বুড়োধাড়ি/বজ্জাতের ধাড়ি); ৩. পরিণত বয়স্ক।

ধাড়িপাড়া ক্রি. (অধুনালুপ্ত) বয়স্ক মানুষকেও চূড়ান্ত নেশাগ্রস্ত করা—ধাড়ি লোককেও পেড়ে ফেলা ('জিনও দু'তিন বোতল রাখতে হবে, ধাড়ি পাড়বার জন্য নডেলাম প্রভৃতি রাখাও খুব কর্তব্য' : ভোলা)।

ধানাইপানাই বি. অপ্রাসঙ্গিক কথা, অনুযোগ, নাকে কান্না ('এর কাছে আজেবাজে ধানাইপানাই চলবে না' : প্রফুল্ল)।

ধান্দা, ধান্ধা বি. ১. বিষয়কর্মের চিন্তা (তাকে সর্বদা নানা ধান্দায় ঘুরতে হয়); ২. কাজকর্ম (তার ধান্দার শেষ নাই); ৩. সুযোগসন্ধান ('গুরু তোমার ধান্দাটা কী বলো তো?' : প্রফুল্ল)।

ধান্দাবাজ বি. সুযোগসন্ধানী।

ধান্দু বিণ. নির্বোধ।

ধান্যেশ্বরী বি. দেশি মদ ('এতটা ধেনো বা ধান্যেশ্বরী স্টমাকে ঢুকলে পা দুটো কনট্রোলে থাকার কথা নয়' : প্রফুল্ল)।

ধাপড়ধাঁই অ. দ্রুত।

ধাপ্পা বি. প্রতারণার উদ্দেশ্যে মিথ্যা উক্তি, ধোঁকা, গুল।

ধাপ্পাবাজ বিণ. উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রায়ই মিথ্যা বলে এমন, প্রতারণায় অভ্যস্ত।

ধাপ্পাবাজি বি. মিথ্যা উক্তির দ্বারা প্রতারণা, ধোঁকাবাজি ('প্রেম একটা ধাপ্পাবাজি, যার দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরকে ঠকায়' : পরশুরাম)। দ্র. ধাপ্পা।

ধাবকা বি. প্রভাব, চাপ।

ধামসাধামসি বি. অতিরিক্ত হুল্লোড়, উদ্দাম নৃত্য ইত্যাদি (ও বাড়িতে রাত-দুপুর পর্যন্ত ধামসাধামসি চলে)।

ধামসানো ক্রি. দলিত করা, মথিত করা, মাড়ানো; জোরে প্রহার করা বা পিটানো (চোরটাকে কয়জনে মিলে যেভাবে ধামসাল তা চোখে দেখা যায় না)।

ধামা বি. ১. গর্ভসঞ্চার; ২. চোরাই মাল; ৩. মোটা লোক।

ধামাকা বি. হুজুগ, বিজ্ঞাপনের ভাষাসূত্রে।

ধামাচাপা বিণ. চেপে যাওয়া ('পুরো কেসটাই চামাচাপা' : সুচিত্রা)।

ধামা দেওয়া ক্রি. ক্রিকেট খেলায় সহজ ক্যাচ ফসকালে সংশ্লিষ্ট ফিল্ডারের উদ্দেশ্যে কটূক্তি (ওরে—, ওকে একটা ধামা এনে দে)।

ধামাধরা বিণ. অত্যন্ত খোশামুদে (ওর মত ধামাধরা ত্রিভুবনে নেই)।

ধামালি বি. চতুরালি।

ধারাপাত বি. ১. হিসাব ; ২. শিক্ষা, জ্ঞান।

ধাষ্টামি, ধাষ্টামো বি. ধৃষ্টতা, স্পর্ধা, বৃথা কথা কাটাকাটি ('সে বেটা যেমন ধাষ্টামো করে তেমনি তার সমুচিত দণ্ড করা কর্তব্য' : টেকচাঁদ)।

ধিঙ্গি, ধিঙ্গী বিণ. (নিন্দায়) দুরন্ত, চঞ্চলস্বভাব, উদ্দাম, লজ্জাহীন মেয়ে ('এই সহচরীগণ এক ধিঙ্গী একজন...' : ভারত)।

ধিঙ্গিপনা, ধিঙ্গীপনা বি. দুরন্তপনা, অসংযত আচরণ, উদ্দাম স্বভাব।

ধিনিকেষ্ট বি. (ব্যঙ্গে) যে লোক কেবল নেচেকুঁদে বেড়ায়, কোনও দায়িত্ব পালন করে না (সারাদিন ধিনিকেষ্ট হয়ে নেচে বেড়ালে ভাত জুটবে না)।

ধুঁদুল চোষা ক্রি. প্রাপ্তিহীনতা, ব্যর্থ হওয়া।

ধুচুনি বি. আধারস্বরূপ ব্যক্তি, যেমন, রূপের ধুচুনি ('একেবারে তো রূপের ধুচুনি হয়ে বসে আছেন' : গৌর)।

ধুৎ, ধুত্তেরি, ধুত্তোর অ. বিরক্ত প্রকাশক শব্দ ('...হাত থেকে কাঁটাটা ছিটকে মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট শুনলাম, তিনি বলে উঠলেন ধুত্তেরি' : সত্যজিৎ)।

ধুদধুড়ি/ধুধধুড়ে বিণ. শতচ্ছিন্ন কাঁথা বা পোশাক ('ওর মধ্যে তিনখানা ছেঁড়া গেঞ্জি, পাঁচখানা ধুধধুড়ে রুমাল...' : সত্যজিৎ)

ধুনে দেওয়া ক্রি. দারুণ প্রহার করা (সেদিন শালাকে এমন ধুনে দিয়েছি...)।

ধুন্ধ বি. অবাক হয়ে যাওয়া।

ধুন্ধুমার বি. প্রলয়কাণ্ড, ভয়ংকর লড়াই ('শুরু হল ধুন্ধুমার লড়াই' : সঞ্জীব)।

ধুবড়ি বি. ১. মোটা মেয়ে ; ২. লম্পটী। তু. ধুমড়ি।

ধুমকি ক্রি. ১. সিগারেট খাওয়া (ধুমকি ছাড়া আমার আর কোনও নেশা নেই); ২. প্রহার, মার (ধুমকির চেয়ে ভাল দাওয়াই নেই)।

ধুমড়ি বি. ঢেমনি, বয়স্কা চরিত্রহীনা নারী, মোটা মেয়েলোক।

ধুমধাড়াক্কা বি. বিণ. ১. জাঁকজমক, ধুমধাম, হট্টগোল ('কলেজে তো ধুমধাড়াক্কা রোজই লেগে ছিল' : সমরেশ); ২. এলোপাতাড়ি (মুখের উপর ধুমধাড়াক্কা কথা বলে দেয়)।

ধুমপটাস অ. হঠাৎ ফেটে যাওয়ার প্রবল শব্দ।

ধুমসা, ধুমসো বিণ. মোটা (ধুমসা চেহারা/ধুমসা লোক)।

ধুমসি বি. বেমানান মোটা খুব কালো রঙের স্ত্রীলোক ; গালিবিশেষ।

ধুমুল দেওয়া, ধুমুল পেটানো বি. ক্রি. ঢাক পেটানো; গাবিয়ে বেড়ানো; প্রচার করা (এই কথাটা আবার তুমি যেন ধুমুল দিয়ে বেড়িয়ো না)।

ধুম্বা, ধুম্মা বিণ. অত্যন্ত মোটা (ধুম্বা মিনসে)।

ধুর বি. ক্যাবলা, মূর্খ বা নগণ্য ব্যক্তি ('তুই শালা ধুর নাকি বে?' : স.ম.)।

ধুরন্ধর বিণ. অতি ধূর্ত, ফন্দিবাজ।

ধুরুয়া বি. বিণ. ১. বোকা ; ২. যে পুলিশ ঘুষ নেয় না।

ধুলছুচনা বিণ. হাভাতে।

ধুলধাপাড়ি, ধুলধাবাড়ি বি. ধুলোময়লা, ধুলো ও ওই জাতীয় নোংরা (বাচ্চা ছেলেরা তো একটু ধুলধাবাড়ি মাখবেই)।

ধেই-ধেই অ. উদ্দাম নৃত্যের ভঙ্গি ও ছন্দ।

ধেঁতানি দেওয়া ক্রি. প্রহার করা।

ধেড়ধেড়িয়া, ধ্যাড়ধ্যাড়ে অ. নরম (ধ্যাড়ধ্যাড়ে মাটি)।

ধেড়ানো ক্রি. অপটুতার জন্য কর্ম পণ্ড করা; বেসামালভাবে মলত্যাগ।

ধেড়ে বিণ. (নিন্দায়) বয়স্ক ('মুচিরাম ধেড়ে ছেলে, স্কুলে ঢুকিয়া বড় বিপদ্‌গ্রস্ত হইল' : বঙ্কিম)।

ধেৎ অ. বিরক্তিসূচক অনুকার।

ধেনো দ্র. ধান্যেশ্বরী ('বড় মান্‌ষের ছেলে ব্যাটারা এক একটি করে সভ্য হবে আর আমি ধেনো খেয়ে মরবো...' : দীনবন্ধু)।

ধেমো শালিক বি. [ইং. Domiciled] জন্মস্থানের বাইরে অন্যত্র বসবাসকারী (যেমন জাত হারাকে বষ্টুম বন্‌তা হায়,—হাম্‌ ধেমোশালিক্‌ বন্‌ গিয়া)।

ধেয়ে-নাচনী বি. যে মেয়ে এক জায়গায় স্থির হইয়া থাকিতে পারে না।

ধোঁকা বি. [< ধূর্ততা] মিথ্যা, প্রতারণা ('আমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করবেন না' : প্রফুল্ল)।

ধোঁকাবাজ বিণ. প্রবঞ্চক, প্রতারক, ফাঁকিবাজ।

ধোঁকাবাজি বি. ধূর্তামি, বিশ্বাসঘাতকতা ('ধোঁকাবাজি আমি পছন্দ করি না' : প্রফুল্ল)।

ধোঁকার (ধোকার) টাটি বি. প্রবঞ্চনা বা প্রতারণার উপরের আবরণ (এ সংসার নিতান্তই ধোঁকার টাটি / স্বামী-স্ত্রীতে একটুও সদ্ভাব নেই। তবু তারা ধোঁকার টাটি বজায় রেখে চলেছে)।

ধোঁয়া ওড়ানো, ধোঁয়া ছাড়া ক্রি. সিগারেট খাওয়া, ধূমপান।

ধোকড়া বি. খুব মোটা কাপড়, ছেঁড়া কাঁথা, মোটা কাপড় ইত্যাদির থলি।

ধোক্কর বি. মোটা ও ভারী পোশাক।

ধোয়া তুলসী পাতা বি. নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক।

ধোয়ানো ক্রি. প্রচুর তিরস্কার ও গালমন্দ করা (আজ বাড়ি আসুক, ওকে খুব একচোট ধোয়াব)।

ধোয়াপাকলা বিণ. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

ধোলাই বি. প্রহার (ধোলাই দেওয়া)।

ধোলাই দেওয়া ক্রি. প্রচণ্ড প্রহার করা।

ধ্বংসা ক্রি. (কবিতায়) ধ্বংস করা।

ধ্বংসানো ক্রি. ধ্বংস করা (ব্যঙ্গে); গোগ্রাসে গেলা (অন্ন ধ্বংসানো)।

ধ্বজ বি. পুরুষাঙ্গ।

ধ্যাড়ানো ক্রি. কাজ পণ্ড করা, কার্যে ব্যর্থ হওয়া (তুমি এমন ধ্যাড়াবে জানলে তোমাকে একাজ করতে বলতাম না)।

ধ্যাত্‌তেরি দ্র. ধুত্তেরি ('ধ্যাৎ তেরি, শুধু একটা পঞ্চাশ টাকার নোট' : সুচিত্রা)।

ধ্যাতলা বি. বিণ. যে এক কথায় কাজ করে না, বার বার তাগিদ দিতে হয়।

ধ্যাতা বিণ. বেহায়া।

ধ্যান করা ক্রি. কোনও কিছুতে তন্ময় হয়ে থাকা।

ধ্যানে বসা ক্রি. মদ্যপানের আসরে বসা।

ধ্যাবড়া বিণ. মোটা ও নোংরা; জোবড়; অপরিচ্ছন্নভাবদ্যোতক।

ধ্যাষ্টামি, -মো বি. ধৃষ্টতা, স্পর্ধা (ধ্যাষ্টামি করা)।

নক আউট করা ক্রি. মেরে আধমরা করা (সেদিন বাগে পেয়ে গুপেকে নক আউট করে দিয়েছে পুব পাড়ার ছেলেরা)।

নকড়া-ছকড়া বি. অবহেলা, তাচ্ছিল্য, অপচয়, নয়-ছয়।

নকড়া-ছকড়া করা ক্রি. তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা, হেলাফেলা করা (যারা তোমাকে নকড়া-ছকড়া করে তাদের কাছে তুমি বারে বারে কেন যাও?)। সর্থ. ছকড়া-নকড়া।

নকলি বিণ. নকল, কৃত্রিম, জাল (নকলি মাল)।

নকশা বি. কায়দা, উপরচালাকি ('তোমার এই নকশাটা এইবার ছাড়' : সঞ্জীব)।

নকশাবাজ বি. ধূর্ত ও বদ লোকজন।

নকশা মারা ক্রি. উপরচালাকি করা, কায়দা দেখানো ('খেতে দেয় না আর মরে গেল নকশা মারায়' : স.ম.)।

নকশাল বি. ১. যে লোক বেশি নকশা দেয় (ও নকশা দেবে না তো কে দেবে? ও তো নম্বরি নকশাল) ; ২. যে লম্বা জুলপি রাখে।

নকশালি মারা ক্রি. শোরগোল তোলা; তাণ্ডব সৃষ্টি করা (বোস এখানে চুপ করে, বেশি নকশালি মারিস না)।

নখরাবাজি বি. বেইমানি, বদমাইশি ('পরমেশ্বর আর নখরাবাজি করল না' : প্রফুল্ল)।

নগদানগদি বিণ. হাতে হাতে অর্থের লেনদেন।

নচি বি. [< কচি] অপরিণতবয়স্কা যৌনকর্মী (যৌনকর্মী)।

নচ্ছাড় বিণ. অপদার্থ, লক্ষ্মীছাড়া, অধম, নীচ, লম্পট, পাজি, দুষ্ট ('নচ্ছার মাগী তোর হায়া নেই' : বঙ্কিম)।

নছল্লা বি. ন্যাকামি।

নজগজ বি. ঢিলা ভাব।

নটখট, নটখটি বি. গোলমাল, হাঙ্গামা, হ্যাপা, ফ্যাসাদ (আমি ওসব নটখটের মধ্যে থাকতে চাই না)।

নটখটে বিণ. গোলমেলে, ঝঞ্ঝাটপূর্ণ (সে একটা নটখটে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে)।

নটঘট, নটঘটি বি. কেলেঙ্কারি, নষ্টামি (ওসব নটঘটি সম্বন্ধে কিছু শোনারও আগ্রহ নেই আমার)।

নট নড়নচড়ন বি. নড়াচড়া নেই এমন ; যার ব্যতিক্রম বা খেলাপ হয় না (আমার এক কথা, নট নড়নচড়ন)।

নটবর বি. নর্তকশ্রেষ্ঠ, লম্পটশ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণ।

নড়ে ভোলা বিণ. খ্যাপা, হাবাগোবা (নিজের ভাল নিজে বোঝে না এমনই নড়ে ভোলা লোক সে)।

নথঝামটা বি. মহিলার দেওয়া গালি।

নথভাঙা বি. প্রথম ঋতুমতী হবার দিন নবীনা যৌনকর্মীর নকল বিবাহ-অনুষ্ঠান (যৌনকর্মী)।

নন্দের চাঁদ বি. বিদ্রূপার্থে অপদার্থ দাম্ভিক লোক।

ননী খাওয়া ছেলে বিণ. আহ্লাদে; অতি যত্নে লালিত (ওসব ননী খাওয়া ছেলে দিয়ে মিছিল হয় না)।

নন্দনকানন বি. নির্জন পার্ক, লেকের ধার বা অন্যরকম কোনও জায়গা যেখানে নির্জনে

প্রেম করা যায় (দিন দিন যা লোক বাড়ছে, এখানকার একটা নন্দনকাননও আর থাকবে না)।

নন্দীভৃঙ্গী বি. অবাঞ্ছিত ইয়ার-দোস্ত, ঘিরে থাকা চাটুকার বা মোসাহেববৃন্দ।

নন্দু এগারো ক্রি. [নয়/নাইন + দু/দুই = এগারো] পালিয়ে যাওয়া, কেটে পড়া।

নন্নড়ে বিণ. ঢিলা, শিথিল, খুব দুর্বল।

নব কার্তিক বি. ১. সুদর্শন কিন্তু অকর্মণ্য ও অপদার্থ ব্যক্তি; ২. অতি কুৎসিত ব্যক্তি। তু. নদের চাঁদ।

নবডঙ্কা বি. বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো, ফাঁকি।

নবাব বি. ধনী বা অভিজাতর মত আচরণ করে এমন লোক (ব্যঙ্গার্থে)।

নবাব-পুত্তুর বি. নবাবপুত্র, নবাবের ছেলে (ব্যঙ্গে), অতিশয় বিলাসী ও অকর্মণ্য ব্যক্তি।

নবাবি বি. নবাবের পদ ও কাজ, (ব্যঙ্গে) অতিশয় বিলাসী অমিতব্যয়ী ও দাম্ভিক আচরণ (নবাবি করা)।

নমাসে-ছমাসে ক্রি-বিণ. কদাচিৎ, কখনও কখনও, সময়ের অনেক ব্যবধানে (নমাসে-ছমাসে একবার আসে)।

নম্বর বি. সার্কাস, ম্যাজিক প্রভৃতি অনুষ্ঠানে খেলার নম্বর।

নম্বরি বি. বিণ. ১. আসল জিনিস বা এক নম্বরি ; ২. একশো টাকা (সমাজবিরোধী)।

নয়নধারা বি. মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাবাসের মত দণ্ডবিধি বা ধারা, যেমন ৩০২, ৩০৩, ৩৯৭ ইত্যাদি ধারা (আইন ব্যবসায়ী)।

নরক গুলজার মত্ত উল্লাস ('বেশ বেশ, ভাল করে নরক গুলজার কর' : রাধা)।

নরক গুলজার করা ক্রি. এক জায়গায় অনেকে জুটে আসর সরগরম করা (বাঃ, এখানে বসে তোমরা তো বেশ নরক গুলজার করছ দেখছি)।

নরকযন্ত্রণা বি. পাপীর দুঃসহ শাস্তি, অসহ্য যন্ত্রণা।

নরম-গরম বিণ. বি. মিঠে-কড়া, হালকা ও কড়া হালকা ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও ভর্ৎসনা (নরম-গরম শোনানো)।

নল বি. পিস্তল, বন্দুক।

নলখাগড়া বি. সাধারণ নগণ্য ব্যক্তিবর্গ।

নল ঠেকানো দ্র. চেম্বার শো করা।

নষ্ট বিণ. চরিত্রহীন ('নষ্ট মেয়ের নষ্ট পদ্য')।

নষ্টচরিত্র বি. যার চরিত্র অপবিত্র বা অশুচি হয়েছে এমন, অসচ্চরিত্র। স্ত্রী. নষ্টচরিত্রা।

নষ্টামি, নষ্টামো বি. দুষ্টামি, শঠতা, শয়তানি, পরিহাস।

নসিব বি. ভাগ্য, অদৃষ্ট, কপাল।

নাই বি. প্রশ্রয়।

নাই কেরেস্কাল বি. বিনা কারণে ঝগড়া।

নাং, নাঙ বি. [< নগ্ন] উপপতি, গোপন অবৈধ প্রণয়ী ('ঐ টাকায় তোর নাঙ্ দেবে' : স.ম.)।

নাক উঁচানো ক্রি. ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রকাশ করা।

নাকউঁচু বি. উন্নাসিক।

নাককাটা বিণ. নির্লজ্জ, বেহায়া।

নাক-কান বোজা ক্রি. নীরবে সহ্য করা।

নাকখত বি. মাটিতে নাক ঘষে কৃত

অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ('দুলালচন্দ্র নাকে খৎ দিতে জানে না' : সুনীল)।

নাক গলানো ক্রি. অবাঞ্ছিতভাবে অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ।

নাক টিপলে দুধ বার হওয়া (উক্তি) দুগ্ধপোষ্য শিশু থাকা, অতিশয় অপরিণতবুদ্ধি হওয়া।

নাকতোলা, -বাঁকানো, -সিঁটকানো ক্রি. ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রকাশ করা।

নাকপঁচাশি বি. অহঙ্কার, বড়মানুষী।

নাকানিচোবানি খাওয়া ক্রি. হয়রান হওয়া ('...ছোট নৌকাগুলো সেই ঢেউয়ে নাকানিচোবানি খাচ্ছে' : সত্যজিৎ)।

নাকে কাঁদা, নাকে কান্না ক্রি. বিরক্তিকর ভঙ্গিতে কান্নার ভান করা বা দুঃখ প্রকাশ করা।

নাকে-কানে গোঁজা ক্রি. অতিশয় ব্যস্তভাবে দ্রুত আহার করা।

নাকে বড়ি বি. নাকে যার তিল আছে।

নাকের জলে চোখের জলে বি. করুণ অবস্থা ('এই বয়সে কত শত বেটার নাকের জলে চক্ষের জলে করে ছেড়েচি' : মধু)।

নাকের জলে চোখের জলে (এক) হওয়া (উক্তি) অতিশয় দুঃখ-লাঞ্ছনা পাওয়া, অত্যন্ত নাজেহাল বা নাকাল হওয়া।

নাকের ডগায় ক্রি.-বিণ. সম্মুখে, চোখের সামনে, অত্যন্ত নিকটে।

নাকেশ্বরী বি. বিণ. দীর্ঘ নাক বিশিষ্ট নারী।

নাখোতা বি. খোঁটা, গঞ্জনা। ...নাখোতা করা—গঞ্জনা দেওয়া।

নাগডুমাডুম বি. গায়ের জামা (পকেটমার)। নিমার টিঙ্ ঢেকে আচে নাগ্‌ডুমাডুম্—ফতুয়ার পকেট জামায় ঢাকা পড়েছে।

নাগর বি. প্রণয়ী, প্রেমিক, রসিক বা লম্পট পুরুষ।

নাগরী বি. প্রণয়িনী, রসিকা রমণী।

নাগা সন্নিসি বি. উলঙ্গ, নগ্ন, বিবস্ত্র ('তুমি শেষকালে যুবরাজ ময়ূরবাহনকে নাগা সন্নিসি করে এস্টেজে পাঠাবে' : উৎপল)।

নাঙ্গা বিণ. [< নগ্ন] উলঙ্গ ('আমি কি নাগা সন্ন্যাসী। কুম্ভমেলায় নাঙ্গা হয়ে ঘুরে বেড়াব' : সঞ্জীব)।

নাচগোলি বি. পুলিশের বিভাগীয় আপিস।

নাচন-কোদন বি. ফুর্তি, উল্লাস প্রদর্শন।

নাচনি বি. স্ত্রী. নর্তকী (বেহুলা নাচনি)।

নাচানাচি বি. (নিন্দায়) অতিশয় আনন্দ বা উৎসাহ প্রকাশ (এ নিয়ে নাচানাচি কোরো না)।

নাচানে বিণ. নাচায় এমন, নাচাতে দক্ষ (নাচানে মেয়ে)।

নাচানো ক্রি. নৃত্য করানো (বাঁদর নাচানো); উসকানি দেওয়া, মন্দ কাজে প্ররোচিত করা (ছেলেটাকে ওরা নাচিয়েছে)।

নাচার বি. অসহায় (ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আইনকানুন ইত্যাদির বাঁধাবাঁধিতে কিছু করতে অসমর্থ, সাধারণত এইরূপ স্থলেই 'নাচার' ব্যবহৃত হয়)।

নাছোড় বিণ. জেদি, নাছোড়বান্দা, সহজে ছাড়ে না এমন, যার অনুরোধ-উপরোধ এড়ানো কঠিন এমন।

নাজেহাল বিণ. হয়রান, নাকাল, নানাভাবে নিগৃহীত।

নাটক করা ক্রি. নাটকের মত আতিশয্যপূর্ণ আচরণ করা।

নাটা বিণ. বেঁটে।

নাটুকেপনা বি. কৃত্রিমতাপূর্ণ হাবভাব ও আচরণ।

নাটুয়া দ্র. নাটা।

নাটের গুরু বি. দণ্ডের পাণ্ডা ('আড় নয়নে বাঁকা ভুরু/সে জন হয় নাটের গুরু' : প্রব.)।

নাড়িটেপা বিণ. হাতুড়ে (নাড়িটেপা ডাক্তার)।

নাড়িনক্ষত্র বি. খুঁটিনাটি খবর, আমূল বৃত্তান্ত (ওদের নাড়িনক্ষত্র জানি)।

নাড়ি ফট ক্রি. মরে যাওয়া। তু. গন ফট।

নাড়ির টান বি. সন্তানের প্রতি মায়ের ও মায়ের প্রতি সন্তানের গভীর মমতা।

নাডু বি. ১. বোমা; ২. বাচ্চা ছেলে বা মেয়ে।

নাডুগোপাল বি. ১. জবুথবু ধরনের লোক ; ২. আদুরে ছেলে (ওই নাডুগোপালকে দিয়ে কোনও কাজ হবে না)।

নাডুগোল্লা বি. রসগোল্লা।

নাদা বি. ক্রি. ১. মলত্যাগ করা; ২. ভুঁড়ি, নাদার সাদৃশ্যার্থে।

নাদান বিণ. অজ্ঞান, নির্বোধ, অবুঝ, বোকা।

নাদাপেটা বিণ. বিসদৃশরকম মোটা পেট যার, মস্ত ভুঁড়িওয়ালা (নাদাপেটা লোকটা ছুটতেই পারছে না)।

নাদাপেটা হাঁদারাম বি. ভুঁড়িওয়ালা এবং বোকা, মোটা, কুৎসিত ও স্থূলবুদ্ধি লোক।

নাদিন শা বি. খায় দায় ঘুরে বেড়ায়, সংসারের কাজকর্ম করে না এমন ব্যক্তি।

নাদুস-নুদুস বিণ. মোটাসোটা ['...শরীরটি মুচির কুকুরের মত নাদুর নুদুর (নাদুস-নুদুস)...' : হুতোম]।

নানখাতাই বি. ১. বারবণিতা; ২. একজাতীয় বিস্কুট (উত্তর কলকাতা)।

নানেবানে বিণ. অকারণে।

না পয়রা বি. অপয়া (গালিবিশেষ)।

নাপলা বি. বিণ. ১. ক্যাবলা ; ২. আদুরে ; ৩. ছুরি।

নাপি বি. স্ত্রীলোকের নাভি।

নাফা বি. লাভ ('...তোমার কাছে আর নাফা করব না' : স. ম.)।

নাফাসি বি. ছেলে-মেয়ে চোর।

নাম ফাটানো ক্রি. প্রচার পাওয়া ; সুনাম অর্জন করা (খেলায় তুই তো বেশ নাম ফাটাচ্ছিস)।

নামাবলি বি. গালি।

নারকেল বি. স্টেনগান।

নারকেল কোরা বি. কিছুটা পরিণত অবস্থায় গর্ভপাত।

নারাঙগা বি. যে ডান হাতের পরিবর্তে বাঁ হাতে কাজকর্ম করে।

নাল ঝাড়া ক্রি. সশ্রম জেল খাটা।

নালায়েক বিণ. অদক্ষ, অপরিণত ('তুমি শালা বড় নালায়েক আছে' : দীনবন্ধু)।

নাস্তাখাস্তা বিণ. ছিন্নভিন্ন।

নাস্তানাবুদ বি. অত্যন্ত লাঞ্ছিত, পর্যুদস্ত, নাজেহাল (তাকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে)।

নাহক ক্রি.-বিণ. অকারণ, শুধুশুধু, অনর্থক, মিছেমিছি (নাহক দু'কথা শোনালো)।

নিকম্মা, নিকর্মা বিণ. যার কাজকর্ম নেই

বা যে কিছু করে না এমন ; অলস, অকর্মণ্য।

নিকুচি করা ক্রি. ১. শেষ করা, দফারফা করা (আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করলে ওর নিকুচি করে তবে ছাড়ব) ; ২. নস্যাৎ করা বা অগ্রাহ্য করা বোঝাতে উক্তিবিশেষ (দুত্তোর অমন কাজের নিকুচি করেছে)।

নিকেশ হওয়া ক্রি. ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, সর্বস্বান্ত হওয়া।

নিখরচা ক্রি.-বিণ. খরচা নেই, বিনা খরচে।

নিখাউন্তে বি. যে মেয়ে অল্পাহারের অজুহাতে খাদ্যের পরিমাণ কমানো নিয়ে অহেতুক চাপাচাপি করে।

নিখাউন্তের মা বি. বাড়াবাড়ি রকমের নিখাউন্তে ; ডায়েটিং করা সুন্দরী।

নিখিরি পার্টি বি. বিণ. কিছু বাগিয়ে নেবার জন্যে তোষামোদি ; হ্যাংলা, লোভী।

নিচু পার্টি বি. সীমান্তের ওপার থেকে যে চোরাই মাল সরবরাহ করে। তু. ওপরপার্টি (চোরাকারবারি)।

নিজ্জস বিণ. [< নির্যাস] নিশ্চয়।

নিটকি, নিকটি, নিটকানো, নিকচানো, নিকটানো ক্রি. নির্লজ্জের মত হাসা, কাউকে ব্যঙ্গ করে হাসা (এত নিটকাবি না)।

নিড়বিড় করা ক্রি. নিটপিট করা, ঢিলেমি করা, দেরি করা।

নিড়বিড়ে বিণ. ঢিলেঢালা, দীর্ঘসূত্রী, নিটপিটে।

নিদেন ক্রি.-বিণ. অন্ততপক্ষে।

নিধুবন বি. রতি-বিলাস, মৈথুন, রমণ, আমোদ-প্রমোদ।

নিনিঝিনি বিণ. অস্পষ্ট, অস্পষ্টভাবে (চাঁদ নিনিঝিনি দেখা যাচ্ছে)।

নিমকহারাম বিণ. অপরের কাছে নুন খেয়ে অর্থাৎ অন্ন গ্রহণ করেও অন্নদাতার অনিষ্ট করে এমন অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক।

নিমকহারামি বি. বিশ্বাসঘাতকতা ('ঐ বুড়ো শিবের অন্ন খাবেন আর নিমকহারামি করবেন...' : স্বামী)। দ্র. নেমকহারাম।

নিমকি বি. সুন্দরী যুবতী।

নিমকি ছেনালি বি. ১. সুন্দরী নারীর সঙ্গে মাখামাখি ; ২. কোনও বিষয় না জেনে মতামত দেওয়া।

নিমখুন বি. প্রায় খুন, মরে যাবার মত অবস্থা।

নিমতলার ছাড়পত্র বি. কলকাতার নিমতলার শ্মশান বা যে কোনও শ্মশানে দাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসকের Death Certificate।

নিমরাজি বি. প্রায় সম্মত।

নিমাই বি. [নি = নাই-মাই] যে নারীর স্তন সুগঠিত নয়।

নিম্নচাপ বি. পায়খানা বা প্রস্রাবের বেগ ('আমাকে অসময়ে নিম্নচাপে কাহিল হয়ে ফিরে আসতে হয়...' : সঞ্জীব)।

নিরামিষ বিণ. উত্তেজনাহীন ('ব্যাপারটা বড্ড নিরামিষ বলে মনে হচ্ছে?' সত্যজিৎ)।

নিরেট বিণ. ফাঁপা নয় এমন, কঠিন, দৃঢ়, জমাট (নিরেট মূর্খ—যার মস্তিষ্কে বিদ্যাবুদ্ধি থাকবার মত ফাঁক নেই এমন, অতিশয় মূর্খ, গণ্ডমূর্খ)।

নিরেস বিণ. নিকৃষ্ট, ওঁছা, বাজে (নিরেস মাল)।

নিশপিশ বি. অস্থিরতা বোধ (মারার জন্য হাত নিশপিশ করছে)।

নীল নাইলনী বি. নীল নাইলন শাড়ি পরা যুবতী।

নুংকু বি. শিশুর পুরুষাঙ্গ।

নুকদার বি. সুডোল নিতম্ব।

নুচে নেওয়া ক্রি. ছিনিয়ে নেওয়া (অপরাধ জগৎ)।

নুড়া, নুড়ো বি. (আগুন ধরানোর জন্য) শুকনো খড় ঘাস ইত্যাদির আঁটি। **মুখে নুড়ো জ্বালা**— (মরণ কামনা-সূচক গালি) মুখাগ্নি করা (তোর মুখে নুড়ো জ্বেলে দেব)।

নুলো বিণ. যার হাত কাটা।

নেওটা বিণ. অত্যন্ত আদুরে, স্নেহবদ্ধ।

নেংটি বি. লেংটি, কৌপীন ; মাসিকের সময় মেয়েদের সতর্কতা।

নেকনজর বি. সুনজর ; সুপ্রসন্ন দৃষ্টি (মালিকের নেকনজরে পড়ার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে)।

নেকরা বি. ছিনালি, তুচ্ছ রসিকতা।

নেকাম বি. অজ্ঞতার ভান, সারল্য ও সাধুতার ভান।

নেকি বিণ. স্ত্রী. ন্যাকামি করে এমন।

নেকু বিণ. ন্যাকা ('নেকু! নিজে যেন কখনও পলিটিক্স করে না' : সুচিত্রা)।

নেকো বিণ. ('নেকো আমগাছে নেকো আমই হয়' : শ্রীরামকৃষ্ণ)।

নেঙলা বিণ. লিকলিকে।

নেচে ওঠা ক্রি. হঠাৎ আনন্দে অত্যন্ত উল্লিসিত হওয়া।

নেজুড় দ্র. লেজুড়।

নেট প্র্যাকটিস বি. প্রারম্ভিক মহড়া, ক্রিকেটের অনুসরণে (সামনে পরীক্ষা, টেস্ট পেপার কিনে দিয়েছি ; এখন ছেলের শুধু নেট প্র্যাকটিস চলছে)।

নেটা বি. যার বাঁ হাত বেশি চলে।

নেটিপেটি বি. মাখামাখি, ল্যাপটালেপটি ('সব নেটিপেটি ব্যাপার আমার বিচ্ছিরি লাগে' : সুনীল)।

নেটে পাঠানো ক্রি. গোল করা (ক্রীড়া দর্শক)।

নেড়িকুত্তা বি. কৃশ ও লোমহীন কুকুর।

নেড়ে বি. নিম্নশ্রেণীর মুসলমান ('নেড়েরা আতরের খুস্‌বু বড় পছন্দ করে...' : মধু)।

নেতা বি. চালক, নায়ক।

নেতাজি হওয়া ক্রি. নিরুদ্দেশ বা পলায়ন বা বেপাত্তা (আমার ছোটভাইটা কাল রাত্তিরে নেতাজি হয়ে গেছে)।

নেতাজোবড়া বিণ. অগোছালো।

নেপালা বি. ক্রি. ১. নেপালিদের ভোজালি; ২. দ্রুত পালানো।

নেপো বি. অবাঞ্ছিত তৃতীয় ব্যক্তি, যে সুযোগ গ্রহণ করে ('নেপোয় মারে দই' : প্রব.)।

নেমকহারাম বিণ. বিশ্বাসঘাতক।

নেয়াপাতি বিণ. ১. পাতলা শাঁস হয়েছে এমন (নেয়াপাতি ডাব) ; ২. অল্প স্ফীত ('...তোর ভুঁড়িখানাও তো দিব্যি, নেওয়াপাতি হচ্চে বেশ' : সুনীল)।

নেলাখেপা বিণ. সরল ও পাগলাটে, অসতর্ক ও বোকা।

নেহনি বি. পতিতা। ইং. Private অর্থের

সঙ্গে যোগ রয়েছে। বারবণিতাকে অনেক সময়ে ‘প্রাইভেট’ও বলা হয়।

নোউকো-চলে বি. ১. মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক ; ২. পোষা কুকুর।

নোউয়া বি. নাপিত।

নোংরা বিণ. মেয়েদের মাসিক চলাকালীন অবস্থা!

নোচে নেওয়া ক্রি. ছিনিয়ে নেওয়া।

নোটঙ্কি বি. নেচে গেয়ে বেড়ানো পেশাদার স্ত্রীলোক।

নোট ডবল বি. ডবল লাভ।

নোতুন-চ্যাঙলা বি. নতুন মস্তান।

নোতুন-পাখি বি. নতুন বেশ্যা।

নোতুন-রেলা বি. উলটি ভাষা।

নোতুন-সেয়ানা বি. শিক্ষানবিশ চোর।

নোপাত্তা বিণ. সন্ধানহীন, বেপাত্তা।

নোলা বি. [< সং. লোলা] লোভ (‘ইনস্‌পেকশন করে বলে গেছে বাড়ি নাকি ভেঙে দেবে। ...আসলে নোলা বেড়েছে’ : বাণী)।

নৌকো কেরানি বি. নৌকাযোগে আসা অফিসকর্মী।

নৌকো ভাসানো ক্রি. ১. হঠকারীর মত হুজুগে গা ভাসানো; ২. রতিক্রিয়া।

ন্যাওটা বিণ. গায়ে পড়া, আদুরে (‘শান্তি ছিল বড় বেশি মায়ের ন্যাওটা’ : সুনীল)।

ন্যাংটা বিণ. [< নগ্নাট] উলঙ্গ।

ন্যাকড়া, ন্যাকরা বি. দ্বিধাগ্রস্ততা (‘তোর বাবু অত ন্যাকরায় কাজ কি?’ : দীনবন্ধু)।

ন্যাকড়াজালি বি. নষ্টামি, ফাজলামি।

ন্যাকড়াবাজি দ্র. ন্যাকড়াজালি (‘ফোট তো, ন্যাকড়াবাজি কোরো না’ : স.ম.)।

ন্যাকা বিণ. জেনেও যে না জানার ভান করে।

ন্যাকাচৈতন বিণ. অতি ন্যাকা।

ন্যাকামি, ন্যাকামো বি. ন্যাকা ন্যাকা ভাব (‘যে মিছিল আত্মহত্যার কথা বলে না... যে মিছিলে ন্যাকামি নেই’ : অশোক)।

ন্যাকোর-চ্যাকোর বি. পোশাক।

ন্যাটা বিণ. [< ল্যাটা < ইং. Left] বামহাতে যে কাজ করে।

ন্যাড় বি. টুকরো গোলাকার ল্যাজের মত দেখতে আঁটো মল।

ন্যাদোস বিণ. অকর্মা, মূর্খ (‘বুড়িটা এক্কেবারে ন্যাদোস’ : সুচিত্রা)।

ন্যাপলা বি. নেপালের বড় ছুরি (সমাজবিরোধী)।

ন্যারা ছ্যাংরা বি. ছোট ছেলে মেয়ে (গ্রাম্য)।

ন্যালাখ্যাপা, ন্যালাখ্যাবলা বিণ. আধপাগলা (‘...সোজা আর সাচ্চা লোক, একটু ন্যালাখ্যাবলা মত আছে’ : সমরেশ)।

837

পউনি বি. ১ গণিকা; ২. তরুণী (অপরাধ জগৎ)।

পউনে-আটটা বি. নিষ্ক্রিয় সমকামী; কলকাতার ময়দানে রাতের বেলা এই উক্তিটির ব্যবহার হয়। কলকাতা পুলিশের মতে, রাতে ময়দানে সমকামীদের অনেকে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে থাকে।

পঁয়তারা দ্র. পাঁয়তারা।

পকেটস্থ করা ক্রি. চুরি করা বা নিয়ে নেওয়া ('হয়তো সেটা সেখানেই পড়ে আছে, আর না হয়...কেউ সেটাকে পকেটস্থ করেছে' : সত্যজিৎ)।

পগারপার ক্রি. পালিয়ে সীমা বা নাগালের বাইরে যাওয়া, চম্পট, উধাও।

পঙ্গত বি. ভবঘুরেদের দল।

পচা বি. ১. দাগী আসামি; ২. মদ; ৩. বৃদ্ধা।

পচাই বি. একপ্রকার মদ।

পচা মাছের বাজার বি. দুর্গন্ধপূর্ণ স্থান।

পচাল বি. অশ্লীল অকথ্য কথাবার্তা ('নিঃশঙ্কে গান ধরেছে, পচাল পাড়চে...' : কেদার)।

পচাল পাড়া, পচলা পাড়া ক্রি. নিরর্থক বকা, অশ্লীল গালি পাড়া।

পটকা বিণ. বি. ১. ক্রুদ্ধ; ২. মোটা লাঠি।

পটকানো ক্রি. পরাস্ত হওয়া, পরাস্ত করা, রোগে পড়া, নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনা।

পটকে যাওয়া ক্রি. পরাজিত হওয়া।

পটপটি বি. বায়ুর বেগের সঙ্গে পটপট শব্দে বায়ু নিঃসরণ ('হাগা নেই পটপটি সার' : প্রব.)।

পটল তোলা ক্রি. মারা যাওয়া ('এবার চড় খেয়েছিস ; এর পরের বার সোজা পটল তুলবি' : উৎপল)।

পটা ক্রি. ঘনিষ্ঠ হওয়া, রাজি হওয়া (ছেলেটা পটেছে)।

পটানো ক্রি. ১. রাজি করা, ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাজি করা (অনেক চেষ্টা করেও মালিককে পটাতে পারিনি) ; ২. ভুলিয়ে বশীভূত করা।

পটের বিবি বি. সেজেগুজে বসে থাকে এমন বিলাসী ও নিষ্কর্মা মেয়ে (পটের বিবি হয়ে বসে থাকলে চলবে না, কাজে হাত দাও)।

পট্টি বি. ১. প্রলোভনমূলক ধাপ্পা (পট্টি দেওয়া); ২. ঋতুমতী মহিলা।

পট্টি দেওয়া, পট্টি মারা ক্রি. বি. ধাপ্পা দেওয়া, বাজে কথা বলা (ও যে তোমাকে পট্টি দিয়েছে তা তুমি ধরতে পারনি?)। তু. সর্থ. গুল দেওয়া, গুল মারা।

পট্টিবাজ বিণ. ধাপ্পাবাজ, ফেরেব্বাজ।

পতথরবাজ বি. দামী পাথর চোর।

পথ দেখা ক্রি. (ব্যঙ্গে) সুবিধামত সরে পড়া, অন্যত্র যাওয়া, অন্য উপায় বার করা (এখানে সুবিধা হবে না, পথ দেখ বাবা)।

পথ মাড়ানো ক্রি. আসা, কাছেপিঠে আসা, ধরাছোঁয়া দেওয়া, সংস্রব রাখা (সে এই পথ মাড়ায় না)।

পথে আসা ক্রি. ১. মতে মেলা; ২. স্বরূপ প্রকাশ ('চাপা স্বরে কথাটা বেরোল — পথে এসো বাবা, পথে এসো' : সত্যজিৎ)।

পথের কুকুর বি. নিরাশ্রয় ও অনাদৃত ব্যক্তি।

পথের পথিক বি. কোনও মতবাদে বিশ্বাস করে ও সেই মত কাজ করে এমন ব্যক্তি (আমরা একই পথের পথিক)।

পথে হেগে চোখ রাঙানো ক্রি. অন্যায় করে দুঃখিত হওয়ার বদলে উলটে শাসানো (ও বাবা, এ যে পথে হেগে চোখ রাঙায়)।

পদানো ক্রি. বৃথা বাগাড়ম্বর করা (এত পদাবি না)।

পদ্মলাভ বি. মদের নেশায় বেহুঁশ ('কোথায় কোন গুণপুরুষ রাস্তায় পদ্মলাভ কোরে পড়ে আছেন' : ভোলা)।

পপি বি. ১. পুলিশ; ২. সুন্দরী, সুশ্রী মেয়ে (অপরাধ জগৎ)।

পয়দা বি. ক্রি. ১. জন্মেছে বা উৎপন্ন হয়েছে এমন; ২. জাত, উৎপন্ন (দাদারা এমন সব চামচা পয়দা করছে...)।

পয়মাল বিণ. নষ্ট, ধ্বংস, বিধ্বস্ত, বরবাদ।

পয়মাল হওয়া ক্রি. নষ্ট হয়ে যাওয়া (এতদিনের পরিশ্রম পয়মাল হয়ে গেল)।

পয়লা ক্রি.-বিণ. তাড়াতাড়ি (পয়লা যা ওখানে, দেখে আয় ব্যাপারখানা কী)।

পয়লা নম্বরের বিণ. ১. অতি চমৎকার, অতি উৎকৃষ্ট (আপনাকে মশাই পয়লা নম্বরের জিনিস দিয়েছে); ২. প্রধানতম (সে আমার পয়লা নম্বরের শত্রু); ৩. অত্যন্ত, ঘোরতর রকম (লোকটা পয়লা নম্বরের জোচ্চোর)।

পয়লা বিলা বি. যে লোক অন্যকে প্রতারিত করে।

পয়সা উড়ানো ক্রি. যথেচ্ছভাবে টাকা ব্যয় করা।

পয়সাওয়ালা, পয়সাওলা বিণ. ধনী, ধনবান।

পয়সাকড়ি বি. টাকাপয়সা, ধন, অর্থ (লোকটার পয়সাকড়ি আছে)।

পয়সা করা ক্রি. অর্থ উপার্জন করা।

পয়সা কামানো ক্রি. প্রচুর অর্থ উপার্জন করা।

পয়ে আকার দেওয়া ক্রি. পালানো (আমরা যাবার আগেই শালারা পয়ে আকার দিয়েছে)।

পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা, পরের মাথায় হাত বুলানো ক্রি. অপরকে প্রতারিত করে স্বার্থসিদ্ধি করা।

পরোয়া বি. ভাবনা ; ভয়।

পর্দাফাই বি. পর্দা ফাঁক।

পলকা বিণ. সহজে ভাঙে এমন, দৃঢ় নয় এমন, ভঙ্গুর।

পলটিবাজ বিণ. বিশ্বাসঘাতক ; যে ঘন ঘন মত বা দল পালটায়।

পলিটব্যুরো বি. [ইং. Polit-Bureau.] বামপন্থীদের আড্ডাখানা; যে চায়ের দোকানে কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থকরা আড্ডা দেয় (নতুন কমরেডদের এখন গুপীদার পলিটব্যুরোতে পেয়ে যাবেন)।

পলিটিক্স বি. [ইং. Politics] ১. ষড়যন্ত্র বা ঘোঁট পাকানো; ২. দল বা গোষ্ঠীবাজি।

পস্তানো ক্রি. আফসোস করা ('ক্যাবলা হেসে বললে, হার্টফেল করলে তুমিই পস্তাবে' : নারায়ণ)।

পাইলট বি. [ইং. Pilot.] গাড়ির চালক।

পাংচার বিণ. [ইং. Puncture] নষ্ট হওয়া, যেমন, প্রেস্টিজ পাংচার।

পাঁউরুটি বি. বোমা।

পাঁকাল মাছ বি. ১. পাঁকে থাকে অথচ গায়ে পাঁক লাগে না এমন মাছ; ২. সাদৃশ্যার্থে সেয়ানা লোক, যে ঝঞ্ঝাট ঝামেলার মধ্যে গা বাঁচিয়ে চলে।

পাঁচু বি. ১. পাঁচ টাকার নোট (পকেটমার); ২. ভণ্ডলোক।

পাঁচু করা ক্রি. ঠকানো, বোকা বানানো।

পাঁচুবাবু দ্র. পাঁচু।

পাঁঠা বি. পুরুষ ছাগল, ছাগ, (গালিতে) বুদ্ধিহীন ব্যক্তি। স্ত্রী. পাঁঠী।

পাঁড় বিণ. ঘোর, পাকা, অধিকার্থে ব্যবহৃত ('আমি নিজে একটা পাঁড় হারামি' : প্রফুল্ল)।

পাঁড়মাতাল বি. সম্পূর্ণ বা বেসামাল মাতাল, অত্যন্ত মদ্যপ।

পাঁদাড় বি. কানাচ, বাড়ির পিছন দিক।

পাঁপড় বি. [ইং. Pauper suit] হতদরিদ্র মক্কেল, অভিযোগকারী ব্যক্তির যদি কোর্ট ফি দেবার সামর্থ্য না থাকে, তখন 'পপার স্যুট' করা হয় (আইন ব্যবসায়ী)।

পাঁয়তারা বি. ১. ভূমিকা বা উদ্যোগ ('অনেকক্ষণ পাঁয়তারা করার পর বৃষ্টি এল উত্তর দিক থেকে': মুজতবা) ; ২. আস্ফালন।

পাঁয়তারা কষা ক্রি. কোনও কাজ করার আগে সাড়ম্বর উদ্যোগ; কাজে নামবার পূর্বে আস্ফালন ইত্যাদি করা।

পাকড়ানো ক্রি. পাকড়াও করা, সবলে ধরা (চোর)।

পাকশাট বি. পাখির ডানার ঝাপট; আস্ফালন।

পাকা বিণ. [< পক্ক] ডেঁপো।

পাকা-খপ্পর বি. ১. গলার ভেতরের গর্ত, যেখানে চুরির টাকা গয়না ইত্যাদি রাখা যায়। সীসার গুলি গলার মধ্যে ধরে রেখে অনেকে গর্ত বানায়। কেউ বা অস্ত্রোপচারেরও সাহায্য নিয়ে থাকে; ২. ধনী লোকেব বাড়ি।

পাকাটে বিণ. পাটকাঠির মত শীর্ণ; রোগা, লাবণ্যভ্রষ্ট (পাকাটে চেহারা)।

পাকা পাকা কথা বি. অল্পবয়স্কদের মুখে বয়স্কের মত কথা, ডেঁপোমি।

পাকা শোল বি. ঝানু লোক, ধড়িবাজ (দেখতে সাদাসিধে, কিন্তু লোকটি একটি পাকা শোল)।

পাক্কি বি. ১. সোনা; সোনার গয়না; ২. লোহার সিন্দুক।

পাক্কিবাজ বি. গয়না ছিনতাইকারী।

পাক্কি লচ্ছা বি. ১. সোনার বালা; ২. গয়না পরা মেয়ে।

পাক্কি সওদা বি. সোনার গয়না।

পাখি উড়ে যাওয়া ক্রি. ১. মৃত্যু হওয়া, প্রাণপাখি উড়ে যাওয়া; ২. বিদ্যুৎ সরবরাহ সাময়িক ভাবে বন্ধ হওয়া, লোডশেডিং হওয়া, প্রবীর সেনগুপ্ত রাজ্যে বিদ্যুৎমন্ত্রী থাকাকালে এই অকথ্য শব্দের জন্ম। উল্লেখ্য প্রবীর সেনগুপ্তের ডাকনাম ছিল পাখি সেন।

পাখি পালানো ক্রি. ধৃত ব্যক্তির পলায়ন (প্রিজন ভ্যান থেকে পাখি পালিয়েছে)।

পাখির বাসা বি. মেয়েদের মাথা বা খোঁপা।

পাগলাপানি বি. মদ।

পাগলি বি. ১. প্রেমিকা; ২ জেলের সতর্কীকরণ ঘণ্টা ('পাঁচ মিনিট সময় কাটিয়া গেল, ইতিমধ্যে পাগলি বাজিল...' : সতীনাথ)।

পাগলিবাজি বি. বেশ্যালয়ে গমন।

পা-গাড়ি বি. পায়ে হেঁটে যাওয়া।

পা-চাটা বিণ. বশংবদ ('ব্রজেশ্বর একবার গলা তুলে হাঁক দিলে...সবাই আধহাত জিভ বের করে পা চাটতে শুরু করে' : তপো)।

পাচার বি. ১. শেষ, খতম (একেবারে পাচার করে দেওয়া); ২. অলক্ষ্যে সরানো (মাল পাচার করা); ৩. এক পিঠ থেকে অপর পিঠ পর্যন্ত বিদ্ধকরণ (বন্দুকের গুলি বুক পাচার করে চলে গেছে)।

পাচাল বি. অর্থহীন বাচালতা।

পাচাল পাড়া ক্রি. ক্রমাগত বকবক করা।

পাছা বি. পশ্চাদ্দেশ, নিতম্ব।

পাছাদোলানি বি. সচেতনভাবে নিতম্ব দুলিয়ে হাঁটে এমন মহিলা।

পাছাপেড়ে বিণ. যার রঙিন তিনটি পাড়ের একটি পাড় পাছার উপর দিয়ে যায় অর্থাৎ মধ্যস্থলে থাকে এমন (পাছাপেড়ে শাড়ি)।

পাছামারা দ্র. পোঁদমারা।

পাজি বিণ. দুষ্ট।

পাজির পাঝাড়া বিণ. অত্যন্ত পাজি।

পাঞ্জা বি. ১. পাঁচ টাকা (জুয়াড়ি); ২. থাপ্পড়।

পাঞ্জা দেখানো ক্রি. শক্তি বা ক্ষমতা প্রর্দশন।

পাঞ্জা লড়া ক্রি. প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা।

পাটপাট বি. ১. সযত্নে ইস্তিরি করা পোশাক; ২. প্রচণ্ড প্রহার ('ভীমকে মেরে পাটপাট করে দিলেন' : সঞ্জীব)।

পাটাবুকী বিণ. (গালিবিশেষ) পাষাণী, নিষ্ঠুর রমণী, সন্তানহীনা ('মোরে দেখি পাটাবুকী না করিল ডর' : শঙ্কর কবিচন্দ্র)।

পাটিসাপটা বি. ১. কৃপণ ব্যক্তি; ২. মূর্খ ব্যক্তি।

পাটোয়ারি বুদ্ধি বি. ব্যবসায়ী বুদ্ধি, অত্যন্ত হিসেবি বুদ্ধি (তার পাটোয়ারি বুদ্ধির কাছে তোমরা নেহাতই শিশু)।

পাড়াঢলানি, পাড়াবেড়ানি, পাড়ামজানি বি. বিণ. পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়, এইরূপ ডাঁফালো মেয়েদের সম্পর্কে মেয়েদের নিন্দাসূচক উক্তি ('মেয়েটা খুব পাড়া-বেড়ানি হয়েছে' : সুনীল)।

পাড়াতুতো বিণ. ১.পাড়া সম্পর্কিত (বিপদের সময়ে পাড়াতুতো ভাইদের আর দেখা পাওয়া যায় না); ২. নিঃসম্পর্কিত।

পাড়ার বাবা বি. মাতব্বর।

পাণ্ডা বি. দলপতি, সর্দার ('কি সব প্রকৃতি প্রেমিক ক্লাব হয়েছে, লোকটা তার বড় পাণ্ডা' : সুচিত্রা)।

পাতকাঠির সেপাই বি. পাটকাঠির মত শীর্ণ, দুর্বল, অথচ সিপাহীর মত যার আস্ফালন; উপেক্ষার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী।

পাতগাবুর বি. উঠতি বয়সের বালক।

পাতড়া বি. এঁটো পাতা।

পাতড়া মারা ক্রি. পরান্নভোজন করা।

পাততাড়ি গোটানো ক্রি. বিদায় নেওয়া ('উনি ভরসা দিচ্ছেন বলেই... না হলে আজই, পাততাড়ি গুটিয়ে দার্জিলিং পালাতুম' : সত্যজিৎ)।

পাতলা হওয়া ক্রি. চলে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া।

পাতি বিণ. ১. খেলো, অপকৃষ্ট (পাতি মাল); ২. অতি সাধারণ (পাতি চোর/ পাতি ধাপ্পাবাজ)।

পাতি খুর বি. ব্লেড।

পাতিল বি. হাঁড়ি।

পাত্তা বি. খবর, সংবাদ।

পাত্তা দেওয়া ক্রি. কাউকে প্রশ্রয় বা গুরুত্ব দেওয়া।

পাত্তা লাগানো ক্রি. সন্ধান করা ('এর একটা পাত্তা লাগাতে হবে' : প্রফুল্ল)।

পাত্তি বি. ১. টাকা ('বিলিতি টেনে বাবুরা পাত্তি নাড়াচ্ছে রে' : সুচিত্রা); ২. তাস ('এতে রয়েছে বাহান্নখানা পাত্তি' : প্রফুল্ল)।

পাত্রকার বি. ঘুষখোর পুলিশ (পাত্রকার আস্‌ছে চামিএ দে—পুলিশ আসছে ঘুষ দিয়ে দে)। তু. পাইকার।

পাথালি বি. উপরের দিকে পা তুলে আছে এমন অবস্থা।

পাদ বি. বায়ু ত্যাগ, সশব্দ বা নিঃশব্দ (লোকটা পাদল/পেদেছে)।

পান বি. (অলংকার নির্মাতা) খাদ ('...খদ্দেরের মালে যত খুশি পান দিচ্ছে' : সমরেশ)।

পান খাওয়ানো ক্রি. (ব্যঙ্গে) ঘুষ দেওয়া।

পান খেতে দেওয়া ক্রি. ঘুষ দেওয়া কথার ভদ্র বেশ।

পান থেকে চুন খসা (উক্তি) সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া।

পানসে বিণ. স্বাদহীন ('হালকা মেঘের পানসে ছায়া' : সুকুমার)।

পানানো ক্রি. ১. গাভী ইত্যাদির বাঁট টানার ফলে গাভীর স্তনে দুধের সঞ্চার হওয়া বা করা (দুধ পানিয়েছে); ২. লোহার যন্ত্রাদিতে পান দেওয়া।

পাপেট বি. [ইং. Puppet] কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা দলের কথায় নাচে এমন।

পায়া ভারী বিণ. অহংকারী।

পার্টনার বি. ১. সঙ্গী; ২. সহকর্মী; ৩. বান্ধবী।

পার্টি বি. ১. খদ্দের, মক্কেল; ২. একই গোষ্ঠী বা দলের লোক; ৩. প্রেমিকা।

পার্টি ফিট বি. ক্রি. বান্ধবী বা প্রেমিকা নির্বাচন।

পার্লামেন্ট বি. আড্ডাখানা।

পালটি বি. মত পরিবর্তন বা দল পরিবর্তন।

পালটি করা ক্রি. প্রতারণার জন্য ধরে এনে পরে মুক্ত করা।

পালটি খাওয়া ক্রি. (অপরাধ জগৎ) ঘুমন্ত লোককে লক্ষ্য করা; যে লোক ঘুমিয়ে আছে তার সব কিছু চুরি করা (ধুর পাল্‌টি খেল, সওদা টান্‌); ২. মত পরিবর্তন করা, দল বদল করা।

পালিশ করা বিণ. পালিশ করা হয়েছে এমন, (ব্যঙ্গে) অত্যধিক মাজা-ঘষা, পরিমার্জিত (পালিশ করা চেহারা)।

পালের গোদা বি. পাণ্ডা, সর্দার ('পালের গোদা শ্রীমান্ ব্রজনাথ বিদ্যারত্নখড়' : বিদ্যা)।

পাল্লায় পড়া ক্রি. অসৎসঙ্গে বা কুসঙ্গে পড়া।

পাল্লি বি. বিক্রয়, পাল্লা থেকে জাত।

পাশবালিশ বি. তোষামোদকারী ('প্রায় অনেকেরই এক-একটি পাশবালিশ আছে' : হুতোম)।

পি. আর. শট বি. [ইং. Public Relation Shot] স্টুডিওতে কোনও অনুষ্ঠানের ছদ্ম চিত্রগ্রহণ অর্থাৎ চিত্রগ্রহণের অভিনয় করলেও ছিত্রগ্রহণ না করা, ফলে শিল্পীর সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষিত হয় অথচ অপ্রয়োজনীয় চিত্রগ্রহণ করে ফিল্ম নষ্ট হয় না (দুরদর্শন-স্টুডিও কর্মী)।

পি. এইচ. ডি (উক্তি) [Potato Highly Defective] ১. কামুক ব্যক্তি; ২. জ্ঞানী অথচ দুষ্ট।

পি. এন বি. [ইং. P. N.] বি. পিরিতের নাঙ।

পি. এন. পি. সি বি. [ইং. P.N.P.C.] পরনিন্দা পরচর্চা।

পি. এস. পি. বিণ. [ইং. Pure Selfish Party] আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর।

পিংখাড়ু বিণ. অতিশীর্ণ।

পিকিং বি. গোঁড়া কমিউনিস্টদের এলাকা।

পিকু ক্রি. [< পিক্‌লু বাঁশি] শিস দেওয়া।

পি. কে. ডি. পি বি. [ইং. P. K. D. P] পুঁথি কণ্ঠস্থ-করা দিগ্‌গজ পণ্ডিত।

পিচেশ বি. পিশাচ ; অতিশয় ঘৃণ্য ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির ব্যক্তি।

পিট্টান বি. [< পিঠ টান] পলায়ন ('এইবার শুনে একেবারে পিট্টান দেব' : জ্যোতিরিন্দ্র)।

পিট্টি বি. পিটুনি, মার।

পিণ্ডি বি. গালিবিশেষ।

পিণ্ডি চটকানো ক্রি. কারো বাপান্ত করা ('এবার তোমার পিণ্ডি না চটকাই তো...' : তপো)।

পিত্তি চটা ক্রি. রাগ করা।

পিত্যেশ বি. প্রত্যাশা (হাপিত্যেশ—বিফল মনোরথ হয়ে হা-হুতাশ)।

পিন করা ক্রি. উসকে দেওয়া, উত্তেজিত করা।

পিনচট বিণ. কৃপণ।

পিনিক বি. ১. মস্তানি ; ২. চালবাজি ; ৩. ধাপ্পা।

পিনিক নেয়া ক্রি. রঙ-এ থাকা (কিটাএ পড়ে পিনিক্ নিচ্ছে—নেশা করে রঙ্ দেখাচ্ছে)।

পিনিক মারা ক্রি. ১. ইশারা করা ; ২. মিথ্যে কথা বলা।

পি পি বি. [< পাঁচ পাঁচ] পঞ্চান্ন টাকা (ব্যবসায়ী)।

পিপুফিশু বি. পিঠ পুড়ে, ফিরে শুই ; অত্যন্ত অলস ব্যক্তি। দ্র. গোঁফখেজুরে।

পিরামিড বি. ১. স্ত্রীলোকের সুগঠিত দেহ ; ২. বিদ্যার জাহাজ।

পিরিত বি. প্রেম, মাত্রাতিরিক্ত অন্তরঙ্গতা, বেশি মাখামাখি (ওদের পিরিত চটকালো বলে)।

পিলপিলি বি. রোগা মেয়ে।

পিললু বি. সুড়ঙ্গ বা সরু পথ দিয়ে যে ঘর বাড়ি বা দোকানে ঢোকে। ভিতরে প্রবেশ করে পিললু হয় দরজা খুলে দেয় অথবা হাত বাড়িয়ে দামী জিনিসপত্র বাইরে অপেক্ষমাণ লোকের হাতে তুলে দেয়।

পিলা বি. সোনা।

পিলা-চমকানো ক্রি. অত্যন্ত আতঙ্ক বোধ করা।

পিলাভাত বি. হলদে ভাত ; গুরুপাক পোলাও ইত্যাদি।

পিলিয়া, পিলৈয়া, পিল্যা, বিণ. পরশ্রীকাতর (প্রায়ই হিংসুটে শিশুদের বলা হয়)।

পিলিয়ে দেওয়া ক্রি. ছুরি মারা (সমাজবিরোধী)।

পিলে-চমকানো বিণ. অত্যন্ত উচ্চ-শব্দযুক্ত ও ভয়প্রদ (পিলে-চমকানো চিৎকার)।

পিলে যাওয়া ক্রি. ধাক্কা মেরে ভেতরে ঢোকা।

পুংগির ভাই বি. গ্রাম্য গালি, —পুংগি = বৌদ্ধ, পূর্ববঙ্গে প্রচলিত। ('কর্তা কইছেন পুঙ্গির ভাই/আনন্দের আর সীমা নাই' : প্রব.)।

পুঁই-আদাড় বি. ভাঙা বেড়া।

পুঁইয়ে (পুঁয়ে) পাওয়া বিণ. শিশুদের শীর্ণতারোগ; (অর্থবিস্তারে) যে-কোনও বিষয়ে উপযুক্ত উন্নতি না হওয়া (এ রাজ্যের পুঁইয়ে পাওয়া শিল্পায়ন)।

পুঁচকে, পুচকে বিণ. নিতান্ত ছোট (পুঁচকে ছোঁড়া)।

পুঁটকি, পুটকি বি. গুহ্যদ্বার ('ফল্‌না হাফ্ হিঁদুর নামে পুটকি পর্য্যন্ত চুঁইয়ে যেত' : কেদার)।

পুঁটকি মারা ক্রি. ক্ষতি করা। দ্র. পোঁদমারা।

পুঁটি বিণ. তুচ্ছ, গৌণ, যেমন—চুনোপুঁটি।

পুকুর-চুরি ক্রি. সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ বা বিরাট প্রতারণা।

পুজো দেওয়া ক্রি. ঘুষ দেওয়া (সরকারি অফিস কর্মী)।

পুটলি বি. স্তন।

পুডিং বি. স্তন।

পুড়কি বি. কৌশল, চমক।

পুতনা-বধ বি. যে লোক প্রতারিত হয়েছে।

পুতানী বি. [<পুত্ + খঅনি] যে নারী পুত্রকে খায় (গালিবিশেষ)।

পুতুপুতু করা ক্রি. বি. অত্যধিক যত্ন করা, যত্নের আতিশয্য দেখানো (বুড়ো বয়সের ছেলে তো, তাই তাকে নিয়ে একটু পুতুপুতু করে)। সর্থ. আতুপাতু করা।

পুতুল খেলা বি. গুরুত্বহীন কার্যকলাপ।

পুনকুরি বি. গণিকা।

পুরচা বি. অশ্লীল বই।

পুরনো কাপালিক বি. পুরাতন গুণ্ডা বর্তমানে যে সুস্থ জীবনযাপন করছে।

পুরিয়া বি. ১. ধূর্ত বা চৌখস ব্যক্তি ; ২. নকলের জন্য ছোট কাগজ ; ৩. মাদক (নেশাখোর)।

পুরো পেটি বি. পুরো এক লাখ টাকার দাবি।

পুরো ভোগ বি. [< 'Vogue' পত্রিকা] আকর্ষণীয় সুন্দরী বা অতি আধুনিকা।

পুলটিস বি. ১. গাঁজা ; ২. হালুয়া ; ৩. ময়দার বস্তা।

পুলাতামাক বি. রগচটা ব্যক্তি।

পুলি পোলাও ক্রি. দ্বীপান্তরে পাঠানো।

পুলিশম্যান লাগানো ক্রি. কাউকে চোখে চোখে রাখার জন্য নজরদার নিয়োগ (ফুটবল খেলোয়াড়)।

পুশি বি. [ইং. Pussy] (আদরে) বিড়াল।

পুষ্যি এঁড়ে বি. পোষ্যপুত্রকে তাচ্ছিল্যে বলা।

পুসকরা বি. [< মস্করা] ফাজলামো, রসিকতা (মস্তান)।

পুসিং বি. ক্রি. [ইং. Pushing.] প্রভাব খাটিয়ে কাউকে ভর্তি বা নিয়োগ করা।

পেঁকো বিণ. যেখানে পাঁক আছে।

পেঁচাল, প্যাঁচালো বিণ. জটিল, কুটিল।

পেঁচি বি. কুৎসিত মেয়ে।

পেঁচি মাতাল বি. যে মাতাল বেশি দিন মদ খাওয়া শেখেনি; অল্প নেশা করে যে ব্যক্তি বেশি মাতলামি করে।

পেঁদানো, প্যাঁদানো ক্রি. গুরুতরভাবে প্রহার করা, বেদম মার দেওয়া।

পেঁয়াজি করা, পেঁয়াজি মারা ক্রি. ১. ইয়ার্কি করা; ২. পাকামো করা ('...যথেষ্ট পেঁয়াজি হয়েছে, এবার বাত ছাড় তো বাবা...' : সমরেশ)।

পেঙঠি বিণ. রোগা, হেংলা (স্ত্রী), শুটকি।

পেচ্ছাপ বি. প্রস্রাব।

পেছন বি. পশ্চাদ্দেশ, পাছা, গুহ্যদ্বার (মারব পেছনে এক লাথি/ আমার পেছন মারার মতলব)।

পেছন পাকা বিণ. অতি পাকা, ডেঁপো ('আমাদের গ্রাম্য ভাষায় তোমাকে পেছন পাকা বলা যেতে পারে' : সঞ্জীব)।

পেছন মারা দ্র. পোঁদমারা।

পেছনে লাগা ক্রি. ক্ষতি করার চেষ্টা করা।

পেজোমি বি. পাজির মত আচরণ, পাজিগিরি, দুর্বৃত্ততা।

পেট করা ক্রি. গর্ভসঞ্চার করা ['দুত্তোর প্যারেকের মার প্যাট (পেট) করে...' : দীনবন্ধু]।

পেটকাটা বি. বিণ. ১. যার পেটে কথা থাকে না; ২. যার পেটে অস্ত্রোপচারের দাগ আছে; ৩. মেয়েদের যে-পোশাকের পেটের কাছটা কাটা।

পেট খসা, পেট খসানো ক্রি. গর্ভপাত হওয়া, গর্ভস্রাব হওয়া ; গর্ভপাত করানো।

পেট নামা ক্রি. দাস্ত হওয়া, পাতলা পায়খানা হওয়া (বর্ষার সময় পেট নামলে আর রক্ষে নেই)।

পেট পাতলা দ্র. পেটকাটা ১ নং।

পেটপুজো বি. (ব্যঙ্গে বা কৌতুকে) খাওয়া, ভোজন (বাড়ির অন্য লোকে খাচ্ছে কি খাচ্ছে না সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, নিজের পেটপুজো হলেই হল)।

পেট ফোলানো ক্রি. ১. গর্ভসঞ্চার; ২. অর্থবান হয়ে ওঠা।

পেটভাতা বি. কর্মের বদলে বেতন নয়, অন্ন ('যারা পেটভাতায় চাকরী করে, তারাও আমাদের অপেক্ষা সুখী' : দীনবন্ধু)।

পেট রোগা বিণ. যার হজমহীনতার রোগ আছে (আপনার মত তারা তো আর পেট রোগা নয়)।

পেট হওয়া ক্রি. গর্ভসঞ্চার হওয়া ('উচ্চ মাথা হেঁট/ বিদ্যার হইল পেট...' : ভারত)।

পেটাই বি. প্রহার (আচ্ছা করে পেটাই দিলে তবে ছেলে শায়েস্তা হবে)।

পেটি বি. গেঁজে।

পেটুয়া বি. পেট বের করা খাটো ব্লাউজ।

পেটে পা দেওয়া ক্রি. চাপ দিয়ে কোনও কিছু আদায় করা।

পেটো বি. ১. বোমা ('ইট আর পেটো ঝেড়ে মিটিং-এর বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে' : প্রফুল্ল) ; ২. ধাপ্পা।

পেটো টপকানো ক্রি. বোমা ফেলা, ধাপ্পা দেওয়া।

পেটোয়া বিণ. সমর্থনকারী, তল্পিবাহক।

পেড়ে ফেলা ক্রি. কাউকে মেরে ধরাশায়ী করা ('আরে না, মরবে না। ওকে পেড়ে ফেলব শুধু' : সমরেশ)।

পেত্নী বি. প্রেতিনী; যে মেয়ে সর্বদা এলো চুলে ময়লা কাপড়ে থাকে, প্রায়ই স্নান করে না, অপর মেয়েরা তাহাকে পেত্নী ডাকে।

পেন্সিলার বি. জুয়া বা সাট্টার নম্বর লেখক ('আপনি তিন নম্বরের পেন্সিলার হয়ে যান' : স.ম.)।

পেয়ারের নাঙ বি. অবৈধ প্রণয়ের পুরুষ।

পেয়ারেলাল বি. স্ত্রীর উপার্জনে যে পুরুষের জীবিকা চলে।

পেয়ালা পিলানো ক্রি. মাথায় আঘাত করা।

পেয়ে বসা ক্রি. সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার পর আরও সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার চেষ্টা করা।

পেল বি. বিণ. [ইং. Penis Long] ১. ক্ষমতাবান; ২. কামুক।

পেল্লায় বিণ. মস্তবড় ('তার হাতে পেল্লায় প্যাকেটটা দেখে বুঝলাম, লন্ড্রি থেকে আনা আমাদের দুজনের গরম কাপড়' : সত্যজিৎ)।

পেশাকার বি. বেশ্যা, গণিকা, নটী।

পৈতে বি. মেয়েদের বক্ষবন্ধনী (ব্রা)-র ফিতে।

পৈতে পরানো ক্রি. ছুরি মেরে খুন করা।

পোঁটা বি. ঘন সর্দি ('আমার নাক দিয়ে তখন দিনরাত পোঁটা ঝরত' : গৌর)।

পোঁদ বি. ১. গুহ্যদ্বার বা পশ্চাদ্দেশ ; ২. তাচ্ছিল্যসূচক শব্দ ('...তাদের পোঁদে হাততালি দে পাগল কোরে দেবে...' : ভোলা)।

পোঁদ ঘুরিয়ে বসা ক্রি. অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসা ; অরাজি হওয়া ; বিরক্তি বা আপত্তির জন্য মুখ ঘুরিয়ে বসা (আগেই পোঁদ ঘুরিয়ে না বসে আমার কথাটা শোনোই না)।

পোঁদ ঘোরাগে (উক্তি) কাউকে অগ্রাহ্য করতে হলে এরূপ বলা হয়।

পোঁদ চুলকে ঘা করা ক্রি. জোর করে কিছু করা।

পোঁদ টিপটিপ করা, পোঁদ তলতল করা ক্রি. অত্যন্ত ভয় পাওয়া (অন্ধকার রাতে একা সেই দৃশ্য দেখে আমার বাপু পোঁদ তলতল করতে লাগল)।

পোঁদটেপা বিণ. কৃপণ।

পোঁদপাকা বিণ. এঁচড়ে পাকা, অকালপক্ব (ছেলেটি দেখতে ভাল, তবে ভারি পোঁদপাকা)।

পোঁদ পোঁচা ক্রি. জলে শৌচ করার বদলে টয়লেট পেপার ব্যবহার করা ('কাগজে পোঁদ পোঁচেন' : হুতোম)।

পোঁদ ফেটে দরজা (উক্তি) গলদঘর্ম ব্যাপার।

পোঁদ ফেরানো তু. পোঁদ ঘুরিয়ে বসা।

পোঁদমারা বি. ক্রি. পুরুষের সমকামিতা; পায়ুসঙ্গম; ক্ষতিসাধন করা। তু. পোঙামারা।

পোঁদে বাঁশ দেওয়া ক্রি. ক্ষতি করা (কে তোমার পোঁদে বাঁশ দিতে গেছে?)।

পোঁদের গোড়ায় ক্রি.-বিণ. খুব কাছে (জিনিসটা তো তোমার পোঁদের গোড়াতেই ছিল, তাও খুঁজে পেলে না?)।

পোঁদের ফুল ছাড়া ক্রি. বি. শৈশব কেটে গিয়ে বড় হওয়া (পোঁদের ফুল ছেড়ে গেছে, এখনও কোলে উঠতে চাস?)।

পোঁদে লাগা ক্রি. পিছনে লাগা, শত্রুতা করা (নিরীহ লোকটার পোঁদে লেগে লাভ কী?)।

পোঁ ধরা ক্রি. মোসাহেবি করা, অন্ধভাবে অন্যের কথার প্রতিধ্বনি করা বা অন্যকে সমর্থন করা (তারা তিনজনেই পদোন্নতির আশায় মালিকের পোঁ ধরে আছে)।

পোঁ ধরার দল বি. মোসাহেবের দল (এই পোঁ ধরার দল তাঁর সব অন্যায় কাজের তারিফ করছে)।

পোকা বি. বিণ. অতি আগ্রহী, নেশাগ্রস্ত, যেমন, বইয়ের পোকা।

পোঙা বি. গুহ্যদ্বার ['মুখির সামনে চাচা চাচা কর, আর গোমস্তার কাছে যায়ে চাচার পুঙায় (পোঙায়) বাঁশ ঢুকাও' : গৌর.]।

পোঙামারা ক্রি. ঠকানো, কাউকে বোকা বানিয়ে কিছু বাগিয়ে নেওয়া ('ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা সব ব্যবসা কব্জা করে নিয়ে আমাগো পোঙা মেরে দিচ্ছে' : সুনীল)।

পোট বি. সদ্ভাব ; মিল।

পোটসাট বি. মিল।

পোড় খাওয়া ক্রি. বি. ১. গর্ভসঞ্চার হওয়া; ২. গলাগলি বন্ধুত্ব; ৩. অভিজ্ঞ

পোড়াকপাল বিণ. বি. মন্দভাগ্য ; মন্দ কপাল।

পোড়ামুখ বি. বিণ. কালামুখ, মুখপোড়া, কলঙ্কযুক্ত।

পোড়ারমুখো বি. অলক্ষুণে কলঙ্কিত মুখ—গ্রাম্য গালি ('বড়সাহেব পোড়ারমুখো পোড়ার মুখ পুড়িয়ে বসে রলো' : দীনবন্ধু)।

পোড়িবাজ বি. ঘুমন্ত লোকের টাকাকড়ি চুরি করে যে।

পোপ্‌ড়ি বি. ১. বয়স্থা কুরূপা গণিকা; ২. নরম তলতলে চেহারা।

পোয়াতি বি. গর্ভবতী, আসন্নপ্রসবা ('উস্তাদ! কতো যে পোয়াতির গভ্য পাতন করেছে...' : মনোজ)।

পোর করা ক্রি. প্রেম করা ; মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা।

পোর্ট্রেট বি. চেহারা বা আদল, মুখের আদল।

পোলা বি. বোমা। তু. গোলা।

পোলাপান বি. ছেলেপিলে (পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত)।

প্যাংলা বিণ. রোগা।

প্যাঁক বি. বিদ্রূপ।

প্যাঁক দেওয়া, প্যাঁক মারা ক্রি. প্রতিবাদ জানানো, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বিব্রত করা (এই পোশাক পরে রাস্তায় বেরোলে বন্ধুরা প্যাঁক দেবে)।

প্যাঁকাটি বিণ. শীর্ণ, রোগা।

প্যাঁচপয়জার বি. ফন্দিফিকির ; কাজ হাসিল করার কৌশল।

প্যাঁচে ফেলা ক্রি. বেকায়দায় ফেলা ('ফেলুদাকে অবধি প্যাঁচে ফেলে দিয়েছিল' : সত্যজিৎ)।

প্যাঁদা বি. পাছা।

প্যাঁদানি, প্যাদানি বি. প্রহার (প্যাঁদানি দেওয়া)। দ্র. ক্যালানি।

প্যাঁদানো ক্রি. প্রহার করা ('বেধড়ক পেঁদিয়েছিল লকআপে পুরে' : স.ম.)।

প্যাঁদাপেঁদি বি. মারামারি।

প্যাকনা বি. বাজে আবদার, ফ্যাকনা।

প্যাচাল বি. আজেবাজে কথা ('কতকগুলি মিথ্যা প্যাচাল মাত্র পাড়িলেক' : ভবানীচরণ)।

প্যাচ্চর বিণ. শয়তান, বদমাশ (লোকটা বড় প্যাচ্চর)।

প্যাডলার বি. [ইং. Paddler] রিকশাচালক।

প্যানপ্যান বি. নাকি সুরে কান্নার ভাব প্রকাশক, বারবার বিরক্তিকর কথা (প্যানপ্যান করা)।

প্যানপ্যানানি বি. প্যানপ্যান করা।

প্যানপেনে বিণ. প্যানপ্যান করে এমন (প্যানপেনে স্বভাব)।

প্যানা বি. গণিকার দেওয়া আর্থিক সাহায্য।

প্যানা মারা ক্রি. অর্থ ব্যয় করানো; কিছু হাতিয়ে নেওয়া (বন্ধু না ছাই, এসে আমার প্যানা মেরে গেল)।

প্যান্তাখেঁচা বিণ. কুশ্রী; কদাকার বিরস কাঁদো কাঁদো মুখ ('শ্বশুর হল দলিল। তাই প্যান্তাখ্যাঁচা মুখে সকালে এককাপচা এগিয়ে দিতে হয়' : সঞ্জীব)।

প্যালা বি. ১. ঠেকনা বা খুঁটি; ২. যাত্রার আসরে অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে ছুঁড়ে দেওয়া সম্মানমূল্য।

প্যালারাম বিণ. নির্বোধ, ক্যাবলা (তোর মত প্যালারাম দিয়ে এসব কাজ হবে না)।

প্রজাপতি অফিস বি. যেখানে পাত্রপাত্রীর অনুসন্ধান করা হয়; ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিস।

প্রণামী দ্র. পুজো দেওয়া।

প্রায়মরা বি. [ইং. Primary] সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

প্রিন্টেড বি. [ইং. Printed] নিতম্ববতী মহিলা, ছাপাকে বিপরীত দিক থেকে পাঠ করে প্রাপ্ত।

প্রেমসে বিণ. আনন্দের বা আরামের সঙ্গে ('টেপ মাকড়ারা, প্রেমসে টিপে যা' : প্রফুল্ল)।

প্রেস্টিজ গ্যামাক্সিন (উক্তি) ইজ্জত ঢিলে হওয়া। সর্থ. প্রেস্টিজ পাংচার।

প্রেস্টিজ পাংচার (উক্তি) সম্মান নষ্ট।

প্রেস্টিজ পাংচার হওয়া ক্রি. মান খোয়ানো, লজ্জা বা অপমানের একশেষ হওয়া, মাথা হেঁট হওয়া (সেদিন অত লোকের সামনে তোমার কথায় তার প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে গেল)।

প্রেস্টিজে লাগা ক্রি. সম্মানে আঘাত লাগা; অসম্মানিত বোধ করা (এই সামান্য কথাটাতেই তোমার প্রেস্টিজে লেগে গেল?)।

প্ল্যাটিনা বি. [ইং. Platina] অহংকারী ব্যক্তি বা যে বেশি বোঝে; রোগীর লক্ষণ অনুযায়ী হোমিওপ্যাথের পরিভাষা (হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক)।

ফইজত বি. ঝগড়া, বিবাদ, কলঙ্ক, বদনাম (আমার নামে ফইজত কচ্ছিস হারামজাদা)।

ফকটে, ফোকটে ক্রি.-বিণ. বিনামূল্যে বা বিনা খাটুনিতে (ফোকটে পেলে কে ছাড়ে?)।

ফকরা বিণ. ফাজিল।

ফকির ফ্যাকড়া বি. ফকির এবং তৎসদৃশ ব্যক্তি (তুচ্ছ প্রয়োগে)।

ফক্কড় বিণ. ফাজিল, যে কথায় কথায় লঘু ইয়ারকি বা ফাজলামি করে।

ফক্কড়ি বি. ফাজলামি, বাচালতা, ধাপ্পাবাজি, ধড়িবাজি।

ফক্কা বি. শূন্য, ফাঁকি ('কি আর হবে, কোয়া ফক্কা হয়ে যাবে' : স.ম.)।

ফক্কিকা বি. ফাঁকি, কূটপ্রশ্ন।

ফক্কিকার, ফক্কিকারি বি. ফাঁকিবাজি ; মিছা ; অলীক ('আবার চাকরি খালি পড়ল, বড়বাবু ফের ফক্কিকারি মারলেন...' : মুজতবা)।

ফক্কুড়ি বি. ইয়ারকি ; বাচালতা।

ফক্কুড়ি করা ক্রি. ইয়ারকি করা, ফাজলামি করা (বড়দের সঙ্গে এমন ফক্কুড়ি কর কেন?)।

ফঙ্গবেনে বিণ. ঠুনকো, সহজে ভাঙে এমন।

ফচকে বিণ. বাচাল ; চটুল ; ফক্কড় ; বখাটে ('ইয়ার গোচের ফচকে বাবুরা ভাল হয়ে বসলেন...' : হুতোম)। দ্র. ফকরা।

ফচকেমি বি. ফচকের ভাব বা স্বভাব, বাচালতা, ফক্কড়ি, ফাজলামি।

ফচফচ বি. বাচালতা, ধারাবাহিক বিরক্তিকর ও অনর্থক কথা বলা।

ফচুমাল বা কল বি. সিগারেট-লাইটার।

ফজলা, ফজলি বিণ. যার মুখাকৃতি বৃহদাকার, ফজলি আমের সাদৃশ্যে।

ফট অ. অকস্মাৎ ভাঙা বা ফাটার শব্দ (ফট করে ফাটল); আকস্মিকতা (ফট করে মরে গেল)।

ফটকা বি. বাজার-দর ভবিষ্যতে বাড়া-কমার ঝুঁকি নিয়ে ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসা। প্রধানত বাজার-দর বাড়া-কমা নিয়ে একপ্রকার জুয়া।

ফটকাবাজ বি. পণ্যদ্রব্যের জুয়াড়ি।

ফটকা-বাজার বি. ফটকায় ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান বা সময়।

ফটকাবাজি বি. বাজার। দর নিয়ে জুয়া-খেলা।

ফটকি-নাটকি বি. রঙ্গ-তামাশা, ঠাট্টা-ইয়ারকি ('ছেলেদের সঙ্গে ফটকি-নাটকি করে' : টেকচাঁদ)।

ফটফট করা ক্রি. ১. চটি পায়ে দিয়ে শব্দ করে হাঁটা ; ২. অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিকভাবে বেশি কথা বলা, প্রগলভভাবে কথা বলা (সব সময় এত ফটফট কোরো না)।

ফটফটানি বি. হামবড়া ভাব, নিজেকে জাহির করার উদ্দেশ্যে অনর্গল বড় বড় কথা বলা।

ফটফটি বি. ১. মোটর চালিত দ্বিচক্রযান, ধ্বন্যাত্মক শব্দ; ২. বাচাল।

ফট হয়ে যাওয়া ক্রি. মরে যাওয়া। দ্র. গন ফট্।

ফটাফট ক্রি.-বিণ. বার বার অতিদ্রুত বা আকস্মিকভাবে (ফটাফট মরে গেল)।

ফটিকচাঁদ বি. (ব্যঙ্গে) ফুলবাবু (ফটিকচাঁদের পোশাকের বাহার দেখেছ?)।

ফড়ফড় অ. বস্ত্রাদি ছিঁড়ে বা ফেড়ে ফেলার শব্দ, ব্যস্ততার ভাব, বকবক করা বা বিরামহীন বাজে কথা বলা।

ফড়ফড় করা, ফড়ফড়ানো ক্রি. প্রগলভতা করা, বাজে বকা, ফাজিলের মত বকবক করা (ও এত ফড়ফড় করে যে ওর কথায় কেউ গুরুত্ব দেয় না)।

ফড়ফড়ানি বি. অনভিপ্রেত উদ্যোগ ('...তখন ফড়ফড়ানি বন্ধ, সাড়াই পাওয়া যায় না' : রবীন্দ্র)।

ফড়ফড়িরাম বি. ছ্যাবলা, বাচাল, হালকা স্বভাবের লোক।

ফড়ে বি. দালাল।

ফড়িং বি. ছটফটে মেয়ে।

ফতুর, ফতো, ফোতো বিণ. নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত (মামলা-মোকদ্দমায় সে একেবারে ফতুর হয়ে গেছে)।

ফতো কাপ্তেন বি. বাইরে অর্থ ও বিলাসিতার ভান আছে কিন্তু আসলে দরিদ্র এমন লোক।

ফতো নবাব বি. অন্তঃসারহীন ব্যক্তি যার বাইরে নবাবের মত আচরণ।

ফন্টুস বি. তরুণী।

ফন্ডা বি. জুয়ার আড্ডা।

ফন্ডাকার বি. ফাঁসিমঞ্চ।

ফন্দিবাজ বিণ. ধড়িবাজ, কূটকৌশলে দক্ষ, ফিচেল।

ফপরদালাল বি. গায়ে পড়ে কাজে যোগ দেয় এবং অকারণ বাচালতা বা কর্তৃত্বের ভান করে এমন ব্যক্তি।

ফপরদালালি, ফফরদালালি বি. ফপরদালালের মত আচরণ।

ফয়দা, ফায়দা বি. লাভ, উপকার, সুফল (কেঁদে কোনও ফয়দা হবে না)।

ফয়দা (ফায়দা) উঠানো (তোলা) ক্রি. লাভ করা, সুযোগ বুঝে লাভ করা (এ থেকে তোমার শত্রুই ফায়দা তুলবে)। তু. দাঁও মারা।

ফয়দা লোটা ক্রি. খুবই লাভ করা বা উপকৃত হওয়া।

ফর বি. জুয়ার আড্ডা।

ফরকানো ক্রি. আস্ফালন করা, ঠিকরিয়ে বের হওয়া, ফাঁক করা।

ফরজেন্টি বি. চালাকি (যৌনকর্মী)।

ফরটিচার বিণ. বাচাল।

ফরটিন বিণ. [< চোদ্দ] রমণযোগ্য।

ফরদাফাঁই বিণ. ছিন্নভিন্ন, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে এমন (কাপড়টা এমন ফরদাফাঁই হল কী করে?)।

ফরফর করা ক্রি. ১. পাতলা জিনিসের শব্দ করে ওড়া ; ২. বেশি ও বাজে কথা বলা (সব সময় অত ফরফর কর কেন?)। তু. ফড়ফড় করা।

ফরফরানি বি. অতিশয় বিরক্তি, রাগ বা অস্থিরতা, একটানা ফরফর শব্দ।

ফরফরে বিণ. যে ফরফর করে, যে অতিরিক্ত ও অবান্তর কথা বলে, বাচাল, চঞ্চল।

ফরবাজ বি. জুয়ার আড্ডার মালিক।

ফরসা বিণ. ১. গৌরবর্ণ (ফরসা মেয়ে) ; ২. মেঘমুক্ত (আকাশ ফরসা হয়েছে) ; ৩. অন্ধকারমুক্ত, ঈষৎ আলোকিত (পূর্বাকাশ ফরসা হয়েছে); ৪. নিঃশেষ,

শেষ, শূন্য, খতম, সাবাড় (গুদাম ফরসা/ভবিষ্যৎ ফরসা)।

ফরেন রবার বি. কৃপণ, যে রবার সহজে ক্ষয় হয় না।

ফল দেখা ক্রি. নারীর ঋতু হওয়া।

ফলনা, ফলানা বি. অনির্দিষ্ট ব্যক্তি, অমুক।

ফলনাতুষ্ক বি. এই সেই।

ফলভোগ, ফলভোগা বি. কাজের অনুরূপ ফল লাভ, শাস্তিলাভ।

ফলানো ক্রি. উৎপাদন করা, জন্মানো, জাহির করা, অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করা।

ফষ্টিনষ্টি বি. ১. ফাজলামি ; রঙ্গ-তামাশা ; ২. সাধারণত মেয়েদের সঙ্গে ইয়ারকি বা ঢলাঢলি (ছেলেটাকে প্রায়ই একটা মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে দেখা যায়/ 'সাঁঝের ফষ্টিনষ্টি করবার জন্য মন উতলা হয়ে ওঠে' : মুজতবা)।

ফসকা বি. ক্রি. ঢিলে, শিথিল, আলগা (বজ্র বাঁধন, ফসকা গেরো); অসতর্কতার ফলে পড়ে যাওয়া বা বিচ্যুত হওয়া (হাত ফসকে পড়েছে)।

ফসকাঠি বি. দেশলাই।

ফসকানো ক্রি. স্খলিত হওয়া, পিছলানো, হাতছাড়া হওয়া, প্রায় পেয়েও না পাওয়া (সুযোগটা ফসকে গেল)।

ফাইটাম বি. [ইং. Faitam] ঔষধহীন সুগারের পুরিয়া, রোগীর মনতুষ্টির জন্য ব্যবহৃত (হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক)।

ফাইভার বি. পাঁচ টাকা।

ফাইলের ট্যাকসি বি. লাইনের বাইরে বাড়তি টাকার বিনিময়ে যে ট্যাকসি পাওয়া যায়। তু. আউটের ট্যাক্সি।

ফাউ বি. ন্যায্য প্রাপ্যের অতিরিক্ত সামান্য পরিমাণ কিছু (খদ্দেরকে কিছু মাল ফাউ দিয়েছে)।

ফাউয়া বি. ঘুষখোর পুলিশ।

ফাঁকতাল বি. সুযোগ ('ফাঁকতালে অনেকগুলি টাকা লাভ করিয়া মন আমার প্রফুল্ল হইল' : ত্রৈলোক্য)।

ফাঁকফুকুর বি. হঠাৎ পাওয়া সুযোগ-সুবিধা, কোনও রকমে প্রাপ্ত সামান্য সুযোগ।

ফাঁকা আওয়াজ বি. বৃথা দর্প, মিথ্যা ভয় দেখানো বা আস্ফালন।

ফাঁকা কথা বি. অর্থহীন বাজে কথা যাতে কাজ হয় না বা যার উপর নির্ভর করা যায় না।

ফাঁকা ফাঁকা বি. ১. নির্জনতা বা শূন্যতাবোধ (চারদিক ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে) ; ২. দূরে দূরে অবস্থিত, মাঝে ব্যবধান রেখে অবস্থিত (ফাঁকা ফাঁকা হয়ে দাঁড়াও)।

ফাঁকিঝুঁকি, ফাঁকিফুঁকি বি. ফাঁকি ও ওই ধরনের অন্যান্য ব্যাপার, মিথ্যা কথা, প্রতারণা ইত্যাদি, ছলচাতুরি।

ফাঁকিবাজ বিণ. বি. ফাঁকি দেয় এমন, যে অযত্ন করে বা মনোযোগ দেয় না এমন, প্রতারক।

ফাঁকিবাজি বি. প্রতারণা, ঠকানো, অমনোযোগ ও অযত্ন।

ফাঁকে পড়া ক্রি. বঞ্চিত হওয়া, ফাঁকিতে পড়া, তফাতে থাকা।

ফাঁকে ফাঁকে বি. দূরে দূরে, সংস্রব না রেখে (ফাঁকে ফাঁকে থাকে) ; ২. পর পর শূন্যস্থানে (ফাঁকে ফাঁকে চারাগুলো বসবে)।

ফাঁট বি. অহংকার; সাজেগোজে, চলনে বলনে কৃত্রিম বিশিষ্টতার ভাব ('...ফাঁট দেখিয়ে বললো, কোন্ পরোয়া...' : সুনীল)।

ফাঁদা ক্রি. আরম্ভ করা (বুড়ো পুরনো কালের গল্প ফেঁদেছে)।

ফাঁদালো বিণ. বিস্তৃতমুখ, চওড়ামুখ (ফাঁদালো হাঁড়ি)।

ফাঁপর, ফাঁফর বি. বিপদ, অসুবিধাজনক অবস্থা।

ফাঁসানো ক্রি. কাউকে কোনও অবাঞ্ছিত ব্যাপারে জড়িয়ে ফেলা ('একটা ছোকড়াকে যদি ফাঁসাতে না পারিস বুঝব তুই ইয়ং গার্লই না' : প্রফুল্ল)।

ফাকতা উড়ানো (ওড়ানো) ক্রি. স্ফূর্তিতে বা মজায় দিন কাটানো (বাবার টাকা আছে, তাই সে এখন দিব্যি ফাকতা ওড়াচ্ছে)।

ফাগলি বি. মদ।

ফাজলামি, ফাজলামো বি. ফাজিলের মত আচরণ, বাচালতা, ফক্কুড়ি।

ফাজিল বিণ. লঘু ও রসিক চরিত্র ('দেবাদিত্যটা এরকমই বিশ্ব ফাজিল' : সুচিত্রা)।

ফাট বি. নোট জালকারী।

ফাটক বি. জেল (ফাটক খাটা)।

ফাটকি-নাটকি বি. অল্প দামের তুচ্ছ জিনিসপত্র।

ফাটবাজ বিণ. ১. চালবাজ; ২. ধূর্ত; ৩. অসৎ।

ফাটবাজি বি. ১. ধাপ্পা ; ২. মাথা কামানো (ফাটবাজিতে আছে — মাথা কামিয়েছে)।

ফাটা ক্রি. পালানো।

ফাটা-কপাল বি. দুর্ভাগ্য, হতভাগ্য, কু-অদৃষ্ট, মন্দ-বরাত, বদ-নসিব।

ফাটাকল বিণ. বিশ্বাসঘাতক।

ফাটানো ক্রি. বিদীর্ণ করা, ফাড়া, চেরা।

ফাটাফাটি বি. বিণ. ১. প্রচণ্ড মারামারি বা ঝগড়া-তর্ক (কাল তাদের মধ্যে এক চোট ফাটাফাটি হয়ে গেল); ২. দারুণ ব্যাপার ('জিনিসটা যদি করা যায় বড়দা, ফাটাফাটি হয়ে যাবে' : সঞ্জীব) বিণ. ৩. দুর্দান্ত (ওখানে এখন ফাটাফাটি তর্ক চলছে) ; ৪. খুব ভাল, চমৎকার (তুই নাকি আজ একেবারে ফাটাফাটি পরীক্ষা দিয়েছিস?)।

ফাটা-ফুটা বিণ. ভাঙাচোরা।

ফাটুম-ফুটম বি. বড়মানুষি ভাব (আমার কাছে ওসব ফাটুম-ফুটুম দেখাবি না)।

ফাতনা ফেলা ক্রি. প্রেমের টোপ ফেলা।

ফান্টুস বি. বিণ. অহংকারী ও সাজপোশাকে শৌখিন যুবক।

ফান্ডা বি. জ্ঞান (ছেলেটার ফান্ডা আছে মাইরি)।

ফান্ডা লড়ানো ক্রি. জ্ঞান দেওয়া (ওরে শ্‌শালা, ও যে ফান্ডা লড়াচ্ছে!)।

ফায়ার বি. বিণ. ক্রোধ বা ক্রুদ্ধ ('ফেলুদা তো ফায়ার' : সত্যজিৎ)।

ফাল বি. লাফ (পূর্ববঙ্গে)।

ফালতু বিণ. অতিরিক্ত, বাড়তি, অনাবশ্যক, বাজে, বৃথা, খেলো।

ফালতু-মাল বি. জাল নোট।

ফাসুরফুসুর বি. চাপা গলায় কথাবার্তা, বিশেষত পরচর্চা বা পরনিন্দা।

ফিকির বি. ফন্দি, চালাকি, বুদ্ধি ('মানব স্বভাব এই যে চাড় পড়িলেই ফিকির বেরোয়' : টেকচাঁদ)।

ফিকিরফন্দি বি. কৌশল ('এইরূপে নানা-প্রকার ফিকিরফন্দিতে মুচিরাম অনেক টাকা উপার্জন করিতে লাগিলেন' : বঙ্কিম)।

ফিগার পালটে দেব দ্র. মুখের জিওগ্রাফি বদলে দেওয়া।

ফিচকে বিণ. বাচাল।

ফিচলামি, ফিচলেমি বি. ফিচেলের মত কাজ বা আচরণ; বাচালতা।

ফিচাল, ফিচেল বিণ. প্রবঞ্চক, ধূর্ত, শঠ, ফন্দিবাজ, ধাপ্পাবাজ, ফাজিল, বাচাল, কুটিল মন যার ('নিতান্ত ফিচেল চোর হলে ওটা কাজে লেগে যেতেও পারে' : মুজতবা)।

ফিচিক বি. লাইটার।

ফিট করা ক্রি. সমঝোতা করা ('সামনে ইলেকশান বলে... নইলে কবে সাত্যকি ফিট করে ফেলত' : সুচিত্রা)।

ফিট পার্টি বি. যোগ্য বা উপযুক্ত ব্যক্তি।

ফিদা হওয়া ক্রি. প্রেমে আকুল হওয়া (ভদ্রলোক তখন আমার জন্যে ফিদা হয়ে ছিলেন)।

ফিফটি টু বি. [5 = E, 2 = B] পূর্ববঙ্গ বা পূর্ববঙ্গীয়।

ফিরিস্তি বি. ফর্দ, তালিকা ; (ব্যঙ্গে) বিশদ বিবরণ।

ফিলামেন্ট বি. বুদ্ধি বা মগজ, ফিলামেন্ট ঠিক থাকলেই বাল্‌বের আলো জ্বলে, সেই সাদৃশ্যে।

ফুঁকা ক্রি. ১. ধূমপান করা (বিড়ি ফুঁকা) ; ২. অপব্যয় করে নষ্ট করা (দুদিনে সব টাকা ফুঁকে দিয়েছে) ; ৩. জোরে ফুঁ দেওয়া (বাঁশি ফুঁকা)।

ফুঁকে দেওয়া ক্রি. নিঃশেষ করে দেওয়া ('যদি পরামর্শ দেন সবই ফুঁকে দিতে, তবে কী করবে ত্যাগ' : রবীন্দ্র)।

ফুঁকো বিণ. শূন্যগর্ভ, শক্তিহীন, দুর্বল ('ফুঁকো সেপাইটার ডায়লগ শোন' : সুচিত্রা)।

ফুক বি. বিণ. [ইং. Four?] চার।

ফুচকি ক্রি. ভুল বোঝানো (ফুচ্‌কিএ পোট্‌ কোরে ভাতি টানলো—ভুল বুঝিয়ে মেয়েটাকে হাত করলো)।

ফুচকে বিণ. নিতান্ত ছোট, অতি ক্ষুদ্র, পুঁচকে (ফুচকে ছোঁড়া)।

ফুটকাটা ক্রি. মন্তব্য করা ('মাঝবয়সী একটা টেকো লোক ফুট কাটল—সময় নেই' : সুচিত্রা)।

ফুটটি বি. দশ টাকা (জুয়াড়ি)।

ফুটটুস্ বিণ. ক্রি. ১. সমাপ্ত ; ২. পালিয়ে যাওয়া।

ফুটবল বি. মোটা, ফুটবলের সাদৃশ্যে।

ফুটানি, ফুটুনি বি. দেমাক ('যার মুরোদ নেই একক‌ড়া, তার ফুটুনি ষোল দড়া' : গৌর)।

ফুটানি (ফুটুনি) করা ক্রি. ১. জাঁক দেখানো (তুমি বেশি ফুটুনি কোরো না, তোমার ক্ষমতা আমার জানা আছে) ; ২. বাবুগিরি করা বা আড়ম্বর দেখানো (ফুটুনি করতে গিয়েই ও ফতুর হয়ে গেল)।

ফুটানি কা ডিব্বা বি. ভ্যানিটি ব্যাগ।

ফুটানিরাম বি. ভিতরে ফাঁকা বা ফোঁপরা কিন্তু বাইরে জাঁক করে বা বাবুগিরি করে এমন লোক।

ফুটানো, ফুটিয়ে দেওয়া বি. ক্রি. ১. খরচ করা, অপচয় করা (এতগুলো টাকা এই কদিনেই ফুটিয়ে দিলে কী করে) ; ২. তাড়িয়ে দেওয়া, ভাগানো (ভাব করতে গিয়েছিল, ফুটিয়ে দিয়েছে)।

ফুটিফাটা বিণ. চৌচির হওয়া ('মনুমেন্টের উপর থেকে কেউ যদি তাগ করে একটা পায়রার ডিমের সাইজের নুড়ি পাথরও তোর মাথায় ফেলে, ...তোর মাথা ফুটিফাটা হয়ে যাবে' : সত্যজিৎ)।

ফুটুকচাঁদ দ্র. ফান্টুস।

ফুটুর ডুম (উক্তি) [ইং. Future Doom] ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

ফুটে যাওয়া ক্রি. পালিয়ে যাওয়া ('এবার ফুটে যা মাকড়ারা' : প্রফুল্ল)।

ফুটো বি. বিণ. স্ত্রী জননেন্দ্রিয়, যোনি ; অচল।

ফুটোগ্রাফি বি. ফটোগ্রাফি (ব্যঙ্গার্থে)।

ফুড়ুকফাঁই বি. বিণ. ১. উড়ে পালানো ভাব (পাখিটাকে যেই ধরতে গেছি অমনি সে ফুড়ুকফাঁই) ; ২. উধাও হওয়া, পালিয়ে যাওয়া (তাকে ধরা তোমার কর্ম নয়, তুমি আসার আগেই সে ফুড়ুকফাঁই হয়ে গেছে)।

ফুরুত হয়ে যাওয়া ক্রি. পালিয়ে যাওয়া (গোলমাল দেখে পুলিশ ফুরুত হয়ে গেছে)।

ফুলকা, ফুলকো বিণ. বি. ১. ফাঁপা (ফুলকো লুচি) ; ২. ধনী ব্যক্তি, শেঠ।

ফুলকি বি. ফ্যাশন।

ফুলটুসি বি. আদুরে মেয়ে, সুন্দরী মেয়ে।

ফুলপরানো ক্রি. বিয়ে করা।

ফুলবাবু বি. অতি বাবু ('যুবতী সকল এখনকার দিনে কেবল ফুলবাবু দেখিয়া ভুলে না' : গে. লি.)।

ফুলেল তেলেল বি. প্রসাধননিপুণা রঙ্গিনী নারী।

ফুসমন্তর বি. গোপন পরামর্শ।

ফুসলানো ক্রি. ১. নিজের বশে বা দলে আনার জন্য গোপন মন্ত্রণা দেওয়া ; ২. মন্দ বা অসৎ উদ্দেশ্যে কাউকে দলে আনা বা অসৎ কাজে প্রবৃত্ত করা ; ৩. অসৎ উদ্দেশ্যে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যাওয়া (মেয়েটাকে ওরা ফুসলে নিয়ে গেছে)।

ফুস হয়ে যাওয়া ক্রি. ১. ফুরিয়ে যাওয়া বা শেষ হয়ে যাওয়া ; ২. পালিয়ে যাওয়া।

ফুসুরফাসুর, ফুসুরফুসুর বি. গোপন কথাবার্তা, নিচু গলায় কথাবার্তা ; নিচু গলায় শলা-পরামর্শ ('ফুসুরফাসুর অনেক কথা হয়েছে, আমি তফাৎ থেকে দেখেছি' : গিরিশ)। সর্থ. ফুসফাস, ফিসফিসানি।

ফেউ বি. বিরক্তিকরভাবে অনুসরণকারী।

ফেউ লাগা, ফেউ হয়ে লাগা ক্রি. পিছনে লেগে বিরক্ত করা (নিরীহ লোকটার পিছনে ওরা কেন এমন ফেউ হয়ে লেগেছে?)।

ফেও বি. কুকুর।

ফেঁকড়া বি. ফ্যাসাদ ; ঝঞ্ঝাট।

ফেঁদরি বি. শ্যাম্পু দিয়ে ফাঁপানো চুলওয়ালা মেয়ে।

ফেঁসে যাওয়া ক্রি. জড়িয়ে পড়া ('স্যার ঝামেলায় ফেঁসে যাব না তো?' : প্রফুল্ল)।

ফেকলু বি. বিণ. ফালতু ব্যক্তি ('আমরা শালা ফেকলু, কেমন করে তাকায় দেখিস না, যেন থুথু ফেলছে' : স.ম.)।

ফেকলু পার্টি বি. আজেবাজে লোক, কদরহীন লোক, সামান্য মানুষ (ওই ফেকলু পার্টির কাছে বুদ্ধি নেব আমি? অসম্ভব)।

ফেকো বি. থুথু বা মুখের ফেনা ('মুখে ফেকো উঠচে, মাথার ঘাম পায়ে পোড়চে...' : ভোলা)।

ফেগলু বি. জাল নোট।

ফেচফেচ করা ক্রি. বিরক্তিকর নিরর্থক কথা বলা, বাজে বকবক করা।

ফেচাং বি. ফেঁকড়া, ফেসাদ, জটিলতা, আনুষঙ্গিক ছোটখাটো জটিল ব্যাপার।

ফেটে যাওয়া বি. ১. আঘাত ; ২. পলায়ন।

ফেদড়ি বি. ফালতু অসৎ চরিত্রের মেয়ে।

ফেদার বি. [ইং. Feather] মুরগী বা যে কোনও পাখি।

ফেদি বি. নর্তকী।

ফেবিকল বি. স্থির হয়ে এঁটে থাকা ('অনেকক্ষণ একজায়গায় ফেবিকল হয়ে আছেন দাদু' : বাণী)।

ফেরফার বি. ১. পার্থক্য ('এ জাহাজের ও জাহাজের ডেকে কেবিনে কিছু কিছু ফেরফার সব সময়েই ছিল...' : মুজতবা); ২. ছলাকলা, কথার মারপ্যাঁচ, কৌশল, সঙ্কট, দায়।

ফেরি বি. গণিকা, হাটে-বাজারে যারা শিকারের সন্ধানে ঘোরে।

ফেরিআলি বি. গণিকা।

ফেরিওয়ালা বি. সেলসম্যান (বিজনেস ম্যানেজমেন্টের ছাত্র)। দ্র. বেচুবাবু।

ফেরেব্বাজ বি. বিণ. প্রতারক, ফাঁকিবাজ ('বাইরে চকচকে ভদ্র সিটিজেন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ফেরেব্বাজ' : প্রফুল্ল)।

ফেলমারা ক্রি. লোকসানের ফলে উঠে যাওয়া।

ফেলাছড়া বিণ. অযত্নে ইতস্তত নিক্ষিপ্ত (জিনিসপত্র ফেলাছড়া করা বা হওয়া)।

ফেলুরাম বি. যে ছাত্র ফেল করেছে।

ফোঁপরদালাল বি. বাজে কথা বলে মাতব্বরি করে বা বাজে পরামর্শ দিয়ে হামবড়া ভাব দেখায় এমন ব্যক্তি।

ফোঁপরদালালি বি. অন্তঃসারশূন্য মাতব্বরি, অযাচিতভাবে বাজে পরামর্শদান।

ফোঁপরা বিণ. অন্তঃসারশূন্য, শূন্যগর্ভ, ফাঁপা, ঝাঁঝরা, ছিদ্রবহুল।

ফোকট, ফোকটসে, ফোকটিয়া, ফোকটে; ক্রি.-বিণ. বিনা পয়সায়, মাগনা (দিব্যি ফোকটে খাচ্ছ আর ঘুরে বেড়াচ্ছ/'ফোকটে আপনি আমাদের এত আনন্দ দিয়েছেন' : প্রফুল্ল)।

ফোকটাই বিণ. বিনামূল্যে, অন্যের দেওয়া (ঠাকুর ঘি খেতে পারো কতটা? নিজের না ফোকটাই? নিজের ছটাক হলে হয় না হলেও হয়, আর ফোকটাই ভাঁড়খানিক)।

ফোক্কর দ্র. ফাজিল।

ফোগলা দিগম্বর বি. বিণ. দন্তহীন, ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের অনুসরণে ('মহিলা সন্দেহ করবেন, দাঁত নেই, ফোগলা দিগম্বর' : সঞ্জীব)।

ফোট অ. অনতিবিলম্বে কথা বলা থামাবার ধমক বা অকুস্থল পরিত্যাগের নির্দেশ।

ফোড়ন কাটা, ফোড়ন দেওয়া ক্রি. কথার মাঝে মাঝে মন্তব্য করা।

ফোতো বিণ. তুচ্ছ, অন্তঃসারশূন্য, ফালতু ('যেগুলো ফোতো, তারা মালাই বেশি দেয়' : সুনীল)।

ফোনানো ক্রি. [ইং. Phone] ফোন করা।

ফোনাফুনি ক্রি. ফোনে কথা বলা ও শোনা।

ফোফলদালালি বি. অকারণে নাক গলানো ['গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল হয়ে ফবল্‌দালালি (ফোফলদালালি) কোচ্চেন' : কেদার]।

ফোরটিন জেনারেশন বি. চোদ্দ পুরুষ ('এই ক্লাবের মেম্বার হতে পেরে তার ফোরটিন জেনারেশন উদ্ধার হয়ে গেছে' : প্রফুল্ল)।

ফোরটুয়েন্টি বিণ. বি. ফেরেব্বাজ, ধাপ্পাবাজ (ও ছেলেটা এক নম্বরের ফোরটুয়েন্টি, ওকে কোনও কাজের ভার দিয়ো না)।

ফোসলানো ক্রি. কুকর্মে রত হওয়ার জন্য রাজি করানো, নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য কুপরামর্শ দেওয়া।

ফৌত বিণ. মৃত, নির্বংশ, ধ্বংসপ্রাপ্ত, সর্বস্বান্ত।

ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ অ. ১. বকবক; ২. নাকে কাঁদা ('বোকার মতো ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদবি না তো' : সুনীল)।

ফ্যাকড়া বি. বাড়তি ঝঞ্ঝাট ('একটা না একটা ফ্যাকড়া বের করবেই' : স.ম.)।

ফ্যাকনা বি. বাহানা, অজুহাত।

ফ্যাকা বি. আজ্ঞাবহ ভৃত্যপ্রায় ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তি।

ফ্যাচফ্যাচ (ফেচফেচ, ফ্যাঁচফ্যাঁচ) করা ক্রি. বাজে বকা, ক্রমাগত বাজে বকবক করা ('কি তুমি একশবার ফেচফেচ করিয়া বকতেছ' : টেকচাঁদ)।

ফ্যাচাং বি. ঝামেলা।

ফ্যাটফেটি বিণ. মোটামুটি।

ফ্যাড়ফেড়িয়া বিণ. মুখরা (গ্রাম্য)।

ফ্যানচাটা বিণ. তোষামুদে; মোসায়েব।

ফ্যান্টা অ. [ইং. Fantastic] চমকপ্রদ কিছু দেখে বিস্ময়সূচক শব্দ (কী ছবি মাইরি, ফ্যান্টা!)।

ফ্যা ফ্যা অ. কর্মহীন অনির্দেশ্য ভ্রমণ করা বা সময়ক্ষেপ করা ('বোন আমার রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াবে...' : সুচিত্রা)।

ফ্যালফ্যাল অ. চোখের বিমূঢ়তা বা হতবুদ্ধিতা, বিস্ফারিত ভাব (ফ্যালফ্যাল করে তাকানো)।

ফ্যালসানি বি. ধর্ষণ ('অটল ফ্যালসানি কারে বলে জান?' : মনোজ)।

ফ্রুস্ত বিণ. [ইং. Frustrated] বিরক্ত বা হতাশ হওয়া (তোকে এমন ফ্রুস্ত দেখাচ্ছে কেন রে?)।

ফ্রেঞ্চলিভ বি. অবৈধ অনৈতিক অনুপস্থিতি; দরখাস্ত ছাড়া ছুটি নিয়ে পরদিন উপস্থিতির স্বাক্ষর (সরকারি অফিস)।

ফ্লাইং বি. ১. বাইরে থেকে আসা অস্থায়ী যৌনকর্মী (যৌনকর্মী) ; ২. ছুঁড়ে দেওয়া চুম্বন।

ফ্ল্যাট হওয়া ক্রি. শুয়ে পড়া ('কাল সন্ধেবেলায় পেটে সোনার বাংলা ঢুকিয়েই ফ্ল্যাট হয়ে পড়েছিলি' : প্রফুল্ল)।

বই বি. চলচ্চিত্র (রূপালিতে কী বই চলছে?)।

বইঠ্‌কি বি. বসে থাকা অবস্থায় পকেটমারি।

বউ-কাঁটকি বি. বিণ. যে শাশুড়ি পুত্রবধূকে যন্ত্রণা দেয়; বিণ. পুত্রবধূকে যন্ত্রণা দেয় এমন (মেয়েটাকে তার বউ-কাঁটকি শাশুড়ি এমন জ্বালায় যে সে এখন বাপের বাড়ি আসতে পারলে বাঁচে/'আমার শাশুড়ী মাগী বড় বউ-কাঁটকি...' : টেকচাঁদ)।

বউড়ি বি. অল্পবয়স্কা বধূ।

বউলিবাজ বি. যে ভিখিরি পঙ্গুত্বের ভান করে।

বওআল করা ক্রি. মার দেওয়া (মস্তান)।

বওআলি ভাতি বি. ঝগড়াটে মেয়ে।

বকঠুঁটো বি. বকের মতো লম্বা সরু ঠোঁট আছে এমন একপ্রকার মাছ, গাংধাড়া।

বকতিয়ার খিলজি বি. বাচাল, যে বড় বড় কথা বলে।

বক দেখানো, বগ দেখানো ক্রি. হাতকে মুখ ও গলার মত করে অন্যকে অশোভনভাবে বিদ্রূপ করা (আড়ালে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত আমাকে বক দেখাতে লাগল)।

বকনা বি. বিণ. যে গাভীর এখনও বাচ্চা হয়নি বা দু-একটি হয়েছে; সাদৃশ্যার্থে অনুরূপ মহিলা (বকনা মেয়েদের ফিগার ভাল থাকে)।

বকরমবাজ দ্র. বকতিয়ার খিলজি।

বকরি বি. ফাঁসির আসামি।

বকাট, বকাটে, বখাটে বিণ. উচ্ছৃঙ্খল যুবক, ফাজিল; চরিত্রহীন।

বক্কেশ্বর বিণ. বক্তৃতাবাজ ('আপনি অতি বড় বক্কেশ্বর' : বিদ্যা)।

বক্তিমে বি. ব্যঙ্গার্থে বক্তৃতা ('মেলাই বক্তিমে শুনবে, সব মুখেন মারিতং জগৎ' : সমরেশ)।

বখা বিণ. কুসঙ্গে পড়ে নষ্ট।

বখামি বি. ফাজলামি; বখার আচরণ।

বখেড়া বি. ঝঞ্ঝাট, ফ্যাসাদ, বাধা, বিবাদ (বখেড়াটা মিটিয়ে নেওয়াই ভাল)।

বগল বাজানো ক্রি. আনন্দ প্রকাশ করা, আহ্লাদিত হওয়া (পাশের খবর শুনে বগল বাজাতে বাজাতে চলে গেল/'বাঞ্ছারাম শুনিবামাত্র বগল বাজিয়ে উঠিলেন' : টেকচাঁদ)।

বগা বি. নগণ্য ব্যক্তি, সাধারণ লোক, যেমন, অগাবগা।

বগালি বি. বাহুমূল পর্যন্ত গভীর হাত-কাটা ব্লাউজ পরে এমন মহিলা।

বগ্গা ক্রি.-বিণ. একটানা ও প্রচুর পরিমাণে (এক বগ্গা বকে চলেছে)।

বঙ্গালি বি. দেশি তামাক।

বচনবাগীশ বি. কেবল কথা বলতেই পটু বা দক্ষ কিন্তু কাজে নয়; বচনসর্বস্ব।

বজবজে বিণ. বজবজ করে এমন, অত্যন্ত পচা ও গলিত (বজবজে ঘা)।

বজ্জাত বিণ. দুষ্ট ('যেমন বজ্জাত হয়েছে বুলবুলের বন্ধুরা...' : সুচিত্রা)।

বজ্রবাঁটুল বি. বিণ. অস্বাভাবিক বেঁটে; বেঁটে কিন্তু শক্তিশালী (ওই বজ্রবাঁটুলটাকে কোত্থেকে জোটালি?)।

বটকেরা বি. রসিকতা।

বটিকা বি. নকল করবার জন্য পরীক্ষার হলে আনা কাগজপত্র।

বটেক না করা ক্রি. তুচ্ছ মনে করা, কোনও গুরুত্ব না দেওয়া (ওসব বাজে লোককে তিনি বটেক করেন না)।

বডি ফেলা ক্রি. ১. শুয়ে পড়া; ২. আশ্রয় নেওয়া বা আস্তানা গাড়া ('তোমার সঙ্গে আমিও এখানে বডি ফেলে রাখব' : প্রফুল্ল)।

বড়কা বি. জেলের পুলিশ।

বড় বাইরে বি. পায়খানা, যেমন, ছোট বাইরে বলতে বোঝায় প্রস্রাবখানায় যাওয়া; মলত্যাগ ('চোরদের নিয়ম হল, ...বাড়ির চৌহদ্দিতে একটু বড় বাইরে করা' : সঞ্জীব)।

বড়মিঞা, বড়হরিণ বি. বাঘ (যাচ্ছ তো সুন্দরবন, দেখো বড়মিঞার খপ্পরে পড়ো না যেন)।

বড়েকুত্তা বি. জেল পুলিশ।

বত্তে যাওয়া ক্রি. কৃতার্থ বা অতিশয় আনন্দিত হওয়া ('যদি একবার হেসে কথা বললেন... বত্তে গেলাম' : টেকচাঁদ)।

বত্রিশ অল আউট ক্রি. সবগুলি দাঁত বার করা; বেজায় খুশি হওয়া, খুব আনন্দিত হওয়া (খবরটা শুনে তোর বত্রিশ অল আউট হয়ে গেল যে)।

বদখত, বদখৎ বিণ. বিশ্রী, অশোভন ('আমার হাতের লেখা... তখন ছিল রীতিমত খুশখৎ, বিলকুল বদখৎ বা বদখদ্ নয়' : মুজতবা)।

বদন বি. মুখ।

বদন বিগড়ানো ক্রি. প্রহার করে মুখের চেহারা পালটে দেওয়া ('আবাগির ব্যাটা একটি চড়ে বদন বিগড়ে দেব' : উৎপল)।

বদনা দ্র. বদন ('মেরে বদনা পালটে দেব হারামজাদা' : স. ম.)।

বদমাশ বিণ. দুষ্ট, দুর্বৃত্ত, মন্দস্বভাব।

বদরক্ত বি. ১. খারাপ বা দূষিত রক্ত; ২. বদমেজাজের কারণ (ওর বদরক্ত খানিকটা বের করে দিতে হবে)।

বদলা নেওয়া ক্রি. প্রতিশোধ গ্রহণ করা; একপক্ষের কেউ নিহত হলে অপরপক্ষেরও একজনকে হত্যা করা।

বনধ্ বি. ১. গ্রেপ্তার; ২. প্রতিবাদস্বরূপ দোকানপাট, যানবাহন বন্ধ রাখা।

বমাল, বামাল ক্রি.-বিণ. ১. চোরাই মাল সহ; ২. সুন্দর মহিলা (মাল)-র সঙ্গে (সমীরকে বামাল দেখলাম নৈহাটিতে)।

বম্বু বি. [ইং. Bamboo] বাঁশ।

বম্বু দেওয়া ক্রি. অনিষ্টসাধন করা।

বম্বেটে বিণ. [পো. Bombardiero] দুরন্ত, দুষ্ট-দুঃসাহসী, বখাটে (বম্বেটে ছেলের দল)।

বয়রা বি. বিণ. কানে কম শোনে এমন; কালা (ঠাকমা বয়রা, জোরে কথা বল)।

বয়ঙ্গা বি. বালক অভিনেতার বয়ঃসন্ধিকালীন কণ্ঠস্বরের বিকৃতি (লোকনাট্য)।

বয়াটে বিণ. ছন্নছাড়া, বকাটে ['পূর্ব্বে বওয়াটে (বয়াটে) ছেলেরা বাপ-মার সঙ্গে ঝগড়া করে পশ্চিমে পালিয়ে যেত' : হুতোম]।

বয়ে যাওয়া ক্রি. উচ্ছন্নে যাওয়া ('নবকুমারটা দেখ্‌ছি একবারে বয়ে গেছে' : মধু)।

বরকত বি. সৌভাগ্য, প্রাচুর্য।

বরফট্টাই বি. মিথ্যা জাঁক; বড়াই।

বরবাদ বিণ. বাতিল, নষ্ট, পণ্ড।

বরাখুরে বিণ. বরাহের ক্ষুরের মত যার পায়ের গড়ন; কুলক্ষণাক্রান্ত ('এক গণ্ডমূর্খ বরাখুরে ভদ্রসন্তান মাইনে করা নিযুক্ত হয়েছে' : হুতোম)।

বলদ বি. বিণ. মূর্খ, বোকা।

বস্ বি. [ইং. Boss] ১. ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, (অফিস কেরানি) ; ২. শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিসূচক অন্তরঙ্গ সম্বোধন (তুমি যে কিছু বলছ না বস্?)। দ্র. গুরু।

বাই বি. [<বায়ু] বাতিক (গ্রাম্য)।

বাইক বি. ১. সাইকেল; ২. মোটর বাইক (গ্রাম্য)।

বাউণ্ডুলে বিণ. ছন্নছাড়া।

বাউলড়া বিণ. অকালপক্ক (গ্রাম্য)।

বাউলি বি. ধাপ্পা।

বাওয়ালি বি. গণ্ডগোল, মস্তানি।

বাওলা দেওয়া ক্রি. মিথ্যে কথা বলা (শালা সেই থেকে সমানে বাওলা দিয়ে যাচ্ছে)।

বাংরেজ বি. [< বাঙালি + ইংরেজ] ইংরাজি সংস্কৃতির অনুসারী বাঙালি ('সব বাঙালির বাঙ্ আর ইংরেজের রেজ— যাকে বলে বাংরেজ' : সমরেশ)।

বাংলা বি. দেশি মদ (একটু বাংলা পেটে না পড়লে আঁতলেমি আসে না)।

বাংলা কথা বি. সোজাসাপটা কথা (হাঁ করে রইলেন যে! আপনি কি বাংলা কথা বোঝেন না?)।

বাংলা চা বি. ১. কমদামী সাধারণ চা; ২. দুধহীন চা।

বাংলা দেওয়া ক্রি. অবহেলাসহ সেলাই বা স্টিচ দেওয়া (শল্যচিকিৎসক)।

বাংলা দেখা ক্রি. পথ দেখা (এবার আপনি বাংলা দেখুন)।

বাংলা বাইন্ডিং বি. জোড়াতালি দেওয়া তারের বাঁধন (বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মী)।

বাংলা মাল বি. দেশি মদ ('কতক্ষণে সেই জগদীশ সাহার বাংলা মালের দোকানে পৌঁছুবে' : প্রফুল্ল)।

বাংলু বি. দেশি মদ ('ছোলা উইদ বাংলু' : স.ম.)।

বাঁইশাল বিণ. বড়।

বাঁক-খাল বি. কাপড়ের কোঁচার খুঁট, খুঁটের মধ্যে প্রায়ই টাকাকড়ি লুকিয়ে রাখা হয়।

বাঁকাসিঙ বি. ১. জানলা ভাঙার যন্ত্র; ২. গাঁজা।

বাঁজা বিণ. যে স্ত্রীলোকের সন্তান হয় না এমন, বন্ধ্যা।

বাঁট বি. ১. গবাদি পশুর স্তনবৃন্ত; ২. সমীহ করার মত কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সহকারী (লাটের বাঁট)।

বাঁটি, বাঁটিগুটি, বাঁটিয়া, বাঁটু বিণ. বেঁটে, খর্বকায়।

বাঁটুল বি. ১. মেয়ে; ২. কোঁচার খুঁট (পকেটমার)।

বাঁড়া বি. পুরুষাঙ্গ ('অশ্লীল শব্দ? যাঃ বাঁআ। অশ্লীল শব্দ কখন বললাম?' : স. ম.)।

বাঁদর বি. দুষ্ট, বদমাইশ।

বাঁদরামি, বাঁদরামো বি. অতিরিক্ত দুষ্টামি, অসভ্য বা অশিষ্ট আচরণ, শয়তানি ('বাঁদরামো শুরু না হলে হয়তো

বিপ্লবোত্তর রুশ সাহিত্যের রূপ অন্যরকম হতো' : অশোক)।

বাঁদরে আঁচড়ানো ক্রি. সই করা ('তুমি কি প্রতিজ্ঞা-পত্রে বাঁদরে আঁচড়েছ?' : দীনবন্ধু)।

বাঁধাকপি বি. পাগড়ি-পরা পাঞ্জাবি শিখ।

বাঁধা গাই বি. ১. রক্ষিতা; ২. বিকলাঙ্গ ভিখারি, যাদের তাঁবেদারিতে রেখে উপার্জন করা হয়।

বাঁধাছুটো বি. যে একাধিক পুরুষকে দেহদান করে।

বাঁধাবাবু বি. বেশ্যার বাঁধা খদ্দের।

বাঁয়া গলতা দেখা ক্রি. পালিয়ে যাওয়া।

বাঁশ দেওয়া ক্রি. ১. বাধা দেওয়া, বাধার সৃষ্টি করা; ২. ক্ষতি করা (আমি কি তাকে বাঁশ দিয়েছি? সে তবে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করে কেন?)।

বাঁশপাতা বি. ১. ছুরি; দু-মুখ ধারালো ছুরি; ২. রুটি-কাটা ছুরি।

বাঁশি বি. ১. কণ্ঠস্বর; ২. সিগারেট; ৩.ফাউনটেন পেন; ৪. ক্ষুদ্রকার ছুরি; ৫. গাঁজার কলকে; ৬. মদের গেলাস (অপরাধ জগৎ)।

বাকতাল্লা দেওয়া ক্রি. বাজে কথা বলা (সেই থেকে শুধু বাকতাল্লা দিয়ে যাচ্ছিস)।

বাকসো বি. মালগাড়ি। সুতোএ বাকসো ঠিক্‌লো—রেললাইনে মালগাড়ি থামলো (ওয়াগন ব্রেকার)।

বাগড়া বি. [<ব্যাঘাত] কোনও কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বাধা ('ভাবসাব দেখে বোধ হচ্ছে একটা কি বাগড়া পড়েছে' : জ্যোতিরিন্দ্র)।

বাগড়া দেওয়া ক্রি. বাদ সাধা, বাধা দেওয়া ('আমরা তো বাগিয়েছিলুম, আপনি যে বাগড়া দিলেন' : গিরিশ)।

বাগড়া-বাগড়ি বি. বাধা, বাধা-সৃষ্টি; বাধা দেওয়ার ভঙ্গি ('মতিলাল হাত বাগড়া-বাগড়ি করিতে আরম্ভ করিল' : টেকঁচাদ)।

বাগবাজার বি. শূন্য।

বাগানো ক্রি. কৌশল আদায় করা।

বাগালি বি. ১. রাখালবৃত্তি; গবাদি পশু চরায় এমন; ২. প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকতা (নগদ পঞ্চাশ হাজার দিয়ে কানাই বাগালি পেয়েছে)।

বাঙাল বি. ১. পূর্ববঙ্গীয় ব্যক্তি; ২. নির্বোধ।

বাঙাল-ধুর বি. গ্রাম্যলোক।

বাঙালপারটি বি. বাংলা দেশের মধ্যে অন্যায়কারী অপরাধীর দল।

বাজখাঁই বিণ. কর্কশ ও গম্ভীর কণ্ঠস্বর; গায়ক বাজ খাঁর তুল্য স্বরক্ষেপণ ('ফটিকের চমক ভাঙল ইদ্রিস মিঞার বাজখাঁই হাঁকে...' : গৌর)।

বাজঝা বি. কুরূপা স্ত্রীলোক।

বাজা বি. ১. রিভলবার; ২. গ্রামোফোন; ৩. রেডিও।

বাজার বি. পরিস্থিতি, দিনকাল, যুগ (কী বাজার পড়েছে মাইরি!)।

বাজারঘাটা ক্রি. ১. রাস্তা থেকে বারবণিতার জন্য লোক সংগ্রহ করা; ২. বোকার মত কাজ করা।

বাজারি দ্র. বাজারের মেয়ে।

বাজারের মেয়ে বি. বেশ্যা (হলই বা বাজারের মেয়ে, তাই বলে কি ওর মন বলে কিছু থাকতে নেই?)।

বাঞ্চৎ, বাঞ্চোৎ বি. গালিবিশেষ ('বাঞ্চৎ কিছু বোঝে না, পাজি চাষা ক্যাডোভরাস্' : দীনবন্ধু)।

বাটপাড় বি. প্রতারক, ঠক ('হোটেলের বাসিন্দা ওই বাটপাড়টা গেল কোথায়' : সত্যজিৎ)।

বাটার লাগানো ক্রি. ছদ্ম তোষামোদ করা, তেল দেওয়া ('শালা বাটার লাগিয়ে লাগিয়ে আমি তোমাকে ফ্ল্যাট করে ছেড়ে দেব' : প্রফুল্ল)।

বাটি বি. ১. নিষ্ক্রিয় সমকামী; ২. বোমা।

বাটি মাজা বি. ১. সমকামিতা (কয়েদি); ২. বোমা।

বাড়ফাট্টাই, বারফাট্টাই বি. [< বহ্বাস্ফোট] বড় বড় কথা ('এক প্যাকম্বর বড্ড বেশী বাড়ফাট্টাই করতে করতে আর থামতেই চান না...' : মুজতবা)।

বাড়িআলি বি. কোটনী।

বাণী দেওয়া ক্রি. বড় বড় উপদেশ দেওয়া—ব্যঙ্গার্থে ('...সুতরাং তুমি আমাদের কী বাণী দিচ্ছো?' : অশোক)।

বাত বি. [< বার্তা] বড় বড় কথা, মিথ্যা কথা।

বাতকর্ম বি. পায়ুমুখ দিয়ে বায়ু নিঃসরণ; পাদ ('বাতকর্ম কত্তে কত্তে নিষ্কর্মা...' : হুতোম)।

বাতচিত বি. কথাবার্তা ('ফেলুদা একটা সিগারেট ধরিয়ে লোকটার সঙ্গে বাতচিত আরম্ভ করে দিল' : সত্যজিৎ)।

বাতলানো ক্রি. নির্দেশ করা, উপায়াদি বলা বা বুঝিয়ে দেওয়া (পথ বাতলানো/উপায় বাতলানো)।

বাতলিং দ্র. বাতেলা।

বাতাবি বি. ১. সুবৃহৎ স্তন; ২. বড়ো বোমা।

বাতিক বি. ঝোঁক, বাই।

বাতেলা বি. বড় বড় কথা; লম্বা চওড়া প্রতিশ্রুতি ('একদম বাতেলা করবি না...' : স. ম.)।

বাতেলাবাজ বি. বাক্যবাগীশ; মিথ্যাবাদী।

বাতেল্লা দেওয়া ক্রি. বড় বড় কথা বলা, অসার অথচ গালভরা কথা বলা (ছেলেটি এমনিতে ভাল তবে বড্ড বাতেল্লা দেয়)।

বাদশাহ বি. ভবঘুরে দলের সর্দার; সর্দার ফকিরের রূপ নিয়ে চলাফেরা করে।

বাদি বিণ. বিশ্বাসঘাতক।

বাদুড়চোষা বিণ. সারশূন্য।

বাধা-পড়া বি. মেয়েদের ঋতুকাল (পতিতালয়)।

বানচাল বিণ. পণ্ড, ব্যর্থ, ভেস্তে গেছে এমন ('ভয়ে তাঁর দিকে মিট মিট করে তাকাচ্ছিল, পাছে তিনি বানচাল হয়ে যান' : মুজতবা)।

বাপ তোলা ক্রি. পিতৃনামে গালি দেওয়া বা অসম্মান করা ('আমার মাথায় চাঁটি মেরেছেন, বাপ তুলেছেন' : সঞ্জীব)।

বাপান্ত বি. বাপ তুলে গালাগালি ('উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনে না কানে' : রবীন্দ্র)।

বাপের নাম খগেন করা ক্রি. প্রহারের ফলে পিতৃনাম ভোলানো ('পোঁদে লাথি মেরে বাপের নাম খগেন করে দেবো' : সুনীল)।

বাপের বিয়ে দেখানো ক্রি. মায়ের মৃত্যু কামনা করা (গালিবিশেষ)।

বাপের ভাগ্যি বি. অতি সৌভাগ্য, নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয় (তাকে যে পুলিশে ধরেনি এই তার বাপের ভাগ্যি)।

বাপের সম্পত্তি বি. গাঁজার কলকে।

বাপের হোটেলে থাকা ক্রি. বাবার তত্ত্বাবধানে, তার অন্নে প্রতিপালিত হওয়া (যদ্দিন চাকরি না হচ্ছে বাপের হোটেলেই থাকব)।

বাবরি বি. ১. লোহার ছাঁট (লেদ মেশিনের শ্রমিক); ২. বগলের রোম (মাথায় চুল নেই, বগলে বাবরি)।

বাবা বি. ১. পরিচিত পুলিশ; ২. ভবঘুরেদের সর্দার; ৩. বেশ্যাবাড়ির মালিক।

বাবাজি বি. একশো টাকার নোট (খুচরো নেই তো বাবাজি ভাঙা)।

বাম্প করা ক্রি. [ইং. Bump] ঝাঁকুনি খাওয়া ('যা বাবা, এতেই দিল্ বাম্প করল' : স. ম.)।

বাম্বু দেওয়া ক্রি. নির্যাতন করা; অনিষ্ট করা (আমার সঙ্গে লাগতে এলে এমন বাম্বু দেব...)।

বায়নাক্কা বি. বিরক্তিকর বিবরণ, কৈফিয়ত, ওজর ইত্যাদি; টালবাহানা, ঝঞ্ঝাট, ঝামেলা।

বায়ুকোণ বি. রেলগাড়ির যে আসনে বাতাস পাওয়া যায় (নিত্যযাত্রী)।

বায়ু জম্মানো ক্রি. শ্লথ গতি, অতিধীর কাজকর্ম, বিরক্তিসূচক (লাইসেন্স বার করতে দেখবি বায়ু জম্মে যাবে)।

বার খাওয়া ক্রি. তোষামোদে স্ফীত হওয়া; অনুগ্রহপ্রার্থী ধান্দাবাজদের স্তাবকতাকে সত্যি ধরে নিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করা (হয়ে যাবে, তোদের কাউন্সিলার তো বেজায় বার খায় শুনেছি)।

বার খাওয়ানো ক্রি. কাউকে লোভ দেখানো; তোষামোদ করে উপরে তোলা।

বারচুয়াড় বিণ. গোঁয়ার।

বার ফটকা বিণ. বেশ্যাসক্ত ('বার ফট্‌কা বাবু কি ঠাকুরদার বাপের বইসি আইবুড় ছোঁড়া ফুসফুস কচ্চে' : কেদার)।

বারুআ বি. পুলিশের ইনফরমার।

বারোটা বাজা ক্রি. সর্বনাশ বা ক্ষতি হওয়া ('...বনের ভেতরেই পটলডাঙার প্যালারামের বারোটা বেজে যাবে' : নারায়ণ)।

বারো ভাতারি বি. যে স্ত্রীলোকের বহু প্রণয়ী; বহুগামিনী।

বারোয়ারি কর্তা বি. যাত্রাদলের সঙ্গে চুক্তিকর্তা (লোকনাট্য)।

বাল বি. যৌনকেশ ('আকাশের চাঁদে আর বানরের ভালে/শ্বেত চামরে আর ঘোড়ার বালে' : প্রব.)।

বালকাট্‌টি বি. বয়কাট, ববছাঁট, ছেলেদের মত চুল ছোট করে এমন মেয়ে।

বাল ছেঁড়া ক্রি. ১. অকাজ বা ফালতু কাজ করা ('কাজ নেই করবার/বাল নেই ছেঁড়বার' : প্রব.); ২. কিছুই করতে না পারা ('মিলিটারি এসে গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে দিচ্ছে, মারা ছাড়া তোরা আর কী বালটা ছিঁড়তে পারিস?' : আখতার)।

বালবোথা বি. হাবিজাবি ফালতু জিনিস (শ্রমজীবী)।

বালিশ বি. ১. মেয়েদের পাছা; ২. টাকার থলি।

বাসতুতো বিণ. একই বাসে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে পরিচিত ব্যক্তি (না না, কোনও ব্লাড রিলেশন নেই ; ও আমার অনেককালের বাসতুতো ভাই)।

বাস্কেট বিলং ট্রাউজার বি. পকেট।

বাস্তুঘুঘু বি. দীর্ঘকাল গৃহে বসবাসকারী যে অনিষ্টকারী দুষ্টব্যক্তিকে দূর করা কঠিন; ধূর্ত ও সর্বনাশা লোক।

বাহাত্তুরে বিণ. বৃদ্ধ বয়সের ভীমরতি ('...বাহাত্তুরে ইনভেলিড সকলেই হাফ আখড়াই শুনতে পাগল' : হুতোম)।

বাহাত্তুরে ধরা, বাহাত্তুরে পাওয়া ক্রি. বাহাত্তুরে ব্যক্তির অবস্থা পাওয়া, বৃদ্ধ, অকর্মণ্য ও মতিচ্ছন্ন হওয়া।

বিউনি, বিয়োনি বিণ. বিয়োয় বা প্রসব করে এমন (বছর বিউনি মেয়ে)।

বি-এইচ-এম-এইচ (উক্তি) বড়ো হলে মাল হবে।

বি. এস. এফ. মিট বি. চোরাকারবারিদের কাছ থেকে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর নিয়মিত অর্থপ্রাপ্তির ব্যবস্থা। দ্র. থানা মিট।

বিগড়ানো ক্রি. খারাপ হওয়া, কুপথে যাওয়া ('ছেলে একবার বিগড়ে উঠলে আর সুযুত হওয়া ভার' : টেকচাঁদ)।

বিচখানে বি. মাঝখানে।

চিরানো ক্রি. খোঁজা, তালাশ করা।

বিচি বি. [<বীজ] অণ্ডকোষ।

বিচ্ছু বি. [<বৃশ্চিক] অতি দুষ্ট ('আর ছোট মহারাজ যিনি আছেন তিনি তো একটি বিচ্ছু' : পরশুরাম)।

বিজন্মা বিণ. জারজ, বেজন্মা।

বিজবিজ অ. (নিন্দায় বা ঘৃণায়) বহু বিচি বা বিচির মত জিনিসের একত্র ঘন সমাবেশ; গিজগিজ (থিকথিক ঘাম বিজবিজ করছে)।

বিটকেল বিণ. কিম্ভূতদর্শন, কুৎসিত।

বিট দেয়া ক্রি. মার দেওয়া।

বিটলে বি. বিণ. দুষ্ট ব্যক্তি ('মর্ বিটলে কি করিতেছে' : বঙ্কিম)।

বিটলেমি বি. ভণ্ডামি, শঠতা (তার বিটলেমি আমি ধরে ফেলেছি)।

বি টিম বি. রাজনৈতিক স্ল্যাং; পরস্পর বিরোধী মতাদর্শের দল বলে পরিচিত, অথচ গোপন সমঝোতা আছে এমন।

বিটেল বিণ. ভণ্ড।

বিড়াল বি. সুন্দরী মেয়ে।

বিড়ি বি. পুলিশ কনেস্টবল।

বিড়ি খেয়ে যা ক্রি. পালিয়ে যা, কেটে পড়।

বিতিকিচ্ছিরি বিণ. কুৎসিত ব্যাপার বা কুদর্শন ('সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার' : নারায়ণ)।

বিদঘুটে বিণ. অদ্ভুত ('অনেক মন্ত্রতন্ত্র শুনিয়াছি। এরূপ বিদঘুটে কখনও শুনি নাই' : ত্রৈলোক্য)।

বিদ্যাভুড়ভুড়ি বি. দিগ্‌গজ, ব্যঙ্গার্থে ('বিদ্যাভুড়ভুড়ি বিদ্যাবাগীশ খুড় মহাশয়েরা...' : বিদ্যা)।

বিধবা বি. ১. যে ছেলের মেয়ে বন্ধু নেই; ২. বোকা লোক।

বিন্দি বি. কপালের টিপ।

বিবিজান বি. আদরের মেয়েমানুষ

('বিবিজান চলে যান লবেজান করে' : ঈশ্বর)।

বি বি বি, বি কিউব বি. বেকার বীর বাঙালি।

বিয়ারিং পোস্টে বিণ. বিনা খরচে ('গোঁসাইদের যেরূপ বিয়ারিং পোস্টে আয়েস ও আহার বিহার চলে...' : হুতোম)।

বিয়োনো ক্রি. প্রসব করা ('ঠিক সময়ে বিয়োলে সুখেনের থেকে বড় ছেলে তোমাদের হত' : সমরেশ)।

বিলকুল বিণ. সমস্ত, পুরোপুরি ('ভাগ হয়ে গেছে বিলকুল' : অন্নদা)।

বিলকুল বেশরম বিণ. একেবারে লজ্জাহীন।

বিল খোবরা বিণ. কুৎসিত।

বিলবাট্টা দ্র. বিলাবাট্টা।

বিলা বি. ১. খারাপ অবস্থা; ২. ভেস্তে যাওয়া; ৩. হালকা প্রেম।

বিলা আওয়াজ বি. অশ্লীল গালিগালাজ।

বিলাখানা বি. বেশ্যাবাড়ি। বিল = খারাপ অর্থাৎ খারাপ বাড়ি।

বিলাচাকা বি. চোরাই ভাঙা মোটর গাড়ি বা সাইকেল।

বিলা ছেঁচকিবাজ বি. যারা নোট বা মুদ্রা জাল করে।

বিলা পাত্‌তিবাজ বি. যারা নোট জাল করে।

বিলাপাতি বি. জাল নোট (অপরাধ জগৎ)।

বিলাফিট বি. চাবি।

বিলাবাজ বি. মাতাল।

বিলাবাট্টা ক্রি. একদম বোকার মত হেরে যাওয়া।

বিলামাল বি. চোলাই মদ।

বিল্লা বি. গোপন সংকেত, অপরাধ।

বিল্লি বি. ১. বেশ্যা; ২. বাচ্চা মেয়ে।

বিল্বপত্র শোঁকানো ক্রি. অবাঞ্ছিত লোককে বিদায় দেওয়া।

বিশ্ববকাটে, বিশ্ববখাটে বিণ. অত্যন্ত বখাটে ('সত্যটা একে বেম্ম তায় বিশ্ববকাটে...' : পরশুরাম)।

বিশ্ববঞ্চক বিণ. সকলকে প্রতারণা করে এমন।

বিষখোবড়া বি. কুৎসিত মেয়ে।

বিষঝাড়া ক্রি. দর্পনাশ করা ('মাগীর ঝাঁটা দিয়া বিষ ঝাড়িয়া দিই' : বঙ্কিম)।

বিষ মারা ক্রি. ১. বিষের তেজ নষ্ট করা; ২. প্রতিস্পর্ধীকে শায়েস্তা করা (ধর তো ওকে, ভাল করে ওর বিষ মেরে দিই)।

বিস্কুট বি. কালোবাজারের চোরাই সোনা, সাধারণত বিস্কুট আকৃতির হয় (স্বর্ণ ব্যবসায়ী)।

বিস্টি বি. [<বৃষ্টি] ১. মাত্রাতিরিক্ত স্কোর, ক্রিকেটের রান বা ফুটবলের গোলের আধিক্য (ক্রীড়াদর্শক) ; ২. হস্তমৈথুন দ্বারা রেতঃপাত।

বুঁদ বিণ. [<হি. বুন্দ] নেশাচ্ছন্ন, সম্পূর্ণ মগ্ন।

বুকচাপটি বি. শুকনো স্তন।

বুকড়ি বি. মোটা চাল।

বুকনি বি. অন্তঃসারশূন্য বকবকানি ('...অথচ ব্যাকরণঅশুদ্ধ সস্তা বুকনির তরল প্রবাহও অনুপস্থিত' : অশোক)।

বুকনি ঝাড়া ক্রি. বড় বড় কথা বলা, গালভরা কথা বলা, গালভরা কিন্তু অন্তঃসারশূন্য কথা বলা (খুব তো বুকনি ঝাড়ছ, এসব কথার মানে বোঝো?)।

বুকে বাঁশ ডলা ক্রি. অত্যন্ত কষ্ট দেওয়া, খুব নির্যাতন করা (মনিব যেভাবে তার বুকে বাঁশ ডলে তা চোখে দেখা যায় না)।

বুকে বাঁশ দেওয়া ক্রি. ভয়ানক ক্ষতি করা (আমি ওর কী করেছি, যে ও এভাবে আমার বুকে বাঁশ দেবে?)।

বুজরুক বি. বিণ. অসামান্য বা অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে ভান করে এমন ব্যক্তি; প্রতারক, ভণ্ড।

বুজরুকি বি. ভেলকি; অলৌকিক শক্তির ভান; ভণ্ডামি, ধাপ্পাবাজি।

বুট্রি বি. ১. স্তন; ২. মূল্যবান পোশাক।

বুড়িদার বি. পকেটমারির অংশীদার।

বুড়িবাট্টা বি. চুরির টাকাকড়ির ভাগ।

বুড়ো আঙুল চোষানো ক্রি. ঠকানো।

বুড়ো গব্বা বি. বড়োলোকের বাড়ি।

বুড়ো ঢ্যামনা বি. যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও যার ঢ্যামনামি বা ছলছুতো করার কপটতা যায় না।

বুড়ো ভাম বি. লম্পট চরিত্রের বৃদ্ধ ('এগুলো কারা দেখে জানিস? বুড়ো ভামরা...' : বাণী)।

বুড়ো ময়না বি. যে স্ত্রীলোক কুপরামর্শ দিয়ে কান ভাঙায়।

বুড়ো শালিক বি. ১. ধূর্ত; ২. বদমেজাজের বুড়ো লোক।

বুড়ো হাবড়া বি. অকর্মণ্য বৃদ্ধ ('...একটা বুড়ো হাবড়াকে নিয়ে এত মাতামাতি হচ্ছে এটা বোধ হয় স্টার বরদাস্ত করতে পারলেন না' : সত্যজিৎ)।

বুত বি. পাঁচ (বস্ত্র ব্যবসায়ী)।

বুদদা বি. পুলিশ।

বুদা বি. ভবঘুরেদের দলে যে জ্যোতিষীর ভূমিকা নেয়।

বুদ্ধিতে বৃহস্পতি বি. বিপরীতার্থে মূর্খ ('বুদ্ধিতে তুই বৃহস্পতি বাবা!' : জ্যোতিরিন্দ্র)।

বুদ্ধু বিণ. বোকা, নির্বোধ, বুদ্ধিহীন। দ্র. বুরবক।

বুদ্ধু বানানো ক্রি. বোকা বানানো ('ফাঁকিটাকি দিয়ে অডিয়েন্সকে বুদ্ধু বানাবার কারবারে আমি নেই' : প্রফুল্ল)।

বুরবক, বুরংবক বিণ. বোকা ('...সেটা বিশ্বাস করার মত অতখানি বুরবক আমি নই' : মুজতবা)।

বুলগেরিয়া বি. বেলঘরিয়া রেলস্টেশনে অফিস টাইমে প্রায় যুদ্ধ করে ট্রেনে উঠতে নামতে হয় বলে এই নামকরণ— নিত্যযাত্রীদের নিজস্ব স্ল্যাং।

বুলডগ বি. রোখা লোক।

বে অ. সম্বোধনসূচক, কিন্তু তাচ্ছিল্যপূর্ণ (তুই কে বে?)।

বেওয়া বি. সন্তানহীনা বিধবা, নিরুপায় বা অসহায় নারী।

বেংগল পুলিশ বি. বিড়ি, খাকি পোশাকের সাদৃশ্যে।

বেঁটে বক্কু বিণ. খর্ব ও বক্রদেহ।

বেঁড়ে বিণ. লেজকাটা; বেঁটে।

বেকুফানন্দ বি. কারাগারে যে সব কয়েদি নিরীহ গোছের বলে প্রায়শই বঞ্চিত থাকে ('...ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে বেকুফানন্দ। ...যোগাড়ের জিনিসের অংশ লইবার ইচ্ছা ইহাদের ষোল আনার। কিন্তু...সামর্থ্যে কুলায় না' : সতীনাথ)।

বেগড়বাই বি. গোলমাল, দ্বিধা, ঝামেলা ['ব্যাগোরবাঁই (বেগরবাই) করলে হয়ত তাকে জেলের লাপসি খাইয়ে ছেড়ে দেবে' : প্রফুল্ল]।

বেগড়বাই করা, ব্যাগড়বাই করা ক্রি. আস্ফালন করা, হম্বিতম্বি করা, তড়পানো (বেশি বেগড়বাই করলে ভালরকম কড়কে দেব)।

বেগড়া বি. বাধা, অন্তরায়, বিঘ্ন, ফ্যাসাদ।

বেগতিক বিণ. প্রতিকূল অবস্থা, নিরুপায়, সংকট ('...বেগতিক দেখলে ঠিক করেছিলাম ভায়া কালিম্পং চলে যাবো' : সত্যজিৎ)।

বেগুন বি. ১. মালগাড়ি; ২. স্তন।

বেগুনপোড়া বি. অপরিণত স্তন।

বেচাল বি. খারাপ চালচলন, বেয়াড়া, মন্দস্বভাব।

বেচুবাবু বি. যে ব্যক্তি বিক্রয়কর্মের সঙ্গে যুক্ত; দোকানদার, মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ ইত্যাদি (হঠাৎ দেখি দীপক ঢাউস ব্যাগ নিয়ে বেচুবাবু হয়েছে)।

বেজন্মা বিণ. যার জন্মের ঠিক নেই এমন; জারজ (গালিবিশেষ)।

বেজার বিণ. বিরক্ত, অসন্তুষ্ট ('নগদে চাই তিনটি হাজার।/তাতেই আবার গিন্নি বেজার' : রজনী)।

বেটনবাবু দ্র. ব্যাটনবাবু।

বেটাগিরি/বেডাগিরি বি. পুরুষোচিত কাজ, বাহাদুরি।

বেটাচ্ছেলে দ্র. ব্যাটাচ্ছেলে।

বেটো বিণ. কোনও কাজে উৎসাহ নেই এমন।

বেড়াল-চোখো বিট. কটা চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি ('ঐ দেশটা বেড়াল-চোখো মেয়েতে গিসগিস করছে' : তপো)।

বেড়ে বিণ. বেশ, ভাল, উপাদেয় (বেড়ে রেঁধেছে কিন্তু)।

বেড়েওস্তাদ বি. (ব্যঙ্গে) যে অকালপক্ব লোক গায়ে পড়ে ওস্তাদি করে।

বেড়েওস্তাদি বি. বেড়েওস্তাদের মত আচরণ (আমার ব্যাপারে কারও কোনওরকম বেড়েওস্তাদি আমি সইতে পারি না)।

বেঢপ বিণ. স্থূলাকৃতি, বেমানান ('এই রঙচটা... বেঢপ বস্তুটা এ যুগের পক্ষে নিতান্ত বেমানান' : সুনীল)।

বেদখড় বিণ. অপরিমিত।

বেদড়া বিণ. রীতিবহির্ভূত, একগুঁয়ে, বেয়াড়া, অস্বাভাবিক।

বেপোট বিণ. পটে না বা খাপ খায় না এমন; অসঙ্গতিপূর্ণ, অসুবিধাজনক।

বেবাক বিণ. সমস্ত, বাকি বা অবশিষ্ট নেই এমন।

বেবি বি. ১. মিনি সিগারেট; ২. নব্যতরুণী; ৩. ছোট স্পট লাইট (মঞ্চালোক শিল্পী)।

বেবি ফুড বি. মদ।

বেবুশ্যে বি. বেশ্যা।

বেমক্কা বিণ. হঠাৎ, আচমকা ('...বাস লক্ষ্য করে বেমক্কা ঢিল ছুঁড়ত' : সত্যজিৎ)।

বেয়াড়া বিণ. অশিষ্ট, অবাধ্য ('ছি ফ্ল্যাপি, তুমি দিন দিন ভারী বেয়াড়া হচ্ছ' : পরশুরাম)।

বেরাইটা বি. [ইং. Baryta] স্বাস্থ্য ও বুদ্ধির দিক থেকে দুর্বল রোগী (হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক)।

বেল মার বি. আনতাবড়ি মার (ক্যারাম খেলা)।

বেলুন ফোলানো ক্রি. গর্ভসঞ্চার করা।

বেলেখেলা বি. খেলার ভান।

বেলেল্লা বিণ. লম্পট, বকাটে ('বেলেল্লা ছোঁড়াদের আয়েশে আশ মেটে না' : টেকচাঁদ)।

বেলেল্লাগিরি/বেলেল্লাপনা বি. উচ্ছৃঙ্খলতা, উদ্দাম ইতরামি, নির্লজ্জতা; ২. অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ ও অসভ্য আচরণ (পাড়ায় পাড়ায় তুমি বেলেল্লাপনা করে বেড়াবে আর আমরা তাই সহ্য করব?)।

বেল্লিক বি. বিণ. দুঃশীল, লম্পট, বর্বর, বেহায়া, অশিষ্ট (বেল্লিক ছেলেপুলের সঙ্গে তর্ক করলে শুধু মান যাবে তোমার)।

বেল্লো বি. নারকেলের বোঁটা ('বেল্লো মরে গেছে, এখন কেবল দাগ মাত্র' : শ্রীরামকৃষ্ণ)।

বেশ দুপয়সা বি. প্রচুর অর্থ, অনেক টাকা।

বেশ্যা বি. বারবধূ, বারাঙ্গনা, দেহোপজীবিনী, গণিকা।

বেশ্যাবাজি বি. বেশ্যালয়ে যাওয়া বা রক্ষিতা রাখা ('বেশ্যাবাজিটি আজকাল এ শহরে বাহাদুরির কাজ...' : হুতোম)।

বেশ্যাবৃত্তি বি. গণিকার ব্যবসা বা কর্ম, বেশ্যাগিরি।

বেশ্যার নাঙ বি. পতিতাগামী; বেশ্যার বাবু।

বেশ্যার বাচ্চা বি. গালিবিশেষ।

বেসাতি বি. ১. বেশ্যাবৃত্তি; ২. চোরাই মাল কেনাবেচা।

বেহদ্দ বেলাজ বিণ. অত্যন্ত নির্লজ্জ।

বেহুদা, -দো বিণ. অনর্থক, অকারণ, বাজে, বৃথা (দুজনে বেহুদো তর্কাতর্কি শুরু করল)।

বেহুলা বি. কনে।

বেহেড বি. [বে + head] যার মাথার ঠিক নেই, ভালমন্দজ্ঞানশূন্য (রোজ লোকটা বেহেড মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরে)।

বেহেরা বি. বোবা এবং কালা মানুষ।

বৈঠকবাজি বি. ১. আড্ডা; ২. ধাপ্পা।

বোঁচা বিণ. যার ধার কম; বোকা, নির্লজ্জ।

বোঁচামি বি. বোকামি; নির্লজ্জতা।

বোঁজা বি. যাদের লিঙ্গশীর্ষের চামড়া বুঁজে থাকে, হিন্দু; যেমন, 'কাটা' বা 'কাটু' অর্থে মুসলিম বোঝানো হয়।

বোঁটকা বিণ. দুর্গন্ধ ('আঁই শালা তালের রসে এখন বেদম বোঁটকা গন্ধ না, শ্যালেও ছোঁয় না বলে...' : মনোজ)।

বোঁটা বি. স্তনাগ্র; চুচুক।

বোকাচোদা বি. যৌন সম্বন্ধসূচক অশ্লীল গালি। দ্র. বাঞ্চোৎ।

বোকাপাঁঠা বি. বিণ. অতি মূর্খ ('বোকাপাঁঠা উপাধি হইলে তিনি লোকালয়ে... প্রতিষ্ঠ হইতে পারিতেন' : বিদ্যা)।

বোতল টানা বি. মদ্যপান।

বোনাই বি. ভগিনীর স্বামী।

বোমকে যাওয়া ক্রি. হতবাক হওয়া, ঘাবড়ে যাওয়া (ওইটুকু ছেলের অমন কথাবার্তা শুনে সবাই একেবারে বোমকে গেছে)।

বোম টপকানো ক্রি. বোমা ছোঁড়া।

বোমাবাজি বি. অল্পসময়ের মধ্যে কয়েকটি বোমার বিস্ফোরণ।

বোম্বেটে দ্র. বম্বেটে।

বোর্ড বি. ১. গোপন আড্ডা; ২. জুয়ার আসর।

বোলচাল বি. বড় বড় কথা ও বাহ্যাড়ম্বর ('তারপর যদি আবার অন্তিমকালের বোল্‌চাল দিতে আরম্ভ কর তাহলে তো আর বাঁচিনে' : রবীন্দ্র)।

বোলবোলাও বি. খ্যাতি, প্রতিপত্তি ('কল্‌কেতা শহরে কতকগুলি বেকার 'জয়কেতু' আছেন, যখন যার নতুন বোলবোলাও হয় তখন তারা সেইখানে মেশেন' : হুতোম)।

ব্যথা লাগা বি. প্রেমানুভব।

ব্যাগড়া দ্র. বাগড়া ('পাইলটদের স্ট্রাইকটা দিল ব্যাগড়া' : সত্যজিৎ)।

ব্যাজার বিণ. বিরক্ত, বিরস ('প্যালানাথবাবুর আসবার অপেক্ষায় থাকতে ব্যাজার হচ্ছেন...' : হুতোম)।

ব্যাটনবাবু বি. থানার দারোগা।

ব্যাটা বি. উপেক্ষার সম্বোধন ('ব্যাটা বুদ্ধির ঢেঁকি' : রবীন্দ্র)।

ব্যাটাচ্ছেলে বি. (গালিবিশেষ) হতভাগা, নচ্ছার (ব্যাটাচ্ছেলের এত সাহস? বলে কিনা কেড়ে নেবে?)।

ব্যাটাছেলে বি. পুরুষমানুষ (ব্যাটাছেলেরা এই দিকে বসবে)।

ব্যাদড়া বি. বেয়াড়া; বেঢপ, কুৎসিত ('ছেলেটা কিছু ব্যাদড়া দেখিতে পাই যে' : টেকচাঁদ)।

ব্যাদা বিণ. জারজ। তু. বেজন্মা।

ব্যাপারি বি. ঘুষখোর পুলিশ।

ব্যান্ডেজ করা ক্রি. তেল দেওয়া ('...তোকে ব্যান্ডেজ করতে পারি আমি!' : স. ম.)।

ব্যান্ডেল দেওয়া ক্রি. ধাপ্পা দেওয়া।

ব্যালকা বিণ. অতি বোকা (গ্রাম্য)।

ব্ল্যাক জাপান বি. অত্যন্ত কালো গাত্রবর্ণের ব্যক্তি।

ব্ল্যাক মেইল বি. [ইং. Black mail] গোপনে পাচার (চোরাকারবারি)।

ভকর ভকর ক্রি.-বিণ. তাড়াতাড়ি।

ভকার বি. ন্যাকামি।

ভক্কি দেওয়া ক্রি. ১. ফাঁকি দেওয়া (আমাকে ভক্কি দিয়ে কেউ পার পাবে না); ২. আচমকা ভয় পাইয়ে দেওয়া, হঠাৎ চমকে দেওয়া। তু. ভড়কি দেওয়া, চুক্কি দেওয়া।

ভক্তবিটেল বিণ. ভক্তির ভান করে এমন, কপট ভক্ত।

ভক্তবিটলেমি বি. ভক্তির ভণ্ডামি, কপট ভক্তির আড়ম্বর।

ভচাভচ ক্রি.-বিণ. দ্রুতহাতে, চটপট (ভচাভচ চার-পাঁচটা পেরেক মেরে দে তো)।

ভজকট, ভজঘট বি. জটিল, গোলমেলে ('...তারপর আপনারাও যদি ভজকট করেন' : উৎপল)।

ভজানো ক্রি. তোষামোদ করে কারও মন নরম করা, স্বমতে আনা (পার্টির দাদাদের ভজানো এত সোজা না)।

ভট বি. বিণ. ১. রঙ্গ; ২. নষ্ট।

ভটাই বি. স্তুতিবাদ (ব্যঙ্গার্থে)।

ভট্টিকাব্য বি. অর্থহীন কাব্যের কচকটি ('বসে বসে আপনার ভট্টিকাব্য শুনি, একটাও হাই তুলি না' : সঞ্জীব)।

ভড়ং বি. ভান, বাহ্যাড়ম্বর ('...দুটো একটা ইংরিজি ধরনধারণ ভড়ং এবং চটুলতা দেখিয়ে ... আমাদের ভ্রম হবে যে, আমাদের সব হয়ে গেছে' : রবীন্দ্র)।

ভড়ংদার বিণ. জমকালো, বাহ্য আড়ম্বরপূর্ণ, চটকদার।

ভড়কানো ক্রি. চমকানো, ভয় পাওয়ানো ('এত লোক গিয়ে আবদার করলে বাবা ভড়কে যেতে পারেন' : পরশুরাম)।

ভড়কি বি. প্রতারণা, ঠকানো ('আমাকে ভড়কি মেরে কাত করা খুব সোজা ব্যাপার নয়' : প্রফুল্ল)।

ভড়কি দেওয়া ক্রি. আচমকা ভয় পাইয়ে দেওয়া।

ভণিতা বি. কথারম্ভে অনাবশ্যক ভূমিকা।

ভণ্ডুল বিণ. পণ্ড বা মাটি হওয়া ('কিন্তু খবরদার, গোড়াতেই প্রেম এসে না জোটে, তা হলেই সব ভণ্ডুল হবে' : পরশুরাম)।

ভণ্ডুলরাম বি. যে সব কাজ পণ্ড করে ('প্যালা আর হাবলাকে নিয়ে কোনও কাজে যাওয়ার কোন মানে নেই, দুটোই পয়লা নম্বরের ভণ্ডুলরাম' : নারায়ণ)।

ভদ্রজংলা বি. বোকাসোকা ভদ্রলোক ('ভেবাচেকা লেগে তিনি ভদ্রজংলার মত ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন' : টেকচাঁদ)।

ভবী বি. নাছোড়বান্দা লোক বা স্ত্রীলোক যে কিছুতেই জেদ বা বায়না ছাড়ে না (ভবী ভোলবার নয়)।

ভস্কা বিণ. জলবৎ; পানসে।

ভস্কানো ক্রি. ১. মেরে মুখ বিকৃত করে দেওয়া; ২. ভেঙে ফেলা (ভস্কাকে ছোপা—ভেঙে পালিয়ে যা)।

ভাইভাতারি বি. ভাইয়ের সঙ্গে যৌন সম্পর্কবাচক অশ্লীল গালি (গ্রাম্য)।

ভাংচি বি. কুমন্ত্রণা দিয়ে আরব্ধ কাজ নষ্ট করা, ভাঙানি ('বেশি জানাজানি হয়ে গেলে ভাংচি পড়তে পারে' : প্রফুল্ল)।

ভাংচি দেওয়া ক্রি. নিরস্ত করবার জন্য কুমন্ত্রণা ; কান ভাঙানো।

ভাঁওতা, ভাওতা বি. ধাপ্পা, প্রতারণার উদ্দেশ্যে মিথ্যাভাষণ।

ভাঁওতাবাজ বিণ. প্রায়ই ভাঁওতা বা ধাপ্পা দেয় এমন, ধাপ্পাবাজ।

ভাঁওতাবাজি বি. ধাপ্পাবাজি।

ভাঁড় বি. বিদূষক, রসিকতায় পটু (গোঁপাল ভাঁড়) ; অত্যন্ত লঘু চরিত্রের লোক।

ভাঁড়ানো ক্রি. গোপন করা ('বোধহয় আমার কাছে তুমি কোনও কথা ভাঁড়াবে না' : জ্যোতিরিন্দ্র)।

ভাঁড়াভাঁড়ি বি. প্রবঞ্চনা।

ভাঁড়ামি, ভাঁড়ামো বি. প্রতারণা; ছলনা।

ভাকুতেল বি. চোলাই মদ।

ভাক্কা বিণ. হতবুদ্ধি (গ্রাম্য)।

ভাগবত শোনানো ক্রি. গালি দেওয়া। দ্র. নামাবলী।

ভাগলবা বি. ক্রি. পলায়ন ('রমেশ মান্না তো মাঝপথেই ভাগলবা, ...' : সুচিত্রা)।

ভাগাড় বি. মরা গরু ইত্যাদি পশু ফেলবার জায়গা; কদর্য স্থান।

ভাঙ্‌তি, ভাঙচি দ্র. ভাংচি।

ভাজাভাজা বিণ. তিতিবিরক্ত, জ্বালাতন-পোড়াতন।

ভাট বিণ. অন্তঃসারশূন্য, ফালতু।

ভাট বকা ক্রি. অসংলগ্ন ফালতু কথা বলা (অনেক ভাট বকলাম, এবার উঠি)।

ভাটা বি. মিষ্টিতে সুজির পরিমাণ বেশি হওয়া (মিষ্টান্ন নির্মাতা)।

ভাটের পাবলিক বিণ. ফালতু লোক।

ভাট্ট বি. হাতের মুঠ।

ভাতার বি. স্বামী বা প্রেমিক ('আমি খাই ভাতারের ভাত তোর কেন গালে হাত' : প্রব.)।

ভাতার-কামড়া বিণ. স্বামীর সঙ্গে সর্বদাই যে ঝগড়াঝাঁটি করে।

ভাতারখাকি, ভাতারখাগি বিণ. বি. (গালিবিশেষ) স্বামীর মৃত্যুর কারণ যে স্ত্রীলোক, বিধবা (ওই ভাতারখাগির মুখ দেখতে চাই না)।

ভাতার-পুতের মাথা খাওয়া ক্রি. পতিপুত্রহীনা হওয়া (গালিবিশেষ)।

ভাতার সোহাগী বিণ. যে স্ত্রীলোক স্বামীগর্বের প্রচার করে বেড়ায়।

ভাতারি বি. (গ্রাম্য গালিতে) নাগর বা স্বামীরূপে গ্রহণকারিণী (বারোভাতারি মেয়ে)।

ভাতি বি. প্রেমিকা।

ভাতিবাজ বি. যারা মেয়েদের টিটকিরি দেয়, কু ইঙ্গিত করে (ভাতিবাজদের ওপর পুলিশের নজর কড়া)।

ভাতিবাজি বি. মেয়েদের বিরক্ত বা উত্ত্যক্ত করা।

ভাদুরে, ভাদ্দুরে বি. বিণ. কামুক (ভাদ্রমাসের কুকুরের সাদৃশ্যে)।

ভাবড়ানো ক্রি. বিফল মনোরথ হয়ে চিন্তা করা (... ভেব্‌ড়ে যাওয়া—চিন্তায় চিন্তায় ভেঙে পড়া)।

ভাম বি. খটাশজাতীয় একপ্রকার জন্তু; বয়সোচিত সঙ্গত আচরণ করে না এমন বৃদ্ধ।

ভারিক্কি বিণ. রাশভারি; গাম্ভীর্য।

ভাল্লুক বি. রোমশ ব্যক্তি।

ভিজানো ক্রি. দয়াপরবশ করা, সদয় বা কোমল করা (মন ভিজানো)।

ভিজে বিড়াল বি. বাইরে শান্ত বা নিরীহ কিন্তু আসলে অত্যন্ত ধূর্ত, মিটমিটে শয়তান ('...দুষ্ট ছিলাম কিন্তু ধরাছুঁয়া দিতাম না, এই জন্যই গুরু মহাশয় কখন কখন ক্রুদ্ধ হইয়া ভিজে বিড়ালটা বলিয়া উঠিতেন' : ভোলা)।

ভিটকাল, ভিটকেল বিণ. ভণ্ড, ধোঁকাবাজ, ধাপ্পাবাজ।

ভিটকিলামি, ভিটকিলি, ভিটকিলিমি, ভিটকিলেমি বি. ভণ্ডামি, ধোঁকাবাজি; রোগের ভান; ধূর্তামি ('বামুনের ভিটকিলিমি দেখ' : উপেন্দ্রনাথ/ 'ডাক্তার রোগই ঠাওর পায়, ভিটকিলমি কি ঠাওর পায়' : গিরিশ)।

ভিড় ভটকা বি. ক্রি. ১. ভিড়; ২. ভিড় সরানো।

ভিড়ে যাওয়া ক্রি. কোনও কিছুতে যুক্ত হওয়া।

ভিত্তর বি. ১. সর্বনাশ; ২. জেল (অপরাধ জগৎ)।

ভিরকুটি বি. ভেংচানি।

ভিরমি বি. অজ্ঞান হওয়া ('পয়লা পয়লা কামে নেমে সবাই ভিরমি যায়' : মুজতবা)।

ভীমরতি বি. বৃদ্ধসুলভ অসঙ্গত আচরণ ('আপনার আমার বয়সে ভীমরতির মতন হয় জানি, ও কিছু নয়' : শিবরাম)।

ভীমরুলের চাক বি. বিপজ্জনক এলাকা।

ভুঁইফোঁড় বিণ. হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ('আমানউল্লার পলাতক সৈন্যদের ফেলে দেওয়া উর্দি পরে...বাদশার ভুঁইফোঁড় ফৌজের গণ্যমান্য সদস্য হয়েছেন' : মুজতবা)।

ভুঁড়ি-সম্মেলন বি. বাস বা ট্রেনে ভিড়ে গাদাগাদি অবস্থা (নিত্যযাত্রী)।

ভুঁড়োপেট বি. ভুঁড়িওয়ালা ব্যক্তি ('...চক্রবর্তী মহাশয়ের পেটে ভারি গুণ আছে, ওঁর ভুঁড়োপেট গুণের জালা...' : ভোলা)।

ভুঁদি বিণ. মোটা; স্থূলাঙ্গী।

ভুকমা বিণ. মোটা।

ভুকানো ক্রি. বেঁধানো, যেমন, ছুরি ভোঁকানো ('মেজাজ চড়ে গেলে, ভুকিয়ে ছেড়ে দেব' : সমরেশ)।

ভুক্কার বি. ১. উড়নচণ্ডে; ২. খিটখিটে।

ভুগলামি বি. শঠতা।

ভুজুং-ভাজুং বি. প্রতারণার জন্য নানারূপ অর্থহীন স্তোকবাক্য ('বিধবা মাইমাকে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে মামার বাড়ির খানিকটা ম্যানেজ করেছিল' : সঞ্জীব)।

ভুজুং-ভাজুং দেওয়া ক্রি. মিষ্টি কথায় ভুলানো; ফুসলানো (ভুজুং-ভাজুং দিয়ে তার কাছে কলমটা আদায় করেছি)।

ভুট বিণ. নষ্ট।

ভুরুক ছাড়া ক্রি. চুরুট খাওয়া।

ভুলকি মারা ক্রি. উঁকি মারা।

ভুলুরাম বি. যে শুধুই ভুলে যায়।

ভুলো দ্র. ভুলুরাম।

ভুলোপার্টি বি. ভারতীয় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, দলের কিছু পূর্ব সিদ্ধান্তকে পরপর ভুল বলে ঘোষণা করায় সাম্প্রতিককালে শব্দটির জন্ম।

ভুষ্টিনাশ বি. (ব্যঙ্গে) নাশ, ধ্বংস (টাকার ভুষ্টিনাশ)।

ভুষ্টিনাশ করা ক্রি. ধ্বংস করা, সবকিছু নষ্ট বা পণ্ড করা (পাজিটা আমার সমস্ত কাগজপত্রের ভুষ্টিনাশ করে দিয়েছে)।

ভুসিমাল বি. অত্যন্ত নিকৃষ্ট জিনিস, বাজে জিনিস (নিজেরা ভাল জিনিসগুলো নিয়ে আমার জন্যে এইসব ভুসিমাল রেখেছ?)।

ভুসুড়ি বি. কাঁঠালের ভুতি বা ভুতুড়ি।

ভুসুড়ি ভাঙা ক্রি. অত্যধিক পরিমাণে খাওয়া বা বলা (গল্পের ভুসুড়ি ভাঙা)।

ভুসুড়ির বাচ্চা বি. গালিবিশেষ।

ভেংচানো ক্রি. অঙ্গভঙ্গি করে বিদ্রূপ করা, ভেঙানো।

ভেংচি বি. মুখের ভঙ্গি দ্বারা উপহাস।

ভেক বি. ছদ্মবেশ (লোকটা ভেক ধরে এসেছে / 'ভেক না হলে ভিখ মিলে না' : প্রব.)।

ভেকধারী বিণ. ছদ্মবেশী, ভণ্ড।

ভেকা, ভেকো বিণ. হতবুদ্ধি ; বোকা, নির্বোধ।

ভেগে যাওয়া ক্রি. পালানো (চোরটা ভেগে গেছে)।

ভেঙে যাওয়া, ভেস্তানো ক্রি. নষ্ট বা পণ্ড হওয়া।

ভেটকি বি. (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত) বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গি, ভেংচানি, ভেংচি (ভেটকি দেওয়া)।

ভেটো বি. [<ভেট] যে ঘুষ বা ভেট দিয়ে কার্যোদ্ধার করে বা করেছে।

ভেড়াকান্ত বি. বোকার সেরা, নির্বোধ (গালিবিশেষ)।

ভেড়িয়া ধসান বি. গড্ডলিকা প্রবাহ ('...বাকিগুলো খালি ভেড়িয়া ধসান বই তো নয়' : স্বামী)।

ভেড়ুয়া, ভেড়ো বিণ. ভেড়ার তুল্য নির্বোধ ও কাপুরুষ; অতিশয় অনুগত; স্ত্রীবুদ্ধিতে চালিত হয় এমন, স্ত্রৈণ ('বাইজানের ভেড়ুয়ার মত পোশাক, গলায় মুক্তার মালা...' : হুতোম)।

ভেড়ে বিণ. বোকা, কাপুরুষ, অপদার্থ।

ভেড়ের ভেড়ে বিণ. অত্যন্ত অধম; কাপুরুষ; অত্যন্ত স্ত্রৈণ।

ভেতো বিণ. যার ভাত প্রিয়, অলস প্রকৃতি ('কিন্তু ভেতো বাঙালি...উর্দু কালচারে রপ্ত হতে পারে না' : সুনীল)।

ভেবড়ে যাওয়া ক্রি. চিন্তাকুল হওয়া।

ভেবলানো দ্র. ভেবলে থাকা।

ভেবলে থাকা ক্রি. শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে থাকা; চোখের বিমূঢ় দৃষ্টি ('এখনও চোখ দুটো কেমন ভেবলে আছে' : বাণী)।

ভেবাচাকা দ্র. ভ্যাবাচাকা।

ভেরেণ্ডাভাজা ক্রি. বাজে কাজে সময় নষ্ট করা; কোনও রকম রোজগার না করা। দ্র. ভ্যারাণ্ডাভাজা।

ভেলকি বি. জাদু, ইন্দ্রজাল, ভোজবাজি, ম্যাজিক।

ভেলকিবাজি বি. ঐন্দ্রজালিক কৌশল, ভোজবাজি, জাদুকরের খেলা; অবিশ্বাস্যভাবে দ্রুত কর্মসম্পাদন।

ভেলভেল অ. নির্বোধ চাউনি (ভেলভেল করে তাকানো)।

ভোঁ বি. বিণ. মত্ত অবস্থা ('চুরোটের নেশায় ভোঁ হয়ে চলেছে' : জ্যোতিরিন্দ্র)।

ভোঁকা বি. ধোঁকা।

ভোঁকাট ক্রি. খেলিয়ে পালিয়ে যাওয়া (নারীঘটিত)।

ভোঁকাবাজি বি. ধোঁকার কৌশল।

ভোঁতা বিণ. স্থূলবুদ্ধি।

ভোঁদড় বিণ. অপদার্থ।

ভোঁদা দ্র. ভোদা।

ভোঁদাই দ্র. ভোদাই।

ভোঁ ভোঁ বি. ১. শূন্য; ২. মাথাঘোরা; ৩. কিংকর্তব্যবিমূঢ় বিস্মিত অবস্থা ('আমার সন্ন্যাসীর আস্তানা ভোঁ ভোঁ হইয়া গেল' : ত্রৈলোক্য)।

ভোঁসকা দ্র. ভসকা।

ভোকছানি বি. ক্ষুধার অবসন্নতা।

ভোকাট্টা বি. মাঞ্জা লড়াইয়ে ঘুড়ি কাটার হর্ষধ্বনি; ছাড়াছাড়ি, কাটাকাটি (বন্ধুত্ব ভোকাট্টা হয়ে গেছে)।

ভোগলু বি. পোষা কুকুর; ভোগলুর দানা—পোষা কুকুরের খাবার।

ভোগা বি. ফাঁকি (দেখলে কেমন ভোগা দিল তোমাকে?)।

ভোগা দেওয়া ক্রি. ঠকানো ('বুড়োকে যদি ভোগা না দিতে পারি তো কি বলেছি' : জ্যোতিরিন্দ্র)।

ভোগে গেল ক্রি. টাকাকড়ি বা কোনও জিনিস ফেরত পাবার আশা নেই, এই অর্থে (একশো টাকা অরিজিৎকে ধার দিয়েছিলাম, এখন বুঝতে পারছি ভোগে গেল)।

ভোচকানি দ্র. ভোকছানি।

ভোটবাজ বি. ভোটে জিতে ক্ষমতা দখলের জন্য যারা সবিশেষ তৎপর (দেশের আগাপাশতলা ভোটবাজে ছেয়ে গেছে)।

ভোদা বি. বিণ. গবেট (ভোদাটাকে দলে নিস না)।

ভোদাই বি. নির্বোধ (বুদ্ধিসুদ্ধি নেই, আস্ত ভোদাই একটা)।

ভোমরা বি. ব্যভিচারী, যে ফুলে ফুলে মধু খায় অর্থে।

ভোম হওয়া ক্রি. মাথা গুলিয়ে যাওয়া ('...শুনে বলরামের মাথা ভোম হয়ে গেল' : সঞ্জীব)।

ভোল পালটানো ক্রি. চেহারা বা চরিত্র বদল ('কলকাতার হাওয়া লেগে মাথার ভোল পালটে গেছে' : শিবরাম)।

ভোলানি বি. যে ছলাকলায় অপরকে ভোলাতে পারে।

ভ্যাকভ্যাক অ. ক্রমাগত বিরক্তিকর ও অবাঞ্ছিত অনুরোধ।

ভ্যাকা দ্র. ভেকো ['তাঁকে একটু ভেকাপানা (ভ্যাকাপানা) দেখিয়া আমি বলিলাম...' : বঙ্কিম]।

ভ্যাগাবন্ড বি. [ইং. Vagabond] ভবঘুরে, ভবিষ্যৎহীন, উচ্ছৃঙ্খল জীবন সম্পাদনকারী যুবক ('ফিরে এসে দেখেন, ভ্যাগাবন্ড লিখেছে বেশ বড় বড় হরফে...' : মুজতবা)।

ভ্যাচর ভ্যাচর অ. বক বক করা ('কোনো রমণী যেন ভ্যাচর ভ্যাচর করতে আরম্ভ না করে' : মুজতবা)।

ভ্যাজরং ভ্যাজরং অ. বিরক্তিকর কথাবার্তা ('ভ্যাজরং ভ্যাজরং না করে আমার সঙ্গে চল' : প্রফুল্ল)।

ভ্যাজর ভ্যাজর করা ক্রি. ক্রমাগত বিরক্তিভাবে বক বক করা, অনর্গল বকে

যাওয়া (আর ভ্যাজর ভ্যাজর না করে একটু চুপ করে বসো তো)।

ভ্যাটভ্যাট বি. উচ্চকণ্ঠে অনর্গল কথা। তু. সর্থ. ভ্যাচর ভ্যাচর।

ভ্যাড় ভ্যাড় করা দ্র. ভ্যাজর ভ্যাজর করা।

ভ্যাড়া বি. বিণ. বোকা।

ভ্যাদর ভ্যাদর দ্র. ভ্যাজরং ভ্যাজরং।

ভ্যাদামারা দ্র. ভ্যাদামার্কা।

ভ্যাদামার্কা বিণ. বোকা মতন।

ভ্যান্‌তাড়া, ভ্যানতারা বি. ভণিতা করা বা বাজে বকা ('পরমেশ্বর ভ্যান্‌তাড়া না করে স্ট্রেট জিজ্ঞেস করল...আজ কোনও ফাংশন আছে?' : প্রফুল্ল)।

ভ্যানত্রাবাজ বিণ. মাতাল, সাধারণ স্ল্যাং অর্থ বোকা।

ভ্যানভ্যান অ. একঘেয়ে কথা বা বকবকানি, ঘ্যানঘ্যান, ধ্বন্যাত্মক।

ভ্যানিশ বি. ক্রি. [ইং. Vanish] অদৃশ্য হওয়া বা করা ('তড়িৎও কাউন্টারে পৌঁছে দিয়ে পলকে ভ্যানিশ' : সুচিত্রা)।

ভ্যাপসা বিণ. গুমোট, আর্দ্র ('আজ সকাল থেকে ভ্যাপসা গরম' : মুজতবা)।

ভ্যাবলা বিণ. হাবলা, হাবা, স্থূলবুদ্ধি, নির্বোধ, বোকা।

ভ্যাবা বিণ. বোকা, হতভম্ব।

ভ্যাবা গঙ্গারাম বি. নিরেট বোকা, হাঁদারাম (অমন ভ্যাবা গঙ্গারামকে দিয়ে কোন কাজটা হবে?/কী ব্যাপার, ভ্যাবা গঙ্গারামের মত বসে আছ যে?)। তু. সর্থ. হাঁদা গঙ্গারাম।

ভ্যাবাচাকা বি. হতচকিত ['...ভেবাচেকা (ভ্যাবাচাকা) লেগে তিনি...ফেল ফেল করিয়া চাহিয়া রহিলেন' : টেকচাঁদ]।

ভ্যারাণ্ডা ভাজা ক্রি. কর্মহীনভাবে সময়ক্ষেপ করা ('অ্যাঁ অ্যাতক্ষণ ভ্যারেণ্ডা ভাজতি ছিলে?' : গৌর)।

ভ্যালভেলে বিণ. কাণ্ডজ্ঞানহীন, শিথিলচিত্ত।

ভ্যালা বিণ. ভাল, মাত্রাতিরিক্ত, বেশ ('বড়বাবুর কিন্তু ভ্যালা সাহস' : দীনবন্ধু)।

মওকা বি. সুযোগ ('তেমন মওকা বুঝলে ভালো ক্যাশ খিঁচে নিও গুরু' : প্রফুল্ল)।

মক্‌শ বি. অনুশীলন, অভ্যাস, যেমন, মক্‌শ করা—হাতের লেখা সুন্দর করবার জন্য কোনও আদর্শের উপর কলম ঘুরানো; নকল; পুনরাবৃত্তি।

মকর বি. ১. বেশ্যা; ২. সাঁতারু।

মকর-পুত্তুর বি. জারজ পুত্র।

মকরিবাজি বি. মেয়েদের পেছনে লাগা (মকরিবাজি দেখলেই পুলিশ ধরবে)।

মক্ষীচুষ বি. কৃপণ ('তা খাবে কেন ব্যাটা মক্ষীচুষ' : সুচিত্রা)।

মক্ষীরানি বি. ১. নজরকাড়া সুন্দরী; ২. যে মহিলা গোপনে অসামাজিক কাজকর্মের মধ্যমণি।

মগের মুলুক (মুল্লুক) বি. অরাজক দেশ বা রাজ্য, বিশৃঙ্খল রাজ্য বা দেশ (মগের মুলুক পেয়েছ, যার যা খুশি তাই করবে?)।

মচ্ছব বি. [<মহোৎসব (বৈষ্ণবের)] ১. যথেচ্ছ খাওয়া দাওয়া; ২. অবাধ অপচয়ের উপলক্ষ, যাতে সামিল হতে পারলে নানাবিধ প্রাপ্তির সম্ভাবনা (সরকারি কবি সম্মেলন ধান্দাবাজ অকবিদের মচ্ছব)।

মজা বি. ক্রি. ১. কৌতুক, রঙ্গ, তামাশা (মজা দেখা / মজা করা / মজার ব্যাপার) ; ২. আনন্দ, ফুর্তি (সে এলে বেশ মজা হবে) ; ৩. কুকর্মের ফল (মজা টের পাবে); ৪. সংশ্লিষ্ট হওয়া, নিমগ্ন হওয়া, আসক্ত হওয়া (দেখে মনে হয় তুমি মেয়েটির প্রেমে মজেছ)।

মজাক বি. শ্লেষ, শ্লেষব্যঞ্জক উক্তি।

মজা মারা ক্রি. স্ফূর্তি করা ('পাঁচ ইয়ারকে খাওয়ায়, মজা মারে' : দীনবন্ধু)।

মটকা বি. মাথা (অপরাধ জগৎ); মেরে মট্‌কা বিলা করা—মাথায় আঘাত করা; মটকাএ চামোর চুল থিও—মাথার চুলগুলো সুন্দর।

মটকা মারা ক্রি. ঘুমের ভান করা।

মড়ি বি. মড়া, শবদেহ।

মড়িঘর বি. [ইং. Morgue] হাসপাতালে মড়া রাখার ঘর।

মড়ুঞ্চে বিণ. যে মহিলার সন্তান হয় কিন্তু বাঁচে না এমন ('লোকে বলত মড়ুঞ্চে পোয়াতি' : সুচিত্রা)।

মতলববাজ বিণ. কৌশলী, স্বার্থপর, ফন্দিবাজ।

মদন, মদনা বি. বিণ. বোকা, উপেক্ষার যোগ্য ব্যক্তি।

মদুয়া বি. বিণ. ১. মাতাল, মদ্যাসক্ত; ২. একগুঁয়ে।

মদো (মোদো) মাতাল বি. মদের নেশায় প্রায়ই মাতাল হয়ে থাকে এমন লোক (ওই মদো মাতালটাকে এক কথায় এতগুলো টাকা দিয়ে দিলে?)।

মদ্দা বি. বিণ. ১. অতিরিক্ত পুরুষালি পুরুষ; ২. পুরুষালি স্বভাবের স্ত্রীলোক (মদ্দা মেয়েছেলে)।

মধুবাবু বি. অর্থবান ব্যক্তি।

মনসা বি. খিটখিটে মেয়ে।

মবলগ বিণ. নগদ, মোট, থোক (মবলগ দশ টাকা)।

মরকুটে বিণ. মরণাপন্ন ('একটা মরকুটে লিচু গাছের ডগায় কে

যেন...কাকতাড়ুয়ার হাঁড়ি বেঁধে রেখেছে' : নারায়ণ)।

মরদ বি. বিণ. পুরুষ; পুরুষোচিত শক্তি ও সাহস আছে এমন ব্যক্তি।

মরদানি বি. স্ত্রীলোকের পুরুষালি ভাব; স্ত্রীলোকের সাহস ও বীরত্ব।

মরারজি বিণ. মৃতপ্রায়, মরার মত।

মরা রূপা বি. ভরি প্রতি ১২/১৩ আনা খাদ মিশ্রিত রূপা (অলংকার নির্মাতা)।

মর্কট বি. শয়তান, দুষ্ট।

মর্দ, মর্দানা বি. পুরুষ, জোয়ান লোক।

মর্দানি দ্র. মরদানি।

মশলা বি. মনোরঞ্জক উপকরণ (লেখার মশলা / ছবির মশলা)।

মশলাদার বিণ. মনোরঞ্জক ও উত্তেজক উপকরণে পূর্ণ বিষয় (এখন বাংলায় অনেক মশলাদার নভেল লেখা হচ্ছে)।

মশারি মেয়র বি. কলকাতার মেয়র, যিনি ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে মশারি ব্যবহারের উপদেশ দেন।

মশালা বি. বোমার মশলা।

মসকরা, মসকারা বি. হাসি-ঠাট্টা, পরিহাস।

মস্তান বি. বাহুবল ও পেশীশক্তি ব্যবহারকারী সমাজবিরোধী।

মস্তান হয়েছে ক্রি. ভাল হয়েছে।

মস্তানি বি. মস্তানের মত আচরণ।

মস্তি বি. উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ।

মস্তিঅলা বি. খেলুড়ে মেয়ে।

মস্তিদার বি. তরুণী।

মস্তি লড়ানো বি. সমকামী।

মহম্মদ বি. [<মহব্বৎ] প্রেম।

মহাপ্রভু বি. (ব্যঙ্গার্থে) বিশিষ্ট ব্যক্তি ('পরের নির্বাচনে কোন মহাপ্রভুরা দুহাত তুলে নেচে নেচে আসবেন কে জানে' : সঞ্জীব)।

মহুয়া বি. প্রেমিক।

মাই বি. স্তন ('এই পরিবেশে...স্তন আর স্তন থাকে না, দুদিনেই তা হেলে পড়ে মাই হয়ে যায়' : অশোক)।

মাইনাস বি. ক্রি. [ইং. Minus] ১. প্রস্রাব; ২. সরিয়ে দেওয়া বা খতম করে দেওয়া (সমাজবিরোধী)।

মাইরি অ. শপথসূচক উক্তি ('মাইরি দিদি, আমি তা ভেবে জিজ্ঞাসা করিনি' : দীনবন্ধু)।

মাওড়া বি. মারোয়াড়ি।

মাককিচুস দ্র. মক্ষীচুষ।

মাককিবাজ বি. ধনী লোকটি কৃপণ।

মাকড়া বি. [< মর্কট] মর্কটের মত মূর্খ বা দুষ্ট ('এত ক্ষমতা কার? সেই মাকড়াটা কে?' : প্রফুল্ল)।

মাকা বি. ফালতু ক্রেতা (বস্ত্র ব্যবসায়ী)।

মাকাল বি. [< মহাকাল নামক ফল] অন্তঃসারশূন্য আপাতরূপবান ব্যক্তি।

মাকাল ফল বি. দেখতে সুন্দর কিন্তু গুণহীন লোক, চটকদার কিন্তু অকর্মণ্য ও নির্গুণ লোক (সে তো একটি মাকাল ফল, তাকে কোনও কাজের দায়িত্ব দিয়ে লাভ নেই)।

মা কালীর পাঁঠা বি. কুরূপা মেয়ে।

মাকু বি. মার্কসবাদী দল।

মাকুন্দ, মাকুন্দা, মাকুন্দ্যা বি. বিণ. যে পুরুষের গোঁফদাড়ি উঠে না।

মাকো মাকো বিণ. [< মাখো মাখো] অন্তরঙ্গ ('একটু মাকো মাকো ধাক্কা হল দুতাল পুডিং-এ' : সঞ্জীব)।

মাখামাখি বি. অত্যধিক ঘনিষ্ঠতা, দহরম-মহরম (বড়লোকের সঙ্গে তার মাখামাখি বাড়ির লোকের ভাল লাগেনি)।

মাগ্‌গি বিণ. দুর্মূল্য; মহার্ঘ।

মাগ্‌গিগণ্ডা দ্র. মাগ্‌গি।

মাগ বি. ভার্যা, পত্নী, স্ত্রী।

মাগনা বিণ. অহেতুক, বিনামূল্য ('আমি এ ঘরে মাগনা বসেছি, না, এদের জমিদারির প্রজা' : মুজতবা)।

মাগ-ভাতার বি. স্বামী-স্ত্রী।

মাগভাতারি বি. স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কিত।

মাগা ক্রি. ভিক্ষা করা; চাওয়া।

মাগী বি. ১. স্ত্রীলোক (গ্রাম্য); ২. নষ্ট স্ত্রীলোক ('আরে মাগী তোর নাকিসুর এখন রাখ' : দীনবন্ধু)।

মাগীবাড়ি বি. বেশ্যাবাড়ি।

মাগী মোড়ল, মিনসে গাড়ল (উক্তি) যে সংসারে স্বামী নির্বোধ, কর্তৃত্বহীন; কিন্তু স্ত্রী খুব সেয়ানা।

মাগু, মাগুয়া, মাগুয়া বিণ. স্ত্রৈণ।

মাগের ভেড়ুয়া বি. স্ত্রীর অঙ্গুলিহেলনে চলে এমন স্বামী; স্ত্রৈণ।

মাগোঁসাই বি. গোস্বামী-পত্নী, স্ত্রী-গোস্বামী; অত্যধিক সতীপনা-করা স্ত্রীলোক।

মাগ্নো বি. পোঁদ; গুহ্যদ্বার।

মাছিমারা বিণ. অতি সাধারণ কেরানি।

মাজাকি বি. ১. ইয়ারকি; ২. পাকামি, উপর-চালাকি ('দে শ্লার মাজাকি জন্মের মত শেষ করে' :- গৌর)।

মাঞ্জা বি. চোখে পড়ার মত পোশাক-আশাক, সাজগোজ (বাবু কড়া মাঞ্জা দিয়ে বেরলেন)।

মাঞ্জা দেওয়া ক্রি. ১. প্রহার করা; ২. ইস্তিরি করা ফিটফাট পোশাক পরা ('দুজনেই দারুণ মাঞ্জা দিয়েছে' : স. ম.)।

মাড়ুয়া বি. মারোয়াড়ি।

মাড়ুয়াবাদী বি. মারোয়াড়ি।

মাতব্বর বি. গ্রাম বা পল্লীর মোড়ল, সর্দার, প্রধান ব্যক্তি, গণ্যমান্য লোক।

মাতব্বরি বি. মাতব্বরের পদ বা বৃত্তি, মোড়লি, ওপর চালাকি।

মাতারি, মাথারি বি. বয়স্কা স্ত্রীলোক (প্রায়ই অবজ্ঞার্থে)।

মাথা কেনা ক্রি. যথেচ্ছ ব্যবহার বা অত্যাচার করবার অবাধ অধিকার পাওয়া (টাকা ধার দিয়েছ বলে মাথা কিনেছ নাকি?)।

মাথা গুঁজে পড়ে থাকা ক্রি. অত্যন্ত অসুবিধাজনক অবস্থাতেও বাস করা বা অন্যত্র কোথাও না যাওয়া।

মাথা নেওয়া ক্রি. দণ্ডরূপে মাথা কেটে ফেলা; খতম করা (যাবে কোথায়? বাগে পেলেই ওর মাথা নেব)।

মাথা বাঁধা দেওয়া, মাথা বাঁধা রাখা, মাথা বেচা ক্রি. সম্পূর্ণরূপে বশ্যতা স্বীকার করা, আত্মবিক্রয় করা, নিজের স্বাধীনতা না রাখা।

মাথা মুড়োনো ক্রি. আত্মসমর্পণ ('হুই বাবুদের পায়ে যেয়েই মাথা মুড়াইতে হবে' : তপো)।

মাথামুণ্ডু বি. অসংলগ্ন বিষয়, অর্থহীন উক্তি (মাথামুণ্ডু কী বকে যাচ্ছ সেই থেকে?)।

মাথামোটা বিণ. স্থূলবুদ্ধি, নির্বোধ।

মাথালো বিণ. সমাজের মাথা বিশেষ

('আকাশের তারার মত মাথালো বড়মানুষ মজলিশ থেকে খসলেন' : হুতোম)।

মাদী বিণ. স্ত্রীজাতীয়; ধাড়ী।

মানকলি বি. নারী-পুরুষের অভিমানজনিত কলহ; ভালবাসার ঝগড়া।

মাপা ক্রি. পর্যবেক্ষণ করা, ভাল করে নজর করা (পেট্রল পাম্পে তেল ভরছি, দেখলাম কয়েকটা লোক আমাকে মাপছে)।

মাফিয়া বি. বড় অপরাধচক্রের নেতা; গুণ্ডা মস্তানের দলপতি।

মা-ভগা বি. ঈশ্বর, ভগবান (ইন্টারভিউ দিয়েছি, এখন কী হবে মা-ভগাই জানে)।

মামদো বি. মুসলমান প্রেত।

মামদোবাজি বি. (তিরস্কারসূচক) ইয়ার্কি, ফাজলামি; প্রতারণা (কেড়ে নেবে বললেই হল? এ কি মামদোবাজি নাকি?)।

মামা বি. ১. সাধারণ পোশাক পরিহিত পুলিশ; ২. মদ (মামার খোল্—মদের দোকান); ৩. দলের সর্দার; ৪. রেলের টিকিট চেকার।

মামার বাড়ি বি. ১. থানা; ২. মদের দোকান।

মায়া করা ক্রি. চুরি করা।

মায়ের ভোগে (উক্তি) নষ্ট বা মৃত্যু ('দুজনেই মায়ের ভোগে চলে গেছে এখন' : স. ম.)।

মারকাটারি বিণ. দুর্দান্ত, প্রশংসার্থে ('যশোদাবাবুকে যে কদিন ইনভিজিলেন্সে পাওয়া যেত, সে কদিন মারকাটারি' : সমরেশ)।

মারকুটে বিণ. যে কেবল মারামারি করে (ছেলেটা বড় মারকুটে)।

মারসি করা ক্রি. [ইং. Mercy] খদ্দেরকে ছেড়ে দেওয়া (বস্ত্র ব্যবসায়ী)।

মারানি বি. অবৈধ প্রণয় আছে এমন লঘু চরিত্রের মেয়ে (নিন্দার্থে ব্যবহৃত)।

মারানো ক্রি. অপরের দ্বারা মারা, প্রহার করানো, জাহির করা, ফলানো (পলিটিক্স মারাচ্ছে)।

মার্কণ্ড বিণ. মূর্খ।

মার্কা বি. জেলখানায় ভাল আচরণের জন্য অলিখিত সার্টিফিকেট, Good Conduct Remission ('ও আমাকে...গরম চা দেয়, ফিসফিস করে বলে — তুর কাছে আসতে মানা আছে, মার্কা কাটবে' : জয়া)।

মার্ডার বিণ. [ইং. Murder] পণ্ড, নষ্ট (আমার সব প্ল্যান মার্ডার হয়ে গেল মাইরি)।

মাল বি. ১. দ্রব্য, বস্তু; ২. মদ ('মাল খেয়েছিল সে খবর বাবা জানে নাকি?' : স. ম.); ৩. যুবতী ('এ ছুঁড়ি তো মন্দ নয়! ছোট-সাহেব এমন মাল পেলে তো লুপে নেবে।' : দীনবন্ধু); ৪. টাকাকড়ি; ৫. সরেস; ৬. সারবস্তু ('ভারতের বল আছে, মাল আছে—এইটি প্রথম বোঝ' : স্বামী)।

মালকড়ি বি. টাকা পয়সা।

মাল খাওয়া ক্রি. মদ খাওয়া (মাল খেয়ে বাসে উঠেছি তো কী হয়েছে?)।

মাল চড়ানো ক্রি. মদ্যপান করা।

মাল ছড়ানো ক্রি. ফুটবল মাঠে এলোপাথাড়ি শট (কী মাল ছড়াচ্ছে দেখছিস?)।

মাল টানা ক্রি. মদ খাওয়া (মাল টেনে অফিসে এসেছ?)।

মালদার বিণ. ধনী ('দেখেই বোঝা যায় শাঁসালো মালদার লোক' : প্রফুল্ল)।

মাল নামানো ক্রি. বি. গর্ভপাত।

মাল পটকানো ক্রি. মালগাড়ি ভেঙে মাল নামানো।

মাল সাঁটানো ক্রি. ১. মালগাড়ি ভেঙে চুরি করা; ২. অস্ত্রশস্ত্র লুকনো।

মালাউন বি. বিন্দু, বিদ্বেষজাত ('সে চিৎকার করে বলতো, মালাউনগো খেদাও' : সুনীল)।

মালাজোড়া বি. বিবাহ।

মালাভাঙা দ্র. নথভাঙা।

মাল্লু বি. টাকাপয়সা (যে পারছে দু' হাতে মাল্লু কামাচ্ছে)।

মাসকা লাগানো ক্রি. তোষামোদ করা, তেল দেওয়া। দ্র. বাটার লাগানো।

মাসা বি. সিকি, পঁচিশ পয়সা।

মাসির ছেলে বি. নিকট সম্বন্ধীয় ব্যক্তি (ব্যঙ্গার্থে)।

মিইয়ে যাওয়া ক্রি. উৎসাহহীন হওয়া।

মিচকে বিণ. মিটমিটে শয়তানি যুক্ত (মিচকে ছুঁড়ি)।

মিটমিটে ডান বি. দেখতে-শুনতে শান্ত হলেও আসলে শয়তান।

মিটার ওঠা ক্রি. জ্ঞানের পরিমাণ বৃদ্ধি (শালার বক্তিমে শুনে আমাদের মিটার উঠতে লাগল)।

মিড়া ঠাপানো ক্রি. গোষ্ঠী তুলে গালি (গ্রাম্য)।

মিনমিনে বিণ. মিনমিন করে এমন, অতিশয় ক্ষীণ ও দুর্বল (মিনমিনে গলা)।

মিনসা, মিনসে বি. (অবজ্ঞায়) পুরুষমানুষ ('...কতগুলো মিনসেয় মিলে যে রকম বেসুরো লাগিয়েছিলে ...' : রবীন্দ্র)।

মিনি পুজো বি. শনি পুজো।

মিনি মাল বি. এখনও পুরো মাল হয়নি এমন (সুন্দরী কিশোরীদের সম্পর্কে বলা হয়)।

মিনিস্টার ভিজিট বি. অল্প সময়ের জন্য যাওয়া; গিয়েই চলে আসা (আজকালকার ছেলেরা বাপ মাকে মিনিস্টার ভিজিট দেয়)।

মিয়ানো, মিয়োনো ক্রি. বাসি, শুঁটকো, যা দাঁতে দিলে চেপটা হয়ে যায় (মুড়িগুলো মিয়ানো)।

মিলিটারি বি. বিড়ি।

মিসিবাবা বি. এদেশি কর্মচারীদের সম্ভ্রমসূচক সম্বোধনে বিলিতি সাহেব-মেমদের কুমারী কন্যা, যাদের নামের আগে Miss উল্লেখ করা হত।

মীনরাশি বি. বিণ. মিনমিনে স্বভাব ('আমাদের মিন-মিনে মীনরাশি নয় খুড়ো...' : দাদা)।

মুখ-আলগা বিণ. যার মুখে কিছুই আটকায় না, যে কোনও কথা গোপন রাখতে পারে না বা যা মুখে আসে তাই বলে।

মুখ করা ক্রি. গালি দেওয়া।

মুখকাটু, মুখফোড় বি. বিণ. মুখরা, কোনও কথা বলতে যে ইতস্তত করে না।

মুখখিস্তি বি. অশ্লীল গালাগালি।

মুখচলা ক্রি. খাওয়া; অনর্গল কথা বলা; গালি দেওয়া (...উরেব্বাস! তখন থেকে মাগীর মুখ চলছে)।

মুখচোরা, মুখভূঁদরা, মুখুভুন্দরা বিণ. অপরিচিতের সঙ্গে কথা বলতে যে লজ্জা পায়।

মুখঝামটা বি. রুষ্ট মুখভঙ্গি, নারীর মুখনিঃসৃত কুকথা ('চাচাকে মধ্যে মধ্যে দুই একবার মুখঝামটা খাইতে হইত' : টেকচাঁদ)।

মুখনাড়া দ্র. মুখঝামটা ('বিনু যখন মুখনাড়া খাবেন, তার মধ্যে ব্যাকরণের ভুল বের করতে পারবেন না' : রবীন্দ্র)।

মুখপাত বি. ক্রি. ১. সামনের দিক, যে দিকটা লোকের অধিক নজরে পড়ে (মুখপাত দুরস্ত রাখা); ২. আরম্ভ করা, শুরু করা (পণ্ডিতজি আলোচনার মুখপাত করলেন)।

মুখপোড়া বি. কলঙ্কিত মুখ যার, গালি ('ও মুখপোড়ার নাম ক'রো না বলছি' : পরশুরাম)। দ্র. পোড়ারমুখো।

মুখফটকা বিণ. অসংযতভাষী।

মুখফোড় বিণ. সত্য কথনে নির্দ্বিধা ('...আমি মুখফোড় মানুষ। সত্যি কথা আমার বাধে না' : রবীন্দ্র)।

মুখ ভ্যাটকানো ক্রি. মুখ বিকৃতি ('মুখ ভেটকে পরমহংস কন্ডাকটারকে ভাড়া দিতে দিতে বলল...' : স. ম.)।

মুখসাপট বি. শূন্যগর্ভ গর্ব ; অযোগ্যের অহঙ্কার।

মুখ সামলানো ক্রি. কথায় সংযত হওয়া।

মুখে একগাল মাছি দ্র. একগাল মাছি।

মুখের জিয়োগ্রাফি বদলে (পালটে) দেওয়া ক্রি. মেরে মুখের চেহারা বিকৃত করা; প্রচণ্ড মারা (সবাই মিলে পকেটমারের মুখের জিয়োগ্রাফি বদলে দিয়েছিল)।

মুখে সাদা ভিড়িয়ে (উক্তি) সিগারেট ধরিয়ে।

মুচ্ছুদি, মুৎসুদ্দি বি. ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, agent; শব্দটি অনেক সময় ব্যঙ্গচ্ছলে ব্যবহৃত হয় (ভারি আমার মুচ্ছুদিরে!)।

মুটকি বি. মোটা মেয়েমানুষ।

মুড়ি বি. মুড়ো, মুণ্ড (মাছের মুড়ো দিয়ে মুড়িঘণ্ট)।

মুডুঞ্চে বিণ. মরো-মরো অবস্থাপ্রাপ্ত ('মুডুঞ্চে পোয়াতির বুড়ো বয়সে ছেলে হলে...' : হুতোম)।

মুড়ো খ্যাংরা বি. ক্ষয়প্রাপ্ত ঝাঁটা।

মুত বি. মূত্র।

মুততে ক্রি. প্রস্রাব করতে।

মুয়ে (মুখে) আগুন (উক্তি) গালিবিশেষ।

মুরগি করা ক্রি. কাউকে বোকা বানানো, বলির পাঁটা করা, সর্বনাশ করা।

মুরোদ বি. ক্ষমতা, সামর্থ্য, শক্তি, পৌরুষ ('এক পয়সার মুরোদ নেই, মাথায় পাগড়ি বাঁধে' : সমরেশ)।

মুলোর দোকান বি. দন্তবিকাশ করা ('তোমার মুলোর দোকান বন্ধ কর...' : মুজতবা)।

মুসুল ক্রি. [<মুষল] গুঁতো দেওয়া।

মেঁও, ম্যাও বি. বিড়ালের ডাক, ঝুঁকি (মেও ধরা—ঝুঁকি নেওয়া)।

মেকমেকানি বি. অহঙ্কার।

মেট বি. জেলে অন্য কয়েদিদের খবরদারি করার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুরনো কয়েদি (কারাগার)।

মেড-সারভেন্ট বি. [ইং. Maid-Servant] বাড়িতে দাসীবৃত্তি করেন এমন; মা বা স্ত্রী।

মেড়াকান্ত বি. বিণ. ভীরু এবং প্রতিবাদে অক্ষম, মেয়েদের দাপটে নিরীহ হয়ে থাকে এমন লোক (ওই মেড়াকান্ত আবার অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে? অসম্ভব)।

মেড়ো বি. নিম্নশ্রেণীর হিন্দুস্থানি।

মেদা, মেদামারা বিণ. মাদির তুল্য, বলবীর্যহীন, অকর্মণ্য, নিস্তেজ।

মেনতা, মেনতামুখো, ম্যান্তামুখো বিণ. মিনমিনে; স্পষ্টভাবে বা নির্ভয়ে কথা বলতে পারে না এমন (সে এমনই মেনতামুখো যে এই সামান্য কথাটাও বলার সাহস তার হল না)।

মেনা বি. স্তন।

মেনিমুখো বিণ. লাজুক।

মেয়েমর্দানি বি. পুরুষোচিত মেয়েমানুষ।

মেরে দিল বি. [< হি] প্রেমিকা।

মেরে মুখ বিলা করা ক্রি. মেরে মুখ ফাটিয়ে দেওয়া।

মেলা বকা ক্রি. বেশি কথা বলা; বাচালতা করা।

মোকা বি. আনন্দ, মজা।

মোকাবিলা, মুকাবিলা বি. বিণ. ১. সামনাসামনি (যা বলবে মোকাবিলা বলবে, পেছন থেকে ছুরি চালাবে না); ২. নিষ্পত্তি, বোঝাপড়া (এর একটা মোকাবিলা করতে হবে)।

মোকাসে ক্রি.-বিণ. মজা করে।

মোচ্ছব দ্র. মচ্ছব।

মোটা পাতি বি. একশো টাকা।

মোটু বি. মোটা পুরুষ বা মহিলা।

মোড়লি বি. ওস্তাদি, সর্দারগিরি ('...ওদের কারুর মোড়লি মানতে আমি রাজি না' : সমরেশ)।

মোদো বিণ. মদ্যাসক্ত।

মোদ্দা কথা বি. সার কথা।

মোসাহেব বি. খোশামুদে সহচর।

মোসাহেবি বি. মোসাহেবের মত আচরণ।

মৌজ বি. আরাম; নেশাঘোর ('মৌজ করে বিলিতি সিগারেট ধরায় একটা' : সুচিত্রা)।

মৌতাত বি. অভ্যস্ত সময়ে আফিম ইত্যাদি মাদক দ্রব্য সেবন বা সেবনের নেশা (বাবুর মৌতাতের সময় হল)।

মৌদ্রিক বিবাহ বি. অর্থ পণ নিয়ে বিবাহ ('মানুষ মুদ্রার দ্বারা কোন মানুষীর করতল সংস্পৃষ্ট করে, তাহা হইলেই মৌদ্রিক বিবাহ সম্পন্ন হয়' : বঙ্কিম)।

ম্যাও ধরা, ম্যাও সামলানো ক্রি. অপ্রিয় বা বিপজ্জনক কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা (বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে সেই সম্পর্কে ইঁদুরদের শলাপরামর্শের কাহিনী থেকে)।

ম্যাক দেওয়া ক্রি. জব্দ করা (আমার পিছনে লাগতে এলে এমন ম্যাক দেব যে বাছাধন কোনওদিনও ভুলতে পারবে না)।

ম্যাকমারা বি. অশিষ্ট ব্যক্তি, যে মৃতের পশ্চাদ্দেশে কীলক প্রবিষ্ট করায় ('কফনচোরের ব্যাটা ম্যাকমারা' : প্রব.)।

ম্যাজম্যাজ অ. শরীরের অলস আড়ষ্টভাব ('সন্ধের দিকে গাটা কেমন যেন ম্যাজম্যাজ করছে' : সঞ্জীব)।

ম্যাডাগাস্কার দ্র. মার্ডার।

ম্যাড়ম্যাড়ে বিণ. বিবর্ণ ('রোদ্দুরের ঝাঁঝ মরতে মরতে এখন ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে গেছে' : প্রফুল্ল)।

ম্যাদামারা বিণ. নিস্তেজ; পৌরুষহীন, ভীরু (যা ম্যাদামারা লোক, ও আবার অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে!)।

ম্যান চেস্টার বিণ. [ইং. Man Chaster]পুরুষমানুষের চরিত্র শুদ্ধ বা সংশোধন করে দেয় এমন স্ত্রীলোক; যৌন আকর্ষণহীন কুরূপা (ওসব ম্যান চেস্টারেরও খদ্দের জোটে)।

ম্যানেজ ক্রি. [ইং. Manage] আদায় করা, বশে আনা, ব্যবস্থা করা, বাগানো ('নতুন ছোকরাদের একটু ম্যানেজ করা চাই তো' : নারায়ণ)।

ম্যারামত করা ক্রি. প্রহার করা।

ম্যারেড প্রিন্ট বি. [ইং. Married Print] ল্যাবরেটরিতে ছবি ও শব্দ সমন্বিত তৈরি ফিল্ম (চলচ্চিত্র নির্মাতা)।



মুলোর দোকান

যক দেওয়া ক্রি. পরের পয়সা বা জিনিস অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা। দ্র. জগ দেওয়া।

যগ্‌গি বি. [<যজ্ঞ] এলাহি ব্যাপার।

যজ্ঞ দ্র. যগ্‌গি।

যদুমধু বি. অজ্ঞাত-অখ্যাত লোক, যে কোনও লোক, ইতরজন।

যদুয়া বি. অলস ব্যক্তি।

যন্তর বি. ১. সরেস ব্যক্তি; ২. দুষ্ট ব্যক্তি; ৩. কৌশলী ব্যক্তি (তুমি বাপু একখানি যন্তর)।

যন্ত্র দ্র. যন্তর।

যবুথবু বিণ. জড়োসড়ো, আড়ষ্ট, সঙ্কুচিত।

যম বি. ১. অতি আগ্রহী (আমার কাকা মিষ্টি খাবার যম); ২. শত্রু।

যমকাঠি মারা ক্রি. পণ্ড করা (গ্রাম্য)।

যমযন্ত্রণা বি. নিদারুণ কষ্ট।

যমেও নেয় না (উক্তি) গালিবিশেষ; মৃত্যু কামনা।

যমের অখাদ্য, যমের অরুচি (উক্তি) অনেক আগেই যার মৃত্যু আকাঙ্ক্ষিত ছিল; যার মৃত্যুকামনাও অপূর্ণ থাকছে এমন; গালিবিশেষ।

যাঁতাকল বি. বিপদ, বেকায়দা।

যাচ্চলে অ. বিস্ময়সূচক (যাচ্চলে, আমি আবার কখন ওকথা বললাম!)।

যুটি বি. জোড়া। তু. জুটি।

যুতযাত বিণ. সুবিধামত, ঠিকঠাক।

যুতসই বি. ঠিকমত, উপযুক্ত। তু. জুইসই।

যুতের মাগী বি. ১. সম্বন্ধ স্থাপনের উপযুক্ত নারী; ২. বয়ঃপ্রাপ্তা নারী (গ্রাম্য)।

যেতে বসা ক্রি. বিনষ্ট হওয়ার বা মরার উপক্রম করা।

যেমন দেবা তেমনি দেবী বি. (ব্যঙ্গে) স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই এক রকম, স্বামী ও স্ত্রী দুজনের স্বভাবই এক রকম।

যো বি. উপায় (টু শব্দ করার যো নেই)।

যোগযাগে বিণ. কলে-কৌশলে।

যোগাড়ানন্দ বি. কারারক্ষীকে ঘুষ দিয়ে যারা প্রয়োজনীয় দ্রব্য যোগাড় করে ('প্রথমশ্রেণীর নাম যোগাড়ানন্দ। ইহারা বিড়ি ও পয়সা ঘুষ দিয়া...নানাপ্রকার জিনিসপত্র যোগাড় করে' : সতীনাথ)।

যো-হুকুমের (হুজুরের) দল বি. (ব্যঙ্গে) মোসায়েব বা স্তাবকের দল (এরা তো সব যো-হুকুমের দল, তুমি বাঁয়ে হেললে ওরা বাঁয়ে হেলবে, তুমি ডাইনে গেলে ওরাও ডাইনে যাবে)।

রংদার বিণ. চটকদার ('শম্ভুচরণের ইংরেজি ছিল যেমন স্বচ্ছ, তেমনি রংদার' : সত্যজিৎ)।

রং দেখানো ক্রি. চোটপাট করা, ঔদ্ধত্য দেখানো।

রং পেঁয়াজি নেওয়া ক্রি. কোনও কথা অতিরঞ্জিত করে বলা; বাগাড়ম্বর করা।

রং-বাজ বি. বিণ. ফুটানি করে এমন, ডাঁট দেখায় এমন; চালিয়াতি বা ঔদ্ধত্য দেখায় এমন।

রংবাজি বি. মস্তানি ('একটা বুড়িকে ঘর থেকে বার করে অনেক রংবাজি তো দেখালে' : প্রফুল্ল)।

রকফেলার বি. রকে আড্ডাবাজ ('...হাজরা রোডের রক্‌ফেলাররা সাড়ম্বরে আমাকে গুলম্‌গীর উপাধি দিলেন' : মুজতবা)।

রকবাজ বি. বিণ. বাড়ির বাইরের রকে বা বারান্দায় বসে আড্ডা দেয় এমন, রাস্তায় বা যেখানে-সেখানে অশোভনভাবে আড্ডা দেয় এমন (রকবাজ ছেলেগুলো গলির মুখে সারাদিন গুলতানি করে)।

রকবাজি বি. রকে আড্ডা।

রক্তচোষা বিণ. অর্থলোভী, শোষণকারী।

রক্ত হাগানো ক্রি. কাউকে চরম বিপদ বা ঝামেলায় ফেলা।

রক্তারক্তি বি. ঝগড়া বিবাদে উভয়পক্ষের রক্তপাত (রক্তারক্তি কাণ্ড)।

রক্তের দোষ বি. পিতা-মাতার কাছ থেকে জন্মসূত্রে পাওয়া কু-প্রবণতা (ওর বাপ-কাকাও ওই রকমই ছিল; ওটা ওর রক্তের দোষ)।

রগচটা বিণ. অল্পেই রেগে যায় যে ('লোকটার রোগের শেষ নেই... তার ওপরে ... রগচটা গোছের' : সমরেশ)।

রগড় বি. কৌতুক, ঠাট্টা-তামাশা (সর্বদা রগড় করো না)।

রগড়ানি বি. শায়েস্তা করা; টিট করা, জব্দ করা (বাছাধনের বড় বাড় বেড়েছে, একটু রগড়ানি দিতে হবে)।

রগড়ানো ক্রি. ১. ঘর্ষণ, মর্দন (গামছা দিয়ে গা রগড়ানো); ২. জব্দ করা (পাড়ায় পেয়ে পচাকে দশজনে মিলে বেশ করে রগড়েছে)।

রগড়ারগড়ি বি. পরস্পর বা ক্রমাগত রগড়ানি, ঘষাঘষি, দর কষাকষি, বহু বোঝাপড়া, এক বিষয়ে অত্যধিক আলোচনা।

রগড়ে দেওয়া ক্রি. ভালরকম নিগ্রহ করা, টিট করা, জব্দ করা (ওর এত সাহস যে আমার পিছনে লাগতে এসেছে? ওকে আচ্ছাসে রগড়ে দিতে হবে দেখছি)। তু. সর্থ. কড়কে দেওয়া।

রগরগ বিণ. অত্যধিক উজ্জ্বলতা বা বর্ণের উগ্রভাব প্রকাশক।

রগরগিয়ে ক্রি-বিণ. উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হওয়া (একটু শুকোতেই রংটা রগরগিয়ে উঠল)।

রগরগে বিণ. গাঢ়; উগ্র (রগরগে প্রেমের গল্প)।

রঘুর পিলকি বি. গোমাংস (গ্রাম্য)।

রঙ বি. ১. প্রেমানুভব বা রোমান্টিক আবেগ; ২. মেজাজ বা মস্তানি ('রঘু মাস্টার হেভি রঙ্‌ নিলে' : স.ম.)।

রঙচটা বিণ. বিবর্ণ, পুরনো।

রঙ পালটানো দ্র. জামা পালটানো।

রঙে থাকা বি. মশগুল ভাব; ফুরফুরে নেশা (লোকটা রঙে আছে)।

রঙ্গিনী বি. বিণ. চটুলতা ও রং ঢং করে এমন মেয়ে।

রঙ্গিলা বিণ. ফুর্তিবাজ, আমুদে ('রঙ্গিলা মাঝিরে, ঘাটে লাগাইয়া নাও পান খাইয়া যাও' : পল্লীগীতি)।

রঙ্গী দ্র. রঙ্গিনী।

রঙ্গের রঙ্গী বি. ফুর্তিবাজ লোক, দায়িত্বহীন ভাবে কেবল আমোদ-প্রমোদে মেতে থাকে এমন লোক ('তাহার সঙ্গীরা নানা রঙ্গের রঙ্গী হইয়া, অনেক প্রকার লীলা করিতে লাগিল' : টেকচাঁদ)।

রণ্ডা বি. বেশ্যা।

রদ্দা বি. ১. এক পাট ইটের গাঁথনি (রাজমিস্ত্রি); ২. হাতের তালুর কিনার দিয়ে আঘাত ('মারব এক রদ্দা, তিনদিন আর উঠতে পারবি না' : সঞ্জীব)।

রদ্দি বি. বাজে, ওঁছা, নিকৃষ্ট ('...ফেমাস এক ডেইলি পত্রিকার একজন করেসপনডেন্ট কোন মহৎ উদ্দেশ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের এক রদ্দি ভিলেনের হেল্‌থ সেন্টারে এসে ঢুকেছে,...' : প্রফুল্ল)।

রনরন, রনরনি বি. ঝনৎকার, ঝনঝন শব্দ।

রমারম বিণ. না থেমে সোজাসুজি (রমারম চলে যাও)।

রস বি. বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উচ্ছলতা, ক্ষমতা বা অহংকার (খুব রস হয়েছে, না?)।

রসকষ বি. রসের লেশ, মাধুর্য, লালিত্য (তার কথায় কোনও রসকষ নেই)।

রসকেলি বি. অবৈধ প্রণয়, ঢলাঢলি।

রস টসটস করছে (উক্তি) প্রেমোন্মাদনা; সচ. স্ত্রীলোকের দেহগত আকর্ষণ।

রসবতী বি. পুরুষের নজর কাড়ে এমন যৌবনবতী।

রসিক নাগর দ্র. নাগু।

রসিকা দ্র. রসবতী।

রসের হাঁড়ি বি. ভিতরে রস আছে এমন ব্যক্তি বা বস্তু।

রাই বি. গোপন প্রণয়িনী; লুকিয়ে প্রেম করে এমন মেয়ে।

রাইবদনী দ্র. রাই।

রাঁড় বি. ১. বিধবা; ২. গণিকা ('...চূড়ো দত্তর রাঁড়কে কাল কে যেন ছুরি মেরে পালিয়েচে...' : সুনীল)।

রাঁকুদে বিণ. বদমেজাজি, জেদি।

রাঁড়-কান্না বি. কপট কান্না; লোক-দেখানো কান্না।

রাঁড়বাজ বি. বেশ্যাসক্ত।

রাঁড়বাজি বিণ. বিধবা বা গণিকার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন।

রাঁড় হওয়া ক্রি. বিধবা হওয়া।

রাঁড় হয়ে ষাঁড় হওয়া ক্রি. বিধবা হওয়ার পর যথেচ্ছাচারী হওয়া (স্বামী মরেছে এক বছরও হয়নি, এরই মধ্যে মেয়েটা লাজলজ্জার মাথা খেয়ে বসে আছে। এমন রাঁড় হয়ে ষাঁড় হতে কাউকে দেখিনি)।

রাঁড়া বি. ফলহীন বৃক্ষ; বন্ধ্যা নারী।

রাঁড়ি, রাঁড়ী দ্র. রাঁড় ('এক দুখের দুখী আমি, গাঙের কূলে বাড়ি/এক দুখের দুখী আমি ছেলেবয়সে রাঁড়ি' : প্রব.)

রা কাড়া ক্রি. কথা বলা; উত্তর দেওয়া।
রাগপ্রধান বিণ. যার চরিত্রে ক্রোধ বেশি ('শীতপ্রধান এলাকায় রাগপ্রধান মানুষটিকে নিয়ে প্রবেশ করলুম' : সঞ্জীব)।
রাঘব বোয়াল বি. প্রতিপত্তিশীল ব্যক্তি।
রাঙামুলো, রাঙ্গামুলো বি. লালমুলো; সুন্দর অসার বস্তু; সুন্দর অকর্মণ্য ব্যক্তি।
রাঙা শুক্রবার বি. (সচ. কৌতুকে) কোনও দিনই নয়; যে দিনের কোনও অস্তিত্বই নেই (কবে আর ওটা আমাকে দেবে? রাঙা শুক্রবারে?)।
রাজাবাবু বি. পতিতার প্রিয়জন।
রাজার ছেলে বি. ১. পুলিশ; ২. যে বেশ্যালয়ে টাকা ওড়ায়।
রাড়-চোয়াড় বিণ. ভয়ানক গোঁয়ার।
রাণ্ডী দ্র. রাঁড়।
রাধিকা বি. যে মেয়ে প্রেম করে বেড়ায়।
রাবার স্ট্যাম্প বি. [ইং. Rubber Stamp] বশংবদ (রাজনৈতিক কর্মী, অফিস করণিক)। দ্র. চামচা।
রাম বি. দুধহীন চায়ের লিকার।
রাম ঠ্যাঙান/ঠ্যাঙানো ক্রি. খুব করে মারধর করা, প্রচণ্ড পিটুনি দেওয়া (পকেটমারটাকে সেদিন লোকগুলো রাম ঠ্যাঙান ঠেঙিয়েছে)।
রামধোলাই বি. প্রচণ্ড প্রহার ('যদি তা দেখাতে না পারে রামধোলাই দেবো শালাকে' : সুনীল)।
রামপাঁঠা বি. বিণ. অতিবোকা ('ব্রজবিহারীকে সত্য সত্যই বিহারবাসী মনে করে রামপাঁঠা পাঠান ছেড়ে দিয়েছিল কিনা...' : মুজতবা)।
রামপাকা বিণ. অতিপাকা।
রামপুরি বি. ভাঁজ-করা ছুরি।
রামাবলী দ্র. নামাবলী।
রামাবলী শোনানো ক্রি. গালিগালাজ করা।
রামবুদ্ধু বিণ. অতিবোকা ('আচ্ছা নিরেট রামবুদ্ধু বাবা তুমি' : তপো)।
রামভজন বি. ভারতীয় জনতা পার্টি।
রাম রাম অ. ধিক্কার বা নিন্দাসূচক ধ্বনি। সর্থ. ছিঃ ছিঃ।
রাম-সীতা বি. প্রেমিক-প্রেমিকা।
রাসকেল বি. [ইং. Rascal] (গালিতে) পাজি, বদমাশ, নির্বোধ।
রিচু করা ক্রি. চুরি করা।
রিতুবিহারী বি. বিণ. [< ঋতুবিহারী] প্রতি বছর কোনও উপযুক্ত ঋতুতে ভ্রমণকারী।
রিপিট মাল বি. ঘুরে ফিরে সেই একই যুবতী (নয়া আমদানি নেই, রিপিট মাল দেখে দেখে চোখ পচে গেল)।
রিপ্টু বি. মিথ্যা কথা।
রিপ্টুবাজ বি. বিণ. মিথ্যাবাদী(রিপ্টুবাজ কোথাকার, তোর কথা আমি বিশ্বাস করি না)।
রুটা/রুডা বিণ. কর্কশ, কর্কশপ্রকৃতির লোক (লোকটা বড় রুডা)।
রুটি বি. হাতবোমা।
রুটি টপকানো ক্রি. বোমা ছোঁড়া।
রুধির, রূধির বি. (অধুনা অপ্রচলিত) অর্থ, টাকাপয়সা ('পুরোহিত রুধির বাড়াবার জন্য বাবুর প্রশংসা কোরে খুব উঁচুতে তুলতে লাগলো' : ভোলা)।
রুস্তমি বি. মস্তানি, সর্দারি, দাদাগিরি (বেশি রুস্তমি দেখাস না ভজু)।

রূপচাঁদ বি. টাকা।

রূপের ধুচুনি বি. (ব্যঙ্গে) অপরূপ সৌন্দর্যের আধার অর্থাৎ অতিশয় কুরূপা।

রেঁড়ো বিণ. অসভ্য; গ্রাম্য।

রে অ. ১. (তাচ্ছিল্যে) সম্বোধনসূচক শব্দ (কোথা যাবি রে? / রে পাপিষ্ঠ); ২. বিস্ময় ও খেদসূচক শব্দ (তাই তো রে/হায় রে)।

রেকর্ড চাপানো ক্রি. হাতে গড়া গোলাকৃতি রুটি আহার করা (খান পাঁচেক রেকর্ড চাপিয়ে বেরিয়ে পড়েছি)।

রেগে কাঁই (উক্তি) প্রচণ্ড রাগ ('সায়েব রেগে কাঁই' : মুজতবা)।

রেট বি. ঘুষের নির্ধারিত পরিমাণ (সরকারি অফিস কর্মী)।

রে রে অ. সরব আক্রমণ, ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

রেলকি বি. অহংকার, দাম্ভিকতা, শক্তি প্রদর্শন।

রেলা বি. ১. ধাপ্পা; ২. ভিড়, জমায়েত; ৩. লক্ষ্য ; ৪. জাঁক; ৫. মেজাজ (খোচোরের রেলা থেকে ফুটে এসেছি। আমার উপর খোচরের রেলা খুব—পুলিশ আমার উপর লক্ষ্য রেখেছে। রেলা খুব জোর—অবস্থা সুবিধের নয়)।

রেলা দেওয়া ক্রি. ১. ধাক্কা মারা; ২. রাষ্ট্র করা; ৩. বড় বড় কথা বলা।

রেলার খাপ বি. মিথ্যা কথা (রেলার খাপ খুলিস না)।

রেস্ত বি. আর্থিক সঙ্গতি ('রেস্তহীন গুলিখোর, গেঁজেল ও মাতালেরা... মৌতাতের সম্বল কচ্চে' : হুতোম)।

রোখ বি. [<রুক্ষ] গোঁ, জেদ।

রোগাপটকা বিণ. অতিশীর্ণ, দুর্বল ('রোগাপটকা হতে পারি, ভীতু হতে পারি, কিন্তু আমি মানুষ' : নারায়ণ)।

রোতো বি. খারাপ জিনিস; বাতিল।

রোমিও বি. প্রেমিক।

রোয়াব বি. নিজের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি প্রদর্শনের জন্য আস্ফালন, দম্ভপ্রকাশ।

রোয়াব দেখানো ক্রি. আস্ফালন করা; দম্ভ প্রকাশ করা।

রোয়াবি বি. মস্তানি ('বেপাড়ায় ঢুকে কোনরকম রোয়াবি দেখানো ঠিক হবে না' : স.ম.)।

রোশনলাল বি. খুনি লোক।

রোশনাই বি. ফরসা মেয়ে।

রোস, রোসো ক্রি. থাম, সবুর কর।

র‍্যাঁদা ঘষা ক্রি. কাউকে সমঝে দেওয়া ('তুমি দেখছি বিয়ে করা ওয়াইফদের নাকে র‍্যাঁদা ঘষে দেবে' : প্রফুল্ল)।

র‍্যাজা বি. [ইং. Razor] ব্লেড।

র‍্যালা বি. দেমাক, ঠাট (ওর র‍্যালাখানা দেখলে?/কেমন র‍্যালা দেখিয়ে চলে গেল দেখলে?)।

র‍্যালা দেওয়া, র‍্যালা নেওয়া ক্রি. জাঁক দেখানো, জাঁক করা; ঠাটবাট দেখানো (বেশি র‍্যালা দিয়ো না তুমি, আমরাও কেউ কম যাই না)। তু. সর্থ. বাতেল্লা দেওয়া।

র‍্যাশান বি. [ইং. Ration] নিয়ন্ত্রণ।

লউনডি বি. তরুণী মেয়ে।

লকড়িবাজি বি. [<লেড়কি] ১. মেয়েদের পিছনে লাগা; ২. গণিকাগৃহে গমন।

লকলকানি বি. অতিরিক্ত লোভ; ভোগ্য বস্তু দেখলেই জিভে জল আসে এমন ভাব।

লক্কড় বিণ. ১. ফালতু; ২. উচ্ছিষ্টাবশিষ্ট; ৩. অতি নিম্নমানের ('...মোটা ধুতি আর একজোড়া লক্কড় মার্কা চটি কিনে নেবেন' : প্রফুল্ল)।

লক্কড় ছেলে বি. বাজে ছেলে।

লক্কা বিণ. স্ফীত; গর্বিত।

লক্কামার্কা দ্র. লক্কা পায়রা।

লক্কা পায়রা বি. উচ্ছৃঙ্খল যুবক ('লক্কা পায়রা। তিন পুরুষের ব্যবসার তলানি ওড়াচ্ছে' : সুচিত্রা)।

লঙ্কাপোড়া বি. বাঁদর (গালিবিশেষ)।

লক্ষ্মীট্যারা বিণ. ঈষৎ ট্যারা ('একটি মেয়ের নাম ছিল মল্লিকা, সে ছিল লক্ষ্মীট্যারা' : সুনীল)।

লগ দেওয়া ক্রি. প্রেম করা (তুই শুনলাম ইদানীং খুব লগ দিচ্ছিস?)।

লগন বি. সুসময়, উপযুক্ত সময় (অপরাধ জগৎ)।

লগবাজ বি. যারা মেয়েদের বিরক্ত করে।

লগি বি. অতি রোগা, আকৃতির সাদৃশ্যে।

লচক লচক বি. নারীর কোমর দুলিয়ে চলা।

লজঝড় বিণ. ভাঙাচোরা ['...নানা গলি ভাঙাচোরা লঝঝড় (লজঝড়) টাইপের অগুনতি বাড়ির ফাঁকে ফাঁকে চোরা বানের মতো ঢুকে গেছে' : প্রফুল্ল]।

লটকানি মাল বি. ১. গায়ে পড়া মেয়ে; ২. নিকৃষ্ট জিনিস; ৩. প্রেমে পড়া।

লটকানো ক্রি. ১. সম্বন্ধ স্থাপন (গুরু মেয়েটার সঙ্গে লটকেছে) ; ২. ক্লান্ত বা অলসভাবে শুয়ে বসে কাটানো।

লটঘটি বি. ১. ঝামেলা, ঝক্কি (তুমি একবার যাবে, আমি একবার যাব, সে বড় লটঘটি—আমরা বরং একসঙ্গেই যাব) ; ২. অবৈধ প্রণয়।

লটপট বি. সংস্রব, লটঘট।

লটপট করা ক্রি. শিথিলভাবে ঝোলা; লুটানো (তোমার ধুতির কোঁচাটা লটপট করছে যে)।

লটপটে বিণ. লটপট করে এমন।

লটবহর বি. সঙ্গে আনা নানাপ্রকার জিনিসপত্র, সঙ্গের মালপত্র।

লড্ডুম সার বিণ. নিঃসম্বল।

লড়বড়ি বিণ. জরাজীর্ণ; অকেজো।

লড়াকু বিণ. জঙ্গি, লড়াইপ্রবণ।

লড়ে যাওয়া ক্রি. আপ্রাণ চেষ্টা করা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ('টানা একবছর বৃষ্টিকে নিয়ে লড়ে গিয়েছিল বৃষ্টির মা বাবা' : সুচিত্রা)।

লদ্‌কা-লদ্‌কি বি. মাখামাখি ('একজন দাগীমালের সঙ্গে একজন সি. বি. আই. অফিসারের লদ্‌কা-লদ্‌কিতে ... অবাক হয়ে গেছে' : প্রফুল্ল)।

লপচপানি বি. ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ('অনেকেরই উল্লাস, ব্যাটা বাঙালী, খুব লপচপানি বেড়েছিল' : সঞ্জীব)।

লপঝপ বি. অতি উৎসাহ; বাড়াবাড়ি (আসল কাজের দেখা নেই, শুধু লপঝপ)।

লপলপানি বি. অহমিকা প্রকাশ।

লপেটা বি. বিণ. একপ্রকার হালকা নাগরা জুতো; (ব্যঙ্গে) অন্তঃসারশূন্য ও শৌখিন।

লবঙ্গলতিকে বি. অতি লজ্জাশীলা মহিলা।

লবজ বি. বাক্য, বুলি।

লবডঙ্কা বি. (ব্যঙ্গে) কিছু না, ফাঁকি, ঘোড়ার ডিম (সবাই খেয়ে চলে গেল, তুমি এখন পাবে লবডঙ্কা)।

লবেজান বিণ. ওষ্ঠাগত প্রাণ, মুমূর্ষু, মরমর ('বিবিজান চলে যান লবেজান করে' : ঈশ্বর)।

লবেজান করা ক্রি. হয়রান করা, নাজেহাল করা (ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাকে একেবারে লবেজান করে দিল)।

লম্পট বিণ. দুশ্চরিত্র, কামুক।

লম্বা-চৌড়া (চওড়া) দেওয়া ক্রি. বড় বড় কথা বলা ('এমন লম্বা চৌড়া কথা শুনিয়ে দেব যে উনি একেবারে তাক হয়ে যাবেন' : জ্যোতিরিন্দ্র)।

লম্বা দেওয়া ক্রি. পলায়ন করা।

লম্বা হওয়া ক্রি. ১. পলায়ন করা; ২. শুয়ে পড়া ('...ক্যাবলা বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ল' : নারায়ণ)।

লরা ক্রি. কোনও মেয়ের তাকানো (ছিপলি মাইরি কাল আমারে লরেছে)।

লা অ. স্ত্রীলোকের অবজ্ঞাসূচক সম্বোধন-শব্দ (তুই কাকে কী বললি লা?)।

লাই দেওয়া ক্রি. প্রশ্রয় দেওয়া ['বালক-কালাবধি বিশেষ নাই (লাই) পাইয়া থাকিবে' : টেকচাঁদ]।

লাইন বি. ১. যোগাযোগ ; ২ কর্ম, পেশা বা ব্যবসা; ৩. প্রেম ('আমরাও তোর লাইনেরই লোক' : প্রফুল্ল)।

লাইন করা ক্রি. ১. যোগাযোগ করে অনুকূল পথসন্ধান করা; ২. প্রেম করা ('...এদিকে তলায় তলায় জব্বর লাইন করে নিয়েছে' : স. ম.)।

লাইন মারা ক্রি. ১. লাইনে দাঁড়ানো; ২. প্রেম করা।

লাইনে আসা ক্রি. একই মতে বা পথে আসা।

লাইনের ছেলে বি. একালের চালু ছেলে, চটজলদি সব কিছু যে বুঝতে পারে।

লাইনের মাল বি. ১. একই পেশার বা মতের লোক ; ২ সহজলভ্য মেয়ে ('কিলা বলে ও নাকি লাইনের মাল' : স. ম.)।

লাকলাইন বি. [ইং. Luck Line] সৌভাগ্য, কপাল।

লাগলিক বি. অতিরিক্ত চালবাজি।

লাগাতার বিণ. একনাগাড়ে, একটানা, নিরবচ্ছিন্ন।

লাগানি বি. অসাক্ষাতে নিন্দা, চুকলি (লাগানি-ভাঙানি)।

লাচার বি. নিরুপায়।

লা জবাব বিণ. অসাধারণ, সুন্দর।

লাট খাওয়া ক্রি. উলটেপালটে পড়া।

লাট ভাঙা ক্রি. কাপড়ের পাট ভাঙা।

লাটাই গোটানো ক্রি. কারবার গুটিয়ে আনা।

লাটে ওঠা ক্রি. সংস্থা বন্ধ হয়ে যাওয়া ('তোমার ভাইয়ের জন্যই ব্যবসা লাটে উঠেছে' : সুচিত্রা)।

লাটের বাঁট বি. (ব্যঙ্গে) নবাবপুত্তুর (কে এমন লাটের বাঁট সে, যে তাকে সমীহ করে কথা বলতে হবে?)।

লাথখোর বি. সবার উপহাস বা উপেক্ষার যোগ্য, উচ্ছন্নপ্রাপ্ত যুবক।

লাপসি বি. জেলের অখাদ্য খাবার ('...জেলে গিয়ে যে পিওর লাপসি খেতে হবে না, তারও কোনও গ্যারান্টি নেই' : প্রফুল্ল)।

লাপেটা বি. বাবুগিরি।

লাফড়া, লাফরা বি. ১. ঝামেলা ; ২. দুশ্চিন্তা ('বেশি লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা মানে বাড়তি ঝঞ্ঝাট, একস্ট্রা লাফরা' : প্রফুল্ল)।

লাফাঙ্গা বি. কপর্দকশূন্য, উলঙ্গ ('ওরা তো লাফাঙ্গা। ... যাদের নেই বাটপাড়ের ভয়' : সমরেশ)।

লাভ কেস বি. (কারাকর্মী) নারীহরণ বা ধর্ষণ কেসের আসামি ('গঙ্গা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর দেয় — লাভ কেস' : জয়া)।

লায়েক বিণ. উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত ; ডেঁপো, ফাজিল ('আগে খুব লায়েক ছিল। ইদানীং নাকি সভ্যভব্য হয়েছে' : সত্যজিৎ)।

লারেলাপ্পা বি. এলোমেলো অর্থহীন চটুল গান।

লাল বি. পাকা সোনা (অলংকার নির্মাতা)।

লাল গজা বি. জিভ।

লালগির্জা বি. জেলখানা।

লালঘর বি. কলকাতার লালবাজারে পুলিশের হেড কোয়ার্টার।

লালচোর বি. পুলিশের চর।

লালজি বি. পুলিশ।

লাল ঝাণ্ডা বি. মেয়েদের মাসিক।

লালটু/লালটুস বিণ. আদরের ফলে পরিশ্রমবিমুখ ব্যক্তিত্বহীন ছেলে, গোলগাল ফরসা এবং আদুরে ; আদুরে চেহারার (বড়লোকের লালটুস ছেলে)।

লাল পানি বি. ১. রক্ত; ২. মদ।

লালপার্টি বি. কমিউনিস্ট পার্টি।

লাল বচন বি. অশ্লীল গালিগালাজ।

লালবাতি জ্বালা দ্র. লাটে ওঠা।

লালমুলো বি. সুদর্শন কিন্তু অপদার্থ (সাহেব না ছাই, আসলে একটি বিলিতি লালমুলো)।

লালামি বি. লাল রং, লাল পতাকা ইত্যাদি নিয়ে গদগদ ভাব (মাকু পার্টির লালামি দেখলে হাসি পায়)।

লালি বি. মাসিক স্রাব।

লালু দ্র. লালপার্টি ('আই বাপ গুরু তুমি লালু হয়ে গেলে' : স. ম.)।

লালুর খোচো বি. লালবাজারের পুলিশ (অপরাধ জগৎ)।

লাশ বি. শরীর, স্থূলবপু ('দেড় কুইন্টাল ওজনের ঐ অ্যাংলো ইন্ডিয়ান লাশ...' : প্রফুল্ল)।

লাস্তাখাস্তা বিণ. লণ্ডভণ্ড, এলোমেলো বা অবিন্যস্ত করা হয়েছে এমন (বইপত্র সব লাস্তাখাস্তা করে রাখল কে?)।

লিক বি. [ইং. Lick] ১. গোপন কথা প্রকাশ হয়ে যাওয়া ; ২. বায়ু নিঃসরণ; ৩. পেট খারাপ।

লিক্কি দিয়ে পোঁ, ল্যাটার অন চোঁ (উক্তি) সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যা।

লিটপিটে বিণ. দীর্ঘসূত্রী।

লিপ্পু বি. সিগারেট।

লিম্পু বি. প্রেম।

লিল হটানো ক্রি. প্রস্রাব করা (অপরাধ জগৎ)।

লুচ্চা, লোচ্চা বি. লম্পট ব্যক্তি, কামুক, নষ্ট চরিত্র, উচ্ছৃঙ্খল ('একেবারে হানড্রেড পারসেন্ট লুচ্চা...' : প্রফুল্ল)।

লুচ্চামি বি. লাম্পট্য।

লুজ ক্যারেকটার বিণ. [ইং. Loose Character] নষ্ট চরিত্র।

লুজ মোশন বি. পেট খারাপ হওয়া।

লুটেপুটে ক্রি.-বিণ. অনৈতিকভাবে গ্রহণ ও সম্ভোগের যথেচ্ছাচার ('লুটেপুটে খাওয়ার যুগ এসেছে' : সুনীল)।

লুম বি. [<মূল্য] দাম (বস্ত্র ব্যবসায়ী)।

লুম্পেন বি. লম্পট ('সম্প্রতি লুম্পেনে লুম্পেনে যে হানাহানি চলছে, তা... অতি সাধারণ পাড়াটে নোংরামি...' : অশোক)।

লু যাওয়া ক্রি. বাথরুম যাওয়া।

লুসি বি. অতি আধুনিকা।

লে ক্রি. নে, লও, ধর্।

লেওড়া বি. শিশ্ন; লিঙ্গ; পুরুষের জননেন্দ্রিয়।

লেংগি বি. ল্যাং মারা।

লেংচানো ক্রি. খোঁড়ানো।

লেংটা বিণ. নগ্ন ; উলঙ্গ।

লেকচার দেওয়া ক্রি. [ইং. Lecture] বড় বড় কথা বলা ('কি বিষয়ে তুমি লেকচার দিচ্ছ বাবা?' : জ্যোতিরিন্দ্র)।

লেগ নো মাদার বি. [Leg-পা, No-না, Mother-মা] পানামা সিগারেট।

লেঙ্গি বি. প্রতারণা, বঞ্চনা ; বিশ্বাসঘাতকতা (কী রে, বড়লোকের সঙ্গে ব্যবসা করতে গিয়ে লেঙ্গিটা কেমন খেলি?)।

লেঙ্গি মারা ক্রি. বেকায়দায় ফেলা, অন্যায়ভাবে বা বিশ্বাসঘাতকতা করে বেকায়দায় ফেলা; ঠকানো (যাকে বন্ধু বলে ভেবেছিলে সেই যে লেঙ্গি মারবে তা কি জানতে?)।

লেজুড় বি. ১. মূলের অতিরিক্ত অংশ, বাড়তি (প্রত্যেকটা প্রশ্নের সঙ্গে একটা করে লেজুড় জুড়ে দিয়েছে) ; ২. অপ্রয়োজনীয় বা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী বা অংশ (আমি কারও লেজুড় হয়ে ওখানে যেতে পারব না, গেলে নিজেই যাব)।

লেজে খেলানো ক্রি. প্রতিশ্রুতি বা আশ্বাস দেওয়ার পর অনর্থক ঘোরানো (লোকটা যে চাকরি দেবে বলে তোমাকে লেজে খেলাচ্ছে তাও বুঝতে পারছ না?)।

লেটকা-লেটকা বিণ. গা বমি-বমি (শরীরটা কেমন যেন লেটকা-লেটকা করছে)।

লেটা মারা, ল্যাটা মারা ক্রি. পাছা মাটিতে ঠেকিয়ে বসা।

লেটো বিণ. লম্পট।

লেদকা বিণ. নরম (লেদকা কাদা)।

লেদরপেদর, লেদুরপেদুর বিণ. অগোছালো।

লেদাড়ু, লেদাড়ে বিণ. অলস।

লেদার বি. নষ্ট চরিত্র নারী, গণিকা (সমাজবিরোধী)।

লেপটা-লেপটি বি. মাখামাখি; ফষ্টিনষ্টি ('অন্নবালার সঙ্গে অত্যধিক লেপটা-লেপটি করা' : মহাশ্বেতা)।

লে পাগলি খির্ খা (উক্তি) যাব্বাবা, লে হালুয়া অর্থে।

লে রাজা দ্র. লে হালুয়া।

লেলাখেপা বিণ. পাগলা ধরনের।

লে হালুয়া (উক্তি) যাব্বাবা।

লো অ. স্ত্রীলোকের সম্বোধন।

লোকাল বিণ. সাধারণ মানের, অপকৃষ্ট (লোকাল চা)।

লোচ্চামি বি. নষ্টামি ('লোচ্চামি কি বলছেন! কাপ্তেনবাবুর পালা দেখতে ছোটলাটের কি বলে...' : উৎপল)। তু. লুচ্চামি।

লোফার বি. [ইং. Loafer] বাজে নিষ্কর্মা লোক।

লোম বি. যৌনকেশ (তুমি আমার লোম ছিঁড়বে)। তু. সর্থ. বাল।

লোল বিণ. ঢিলা, শিথিল।

ল্যাওড়া দ্র. লেওড়া।

ল্যাং দ্র. লেংগি।

ল্যাং-চোরা বি. বিণ. লুকিয়ে চুরিয়ে নাং করে এমন; অসতী।

ল্যাংড়া বিণ. খোঁড়া ('ল্যাংড়া লোকের ঠ্যাং গজাবে সন্দেহ নাই তায়' : সুকুমার)।

ল্যাংবোট বি. সব সময় কারও পিছন পিছন চলে এমন লোক, কারও সঙ্গে সঙ্গে যায় এমন লোক (যথেষ্ট বড় হয়েছি, এখন আমি কারও ল্যাংবোট না হয়ে একাই চলতে চাই)।

ল্যাং মারা ক্রি. ক্ষতিসাধন করা ('ওয়ার্ল্ডটা বড় নিষ্ঠুর, সব সময় ল্যাং মারামারি' : সুচিত্রা)।

ল্যাং ল্যাং অ. হ্যাংলামো, পশ্চাদানুসরণ, ব্যঙ্গার্থে ('যেই আপনাকে পাশাখেলায় ডাকল, আপনি অমনি ল্যাং ল্যাং করে চলে এলেন' : সঞ্জীব)।

ল্যাকরা বি. ইয়ারকি ঠাট্টা (বালক-বালিকায়)।

ল্যাগব্যাগ বি. বিণ. ভারসাম্যহীন ('ধমকালে ল্যাগব্যাগ চমকিয়ে পড়ে যায়' : সুকুমার)।

ল্যাগব্যাগ সিং বি. রোগা ও অকর্মণ্য ব্যক্তি ('গায়ের আর একটু তাগৎ আনো, বুঝলে? একেবারে ল্যাগব্যাগ সিং' : উৎপল)।

ল্যাচল্যাচে/ল্যাদল্যাদে বিণ. নরম নরম।

ল্যাজ গুটনো ক্রি. ভয় পেয়ে আত্মসংবরণ করা (পুলিশ দেখে বদমাশরা ল্যাজ গুটিয়েছে)।

ল্যাজনাড়া ক্রি. বিজ্ঞতা দেখানো ['...পড়িয়া লেজ (ল্যাজ) নাড়িতেছেন' : বিদ্যা]।

ল্যাজে খেলানো দ্র. লেজে খেলানো।

ল্যাটা বিণ. স্বভাবত বাঁ হাতে যে সব কাজ করে।

ল্যাটামাছ বি. পিস্তল।

ল্যাটারন বি. [ইং. Latrine] প্রস্রাবাগার।

ল্যাঠা বি. ঝামেলা ('কথাটা মন্দ নয়, কিন্তু বড়ো ল্যাঠা' : রবীন্দ্র)।

ল্যাদকা বিণ. অলস, অকর্মণ্য।

ল্যাদাডুস/ল্যাদারু বিণ. ক্যাবলা, নির্বোধ, অলস ('ফোলা ফোলা মুখ আদুরে গলায় বললেন, একেবারে ল্যাদাডুস' : সঞ্জীব)।

ল্যান্ডা বি. যৌনসঙ্গী হিসাবে ব্যবহৃত বালক (কারাগার)।

ল্যাবা বিণ. বোকা।

শ-কার ব-কার বি. শ-কারান্ত ব-কারান্ত গালি ('এক ভশ্চায, তিনি শ-কার ব-কার ছাড়া কথা কইতে পারতেন না' : মুজতবা)।

শ-কার ব-কার করা ক্রি. অশ্লীল গাল দেওয়া (লোকটা এত শ-কার ব-কার করে যে ওর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না)।

শতেকখাকী বি. বিণ. যে নারী শত বা বহুজনের মাথা খেয়েছে অর্থাৎ মৃত্যু দেখেছে।

শতেকখোয়ারী বিণ. যার অদৃষ্টে অনেক খোয়ার অর্থাৎ দুর্দশা আছে।

শয্যাগুরু বি. স্ত্রী।

শশীকলা বি. সুশ্রী, তন্বী এবং ঈষৎ ঢঙি যুবতী।

শাউড়ি বি. শাশুড়ি।

শাঁকচুন্নি, শাঁখচূর্ণি বি. [< শঙ্খচূর্ণী] সধবা অবস্থায় যে মারা যায় তার প্রেতাত্মা ; শুকনো কুশ্রী মেয়ে।

শাঁকালু বের করা, শাঁকালুর দোকান দেওয়া ক্রি. দাঁত বের করে হাসা ('দুজনে মিলে...হাসছে, যেন...শাঁকালুর দোকান খুলে বসেছে' : নারায়ণ)।

শাঁসালো বিণ. অর্থবান ('বন্ধুর চোখে পত্নী হিসেবে নিজে বেশ শাঁসালো' : সুনীল)।

শাঁসেজলে বিণ. পাকা পুরুষ্টু।

শানসা, শাহেনশা বিণ. তুখোড়, ধড়িবাজ (ওটি একটি শাহেনশা পার্টি)।

শালগ্রাম বি. নিরুত্তাপ নির্বিকার ব্যক্তি।

শাল দেওয়া দ্র. বাঁশ দেওয়া।

শালা বি. বহু ব্যবহৃত গালি, শ্যালক সম্বন্ধ ('মার শালাকে, জান নিকলে দে' : গৌর)।

শালার পো বি. গালিবিশেষ।

শালী বি. ১. স্ত্রীর বোন ('বাপের বেটি মুড়কি পায় না শালীর মোণ্ডা রোজ...' : রূপচাঁদ); ২. গালিবিশেষ (শালী মহা কুটকচালে)।

শিকঝালি বি. এক টাকা (জুয়াড়ি)।

শিকনি বি. সর্দি, নাকের পোঁটা।

শিঙে ফোঁকা ক্রি. মারা যাওয়া ('কত্তা আজ বাদে কাল শিঙে ফুঁকবেন, তবু রসিকতাটুকু ছাড়েন না' : মধু)।

শিটি বি. শিস (স্থলবিশেষে শিটি দেওয়া, যৌন রসিকতা ও বিদ্রূপ বলে গণ্য হয়)।

শুঁটকি বি. বিণ. শুষ্ক লাবণ্যহীন শীর্ণ চেহারার নারী।

শুঁটকো বিণ. রোগা পাকানো চেহারার পুরুষ ('ছেলেবেলাতে নাকি খুব শুটকো ছিল' : সমরেশ)।

শুঁড়ি বি. মদবিক্রেতা।

শুঁড়িখানা বি. মদের দোকান।

শুকসারি বি. প্রেমিক-প্রেমিকা।

শুখা বিণ. ১. শুকনো, নীরস; কেবল মাত্র (শুখা মাস-মাইনের চাকরি করব না); ২. লৌকিকতা বা উপহার ছাড়া (বিয়েতে এল, খেল, শুখা আশীর্বাদ দিয়ে চলে গেল)।

শুচিবাই বি. শুচিতা রক্ষার বাতিক; শুদ্ধাশুদ্ধি সম্পর্কে বাতিকগ্রস্ত (মহিলাটির বড় শুচিবাই)। তু. ছুঁচিবাই।

শুড্ডা বি. [< শীর্ণ + বুড্ঢা] বৃদ্ধ ('স্ত্রীলোকটি অন্ধকার থেকে বোতল আনছিল আর শুড্ডাটা টাকা নিয়ে যাচ্ছিল' : স. ম.)।

শুব বি. প্রতি ভরিতে ৮/১০ আনা খাদবিশিষ্ট রুপো (অলংকারনির্মাতা)।

শুভ্রা দ্র. শুব।

শুয়ার বি. দুষ্ট।

শুয়োর বি. ভাল কিছুর প্রতি উচ্ছ্বাসের মন্তব্য (আরে শুয়োর, কী ড্রেস দিয়েছে দেখ)।

শুয়োরের গোঁ বি. ভয়ানক রোখ বা জিদ, প্রচণ্ড, গোঁয়ারতুমি (ও শালার শুয়োরের গোঁ ছাড়াতে হবে)।

শুয়োরের বাচ্চা বি. হীন জন্মসম্বন্ধবাচক গালি ('শুয়োরের বাচ্চারা, ফের যদি ঘ্যান ঘ্যান করিস কষে লাথি মারব!' : তপো)।

শুলপো বি. বিড়ি।

শেদে যাওয়া বিণ. শাদা হয়ে যাওয়া ('মেমসাবেরা শেদে যাওয়া চুলে কালো রঙ মেখে...খাই খাই করে বেড়াচ্ছে' : সমরেশ)।

শের বি. ১. মস্তানদের নায়ক; ২. ক্ষমতাবান।

শেষন কার্ড বি. টি. এন. শেষন প্রবর্তিত নির্বাচকের পরিচয়পত্র।

শোওয়া ক্রি. সঙ্গমার্থে শয়ন করা (ও মেয়েটা কত লোকের সঙ্গে যে শুয়েছে তার ঠিক নেই)।

শোচানো ক্রি. বাহ্যপ্রস্রাবের পর জলশৌচ করা (সাহেবরা হেগে শোচায় না)।

শোর বি. উচ্চধ্বনি, চিৎকার।

শোরগোল বি. চেঁচামেচি, কোলাহল।

শ্বশুরবাড়ি বি. হাজত, জেলখানা।

শ্রীঘর বি. জেলখানা।

শ্রীদেবী বি. ১. সুন্দরী; ২. সীমান্ত চোরা-চালানের বিশেষ ধরনের পোশাকের প্যাকেট (সীমান্ত চোরাকারবারি)।

ষড়ানন বি. রিভলবার (একটি ষড়াননের জন্যে ফকিরসাহেবকে বলবার আমার কী দরকার ছিল : দাদা)।

ষণ্ডা বি. ষাঁড়ের মত বলিষ্ঠ ও একগুঁয়ে (ষণ্ডা গুণ্ডায় দেশ ছেয়ে গেছে)।

ষণ্ডামার্কা বিণ. গুণ্ডাপ্রকৃতির শক্তিমান ব্যক্তি ('এমন ষণ্ডামার্কা লোক দেখিনি মশাই' : সত্যজিৎ)।

ষষ্ঠীপুজো বি. উপযুক্ত শাস্তি, চরম প্রতিশোধ (ধরি একদিন, ওর বাপের ষষ্ঠীপুজো করে তবে ছাড়ব)।

ষাঁড় বি. অত্যন্ত কামুক পুরুষ ('মিঃ চ্যাটার্জি একটি বুড়ো ষাঁড়, বক্‌না দেখলেই খ্যাপে, অথচ শরীর অচল' : সমরেশ)।

ষাঁড়ের গোঁ বি. প্রবল জেদ (ওর ওই ষাঁড়ের গোঁ কি সহজে ছাড়বে?)। তু. সর্থ. শুয়োরের গোঁ।

ষাঁড়ের গোবর বি. অত্যন্ত অকর্মণ্য বা অপদার্থ লোক ('ছেলেগুলো সব ষাঁড়ের গোবর, পড়ে পড়ে মার খায়' : সুভাষ)।



'পাগলা ষাঁড়ে করলে তাড়া ...'

সংগম বি. মিলন, যৌনমিলন, সহবাস, সম্ভোগ।

সং বং বি. ফাঁকি দেবার চেষ্টা, তালি-বালি।

সঙ বি. অদ্ভুত পোশাকধারী এবং হাস্যকৌতুককারী অভিনেতা (যাত্রার সঙ/ সঙ সাজা)।

সজনী ঝাড় দেওয়া ক্রি. দারুণ প্রহার করা।

সটকান দেওয়া, সটকে পড়া ক্রি. পালিয়ে যাওয়া (বেগতিক দেখেই লোকটা সটকে পড়ল/লোকটা সেই যে সটকান দিল, আর এমুখো হয়নি)।

সটকানো ক্রি. সট করে সরে পড়া, হঠাৎ পলায়ন করা, চুরি করা, গোপনে সরিয়ে রাখা (অনেক টাকা সটকিয়েছে)।

সটাসট ক্রি. চুরি করা।

সড়কি বি. বল্লমজাতীয় একপ্রকার অস্ত্র।

সড়গড় বিণ. ১. অভ্যস্ত (হাত সড়গড় হয়েছে) ; ২. মুখস্থ ভালভাবে রপ্ত (পড়া সড়গড় হয়েছে)।

সড়াক, সড়াৎ অ. চকিতে দ্রুত প্রবেশ বা গমন (সড়াক করে ঢুকে পড়ল)।

সতাত বিণ. বৈমাত্রেয়।

সতী বি. ব্যঙ্গার্থে ভ্রষ্টচরিত্র মহিলা (উনি কত সতী সে আমাদের জানতে বাকি নেই)।

সতীন বি. স্বামীর অন্য স্ত্রী।

সতীন পো বি. সপত্নী পুত্র, সতীনের গর্ভজাত পুত্র।

সতীপনা বি. বাড়াবাড়ি রকম সতীত্ব প্রদর্শনের ভাব।

সতেল পো দ্র. সতীন পো।

সপাসপ অ. ঈষৎ তরল বস্তু দ্রুত ও বারবার খাওয়ার শব্দসূচক অনুকার (সপাসপ দই খেতে লাগল); বেত ইত্যাদি বার বার মারার শব্দসূচক অনুকার (সপাসপ বেত চালালো)।

সফরিবাবু বি. যে ব্যক্তি প্রায়শই ভ্রমণ করেন।

সমন্দির পুত,-পো বি. (গালিবিশেষ) শালার ব্যাটা।

সয়াসেরি বি. পাঁচ টাকা (জুয়াড়ি)।

সরগরম বিণ. উৎসাহে চঞ্চল ও মুখর (পাড়া সরগরম / বাজার সরগরম); জমজমাট (আসর সরগরম)।

সরফরাজ বি. বিণ. 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' গোছের লোক।

সরফরাজি বি. মাতব্বরি, মোড়লি (গায়ে পড়ে সরফরাজি করতে যেয়ো না, কেউ তা পছন্দ করে না)।

সরবত বি. ১. মদ; ২. ঠাণ্ডা চা।

সরেস বিণ. ভাল।

সর্দারি বি. সর্দারের কাজ বা পদ, (ব্যঙ্গে) মোড়লি, নেতাগিরি, বাহাদুরি।

সলিড বিণ. [ইং. Solid] পরিষ্কার, উঁচু মানের (সলিড তিন গোল দিল)।

সাইজ করা ক্রি. [ইং. Size] বশে আনা; অবনত করা (পুলিশ কিছুতেই লোকটাকে সাইজ করতে পারছিল না)।

সাইফার বি. [ইং. Cipher] নিরুত্তাপ, উদ্যমহীন।

সাউখুরি বি. মাতব্বরি ('বাদশা এই বোলে সাউখুরি কল্লেন' : কেদার)।

সাং বিণ. একটি (বস্ত্র ব্যবসায়ী)।

সাঁই বি. স্বামী।

সাঁট বি. সমঝোতা, যোগাযোগ (ওদের নিজেদের মধ্যে নিশ্চয়ই সাঁট আছে)।

সাঁটানো ক্রি. তৃপ্তি ভরে খাওয়া ('পরদিন ওরা সবাই প্রেমসে মাংস-পোলাও সাঁটাবে আর আমার বরাতে কেবল বার্লির জল' : নারায়ণ)।

সাঁটিয়ে মারা দ্র. সাঁটানো।

সাঙাত বি. সহচরী, চ্যালা বন্ধু ('মেয়েটারও অনেক প্রেমিক আছে এবং তারা কেউ চাকর নয়, ভদ্দরলোকেরাই তার সাঙাত' : সমরেশ)।

সাজো বিণ. টাটকা (জিরেন কাটের সাজো খেজুর রস)।

সাট বি. সঙ্কেত; গোপন পরামর্শ।

সাতজন্মে ক্রি.-বিণ. কোনওকালে নয় ('আমরা কী সাতজন্মে সে বাড়িতে যাই?' : সুনীল)।

সাতপাকের সম্বন্ধ বি. স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক (হিন্দুর সাতপাকের সম্বন্ধ সহজে ছিন্ন হবার নয়)।

সাদা, সাদা কাঠি বি. সিগারেট, বর্ণসাদৃশ্যে।

সাদাজল বি. সোডা জল।

সাদামাটা বিণ. বৈচিত্র্যহীন; অতি সাধারণ।

সানকি বিণ. [ইং. Sinic] স্থূলবুদ্ধি, কাণ্ডজ্ঞানহীন (গ্রাম্য)।

সাপটা বিণ. এক ধরনের; সকলের জন্য; ভালমন্দ বাছাবাছি না করে সব একসঙ্গে (সাপটা কেনা/সাপটা দর)।

সাপটাবাজ বিণ. ১. গব্বাবাজ; ২. জুয়াচোর।

সাপেটমাল বি. উৎকৃষ্ট বস্তু (অপরাধ জগৎ)।

সাফ বিণ. পরিষ্কার; সম্পূর্ণ।

সাবড়ে ফেলা ক্রি. শেষ করা।

সাবলাইম খচ্চর বি. বাইরে অত্যন্ত ভদ্র, মার্জিত, কিন্তু ভিতরে প্যাঁচালো, ধুরন্ধর, অপকর্মনিপুণ এমন ব্যক্তি (কথায় ভিজিয়ে দিয়েছে তোকে, ও একটা সাবলাইম খচ্চর, কাজের কাজ কিস্‌সু করবে না)।

সাবাড় বিণ. সম্পূর্ণ আত্মসাৎ ('...গিন্নীই গয়না গড়িয়ে অর্ধেক সাবাড় করবেন' : পরশুরাম)।

সামাবাজ বি. গাড়ি চোর।

সায়েস্তা খাঁ বি. যে কলে সায়েস্তা করে বা শাস্তি দেয় ('সংসারে কাজ ত সায়েস্তা খাঁদের নয়, তাঁদের সেরেফ্ শাসন' : দাদা)।

সালফার বি. [ইং. Sulphur] ভণ্ড দার্শনিক (হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক)।

সি. এম. ডি. এ (উক্তি) [Calcutta Metropolitan Development Authority.] কেটে মাটি ঢাল এখানে।

সি. এম. পি. ও (উক্তি) [Calcutta Metropolitan Planning Organisation.] কেটে মাটি ফেল ওখানে।

সিঁটকানো ক্রি. বিকৃত করা ('মুখ সিঁটকে চলিয়া গেল' : ত্রৈলোক্য)।

সিঁদেল, সিঁধেল বিণ. যে সিঁদ কেটে চুরি করে।

সিক্‌নি বি. নাকের সর্দি ('সাহেবের সিক্‌নি না মেশালে সে জিনিসের তার হয় না' : সুনীল)।

সিগারেট বি. পুলিশ সার্জেন্ট।

সি. জি বি. [ইং. Centre of Gravity] তছনছ।

সিড়িঙ্গে বিণ. লম্বা ও রোগাটে ('একটা সিড়িঙ্গে...লোক সট করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল...' : প্রফুল্ল)।

সিন নেই (উক্তি) ব্যাপার নেই, দেখা নেই (আকাশ মেঘে ছেয়ে আছে, দারুণ গুমোট; কিন্তু বৃষ্টির কোনও সিন নেই)।

সিন্ডিকেট বি. [ইং. Syndicate] ১. বয়স্কদের আড্ডা; ২. চারাকারবারিদের সংস্থা (চোরাকারবারি)।

সিপাহী বি. রোগা।

সি. বি বি. [ইং. C. B.] ছোটো বাইরে; প্রস্রাব করতে যাওয়া।

সিয়ানা দ্র. সেয়ানা।

সুড্ডা দ্র. শুড্ডা।

সুড়সুড় অ. অনুগত প্রায় ('ফিল্মের ভিলেন অমরকুমার সুড়সুড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন' : সত্যজিৎ)।

সুতো শেষ (উক্তি) মুরোদ ফুরিয়ে যাওয়া (কী রে, খুব তো আস্ফালন করছিলি, এরই মধ্যে সুতো শেষ?)।

সুনীতি চাটুজ্যে বি. বাংলা ভাষায় জ্ঞানী (ব্যঙ্গার্থে)।

সু-প্রাকটিস্ বি. জুতো মারা ('সাহেব চোটে লাল হয়ে বাবুকে প্রাকটিক্যালি সু-প্রাকটিস্ শেখান' : কেদার)।

সুমান্ বি. অসমান, বাঁকা গাঁথনি (রাজমিস্ত্রি)।

সুরধুনী বি. নাকে কাঁদা মেয়ে।

সেঁকে দেওয়া ক্রি. সমুচিত শাস্তি দেওয়া।

সেঁদুনো ক্রি. ঢোকা; প্রবেশ করা।

সে গুড়ে বালি (উক্তি) আশা ব্যর্থ, অনর্থক আশা (তুমি কি ভাবছ চাইলেই ছুটি পাবে? তোমার সে গুড়ে বালি)।

সেটে যাওয়া ক্রি. গিয়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়ানো।

সেনচুরি আপ (উক্তি) বহু নারীর সঙ্গে প্রেম।

সেনটু বি. [ইং. Sentimental] সংবেদনশীলতা।

সেবাদাসী বি. রক্ষিতা ('বিধবা রমণী গুণমণি শিরোমণি মহাশয়ের প্রকৃত সেবাদাসী হইয়া পড়িলেন' : বিদ্যা)।

সেয়ানা বিণ. চালাক ('কণাদ সাগ্নিকরাও যথেষ্ট সেয়ানা, সহজে মুখ খুলতে চায় না' : সুচিত্রা)।

সেরেফ বিণ. কেবল; শুধু।

সেলাই চিট্রা বি. দশ টাকা।

সোনার বাংলা বি. বাংলা মদ ('এক বোতল সোনার বাংলা গলায় না ঢালা পর্যন্ত সে আর কিছু ভাবতে পারছে না' : প্রফুল্ল)।

সোমত্ত বিণ. যৌবনপ্রাপ্তা (ঘরে বিবাহযোগ্যা সোমত্ত মেয়ে)।

সোয়ং বিণ. দুইটি (বস্ত্র ব্যবসায়ী)।

সোয়ামি বি. স্বামী (তোর সোয়ামি তোকে কেমন বাসে লো?)।

সোয়ারি বি. আরোহী।

সোলার মামণি বি. সৌরশক্তি চালিত পাখা লাগানো টুপি পরিহিতা অভিজাত নারী (ক্রিকেট দর্শক)।

স্কুটার স্ট্যান্ড বি. নিতম্ববতী মহিলা, সাদৃশ্যসূত্রে।

স্ক্রু-ঢিলা বিণ. (ব্যঙ্গে) ছিটগ্রস্ত।

স্টেশনে টিকিট কাটা ক্রি. মারা যাওয়া।

স্ট্রোক হওয়া ক্রি. প্রেমে পড়া।

স্নানযাত্রা বি. মদ্যপান ('আর একবার স্নানযাত্রা কত্তে হবে' : দীনবন্ধু)।

স্পট বি. টাকা (অপরাধ জগৎ)।

স্যাঁক খাওয়া ক্রি. সমুচিত শাস্তি পাওয়া।

স্যাঁক দেওয়া দ্র. সেঁকে দেওয়া।

স্যাটি বি. [ইং. Satisfaction] সন্তুষ্টি (এই সব ছবি দেখে স্যাটি নেই)।

স্যাম্পেল বি. [ইং. Sample] জিনিস ('বাকিগুলো সব আরও স্যাম্পেল' : সুচিত্রা)। দ্র. চিজ।

স্যারের চোতা বি. প্রাইভেট টিউটরের দেওয়া নোটস্।



হক্কের কড়ি বি. ঘুষের পয়সা (পুলিশকর্মী)।

হচপচি বি. গণ্ডগোল পাকানো, জটিল অবস্থা।

হটকানো ক্রি. বাধা সৃষ্টি করতে না পারা (ঠেক ছিলো না হট্‌কে গ্যালো—সাথী না থাকায় বাধা দেওয়া গেল না)।

হট্টমেলা বি. বিশৃঙ্খল অবস্থা ('এক বেঞ্চে পাঁচজন করে...তাতেই ঘরের চেহারা হট্টমেলা' : সুচিত্রা)।

হড়কা ক্রি. -বিণ. হঠাৎ (হড়কা টান)।

হড়কানো ক্রি. ১. হঠাৎ পিছলে পড়ে যাওয়া, ভ্রষ্ট হওয়া; ২. মারা যাওয়া (তোর দাদু তাহলে অ্যাদ্দিনে হড়কাল?)।

হড়কে যাওয়া ক্রি. ১. চারিত্রিক পদস্খলন; ২. পলায়ন করা ('...অ্যাড্রেস জানিয়ে দুই হারামি হড়কে যাবে এটা ভাবাই যায় না' : প্রফুল্ল)।

হড়বড় বি. ব্যস্ততার ভাব (তুই বড্ড হড়বড় করিস)।

হড়হড়ে বিণ. পিছল ('পুণ্যকর্মে হড়হড়ে হয়ে থাকতে হবে' : সঞ্জীব)।

হতচ্ছেদ্দা বি. অশ্রদ্ধা।

হতভম্ব বিণ. হতবুদ্ধি, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

হদ্দমুদ্দ অ. চূড়ান্ত ('শিক্ষার একেবারে হদ্দমুদ্দ' : রবীন্দ্র)।

হনুকরণ বি. কাঁচা বা ব্যর্থ অনুকরণ ('তাই রবীন্দ্রনাথ বা বঙ্কিমের অনুকরণ সহজেই হনুকরণ হয়ে যেতে পারে' : মুজতবা)।

হনুমানজি বি. বিকৃত যৌন মানুষ।

হন্টন বি. হাঁটা ('আমরা যদি তাদের হন্টন কষ্ট লাঘব করি...' : শিবরাম)।

হন্তদন্ত অ. ব্যস্তভাব ('...হঠাৎ দেখি রাধা-বিনোদবাবু...বালির উপর দিয়ে হন্তদন্ত আমাদের বারান্দার দিকে এগিয়ে আসছেন' : সত্যজিৎ)।

হন্নে বিণ. ক্ষিপ্ত।

হপ্তা বি. ১. সাপ্তাহিক মাহিনা ; ২. সাপ্তাহিক ঘুষ (অপরাধ জগৎ)।

হম্বিতম্বি বি. চিৎকার, হাঁকাহাঁকি; আস্ফালন।

হরিণঘাটা বি. যুবতী, হরিণঘাটার মত দুধ পাওয়া যায় যুবতীর স্তনেও, এই সাদৃশ্যে স্ল্যাংটি নির্মিত।

হরিণবাড়ি বি. [< হয়রানবাড়ি] জেলখানা ['শ্রীঘর বাঙ্গালীর পক্ষে তো সেই হরিংবাড়ী (হরিণবাড়ি)' : কেদার]।

হরিদাস পাল বি. নগণ্য ব্যক্তি ('তুই কোথাকার কোন্ হরিদাস পাল...ফুটুনি মারিস' : সুচিত্রা)।

হরিবাসর, হরিমটর বি. উপবাস (এখনও রান্না চড়াওনি যে? আজ হরিমটর নাকি?)।

হরির খুড়ো বি. যার সঙ্গে তেমন নিকট কোনও আত্মীয়তা নেই (ভারি তো আমার হরির খুড়ো, তার জন্যে আবার এত মাথাব্যথা)।

হরেকরকম্বা অ. এলোমেলো; বিশৃঙ্খলা।

হলদে সুতো বেরনো ক্রি. কাপড়ে হেগে ফেলার মত অবস্থা হওয়া; চরম দুর্গতি (অলিম্পিকে আমাদের অ্যাথলেটদের হলদে সুতো বেরয়)।

হল্লা বি. ১. গোলমাল, চেঁচামেচি, হইচই; ২. ফুটপাত আশ্রয়ী হকারদের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান।

হল্লাগাড়ি বি. হকার হঠাতে-আসা পুলিশের গাড়ি।

হল্লাপার্টি বি. ১. হইহই করে কথা বলা ব্যক্তি ; ২. অভিযানকারী পুলিশ (অপরাধ জগৎ)।

হাইজ্যাক বি. ১. প্রেমসূত্রে কোনও মেয়েকে নিয়ে কোনও ছেলের পালানো; ২. কোনও মেয়েকে দুষ্কৃতীদের উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া।

হাইহিল বি. উন্নতবক্ষা নারী।

হাউচাউ বি. কাতরোক্তিপূর্ণ গোলমাল, চেঁচামেচি, গণ্ডগোল (লোকগুলো হাউচাউ করতে লাগল)।

হাউড়ে বিণ. খাবার জন্য অতিশয় লোলুপ; ছোঁচা, হ্যাংলা।

হাউমাউ বি. কান্নার সঙ্গে দুর্বোধ্য শব্দ উচ্চারণ (হাউমাউ করা)।

হাউস বি. সাধ, শখ (পূর্ববঙ্গে)।

হাওয়া দেওয়া ক্রি. পালানো; কেটে পড়া; সরে পড়া।

হাওয়ালা বি. বড় ধরনের জালিয়াতি, জোচ্চুরি।

হাঁকড়ানো ক্রি. ১. সজোরে ব্যাট চালানো (ক্রিকেট দর্শক); ২. চিৎকার করা।

হাঁকানো ক্রি. ১. চালানো বা বানানো; ২. বিতাড়িত করা ('তিনদিনের ভেতর দশখানা বাড়ি হাঁকিয়ে দেবে' : মুজতবা)।

হাঁকুপাঁকু বি. ব্যাকুলতা।

হাঁড়িখাকি, হাঁড়িখেকো বি. বিণ. গালিবিশেষ।

হাঁড়িচাঁচা বি. কর্কশকণ্ঠ ('শালী আমার সঙ্গে কথা কইলে, যেন হাঁড়িচাঁচা ডাকতে লাগলো...' : দীনবন্ধু)।

হাঁড়ি শিকেয় ওঠা ক্রি. উপবাস থাকার মতন অবস্থায় পড়া, দুরবস্থায় পড়া।

হাঁদাপেটা বিণ. বিপুলোদর; পেটুক।

হাঁদারাম বিণ. বোকা।

হাঁসফাঁস অ. শ্বাসকষ্টসূচক অনুকার (গরমে হাঁসফাঁস করা)।

হাকাই বি. অন্যায় চাহিদা, অযৌক্তিক দাবি।

হাগা ক্রি. মলত্যাগ করা ('কমোডে হাগেন' : হুতোম)।

হাঙ্গামা বি. ১. ঝঞ্ঝাট, ফেসাদ, বিপদ, গোলমাল, ঝগড়াবিবাদ, সমস্যা; ২. বড় ধরনের আয়োজন (বোম্বাই চলচ্চিত্র শিল্পী সমন্বয়ে নৃত্যগীত হাঙ্গামা/শারদীয় বস্ত্র হাঙ্গামা)। দ্র. ধামাকা।

হাজামাজা বিণ. খারাপ, বাসি, খেলো (হাটে হাজামাজা জিনিস সস্তা হয়)।

হাড়গিলে বি. কুৎসিত মরাখেকো চেহারা ('...রূপ একেবারে উথলে উঠবে। দেখাবে যেন হাড়গিলেটি' : পরশুরাম)।

হাড়জ্বালানো ক্রি. বিরক্তি উৎপাদন করা ('নির্মল বিজয়ের হাড় জ্বালাচ্ছে' : সুনীল)।

হাড়বজ্জাত বিণ. অতি বদমাশ ('এখানে আসা অবধিই দেখছি হাড়বজ্জাত বাঁদরগুলো পেছনে লেগেছে আমাদের' : নারায়ণ)।

হাড়হদ্দ বিণ. ভেতরের সমস্ত ব্যাপার (ওদের হাড়হদ্দ জানি)।

হাড়হাবাতে, হাড়হাভাতে বিণ. সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব ও লক্ষ্মীছাড়া

('গেরস্তগোচ হাড়হাবাতেরা সৌখীন দোহারের দলে মিশলেন' : হুতোম)।

হাড়িটোংরা, হাড়িটোঙ্না বি. বিণ. যে খেয়ে নিন্দা করে।

হাতটান বি. চুরির অভ্যাস (ওকে ঘরে ঢুকতে দিও না, ওর বড় হাতটান)।

হাততোলা বি. অনুগ্রহের দান (বিধবাটিকে পরের হাততোলায় থাকতে হয়)।

হাত নোট ক্রি. আত্মসাৎ করা।

হাত মারা ক্রি. হস্তমৈথুন করা।

হাতরুটি বি. হাতবোমা।

হাতসাফাই বি. হাতের কৌশল, ভেলকি।

হাতানো, হাতিয়ে নেওয়া ক্রি. বলে বা না বলে আত্মসাৎ করা (কেমন আমার দামী বইটা হাতাল)।

হাতি-ঘোড়া বি. মহার্ঘ বা গুরুত্বপূর্ণ কিছু ('কি এমন হাতি-ঘোড়া ব্যাপার' : সঞ্জীব)।

হাতুয়া বিণ. স্ত্রীর আগের স্বামীর ঔরসজাত (গোলা ওর মার হাতুয়া বেটা)।

হাতে হ্যারিকেন (উক্তি) পথে বসা ('সারা মাসের রসদ। হারালেই হাতে হ্যারিকেন' : সঞ্জীব)।

হাত্তা ক্রি. বি. ১. না কাটা ঘুড়ির সুতো হাত বাড়িয়ে ধরা; ২. হস্তপ্রসারণ ('বৌদিরা যতই হ্যাঁচকা মারুক...ঠাকুরপোদের হাত্তা সব অন্য দিকে' : সমরেশ)।

হাপিত্যেশ করা ক্রি. গভীরভাবে ও দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রত্যাশা করা (ও আসবে বলে কখন থেকে হাপিত্যেশ করে রয়েছি)।

হাপিস বি. লোপাট ('দেখুন কীভাবে ওগুলো হাপিস হয়ে যায়' : প্রফুল্ল)।

হাপিস করা ক্রি. ১. অদৃশ্য করা ; হাতসাফাই করে চুরি করা (টেবিলের ওপর যে কলমটা ছিল সেটা কে হাপিস করল?); ২. শেষ করা (পাঁচ মিনিটের মধ্যে এতগুলো লুচি বেমালুম হাপিস করে দিলে?)।

হাপু বি. [ইং. Hopeless] ১. হাহুতাশ; ২. যে ছেলে হাফপ্যান্ট পরে।

হাপু গাওয়া ক্রি. নাকে কাঁদা (গ্রাম্য)।

হাপু গোনা ক্রি. নৈরাশ্যে হাহুতাশ করা (কী আর করব? বসে বসে হাপু গুনছি)।

হাপুস নয়নে ক্রি.-বিণ. অঝোরে; চোখের জলে ভাসিয়ে (মেয়েটা দেখলাম হাপুস নয়নে কাঁদছে)।

হাফগেরস্ত বি. গৃহস্থ হয়েও যে নারী পর-পুরুষ গমন করে; খণ্ড সময়ের ব্যাভিচারিণী।

হাফসুল বি. ক্ষতি, বিপদ।

হাফসুল খাওয়া ক্রি. অকৃতকার্য হওয়া।

হাবজাগোবজা বি. আজেবাজে।

হাবড় বি. কাদা, কর্দমপূর্ণ (জল জমে জমে জায়গাটা হাবড় হয়ে গেছে)।

হাবড়হাটি বি. বিণ. এলোমেলো, অহেতুক ('তবে কেন আমি এত হাবড়হাটি লিখিয়া মরি' : বঙ্কিম)।

হাবলা, হাবা বিণ. বোকা, বোবা, ডাকনাম বিশেষ।

হাবাগাবা, হাবাগোবা বিণ. গোবেচারা ('চাউনি হাবাগোবা ধরনের এবং গলার স্বরে অপার বিস্ময়' : তপো)।

হাবাতে দ্র. হাভাতে।

হাবিজাবি বি. বিণ. আজেবাজে [illegible]।

হাবিজাবি এ প্যারাগ্রাফ ও প্যারাগ্রাফ নিয়ে...বেকার আলোচনা চালাচ্ছিলেন' : মুজতবা)।

হাবুচাবু বিণ. হতভম্ব, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

হাভাতে বিণ. দরিদ্র, অন্নহীন ['কত সাপ আছে গায় হাবাতেরে (হাভাতেরে) নাহি খায়...' : ভারত]।

হাম করা ক্রি. গায়েব করা, আত্মসাৎ করা ('স্পষ্ট বল না কেন যে, সমুদয় টাকাগুলি তুমি হাম করিয়াছ' : ত্রৈলোক্য)।

হাম খাওয়া ক্রি. চুম্বন করা ('পেঁয়াজের মুখে হাম খেলে প্রেম কেঁচে যায়' : সঞ্জীব)।

হামদো বিণ. [<হুমদো] স্থূল বা গোমড়া ('...ফুটপাথের ওপর তার হামদো মুখখানা ঘষি' : পরশুরাম)।

হামবড়া বি. অহং প্রকাশ ('ভদ্রলোকের গলার স্বর আর কথা বলার ঢঙে... হামবড়া ভাব একটুও নেই' : সত্যজিৎ)।

হামলানো ক্রি. চিৎকার করা (গোরুটা হামলাচ্ছে)।

হা-মা-কা অ. হাতে মাথা কাটা (বিদ্রূপার্থে)।

হাম্পু দেওয়া ক্রি. প্রতিহিংসায় শত্রুকে বিপন্ন করা (এমন হাম্পু দেব যে চিরকাল মনে থাকবে)।

হারামজাদা বি. গালিবিশেষ। স্ত্রী. হারামজাদি।

হারামি বিণ. দুষ্ট ('মহীধর শ্লা যে টেরিফিক হারামি' : প্রফুল্ল)।

হারেমের টাকা বি. বারোয়ারি টাকা।

হালকা হওয়া দ্র. গা-হালকা ('এই এতখানি পথ একটু হালকা হবার দরকার পড়েছিল' : সত্যজিৎ)।

হালফিল অ. সম্প্রতি।

হালুয়া টাইট বি. অবস্থা খারাপ, বিপদগ্রস্ত অবস্থা।

হালুয়া টাইট করা ক্রি. জব্দ করা, শায়েস্তা করা; নাকাল করা (বড্ড বাড় বেড়েছে ওর, হালুটা টাইট করে দেওয়া দরকার)।

হালুয়া টাইট হওয়া ক্রি. নাকাল হওয়া, হেনস্থা হওয়া (সারাদিন খাটতে খাটতে হালুয়া টাইট হয়ে যাবার জোগাড়)। তু. জান কয়লা হওয়া।

হাল্লাগাড়ি দ্র. হল্লাগাড়ি।

হিক্‌কড়ি বি. মস্তানি (সমাজবিরোধী)।

হিজড়ে বি. নপুংসক।

হিজিবিজি বি. আঁকাবাঁকা পরস্পর জড়িত রেখা বা দুর্বোধ্য লেখা (হিজিবিজি টানা)।

হিড়িক বি. হুজুগজনিত ব্যস্ততা ('সাক্ষাৎকার যদি নিতে হয় তো এই বেলা। পরে দর্শনের হিড়িক পড়ে গেলে আর চান্স পাবো?' : সত্যজিৎ)।

হিড়িক পড়া ক্রি. হুজুগ হওয়া, কোনও ব্যাপারে সকলের ঝোঁক হওয়া (তখন সাহেবিয়ানার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল)।

হিড়িকবাজ বি. যে হিড়িক তোলে বা হিড়িকে যোগ দিতে পছন্দ করে।

হিরো বি. যে কোনও কাজে ওস্তাদ এমন ব্যক্তি; গুণগ্রাহীদের প্রশংসাসূচক সম্বোধন।

হিল্লে বি. উপায়, সমাধান ('...কিন্তু সর্দি কাশির তো তাহলে কোনও হিল্লে হয় না' : মুজতবা)।

হিসি বি. প্রস্রাব।

হিস্যা বি. অংশ, বখরা ('আমরা এখনও মানাদাকে হিস্যা দিই' : স. ম.)।

হুকিং বি. বিদ্যুৎ চুরির কৌশল।

হুকো বানানো ক্রি. বোকা বানানো।

হুক্কাহুয়া বি. মিছিলের পুচ্ছাবলম্বনকারীদের শ্লোগান ; বশংবদ অনুগামীদের মুখে দাদাদের শেখানো বুলি।

হুজুক, হুজুগ বি. সামান্য বিষয় নিয়ে সাময়িক হইচই বা মাতামাতি।

হুজ্জত বি. বাদানুবাদ; ঝঞ্ঝাট।

হুজ্জুতে বিণ. যাতে ঝঞ্ঝাট আছে এমন (হুনুরে চীন আর হুজ্জুতে বাঙাল)।

হুটোপাটি বি. হুড়াহুড়ি ('সমস্ত রাতটাই হুটোপাটি করা গেছে' : জ্যোতিরিন্দ্র)।

হুড়কা বি. প্রথম যৌনসংসর্গে ভীতা নবাগতা যৌনকর্মী (যৌনকর্মী)।

হুড়কা মেয়ে বি. যে মেয়ে স্বামীর কাছে যেতে ভয় পায়।

হুড়কো বি. বাধা, বিপদ।

হুড়কো দেওয়া দ্র. বাঁশ দেওয়া।

হুড়াহুড়ি, হুড়োহুড়ি বি. প্রবল ঠেলাঠেলি, হুটোপাটি।

হুড়ুমদুড়ুম দ্র. হুড়াহুড়ি।

হুড়ো খাওয়া ক্রি. প্রতিহত হওয়া ('গোমস্তাকে হুড়ো খেয়ে পালিয়ে আসতে হইয়াছিল' : টেকচাঁদ)।

হুতুলি কুতুলি বি. তালগোল, জট ('ধুতি খুলে হুতুলি কুতুলি পাকিয়ে গ্যাচে' : হুতোম)।

হুদানি বি. গালিগালাজ (গ্রাম্য)।

হুপ্পা বি. সিগারেট।

হুমকানি বি. তর্জন-গর্জন; ভয় দেখানোর ভঙ্গি।

হুমকি বি. ভীতিপ্রদর্শন, শাসানি, হুঙ্কার, তর্জন-গর্জন।

হুমদো বিণ. গম্ভীর, ভারিক্কি ('বাবার বন্ধুরা যে বাবার কেলে হুমদো মুখখানি দেখতে আসতো না... বুঝতে পারতাম' : সমরেশ)। দ্র. হামদো।

হুমো পাখি বি. হোমিওপ্যাথি ('হোমিও-প্যাথি ওষুধ? তাতে সারবে? আচ্ছা, দেখা যাক হুমো পাখির জোর' : শরদিন্দু)।

হুলাহুলি বি. কোলাহল, সম্মিলিত হুলুধ্বনি।

হুলি করা ক্রি. বোকা বানানো।

হুলিয়া বি. পলাতক আসামির সন্ধানের জন্য প্রচারিত আসামির চেহারা চিহ্ন প্রভৃতির বিবরণ (হুলিয়া জারি করা)।

হুলিয়া বিগড়ে দেওয়া ক্রি. প্রচণ্ড প্রহার করে দেহের সৌন্দর্য নষ্ট করে দেওয়া (গণপিটুনি দিয়ে ডাকাতগুলোর হুলিয়া বিগড়ে দিয়েছে)।

হুলুস্থুলু বিণ. তুমুল, সমারোহ ও চাঞ্চল্যপূর্ণ, উত্তেজনাপূর্ণ (হুলুস্থুলু কাণ্ড)।

হুলো বি. ১. প্রেমিকার সন্ধানী পুরুষ; ২. পুলিশের বশংবদ সাধারণ ব্যক্তি; ৩. মর্দা বেড়াল।

হুল্লোড় বি. মিশ্র কোলাহল; বেপরোয়া আমোদপ্রমোদ।

হেংলাটে বিণ. রোগাটে।

হেঁকড়বাজি বি. মস্তানসুলভ ঢং ঢাং দেখানো।

হেঁচকা বি. হঠাৎ সজোরে টান (হেঁচকা দেওয়া)।

হেঁচকি বি. হিক্কা।

হেঁজিপেঁজি বিণ. তুচ্ছ, অতি সাধারণ ('...ওসব হেঁজিপেঁজি মেনীমুখো ছেলেদের দিয়ে এসব কাজ হয় না' : সমরেশ)।

হেঁড়ে বিণ. মোটা, কর্কশ।

হেঁপা বি. প্ররোচনা; ঝোঁক।

হেঁপো বিণ. শ্বাসকষ্টে হাঁপায় এমন (শীতে হেঁপো রুগীদের খুব কষ্ট)।

হেঁশেল বি. রান্নাঘর।

হেক্কার নেওয়া ক্রি. মস্তানি করা; রঙ নেওয়া।

হেজলিন বি. সাজগোজ।

হেড অফিস বি. [ইং. Head Office] ১. বাড়ি বা প্রতিষ্ঠানের কর্তা; ২. মাথা বা মস্তিষ্ক ('আইরিশম্যানের হেড-আপিসে বিস্তর ঘিলু' : মুজতবা)।

হেড সারভেন্ট বি. বাড়ির কর্তা।

হেডু বি. [ইং. Head Master] প্রধান শিক্ষক।

হেদনো, হেদানো ক্রি. হেদিয়ে উঠা, প্রিয়জনের বিরহে ভাবতে ভাবতে কাহিল হয়ে পড়া।

হেদিয়ে মরা ক্রি. প্রত্যাশায় উদ্বিগ্ন হওয়া।

হেদিয়ে যাওয়া ক্রি. পরিশ্রান্ত হওয়া।

হেনস্তা বি. অবজ্ঞা।

হেভি বিণ. [ইং. Heavy] দারুণ, প্রশংসাযোগ্য (মোহনবাগান আজ হেভি খেলেছে)।

হেভি লিং বিণ. খুব রোগা।

হেলাফেলা বি. অযত্ন, উপেক্ষা (হেলাফেলা করা)।

হেস্তনেস্ত বি. চরম বোঝাপড়া, শেষ নিষ্পত্তি (আজ হেস্তনেস্ত হয়ে যাক)।

হোঁতকা বিণ. স্থূল বা মোটা ('...ক্রমাগত খেলাতেও বুদ্ধি হোঁতকা হয়' : টেকচাঁদ)।

হোঁদল বিণ. বোকা।

হোঁদল কুতকুত বিণ. (ব্যঙ্গে) বেমানান রকমের মোটা ও কালো রঙের লোক; কালো কুৎসিত ও মোটা লোক (হোঁদল কুতকুতের পোশাকের বাহার দেখেছ?)।

হোগা বি. পোঁদ (পূর্ববঙ্গীয় কথ্য ভাষায়)। তু. সর্থ. গোয়া।

হোম গ্র্যাজুয়েট বি. [ইং. Home Graduate] ঘরকুনো।

হোম মিনিস্টার বি. পরিবারের গৃহিণী, যিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রাধান্য পান।

হোমরা চোমরা বিণ. কর্তৃত্ববান ব্যক্তি ('...মক্কেল ছিলেন বেশ হোমরা চোমরা লোক...' : সত্যজিৎ)।

হোমো বি. বিণ. [ইং. Homosexual] সমকামী (পুলিশটা হোমো নিশ্চয়ই)।

হোল বি. অণ্ডকোষ।

হ্যাংলা বিণ. লোভী ('হুঁকোমুখো হ্যাংলা বাড়ি তার বাংলা' : সুকুমার)।

হ্যাঁচকা বি. বিণ. হঠাৎ জোরে টান।

হ্যাঁচোড় প্যাঁচোড় ক্রি.-বিণ. অতি পরিশ্রমে কোনওক্রমে ('এই ঢাল দিয়ে হ্যাঁচোড় প্যাঁচোড় করে কিছুদূর নেমে যাওয়া বোধহয় খুব কঠিন হবে না' : সত্যজিৎ)।

হ্যাঁপা বি. ঝামেলা ('...পয়সায় তো আর

নামকরা স্কুলের দরজা খুলবে না, সে অনেক হ্যাঁপা' : সঞ্জীব)

হ্যাঁপা পোহানো ক্রি. বিপদ সহ্য করা।

হ্যাঁপায় পড়া ক্রি. বিপদে পড়া।

হ্যাঙ্গামা বি. ঝামেলা ('এদিকে আমার হোটেলেও হ্যাঙ্গামা' : সত্যজিৎ)। দ্র. হাঙ্গামা।

হ্যাচাক বি. লাইটার।

হ্যাজানো ক্রি. বিরক্তিকর আড্ডা দেওয়া।

হ্যাটা করা ক্রি. অপমানিত করা, বিদ্রূপ করা (আজকাল বউরা শ্বশুর-শাশুড়িকে যা হ্যাটা করে...)।

হ্যাড্ডাবাড্ডা বিণ. এলোমেলো, আজেবাজে।

হ্যানত্যান অ. এটাসেটা ('আবার কী সব হ্যানত্যান কতা শুরু করলে' : সুনীল)।

হ্যান্ডবল বি. ক্রি. প্রকাশ্যে অসতর্কভাবে পুরুষের লজ্জাস্থানে হাত দেওয়া (লোকটার নিশ্চয় এগজিমা আছে, ঘনঘন হ্যান্ডবল করছে)।

হ্যাপা দ্র. হ্যাঁপা।

হ্যাপি বার্থডে বি. [ইং. Happy Birthday] মদ্যপান।



প্রিয় পাঠক,

বাংলা অশিষ্ট শব্দের অভিধান নাড়াচাড়া করতে করতে আপনার এমন অনেক শব্দ মনে পড়বে যা আপনার বিবেচনায় অশিষ্ট, অথচ অভিধানে নেই, হয়তো কাউকে বলতে শুনেছেন বা কোনও গল্প-উপন্যাসে পড়েছেন। সেই শব্দগুলির পদ, অর্থ, প্রয়োগ-উদাহরণ, উদাহরণের উৎস ইত্যাদি লিখে আপনার নাম, পেশা, ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বরসহ আমাদের নীচের ঠিকানায় পাঠাবার জন্যে চারটি ফর্ম পরের পৃষ্ঠাগুলিতে পাবেন। এগুলি কেটে নিয়ে বা সাদা কাগজে আমাদের ছক অনুযায়ী আপনার শব্দগুলি পাঠাতে পারেন। পরবর্তী সংস্করণে আপনার নামও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখিত হবে।

সম্পাদক

বাংলা অশিষ্ট শব্দের অভিধান

অভিজাত প্রকাশনী

৬/১ বি, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট

কলিকাতা - ৭০০০৬৯

শব্দ

পদ

অর্থ

প্রয়োগ-উদাহরণ

উদাহরণের উৎস

অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মন্তব্য :

শব্দ :

পদ

অর্থ

প্রয়োগ-উদাহরণ

উদাহরণের উৎস

অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মন্তব্য :

শব্দ

পদ

অর্থ

প্রয়োগ-উদাহরণ

উদাহরণের উৎস

অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মন্তব্য :

শব্দ

পদ

অর্থ

প্রয়োগ-উদাহরণ

উদাহরণের উৎস

অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মন্তব্য

স্বাক্ষর :

শব্দ

পদ

অর্থ

প্রয়োগ-উদাহরণ

উদাহরণের উৎস

অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মন্তব্য :

শব্দ :

পদ

অর্থ

প্রয়োগ-উদাহরণ

উদাহরণের উৎস

অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মন্তব্য :

শব্দ

পদ

অর্থ

প্রয়োগ-উদাহরণ

উদাহরণের উৎস

অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মন্তব্য :

শব্দ

পদ

অর্থ

প্রয়োগ-উদাহরণ

উদাহরণের উৎস

অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মন্তব্য :

স্বাক্ষর :

" ইউরোপের লোকেরা তাদের ভাষায় কিছুই গুপ্ত অজ্ঞাত থাকতে দেননি। ...."

— সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

" ..... সমুদ্রগর্ভে শামুক ঝিনুক কঙ্কাল কঙ্কর মুক্তা প্রবাল যেখানে যাহা আছে, তুলিয়া আনো। কাহাকেও বর্জ্জন করিওনা; কাহাকেও অবজ্ঞা করিও না; .... গ্রাম্য ভাষা বলিয়া অবজ্ঞায় তোমার অধিকার নাই।"

— রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

" পথে ঘাটে মাঠে এবং ঘরে বাইরে রকে আড্ডায় প্রতিদিন এই ধরনের নতুন কথা, স্ল্যাং ওয়ার্ডস গজিয়ে ওঠে। ...."

— কুমারেশ ঘোষ

" .... যুগে- যুগে নতুন হয় বলেই ভাষা বেঁচে থাকে, সে শক্তি হারিয়ে ফেললেই মরে যায়। আর অভিধান যদি সেই বিবর্তনের ছবি দিতে না পারে,তাহলে অভিধানের অর্থ কী?

— বুদ্ধদেব বসু

" শব্দ নিয়ে অনুসন্ধানের নেশা আমার বহুদিনের। ' Value Price and Profit ' বইটির বাংলা করেছিলাম ' ভূতের বেগার'। ....'Labour Power' কথাটির ক্ষেত্রেও আমি 'গতর' কথাটি ব্যবহার করেছিলাম। "

— সুভাষ মুখোপাধ্যায়